রামগড়

রামগড়

(উপন্যাস)

This world is a fleeting show.
For man's illusion given ;
The smiles of joy, the tears of woe,
Deceitful shine, deceitful blow,
There's nothing true but Heaven.

—*Moore.*

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

মূল্য দুই টাকা।

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়,
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৩২৫—জ্যৈষ্ঠ

প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ

যাঁহার একান্ত ইচ্ছায় বহুদিনের পরিত্যক্ত

রামগড়

জীর্ণ সংস্কৃত ও লোক-চক্ষে প্রকাশিত হইল

তাঁহারই হস্তে

ইহা প্রদান

করিলাম।

ভূমিকা

'রামগড়' ১৩১০ সালে প্রথম লিখিত হয়। সে সময় বৌদ্ধজগতের ইতিহাস এরূপ সুপ্রচারিত হয় নাই।—হইলেও সে সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নিতান্তই অল্প ছিল। কেবল মাত্র শাক্য বিবাহ প্রথার অনুসরণে এবং গোরক্ষপুরের নিকটবর্ত্তী 'রামগড়' হ্রদ সম্বন্ধীয় একটি কিম্বদন্তী অবলম্বনে এই উপন্যাসখানি রচিত হয়। ইহার বহুদিন পরে জানিতে পারি ঠিক এই প্রকারের একটি ঐতিহাসিক ঘটনাই শাক্যবংশ ধ্বংসের হেতু।

উক্ত ইতিহাসের সহিত বহুস্থলে একতা সম্পন্ন হইলেও আমার কল্পনার সহিত বাস্তবের মূল ঘটনাটিতেই অনৈক্য ঘটিয়াছিল। অগত্যাই ইহার মমতা ত্যাগ করিতে হয়।

কিন্তু আমি পরিত্যাগ করিলেও এই হতভাগ্য 'রামগড়ের' সহানুভূতির অভাব ঘটে নাই, আমার প্রতি স্নেহসম্পন্ন আমার চিরদিনের পাঠক পাঠিকা মণ্ডলী লেখিকার ন্যায় ইহাকে বিস্মরণ হইতে পারেন নাই। তাই আবার এত দিনের পর তাঁহাদেরই একান্ত আগ্রহ ও উৎসাহের বলে ইহাকে বহুস্থলে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করিয়া পুরাতনে নূতনে মিশ্রিত এই 'রামগড়'কে সাধারণ্যে বাহির করিলাম। যতটুকু সম্ভব ইতিহাস সম্মত ঘটনা ইহাতে সন্নিবেশ চেষ্টা করিলেও উপাখ্যান ভাগের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার্থ সে চেষ্টা সর্ব্বত্র ফলবতী হইতে পারে নাই। যাহা হউক ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের চক্ষে না দেখিলেই ইহার সমুদয় ঐতিহাসিক ত্রুটি মার্জ্জনীয় হইতে পারিবে ইহাই ভরসা।

মজঃফরপুর,
২২শে বৈশাখ, ১৩২৫।

লেখিকা :

রামগড়

সূচনা

She has a baby on her arm,
Or else she were alone :—

—*Wordsworth.*

"ভগবান্! নেত্রপাত করুন, আমি আসিয়াছি।"

সূর্য্যকিরীটী গিরিরাজ হিমাচলের পাদদেশে বহুদুর বিস্তৃত নিবিড় অরণ্যানী, মহাটবিগণের ঘনসন্নিবেশে দিবা দ্বিপ্রহরেও তথায় অন্ধকারের অধিকার দৃষ্ট হয় এবং সন্ধ্যা ও প্রভাতে সেই শাখাপ্রশাখা বিরচিত-চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত কাননভূমি দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আবৃত থাকে। এই মহারণ্য অহোরহঃ ঝিল্লীরব-স্পন্দিত; মানবের দুষ্প্রবেশ্য এবং শ্বাপদসঙ্কুল।

আজি কিন্তু সেই আলোকশূন্য শব্দশূন্য মহাবন মধ্যে এক বিশাল বোধিদ্রুমমূলে একখণ্ড সুপরিষ্কৃত শিলাসনে এক সৌম্যমূর্ত্তি উদাসীন পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন এবং সেই পুরুষপুঙ্গবের পদপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র শিশু কক্ষে লইয়া এক দীনাবস্থা তরুণী তাঁহারই ধ্যানভঙ্গ-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠা-ব্যাকুলনেত্রে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল।

ক্রমে সেই নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা যেন বায়ুসঞ্চালনে ঈষৎ কম্পিত হইল; বাহ্যচেতনা-সঞ্চার-লক্ষণে অল্পমাত্র চাঞ্চল্য সেই যতিদেহে প্রকটিত হইতেছিল। ইহা দর্শনে সেই দুঃখ-বিড়ম্বিতা উদ্বিগ্না নারী অসহিষ্ণু হইয়া

তাঁহার উদ্দেশ্যে কহিয়া উঠিল,—"ভগবান! নেত্রপাত করুন, আমি আসিয়াছি।"

পুরুষবর বালারুণ সদৃশ স্নিগ্ধোজ্জ্বল নয়নদ্বয় প্রণতার দিকে ফিরাইয়া করুণামথিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ ভীষণ কানন মধ্যে কি হেতু আগমন, মা রাজেন্দ্রাণি?"

নারী এ সম্ভাষণে ঈষৎ চমকিতা হইল ও কিয়ৎক্ষণ অধোমুখে থাকিবার পর যতিরাজের প্রশান্তনেত্রে অধীর দৃষ্টিপাত করিয়া যন্ত্রণাদিগ্ধ স্বরে কহিয়া উঠিল,—"সর্ব্বজ্ঞ! আপনার অবিদিত ত্রিজগতে কি আছে? আমি বড়ই দুঃখিনী। আমার ন্যায় দুঃখিনী এ সংসারে অপর কেহ আছে কিনা জানি না। আপনি আমায় আশ্রয় দান করুন।"

ভিক্ষু কহিলেন, "বৎসে, এ সংসার দুঃখময়, চতুরার্য্য সত্যের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না থাকায় লোকসকল ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিয়া থাকে। দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ধ্বংস ও দুঃখধ্বংসের উপায় এই চারিটি মহাসত্যের সম্যক জ্ঞান দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি ও পুনর্জন্মের উচ্ছেদ হয়। এতদ্‌ভিন্ন দুঃখ পরিহারের অপর কোন নিশ্চিত পন্থা নাই।"

"ভগবান! আমায় সেই সত্যই শিক্ষা দিন"—এই বলিয়া সেই দুঃখ-নিপীড়িতা উপদেষ্টার চরণযুগল ধারণ করিল।

"তোমায় গ্রহণ করিলাম"—এই কথা বলিতে বলিতেই নারী-কক্ষস্থিত সেই ক্ষুদ্র মাণবক লক্ষ্যে সর্ব্বত্যাগীর শান্ত মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল,—"উহার কি করিবে?"

"এ জগতে ইহারই বা স্থান কোথা?"

"সন্তানের স্নেহ বক্ষে লইয়া ভিক্ষুণী-ব্রত অবলম্বন করিতে চাহিতেছ? বৎসে! তুমি শতবন্ধনে বিজড়িতা। যদি সম্ভব হয় এখনও নিজ সংসারে ফিরিয়া যাও।"

ভিক্ষু এই কথা বলিলে নারী অতিশয় ব্যাকুলা হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত-

কাল মাত্র চিন্তান্বিতা থাকিয়া পরক্ষণে যেন সমুদয় দ্বিধা পরিত্যাগ করিয়া সে রমণী দ্রুত উচ্চারণে কহিয়া উঠিল,—“সে পথ মুক্ত থাকিলে, আজ এ পথে আসিতাম না প্রভু! তাঁহার পদসেবার পরিবর্ত্তে স্বর্গ মোক্ষও আমার কাঙ্ক্ষিত নয়, কিন্তু দেব! সে পথ আমার রুদ্ধ। আমার স্বামীর চিত্ত আমার জন্য সুখহীন। আমি তাঁহার বক্ষস্থলে অহর্নিশি কণ্টকের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। না,—যদি সবই ত্যাগ করিলাম তবে এই ভাগ্যহীন শিশুতেই বা আমার কিসের মমতা? শুধু আপনি আমায় পরিত্যাগ করিবেন না।”—

এই কথা বলিয়া সেই আশ্চর্য্য-স্বভাবা জননী সন্তানটিকে স্বীয় বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পরক্ষণে দ্রুতপাদক্ষেপে সেই ঘন বিন্যস্ত লতাপাদপাচ্ছন্ন গভীর বনমধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল রহিয়া রহিয়া বিরাট-স্তব্ধ মহারণ্য মধ্যে ক্ষুধিত শিশুকণ্ঠের রোদন-রব বহুদূর হইতেও ভাসিয়া আসিয়া সেই একমাত্র করুণাময় শ্রোতার কর্ণমূলে পুনঃ পুনঃ প্রহত হইতে লাগিল।

সে ধ্বনি অস্ফুট হইতে অস্ফুটতর হইতে হইতে ক্রমশঃ এক সময় মিলাইয়া গেলে, ভিক্ষু আত্মগতই কহিলেন,—“যে ভবিষ্য মহানাটকের এ সূচনা,—আজিকার এই অসহায়া শিশুরূপিণী তুমিই সেই মহানাট্যের মহানায়িকা!”

রামগড়

প্রথম পরিচ্ছেদ

Cursed be the social wants that sin against the
strength of youth.

—*Tennyson.*

একদিন—যেদিন দেবগড়ের ভাগ্যগগন ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ হইল সে দিনের প্রথম শ্রাবণের বর্ষণক্লান্ত বিচ্ছিন্ন মেঘালোকে গোধূলির ক্ষীণ প্রকটিত ঈষদারক্ত আভাটুকু দেবগড় মহিষীর প্রতিপালিতা কন্যা শুক্লার পরিপুষ্ট গণ্ডে নিপতিত হইয়া তাহাদের আরও রক্তিম ও সমধিক উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছিল। সে তখন একরাশি বৃন্তচ্যুত সেফালি কুড়াইয়া সিক্ত পুষ্প সিক্ত অঞ্চলে লইয়া নিপুণ হস্তে মালা গাঁথিতেছিল। বর্ষার বাতাস চুরি করিয়া এক একবার তাহার আর্দ্র কেশে এক একটি সোহাগের দোলা দিয়া যাইতেছিল, এক একবার উদ্যানস্থ কুটজকুসুমের গন্ধসম্ভার আনিয়া ঘরময় ছড়াইয়া দিয়া তাহার ক্রোড়স্থ বারিধৌত মৃদু সৌরভ সেফালি হইতে গন্ধ আহরণ করিয়া লইতেছিল। একটা ভ্রমর বুঝি চম্পকদাম তুল্য তাহার স্থ-বর্ণের জ্যোতিঃতেই অন্ধ হইয়া পুষ্পভ্রমে তাহারই চারিদিকে গুন্-গুন্ রব করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এমন সময় পশ্চাতে গুরু পদশব্দ শুনিয়া সে মুখ ফিরাইল; দেখিল আগন্তুক দেবগড়ের যুবরাজ। কুমার ইন্দ্রজিৎও যেন একটু বিস্মিত একটু লজ্জিত

হইলেন, দুই পদ পিছাইয়া গিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"তুমি অমিতা নও ?—শুক্লা !"

বস্তুত তাঁহার এ ভ্রমের জন্য তিনি অপরাধী নহেন। রাজকন্যা অমিতার আকৃতির সহিত এই অজ্ঞাত-কুলশীলা কন্যার আকৃতিগত এতই বিস্ময়কর সৌসাদৃশ্য ছিল যে ইতঃপূর্ব্বে অনেকেই এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

মহারাজ সুরজিতের যমজ ভ্রাতা যুধাজিতের এই একমাত্র সন্তান যুবরাজ ইন্দ্রজিৎই এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজা। পিতৃমাতৃহীন ইন্দ্রজিৎ রাজমহিষী অরুন্ধতীর ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইয়া আজ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ শস্ত্রদক্ষ সুন্দরকান্তি যুবকে পরিণত হইয়াছেন। রাজভ্রাতা রাজার পূর্ব্বেই বিবাহিত হন এবং এই সন্তানটিকে মাত্র জ্যেষ্ঠের ঋণ পরিশোধ স্বরূপ তাঁহার হস্তে সঁপিয়া দিয়া অল্পকাল মধ্যেই পত্নীর অনুগমন করেন। সুতিকাগৃহেই রাজবধূর মৃত্যু ঘটিয়াছিল। যুবরাজ শুক্লার অপেক্ষা দুই চারি বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ, সেইজন্য একত্র অবস্থান হেতু শুক্লা তাঁহার আশৈশব কৈশোরের সমবয়স্কা ক্রীড়াসঙ্গিনী। ছোটবেলায় তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল কিন্তু এক্ষণে শুক্লা বয়স্থা হইয়াছে। যুবরাজও প্রায় চারি বৎসর রাজগৃহে কোন এক বিখ্যাত সেনাপতির নিকট অস্ত্রশিক্ষার্থ অবস্থান করিতেছিলেন, সম্প্রতি মাত্র দেশে ফিরিয়াছেন। সেইহেতু কিছুদিন হইতে উভয়ের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ নাই। শুক্লা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার হস্ত হইতে অর্দ্ধগ্রথিত মাল্য ও ক্রোড় হইতে ভ্রষ্ট ফুলের রাশি,—যেমন করিয়া বর্ষার বাতাসে বৃক্ষশাখা হইতে ঝরিয়া ঝরিয়া ভূমে পড়িয়াছিল ; আবার তেমনি করিয়াই তাহার ও যুবরাজের পদপ্রান্তে ঝরিয়া পড়িল।

যুবরাজ চাহিয়া রহিলেন। শুক্লার আপাদ-চুম্বিত কাকপক্ষ সহ দুলনীয় নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি, শুক্লার নব বসন্তের পল্লবিনী চারু লতিকার

ন্যায় অভিনব সৌন্দর্য্যস্ফুরিত মনমোহিনী কান্তি, শুক্লার কুসুমরাশি মধ্যস্থ কুসুম কোমল পদপল্লব—মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। এই উন্মিষিত-যৌবনা শুক্লাকে দেখিয়া সহসা উপবন-লক্ষ্মী বলিয়া ভ্রম জন্মে, এতই তাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল! তারপর একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন,—"প্রবাসী বন্ধুকে স্মরণ আছে তো, শুক্লা?"

যুক্তকরে অভিবাদন করিয়া শুক্লা মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল,—"যুবরাজ এ দাসীর অত্যধিক সম্মান বাড়াইতেছেন। ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, সাহস পাইয়াই বলিতেছি, দেবগড়ের যুবরাজ নিজে একজন অনাথা বালিকার বাল্যবন্ধু বলিয়া যখন স্বীকার করিলেন, তখন এ আত্ম-শ্লাঘা কি তার পক্ষে নিমেষের জন্যও ভুলিবার বস্তু যুবরাজ?"

যুবরাজ তাহাকে সাগ্রহে বাধা দিয়া বলিলেন,—"অমন কথা বলিও না শুক্লা! এই অনাথা বালিকাই যে দেবগড়ের যুবরাজের আশৈশব কৈশোরের কত আশা আকাঙ্ক্ষার, কতই না আদরের, সে কি তা জানে না? অথবা সে সব কথা ইহার মধ্যেই সে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে?"

শুক্লার আকণ্ঠ কপোল আরক্ত হইয়া উঠিল। সে সেই অর্দ্ধগ্রথিত ভ্রষ্ট মাল্য নত হইয়া কুড়াইতে কুড়াইতে যুবরাজের এ কথার বিশদ অর্থটি না বুঝিবারই ভাণে উত্তরে বলিল,—"সে কথা জানি বলিয়াই তো আপনাদের কখন প্রভু বলিয়া মনে করিতেও পারিলাম না। মহারাজ, মহারাণীমাতা, রাজকুমারী ও আপনি আমি চিরদিনই জানি, আমারই মা বাপ ও ভাই ভগ্নী। এই যে আমার আশার অতিরিক্ত পুরস্কার।"

"তোমার 'আশাতিরিক্ত পুরস্কার', শুধু ঐ টুকু! তুমি কি তবে এখনও বুঝিয়াও বুঝিবে না? চিরদিনই এমনি অজ্ঞতার ভাণে কাটাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে? কেন, আমরা তো আর এখন বালক বালিকা নই!"

"যুবরাজ বাল্যসঙ্গিনী বলিয়া অজ্ঞাত-কুলশীলা দাসীর প্রতি সম্ভবাতি-

ক্ত দয়া প্রকাশ করিবেন না। আমি আপনার ভগ্নী অমিতার সী হইলেও আপনাদেরই দয়াগুণে তাঁহার ও আপনারও কনিষ্ঠা গ্নী-প্রতিমা। আমার এই কি কিছু কম পুরস্কার?" এই বলিয়া নরায় অভিবাদন পূর্ব্বক ফুলের রাশি আঁচলে উঠাইয়া লইয়া ড়িৎলতা যেমন মেঘের এক প্রান্ত হইতে মুহূর্ত্তে অপর প্রান্তে চলিয়া য়, তেমনি করিয়া সে যুবরাজের নিকট দিয়া অন্য কক্ষে চলিয়া লল। কিন্তু তাড়িতের যে দাহ্যমান শিখা তাঁহার অটল হৃদয়ে সে হুদিনাবধি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল তাহা নির্ব্বাপিত করিয়া যাইতে তো ারিলই না, বরং তাহার দাহিকা শক্তি অধিকতর বর্দ্ধিতই করিয়া য়া গেল।

সেই দিনই যুবরাজ জ্যেষ্ঠতাত-পত্নীকে জানাইলেন যে, তিনি রাজ-হিষীর প্রতিপালিতা অজ্ঞাত-কুলশীলা শুক্লাকে বিবাহ করিতে চাহেন। হুদিনাবধিই তিনি এ বিবাহ সম্বন্ধে দৃঢ়সঙ্কল্প, তবে এতদিন শিক্ষাধীন বস্থা ছিল বলিয়াই এ সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। রাজ্ঞী এ প্রস্তাবের সঙ্গততা প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু ইন্দ্রজিতের প্রকৃতি কখনই যুক্তি তর্কের াশ্রয় গ্রহণে সম্মত নয়। নিজে অকৃতকার্য্য হইয়া রাজমহিষী অগত্যা াজাকে সকল কথা জানাইলেন। শুনিয়া মহারাজ ঈষৎ চিন্তান্বিত চিত্তে াতুষ্পুত্রকে ডাকাইয়া কহিলেন, "ইহা অসম্ভব!"

ইন্দ্রজিৎ বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অসম্ভব কেন পতৃব্য?"

"তুমি তো জান শুক্লা অজ্ঞাত-কুলশীলা, সে এই সম্মানিত রাজ-সিংহাসনের যোগ্যা নয়। তুমি আরও জান আমাদের শাক্যবংশের কুলপদ্ধতি ক্রমে শাক্যা স্ত্রী গ্রহণ ব্যতিরেকে গ্রহীতার সমাজ এবং সিংহাসন-্যুতি ঘটে। সব জেনে শুনে তবে কেন এ অসঙ্গত প্রস্তাব করিতেছ?"

কুমার ইন্দ্রজিৎ অধিকতর বিনীত ভাবে কহিলেন,—"আপনারা

আমার আবেদন ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, আমি রাজসিংহাসন ত চাহি নাই, আমি কেবল শুক্লাকেই বিবাহ করিতে চাহিয়াছি।"

রাজা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন, ইন্দ্রজিৎ নীরব হইবা মাত্রেই ত্বরিত স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "না না ইন্দ্র, অমন কথা তুই ভ্রমেও মনে আনিস্ নে'। এ ক্ষণেকের মোহে যে চির জীবনব্যাপী অনুতাপের অগ্নিশিক্ষা মানুষের প্রাণে জ্বলে উঠ্‌তে পারে, বালক তুই, তুই তার এখন কি জানিবি! এখন মনে হচ্চে তাহার জন্যই রাজ্যসম্পদ তুচ্ছ ভাবতে পারবি, কিন্তু তা পারবি না। অবোধ, কেউই তা পারে না। এমন একটা সময় আসে, যে দিন এই অর্ব্বাচীনতার জন্য মাথা ঠুকতে ইচ্ছা করে"—বলিতে বলিতে তাঁহার মানসোদ্বেগ অসংবরণীয় হইল। তিনি আসন ত্যাগ করিয়া কক্ষ মধ্যে কম্পিত পদে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই বিচলিত ভাব চোখে দেখিয়াও তাঁহার স্নেহাধার ভ্রাতুষ্পুত্র অবিচলিত রহিলেন, বরং পুনশ্চ কহিলেন,—"সকলের মন সমান হয় না মহারাজ! আমার মানসিক দৃঢ়তা আমার অজ্ঞাত নহে। সকলে না পারিলেও আমি যাহা পারিব স্থির করিয়াছি, তাহা নিশ্চয়ই পারিব। ইহা বোধ করি আপনিও অবিশ্বাস করেন না?"

পুত্র সম্বন্ধ হইলে কি হয়, শৈশব হইতে জ্যেষ্ঠতাত-রাজার নিকট প্রশ্রয় প্রাপ্ত ভ্রাতুষ্পুত্র-রাজকুমার তাঁহার সহিত সমকক্ষবৎ আচরণেই অভ্যস্ত।

রাজা একটু আত্মসংবৃত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন, বলিলেন,—"এ দুদিনের স্বপ্ন দুদিন পরেই ভুলিয়া যাইবে। মহামান্য শাক্যকুল-প্রধানের ঘরে যে সুন্দরী কন্যা আছে, আমি সেই কন্যা তোমার জন্য প্রার্থনা করিয়াছি। রূপে গুণে সে কন্যা তোমার অনুপযুক্তাও নয়। ছেলেখেলা ভুলে যাও বৎস! রাজ সিংহাসন—"

"দেবগড়ের সিংহাসনের উপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নাই। এ সিংহাসন আপনার যাহাকে ইচ্ছা আপনি অনায়াসেই দান করিতে পারেন।"

রাজা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "বৎস, তুমি ভিন্ন জগতে আমার আর কে আছে? তুমি যে আমার জীবন সর্ব্বস্ব! তোমায় সুখী করিতে কি আমারই অসাধ? কিন্তু উপায় কি? রাজ পুত্রের পদ যে কঠিন নিগড়াবদ্ধ, তার তো নিজের সুখ খুঁজিবার অধিকার নাই। আমার দিকে চাও, পিতৃপুরুষের কথা স্মরণ করিয়া, নিজের স্বার্থ ত্যাগ কর। বৃদ্ধ বয়সে আমায় আর শেলাঘাত করিও না। তুমি যখন যা চাহিয়াছ কখন 'দিব না' বলি নাই, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন দুরূহ কর্ম্ম হইতে—শঙ্কায় আকুল হয়েছি, তবু তোমায় বাধা দিই নাই। আজ অনুরোধ করিতেছি,—আমার এই প্রথম আদেশ পালন কর, অগ্রাহ্য করিয়া আমায় সন্তপ্ত করিও না।"

যুবরাজ উঠিয়া ঈষদ্দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন,—"আমায় বৃথাই আজ্ঞা করিতেছেন। রাজ্যে আমার স্পৃহা নাই। আমায় নিজের পথে চলিতে দিন। এর জন্য আপনি আমায় অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর মনে করেন, কি করিব —আমি নিরুপায়।"

কুমার চলিয়া যান, রাজা ডাকিলেন, "ইন্দ্র!"

রাজপুত্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা কাতর স্বরে কহিলেন,—"ইন্দ্র, আমার কথা একবার ভাল করে ভেবে দেখিস্। ভেবে দেখিস্ কি কি-বজ্র তুই আমার বক্ষে মারিতে চাস্। জগতে তুই আমার আশা ভরসা। সুধা যখন তোকে আমার হাতে দিয়ে যায়, তুই তখন দুই বৎসরের অসহায় শিশু মাত্র। সেই হ'তে আজ এই সুদীর্ঘ ঊনবিংশ বর্ষ তোকে আমার বুকের রক্ত দিয়ে পোষণ করেছি। আমি অপুত্রক,— কিন্তু শুধু তাহাই নয়। তুই শুধু আমারই পুত্র, আমারই আশার নয়,

আমাদের পিতৃপুরুষের অতীত ভবিষ্যতেরও এক মাত্র আশা ভরসা। আমি আর এ গুরুভার বহন করিতে সক্ষম হইতেছি না, তুই এই রাজ-দণ্ড নিজে ধারণ করে আমায় এসব হতে অব্যাহতি দান কর। আমি শাক্যকুল কন্যা বধূ আনিয়া পৌত্রমুখ সন্দর্শনে নিশ্চিন্ত চিত্তে পরলোকের চিন্তায় মন দিই।”

ইন্দ্রজিৎ ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন। স্নেহময় জ্যেষ্ঠতাতের প্রতি তাঁহার আশৈশব কত ভালবাসা, কত নির্ভর সে সকল কথাই মনে পড়িতে লাগিল। কিন্তু আবার পরক্ষণেই আর এক ছবি অধিক-তর উজ্জ্বলরূপে চিত্তফলকে ফুটিয়া উঠিয়া এই পুরাতন বর্ণোজ্জ্বলহীন রেখাচিত্রকে যেন উপহাস করিয়া বলিল,—উহার রং দুদিন পরেই তো মিলাইয়া যাইবে, অনর্থক সেই ক’টা দিনের জন্য নিজের চির দিনের ভবিষ্যৎটা নষ্ট করিবে কেন? কিন্তু—এ রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া যাহা হারাইবে তার চেয়ে সহস্র গুণ হয় তো সে ফিরাইয়াও পাইতে পারে, কেবল পাইবে না এই বাৎসল্য স্নেহ!—আবার সেই অপরূপ রূপ মনোদর্পণে আপনার মুখবিম্ব প্রতিবিম্বিত করিয়া কি কথা বলিল। কি সে কথা? সেই কথাতেই স্বর্ণলঙ্কা সর্ব্বনাশের দহনে দগ্ধ হইয়াছে, আজও অনেক সংসার ইহারই দহনে দগ্ধ হইতেছে। তাই কুমার জ্যেষ্ঠতাতের সেই সকাতর অনুনয়ের উত্তরে একটিও আশার বাণী উচ্চারণ না করিয়াই নীরবে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

সুরজিৎ সুগভীর বিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তিনি নিজ প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

I can die but can not part

—*Burns.*

কুমার ইন্দ্রজিৎ সেই দিনই আর একবার শুক্লার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সে তখন রাজকুমারীর চিত্রশালায় একা বসিয়া ঈষিকাহস্তে নিবিষ্ট চিত্তে একখানি আলেখ্য অঙ্গে বর্ণ সমাবেশ করিতেছিল। রাজকন্যা অন্যান্য সখীজন সঙ্গে উদ্যান মধ্যস্থ সরসীতটে বায়ু সেবন করিতেছিলেন। কার্য্যে নিবিষ্টচিত্তা শুক্লা পুনঃ পুনঃ আহ্বানিতা হইয়াও কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উঠিল না। রাগ করিয়া রাজ কুমারী চলিয়া গেলেন, বলিয়া গেলেন, "আচ্ছা থাক্ তুই; আজ আর আমি কিছুতেই তোর সঙ্গে কথা কইব না। তোর ভারি অহঙ্কার হয়েছে।"

শুক্লা আঁকিতেছিল সুদৃশ্য হ্রদতটে সুন্দর উপবন, বৃক্ষে বৃক্ষে পুষ্পিত লতা সকল জড়াইয়া উঠিতেছে, কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমরকুল গুঞ্জন ধ্বনি করিয়া ফিরিতেছে, হ্রদবক্ষে চন্দ্রচ্ছায়া চূর্ণিত চন্দ্রিকারাশি তাহার মৃদুল তরঙ্গের সহিত মৃদু মৃদু কম্পিত স্পন্দিত হইতেছে। তীরে লতাকুঞ্জে এক অপূর্ব্ব সুন্দরকান্তি পুরুষ, মুখে তাহার অনৈসর্গিক করুণা এবং প্রেম সেই সমুজ্জ্বল জ্যোৎস্নাধারারই মত সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। সে মূর্ত্তি রাজবাটীর চিত্রশালাস্থ বসন্তের রূপক চিত্র হইতে গৃহীত হইয়াছিল; আর তাহার সম্মুখে অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রা সহাসারুণবদনা লজ্জারাগ-বিমণ্ডিতা কুমারী অমিতা নতমুখে দাঁড়াইয়া। পুরুষরূপী বসন্ত বসন্তের নবীন পুষ্পে বিভূষিত দেহ কুমারীর পদপ্রান্তে নত করিয়া তাঁহার প্রেম-পরিপ্লুত নেত্রদ্বয় সকরুণ ভাবে সুন্দরীর সলজ্জ মুখের উপর সংস্থাপিত

করিয়া প্রফুল্ল পুষ্প-মাল্যগাছি তাঁহার দুটি কুসুম-বলয়-বেষ্টিত করে ধারণ করিয়া আছেন। রাজকুমারীও কোমল করে তাহারই অনুরূপ আর একগাছি পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়া অর্দ্ধমুকুলিত দৃষ্টিতে সেই বসন্ত-রূপী পুরুষের পানে অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিতেছেন। শুক্লা এইরূপে অনুপস্থিত কপিলাবস্তুর শাক্য কুমার বসন্তশ্রীকে মদন সখা বসন্তরূপে চিত্রিত করিয়া ধীর হস্তে চিত্রের নিম্নে একটি শ্লোক লিখিতে লিখিতে রাজকন্যার কথায় মুখ না তুলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা সে তখন দেখাই যাইবে।"

কৃত্রিম কোপপ্রকাশ করিয়া রাজ-কুমারী শ্লোকটি পাঠ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—"সত্যি, দেখিস্,—আমি যেন তা পারিনে? ও কি লিখছিস্!—পোড়ার মুখী, এখনই তোর ও ছাই ছবি ছিঁড়ে ফেলে দিব—শীঘ্র ও শ্লোক মুছে ফেল্।—ফেল্‌বিনে'? তবে দেখ তোর ঐ পটখানার কি দশা হয়! ও ভাই অরুণা, তুই শুক্লার হাতদুটো চেপে ধর্‌না—ভাই, একা কি আমি ওর সঙ্গে পারি? যাঃ তোরা সবাই সমান। আমি তোদের নিকট হ'তে চলিয়া যাই।"

রাজ-কুমারী রাগ করিয়া চলিয়া গেল। তবে সে ক্রোধটা মুখে যতখানি প্রকাশ পাইয়াছিল মনে তার অর্দ্ধেকটুকুও প্রবেশ করিবার প্রমাণ পাওয়া গেল না। একটুখানি গিয়াই সে লবঙ্গিকাকে ডাকিয়া বলিল, "আয় ভাই, শুক্লার জন্য ভাল করে একছড়া মালা গাঁথি। আজ আমাদের স্বয়ম্বর স্বয়ম্বর খেলা হবে; আমি শুক্লার গলায় মালা দেব।"

এই প্রস্তাবে তাহার কিশোরী সঙ্গিনীরা খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিল। লবঙ্গিকা কহিল,—"হ্যাঁ ভাই রাজকুমারী! শুক্লা যেন ভাই মগধের রাজা অজাতশত্রু।"

অমিতা প্রবল বেগে মাথা নাড়িল,—"দূর তা কেন, ও ভাই কপিলা-

বস্তুর রাজপুত্র, না হলে আমি ওকে মালা দেব কেমন করে ভাই? আমার কি আর কারুর গলায় মালা দিতে আছে!"

শুক্লা যে শ্লোক লিখিয়া গালি খাইল, লেখা হইলে এইবার সেটি একবার পাঠ করিয়া চিত্রখানা আধারের উপর রাখিতে উঠিয়া গেল।

"জিজ্ঞাসা-ক্ষামকণ্ঠেন যাচিতঞ্চাম্বু পক্ষিণা
নবমেঘোজ্ঝিতা চাস্য ধারা নিপতিতা মুখে॥"

"সত্য সত্যই কি শুক্লা, 'পিপাসাক্ষাম কণ্ঠে পক্ষী অম্বু যাচ্ঞা' করিলেই 'নবমেঘ পরিত্যক্ত ধারা' তাহার মুখে পতিত হইবে?"

শুক্লা কণ্ঠস্বরেই চিনিল প্রশ্নকর্ত্তা কুমার ইন্দ্রজিৎ। একটু বিরক্ত হইয়া সে মুখ ফিরাইল। কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া সসম্ভ্রমেই কহিল,—"আসুন, রাজকুমারী উদ্যানে গিয়াছেন, আপনাকে তাঁর কাছে লইয়া যাই।"

কুমার একটা আসন গ্রহণ করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"আমি তো রাজকন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসি নাই। আমি যাঁর সন্ধানে আসিয়াছিলাম শুভাদৃষ্ট ক্রমে তাঁর দর্শনও আমি পেয়েছি। এখন জিজ্ঞাসা করি শুক্লা, আমার প্রশ্নের উত্তর পাইব কি না? চাতক জল চাইলেই কি সে প্রত্যাশা তার পূর্ণ হইবে?"

শুক্লা কিছু ভীতা হইল। ইন্দ্রজিতের ধনুর্ভঙ্গ পণের বিষয়ে সে অজ্ঞ নয়। সেদিনের সে সূচনা আজ যে আরম্ভে পরিণত হইতে চলিল, এর ফল কি হয় শুধু সেই শুদ্ধ পুরুষই জানেন, যিনি এই অমঙ্গলপূর্ণ মানব জীবের কল্যাণ পথ প্রদর্শনরূপ দুঃসাধ্য সাধন জন্য আজ রাজ রাজ্যেশ্বর হইয়াও মহাভিক্ষুক। কিন্তু সুফল যে ফলিবে না সে সম্বন্ধে সে বহুপূর্ব্ব হইতেই মনে মনে সন্দিহান এবং চিন্তান্বিতা। সে নিজের বুদ্ধিপ্রভাবেই বুঝিতে পারিতেছিল, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার প্রতি রাজপুত্রের ভালবাসা বিভিন্ন ভাব ধারণ করিতেছে। তাঁহার

প্রকৃতির দৃঢ়তাও তাহার অবিদিত ছিল না বলিয়া সে এই সত্য তথ্য আবিষ্কারে মনে মনে একান্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু শেষ কয় বৎসর তাঁহার প্রবাস গমনের সহিত সেও এ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ততা অনুভব করিতেছিল। তাহার জ্ঞান ছিল বৈচিত্র এবং সময়ই তাঁহার চিত্তকে বিস্মৃতি দান করিবে। এখন সে বুঝিল যে সে তাহার বাল্য-সখাকে সম্পূর্ণরূপে এখনও চিনিয়া উঠিতে পারে নাই। হাজারই হোক সেও তো সামান্যা বলিকা বই আর কিছুই নয়! শুক্লা হৃদয় ভাব গোপন রাখিয়া স্মিতপঙ্কজ তুল্য প্রফুল্ল মুখ অকুণ্ঠিত ভাবে উঠাইয়া হাসিয়া উত্তর দিল,—"সে চাতকের ভাগ্য! আমি সে সংবাদ তো মেঘের নিকট হইতে এখনও প্রাপ্ত হই নাই। কেমন করিয়া বলি বলুন? তবে যদি আদেশ করেন তা হইলে সংবাদ চাহিয়া পাঠাইতে পারি।"

প্রত্যাশাপন্ন হইয়া যুবরাজ অনুরোধ করিলেন,—"তবে সেটুকু করিবে কি?"

শুক্লা মৃদু মৃদু হাসিয়া একান্ত সরলতার ভাণে কপিলাবস্তুর শাক্য-পতির গৃহস্থা যে কন্যার কথা মহারাজ আজই যুবরাজের নিকট বলিয়াছিলেন, তাহারই একখানি আলেখ্য বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। যুবরাজ একবার মাত্র সেই আলেখ্য লিখিত শিশুবৎ-সুকুমারী এক বালিকা মূর্ত্তির পানে কটাক্ষপাত করিয়া সক্রোধে সে চিত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অস্ফুট রোষে দন্তে-দন্তে চাপিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, —"রাক্ষসি!"—পরে সংযত হইয়া কহিলেন,—"তুমি যখন সব বুঝিয়া সুঝিয়াও না বুঝিবার ভাণ করিবে, তখন অগত্যা স্পষ্ট করিয়াই সব কথা তোমায় বলিতেছি। আমি তোমায় চিরদিনই ভালবাসি; বড় ভালবাসি, এত ভাল কোন পুরুষ বোধ করি কোন নারীকে বাসিতে পারে না। এই বুঝিয়া দেখ,—আমাদের এই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্যের

বাহিরে আমার জন্য কত বড় বিশাল কর্ম্মভূমি পতিত রহিয়াছে, আমার এই যুগল বাহু অদম্য, এ মস্তিষ্ক অনন্য-সাধারণ, মগধরাজ আমায় সখা ভাবে আলিঙ্গন দিয়া আমায় তাঁর প্রধান সেনানায়ক পদ প্রদান করিতেছিলেন, আমি শাক্য-সন্তান বলিয়া তাঁর সুগভীর বৌদ্ধ-বিদ্বেষও তিনি বহুলাংশে প্রশমিত করিয়া ফেলিয়াছেন। এমন কি কোন মতেই আমায় তাঁর কাছে ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া অবশেষে তাঁর প্রিয়তমা কন্যা নন্দাকে আমায় সমর্পণ পূর্ব্বক আমায় তাঁর নব-জিত রাজ্য চম্পানগরীর রাজদণ্ড পর্য্যন্ত প্রদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন। সে সব আমি কার জন্য অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম শুক্লা? সে কি এই পর্ব্বত-পাদদেশস্থিত বনাকীর্ণ, জগতের অজানিত এই দীন রাজ্যটুকুর লোভে? তা নয়। জানিও তুমি, এই যে আজ নিজের সমস্ত উচ্চ ভবিষ্য সম্মানের সম্পদ-সোপান নিজের হাতে চূর্ণ করে দিয়ে আবার এই পার্ব্বত্য-মূষিকের অবস্থা পুনর্গ্রহণ করে ফিরেছি, তার কারণ শুধু তুমি। তুমিই আমায় ফিরিয়েছ। তা' না হ'লে এমন কি—অজাতশত্রুর কুব্যবহারে তার অসন্তোষদগ্ধ প্রজাবৃন্দ এই আমাকেই তার বিশাল রাজত্বে বরণ করিতেও প্রস্তুত ছিল।"

শুক্লা নিজের ক্ষুদ্র হস্ত দুইটি সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। কৃতজ্ঞভাবে কহিল,—"আমি ধন্যা হইলাম! আপনি সিংহাসনের ভবিষ্যৎ অধিকারী। আপনার এ উদারতা আপনার আশ্রিত-বর্গেরই সৌভাগ্য-জ্ঞাপক। এই অজ্ঞাত-কুলশীলার প্রতি এ অযাচিত ভগ্নী-স্নেহ—"

"শুক্লা, শুক্লা, তুমি আমায় কি পাগল না করিয়া নিতান্তই ছাড়িবে না?"—অত্যন্ত বিচলিত ভাবে যুবরাজ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন, কহিলেন,—"আমি জানি তুমি নির্ব্বোধ নও, তবে আমায় দগ্ধ করিবার জন্য অনর্থক এ ভাণ কেন? আমার ভগ্নী অমিতা, তুমি আমার ভগ্নী-স্নেহের উল্লেখ কেন বারম্বার করিতেছ? আমি তোমায়

পত্নীরূপে পাইতে চাই সে কথা তো তোমায় আমি এইমাত্র বলিলাম! বল শুক্লা, বল,—বল আমার আশা পূর্ণ করিবে না, কি? আর কেনই বা করিবে না, তার যুক্তি দেখাও! আমি কি তোমার এমনই অযোগ্য?"

শুক্লা এ প্রস্তাবে বিস্মিতা হইল না। এই প্রস্তাব শুনিবার জন্য সে যে অনেক দিন হইতেই প্রস্তুত হইতেছিল। প্রত্যুত্তরে ধীরকণ্ঠে সে কহিল—"এক হিসাবে আপনাকে আমার অযোগ্য ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? যেহেতু, আপনি এই দেবদহের রাজপুত্র, আর আমি এক অজ্ঞাত কুলশীলা অনাথিনী। আপনি শাক্য রাজকুমার, আপনি এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ গৌরব, আপনার কি সামান্যা একটা দাসীর প্রতি লোভ করা সাজে? মন হইতে এ কুচিন্তাকে বিদায় করিয়া দিন। আপনার পক্ষে এ চিন্তাও হীনতাজনক,—ইহা পরিহার পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি করিতে সচেষ্ট হওয়াই আপনার কর্ত্তব্য।"

যুবরাজও ধীরভাবে শুক্লার সব কথা শুনিয়া অবশেষে তাহারই মত স্থির স্বরে কহিলেন,—"আমি তোমার সকল কথাই শুনিলাম, তুমিও আমার এই একটি কথা মাত্র শুনিয়া রাখ—যদি পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হয়, তথাপি তোমায় আমি অন্যের পত্নী হইতে দিব না। আমার জীবনের কেন্দ্র তুমি, তোমায় আমি আমারই করিব, জানিও আমার এ প্রতিজ্ঞাও লঙ্ঘন হইবে না। আমি রাজাকে বলিয়াছি, আমি তাঁর রাজ্য চাহি না, আমার বাহু শত সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ। এই দেবগড় ত্যাগ করিতে হইলেও তুমি রাজরাণী হইতে পারিবে, ইহাতে সন্দেহ মাত্র করিও না। যদি সকলের মঙ্গল কামনা কর তবে অনর্থক বিভ্রাট ঘটাইও না। এখনও আমার প্রস্তাবে স্বীকৃতা হও।"

শুক্লাও সগর্ব্বে উঠিয়া তাহার সমুজ্জ্বল কিরণোদ্ভাসিত অপূর্ব্ব মোহিনী শ্রী বিস্তারপূর্ব্বক দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল,—"যদি পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে

উদিত হয়,—তথাপি আমার দ্বারা আপনার পিতৃ-রাজ্য পুত্রহীন হইবে না, শাক্যবংশ কলঙ্কিত হইবে না। আমারও এই প্রতিজ্ঞা রহিল।"

"তবে দেখা যাক, কে পরাভূত এবং কেই বা জয়ী হয়।" এই বলিয়া যুবরাজ তখনকার মত প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

No more by thee my steps shall be
For ever and for ever.

—*Tennyson.*

এক জনতারণ্য মহাসভার মধ্যে আমাদের একবার দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে, কড় কড় মেঘের ডাকে, বৃষ্টির অনবরত ঝুপ্-ঝাপ্ পতন শব্দে, ও অদূরে জলাভূমিস্থ ভেক-কুলের মহা কলরবে সেই ভয়ানক দিনকে আরও ভয়ানকতর করিয়া তুলিয়াছিল।

সে সভা নিস্তব্ধ, ভয়-স্তম্ভিত! সে সভাস্থ ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, সন্ন্যাসী সংসারী নিঃশব্দ নিস্পলক। সেই মহাসভার দৃশ্য একান্ত মর্ম্ম-স্পর্শী হৃদয়বিদারক,—বুঝি তদপেক্ষাও ভয়াবহ—রাজ্যের এবং রাজার পক্ষে সেদিন যে এক মহা সর্ব্বনাশের দিন!

শুভ্র-পরিচ্ছদধারী ধর্ম্মাধিকার ধর্ম্মাসনে অটল অচল, যেন পাষাণ-মঞ্চোপরি পাষাণ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। শুভ্র-পরিচ্ছদধারী শুক্লবেশ মহা-মন্ত্রী এবং অপরাপর মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ গভীর বেদনা-চিহ্ন-প্রকটিত মুখে তাঁহাদের যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট। বন্দিস্থলে সশস্ত্র প্রহরি-বেষ্টিত একজন মাত্র অনিন্দমূর্ত্তি যুবাপুরুষ বন্দী। সভাস্থ সমুদয় ব্যক্তির ভয়-বিস্ময় বেদনা সহানুভূতি পরিপূর্ণ দৃষ্টি এক সঙ্গে অপলকে

তাঁহারই উপর নিবদ্ধ। কিন্তু অপরাধীর শৃঙ্খল পরিয়া ও এত লোকের স্থির দৃষ্টির মধ্যস্থলে একমাত্র লক্ষ্যরূপে দাঁড়াইয়াও সে ব্যক্তি একটু সঙ্কুচিত বা ঈষৎ মাত্র লজ্জিত হয় নাই, তাহা তাহাকে দেখিবা মাত্রেই বুঝা যাইতেছিল। তাহার উন্নত মস্তক, সগর্ব্ব দৃষ্টি ও দর্পিত ভাব সত্য সত্যই দর্শকদিগকে বিস্মিত করিতেছিল। তাহার মধ্যে অপরাধের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই। যেন সে-ই বিচারক এবং আর সকলেই কোন অকথ্য অপরাধে তাহারই নিকট আজ অপরাধী।

সেদিন বিচার হইতেছিল রাজসিংহাসনের ভাবী অধিকারী কুমার ইন্দ্রজিতের। আর বিচারক তাহারই স্নেহময় প্রতিপালক, পিতৃ-প্রতিম জ্যেষ্ঠতাত মহারাজ সুরজিৎ। অপরাধ কঠিন, সেইজন্য ধর্ম্মাধিকার নিজহস্তে বিচারভার গ্রহণ না করিয়া স-নৃপতি সচিব-মণ্ডলীর হস্তে তাহা অর্পণ করিয়াছেন। একে একে সমস্ত প্রমাণ লওয়া হইল। রাজভৃত্যবর্গ গভীর রাত্রে অন্তঃপুর হইতে অপহৃতা শুক্লার অনুসন্ধান করিতে করিতে শান্তিরক্ষকগণের সহিত সহসা এক পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকা মধ্যে এক বিদেশীর সহিত তাহাকে দেখিতে পায়। শুক্লা ও ঐ বিদেশীর মধ্যে বোধ হয় সে সময় ঘোরতর বিবাদ বিতণ্ডা চলিতেছিল। কিন্তু শান্তিরক্ষকগণ অতর্কিত প্রবেশ করিয়া যখন বাধাপ্রদানে চেষ্টা মাত্র বিরহিত অপরাধীকে ধৃত করিয়া তাহার হস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, তখন সেই শুক্লাই বন্দীকে মুক্তি দিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে থাকে। সে বলে, বন্দী তাহাকে কোন অসদুদ্দেশ্যে সেখানে আনে নাই, এমন কি, শেষে সে বলিল যে, স্বেচ্ছায় সে তাহার সহিত আসিয়াছিল।—কিন্তু ইহা যে তাহার স্বভাবজাত সহৃদয়তা মাত্র তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি ছিল না। সেইজন্য ন্যায়পরায়ণ কর্ম্মচারিবর্গ তাহার অত্যধিক ব্যগ্রতায় বিচলিত হইলেও তাহাদের

নিজ নিজ অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কিন্তু কিছুতেই শুক্লাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া পরিশষে মিথ্যা প্ররোচনায় বন্দীকে এখনই মুক্তি দেওয়া হইতেছে;—বলিয়া ভরসা দিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে প্রেরণ পূর্ব্বক, তাহারা অপরাধীকে সে রাত্রের মত কারাগারে রাখিয়া দেয়। বন্দী একবারও তাহাদের কার্য্যে বাধা দেয় নাই বা কাহারও প্রশ্নের কোন উত্তর পর্য্যন্ত প্রদান করে নাই। তাহার পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহাকে আর্য্যাবর্ত্তেতর কোন প্রদেশীয় বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এবং সেইজন্যই তাহার কার্য্যে তাহারা সাতিশয় ভীতও হইয়াছিল।

রাজা শুক্লাকে নিজের কাছে ডাকাইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই অপরিচিত বিদেশী কিরূপে পুরী প্রবেশ করে এবং কি প্রকারেই বা তোমায় লইয়া যায়, এসম্বন্ধে বোধ করি তুমি ছাড়া আর কেহই কোন প্রমাণ দিতে পারগ হইবে না। সকল কথা আমায় প্রকাশ করিয়া বল দেখি।"

ভূতগ্রস্তা-প্রায় বিবর্ণা শুক্লা সঘন কম্পিত দেহে ভূমে বসিয়া পড়িয়া আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিল,—"তবে কি তারা তাঁকে মুক্তি দেয় নাই? সর্ব্বনাশ হইয়াছে, মহারাজ, এই রাক্ষসীর জন্যই আপনার সর্ব্বনাশ হইয়াছে! এ বিচার করিবেন না,—মহারাজ বিচার করিবেন না।"

বিরাট বিশ্ব যেন ভূ-কম্পনে দুলিয়া উঠিল। সেই কম্পন বাহিরে নয়,—রাজদেহের মধ্যেই তাহার সৃষ্টি হইয়াছিল, সর্ব্ব শরীরে থর থর করিয়া কাঁপিয়া সুগভীর আতঙ্ক-বিস্ময়ে মহারাজ সুরজিৎ উচ্চারণ করিলেন, "সে কি! কেন শুক্লা?"

"হায় হায়, এতক্ষণ কেন আমি সব কথা আপনাকে বলি নাই! আমিই বুঝি আপনাকে ধ্বংস করিলাম! এখনও কি এ বিচার বন্ধ করিবার কোন উপায় নাই?"

রাজার সর্ব্বশরীরের মধ্যস্থ শোণিত-সঞ্চালন এককালীন রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রাণান্ত চেষ্টায় ঊর্দ্ধমুখে শ্বাস গ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"তবে কি, তবে কি বন্দী আমার—"

"হায় মহারাজ তিনি যে যুবরাজ ভট্টারক।"

মহারাজ সুরজিৎ কাতরধ্বনি করিয়া উঠিলেন,—"শাক্যকুল-গৌরব ভগবান সূর্য্যদেব! এ আমার কি করিলে!"

এমন সময় শশব্যস্ত প্রতিহার প্রবেশ করিয়া সভয় ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে দেব! গতরাত্রে ধৃত বিদেশী বন্দীকে বিচারের জন্য আনয়ন করিবার পরে কৃত্রিম কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিলে, দেখা গেল—হায় হায় এ ভয়ানক সংবাদ কেমন করিয়া আমার পাপ জিহ্বা প্রভুর সাক্ষাতে উচ্চারণ করিবে দেখা গেল,—তিনি আমাদের পরম পূজনীয় যুবরাজ ভট্টারক।"

বিচারে সকলকার ঘোর অনিচ্ছা ও সাক্ষীদিগের সম্পূর্ণ পক্ষপাতপূর্ণ সাক্ষ্য সত্বেও বন্দীর অপরাধ সপ্রমাণ হইয়া গেল। অবশেষে পাষাণ-মূর্ত্তি-মধ্য হইতে পাষাণেরই মত স্থির গম্ভীর স্বর বাহির হইল,—"বন্দি! তোমার প্রতি আরোপিত এই অপরাধের বিরুদ্ধে তুমি কি কিছুই বলিতে চাহ না?"

"না" বিচারকের গম্ভীর স্বর ছাড়াইয়া আরও গম্ভীরতর স্বরে অপরাধী উত্তর করিল,—"কিছুই না।"

দর্শকগণ যেন প্রাণশূন্য স্তব্ধ স্থির। আবার সেই পাষাণ ভেদ করিয়া আর একটি শব্দ শুনা গেল,—"কিছুই বলিবে না? কোন কথাই বলিবার নাই? সবই সত্য?"

"সব,—একটি কথাও বলিবার নাই।"

"কিন্তু বালিকা যে নিজে স্বীকার করিতেছে,—সে যে শপথ লইয়া পুনঃপুনঃই বলিতেছে, যে, সে স্বেচ্ছায় তোমার অনুগমন করিয়াছিল। তুমি কিজন্য তবে সে কথা অস্বীকার করিতেছ?"

"ইহা মিথ্যাকথা। সে স্বেচ্ছায় আমার অনুগমন করে নাই।"

"তবে—" জনমণ্ডলী রুদ্ধশ্বাসে বিচারকের সেই স্তম্ভিত নিস্পন্দ পাষাণপুত্তলিকাবৎ নিশ্চল-প্রায় মূর্ত্তির পানে চাহিল। ভয়ে সন্দেহে কাহারও যেন তখন ভাল করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস পর্য্যন্ত বহিতেছিল না। বিচারক যথাসাধ্য ধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—"তাহলে, তুমি সমস্ত অপরাধই নিজমুখে স্বীকার করিতেছ? কিন্তু ক্ষমা—ক্ষমা চাহিবে কি? নিজকৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছ তো?"

"না।"

"ওঃ,—অপরাধীর পক্ষে কোন্ শাস্তি বিহিত, মহামন্ত্রি? আমার যে কিছুই আর স্মরণ হইতেছে না।"

মহামন্ত্রির কম্পিত অধর-মধ্য হইতে দুই তিনবার চেষ্টার পর অস্ফুট অর্দ্ধোক্তি বাহির হইল,—"প্রাণদণ্ড! অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যু।"

বিচারক বন্দীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"অপরাধি! প্রাণদণ্ড।"

স্তম্ভিত জনমণ্ডলী অস্ফুট কলরব করিয়া উঠিল। একটা প্রশংসা-সূচক স্পষ্ট অস্পষ্ট ধ্বনিতে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরাল হইতে একটা মর্ম্মবিদারক হাহাকার-রবও উত্থিত হইল।

সচিবমণ্ডলী হইতে একজন দেশ-নায়ক কহিলেন,—"মহারাজ, বিচার ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। ইহা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, যুবরাজ কুমারী শুক্লাকে বিবাহোদ্দেশ্যেই লইয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে প্রাণদণ্ড বিধেয় নহে। দণ্ডাজ্ঞা ফিরাইয়া লওয়া হউক।"

রাজা কহিলেন,—"অমাত্যবর, বিচার ন্যায়সঙ্গতই হইয়াছে। রমণীর অনভিমতে গভীর রাত্রে পুরীমধ্য হইতে যে কোন উদ্দেশ্যেই হরণ করা হউক, আমার যেন স্মরণ হইতেছে,—বিচারে পূর্ব্বাপর একই দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে।"

যুবরাজ ততক্ষণে তাঁহার রক্ষীদের পানে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং অতি ধীর স্বরে তাহাদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"কোথায় লইয়া যাইবে চল, আমি প্রস্তুত আছি।"

রক্ষিগণ উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। দর্শক-মণ্ডলীও এই সময়ে একবার চঞ্চল হইয়া উঠিয়া তখনই আবার স্তব্ধ হইয়া গেল, কারণ তখন রাজার কণ্ঠ শুনা যাইতেছিল। সেই সাগরোর্ম্মিমালার ন্যায় সংক্ষুব্ধ-জন-কল্লোলের মধ্যে তাঁহার প্রথমোচ্চারিত বাণী সকল ডুবিয়া গিয়াছিল, তাহা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। যাহা সকলে শুনিল তাহা এই —"আমারও তো মানুষের প্রাণ, আমি আজ তোমাদের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি,—বিচারক আমি, ন্যায়বিচার করিয়াছি, কিন্তু এই রাজদেহের মধ্য হ'তে আমার মানবত্ব তোমাদের কাছে জোড় হাতে ভিক্ষা চাইছে, রাজা বলিয়া কি তার সে ভিক্ষা পাইবারও অধিকার নাই?"

মহামন্ত্রী আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া সাশ্রুনেত্রে রাজার সম্মুখে যোড়করে দাঁড়াইলেন,—"দেব, আদেশ করুন—"

"অমাত্যবর, আদেশ করিতে পারি না।—আদেশ করিবার শক্তি যেখানে, ভিক্ষা চাহিবার অধিকার সেখানে কোথায়? সে যে রাজা,— দেশের পিতা, দোষীর দণ্ডদাতা। এ তো সে নয়,—এ শুধু পুত্রহারা অভাগা জনক, জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী হতভাগ্য সুরজিৎ। মন্ত্রিবর, আপনারা সকলে এই দীন-হীন ভিখারীকে দয়া করে ভিক্ষা দেবেন কি?—যদি দয়া হয়,—যদি দয়ার যোগ্য বোধ করেন, তাহলে এই ভিক্ষা দিন—আমার জীবনসর্ব্বস্ব ধনকে, আমার প্রাণের ইন্দ্রকে আমার বুক হ'তে উৎপাটিত হ'তে দেবেন না। রাজা হ'লেও পিতৃব্য, পিতা আমি। পিতা হ'য়ে পুত্রের রক্তে হস্ত রঞ্জিত করতে যাচ্চি; আপনারা তাতে বাধা দেবেন না কি? নিজের বুকের রক্তে সত্যই কি তর্পণ

করতে হবে? অনেক পাপ করেছি, অনেক সহ্য করতে হবে, তাও জানি। কিন্তু শরীরধারী মানব জীবের পক্ষে এ যে একেবারে সহনাতীত। রাজনীতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ হউক, কিন্তু দয়াও তো অনেকে পায়। আমিও সেই দয়ার ভিখারী—"

বৃদ্ধ মন্ত্রীর কঠিন নেত্র দিয়া দরদর ধারা বহিতে লাগিল। তিনি গলদশ্রুরুদ্ধ স্বরে কহিলেন,—"দেব অধীর হবেন না।" তারপর বন্দীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"বন্দি, প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে তোমায় পাঁচ বৎসরের জন্য এ রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসন দণ্ড প্রদান করা হইল।"

বন্দীর উজ্জ্বল নেত্র উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। তিনি সাহঙ্কারে বিচার-পতির পানে ফিরিয়া স্থির স্বরে কহিলেন,—"আমি দণ্ড-পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করি না; মহারাজ, আপনার ন্যায়বিচার অক্ষুণ্ণই থাকুক।"

বাণবিদ্ধ বিহঙ্গের মত রাজা অস্ফুটধ্বনি করিয়া সিংহাসন হইতে লুটাইয়া পড়িলেন। চারিদিকে উচ্চ শব্দ উঠিল—'যুবরাজ, যুবরাজ, ক্ষান্ত হোন, ক্ষান্ত হোন!'

তারপর সে সভার দৃশ্য বর্ণনাতীত! চারিদিকে হায় হায় বিলাপ কাতরোক্তির মধ্যে অপরাধী রাজকুমার সভাগৃহ যখন সগর্ব্ব পাদক্ষেপে প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন, তখন সহসা মহারাজ উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া দুইহাতে তাঁহাকে হৃদয়ে টানিয়া লইলেন। তাঁহার গর্ব্বস্ফীত প্রশস্তবক্ষে পতিত হইয়া কাতর স্বরে কহিলেন,—"ইন্দ্র! ইন্দ্র, বাপ আমার, তুই কোথা যাস্?—একবার বুকে মাথা রেখে ছোট বেলার মত ডেকে যা। পুত্র, পুত্র সরে যাস্‌নে, সরে যাস্‌নে। নিষ্ঠুর নির্ম্মম জ্যেষ্ঠতাতকে একবার জন্মের শোধ আলিঙ্গন দিয়ে যা। পাঁচ বৎসর তোর অদর্শনে এ পাপ প্রাণ আমি কেমন করে এ দেহে ধরে রাখবো রে?—ওরে ইন্দ্র, সর্ব্বস্বধন আমার! একটু দাঁড়া—"

কুমার ইন্দ্রজিৎ শোকাহত জ্যেষ্ঠতাতের দৃঢ় আলিঙ্গন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া দূরে সরিয়া গেলেন ও দ্বিধাহীন দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—“না মহারাজ, আর আমি আপনার পুত্র নই, আজ এ রাজ্যের একজন ঘৃণিত বন্দী মাত্র আমি, আর আপনি সিংহাসনের অধিপতি দণ্ডধর রাজা। আমার সহিত আপনার সম্বন্ধ কি? আমি বুঝেছি এ সংসারে একটা ক্ষুদ্র তৃণেরও যে মূল্য আছে, আমার তা'ও নাই। আমি রাজপুত্র কোথায়? একজন নিরাশ্রয় নিঃসহায় পিতৃ-মাতৃবিহীন আশ্রয়শূন্য ভিখারী মাত্র আমি।—আমি আপনার কেহ নই।”

চারিদিক হইতে জনমণ্ডলী গভীর কোলাহলে তাঁহাকে ধিক্কার দিয়া উঠিল। যুবরাজ অগ্রসর হইলেন, রক্ষিদল তাঁহার অনুসরণ করিল।

এ যে কি প্রচণ্ড অভিমানের আঘাত, তাহা যাহার বক্ষে এ শেল পড়িল সে ভিন্ন এ সমাজের এই অযুতাধিক ব্যক্তিও বুঝি বুঝিবে না! মুমূর্ষুর পরে খড়্গাঘাতের ন্যায় এ আঘাতে মহারাজ বহুক্ষণ প্রায় মৃতবৎ অবসন্ন হইয়া রহিলেন। মহামন্ত্রী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বাহু অবলম্বন দান না করিলে বোধ করি তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেন। কিন্তু পরক্ষণেই কাতর দৃষ্টি তুলিয়া যেমন গমনশীল ভ্রাতুষ্পুত্রের পানে চাহিয়া দেখিলেন, আবার তখনই আত্মস্থ হইয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। আবার তেমনি অবরুদ্ধ আর্ত্তস্বরে বলিতে লাগিলেন,—“শুনে যা ইন্দ্র, আমিও তো মহাপাতকী। এ রাজ্যের রাজা হ'বার আমি তো ন্যায়সঙ্গত অধিকারীই নই। তোর পিতৃ-রাজ্যে তুইই ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ যথার্থ দণ্ডধর। তুই আমার বিচার কর, তারপর তোর বিচার হবে। দোষীর তোকে দণ্ড দিবার কিসের অধিকার? ফিরে আয়, তোর রাজমুকুট তোর সিংহাসন অধিকার করে নিয়ে তোর পিতাকে

ও তোকে যে এতদিন বঞ্চিত করেছি, তারই জন্য আমায় দণ্ড দে—”

যুবরাজ আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইলেন না। দুই হাতে পথ মুক্ত করিয়া যেমন মৃদুমন্দ গতিতে কোন দিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া চলিতেছিলেন, তেমনই স্থির তেমনই অবিচল চলিয়া গেলেন। শুধু বলিয়া গেলেন, “রাজনীতিতে আমি অন্ধ নই! প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে চিরনির্ব্বাসন দণ্ডই আমি গ্রহণ করিলাম। শাক্য শাসনকর্ত্তার অম্লান ন্যায়-বিচারে কলঙ্ক-বিন্দু রাখিবার প্রয়োজন নাই। আজ হইতে দেবগড়ের চক্ষে আমায় মৃত বলিয়া জানিবেন।”

সেই যে হতভাগ্য দেবগড়ের কপাল ভাঙ্গিল, তাহা আর যোড়া লাগিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

Of sinful man, the sad inheritance

—*Scott.*

পশ্চিমোত্তরে চঞ্চলস্রোতা ‘রোহিণী’র, দক্ষিণ-পূর্ব্বে বিস্তৃতবক্ষা ‘অশীরবতীর’ অর্দ্ধবৃত্ত বেষ্টনী; মধ্যস্থলে বিশালকায় দুর্গ দেবগড়। নদীমেখলা পর্ব্বতসানুদেশাবস্থিতা, প্রকৃতি হস্ত সজ্জিত চারুপ্রসাধনে সুশোভিতা এই প্রাচীন দুর্গশীর্ষে বহুদিন যাবৎ শাক্যপতাকা উড্ডীয়মান। কথিত আছে, কোন নির্ব্বাসিতা শাক্য-রাজকুমারীর সন্ততিগণ দ্বারা এই দুর্গ এবং জনপদ সংস্থাপিত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহা একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে

পরিণত হইয়াছিল। কিম্বদন্তি এইরূপ, যে সেই মানবী-গর্ভজাত পুত্রগণ ব্যাঘ্রসম্ভব এবং সেই ব্যাঘ্র অভিশপ্ত দেবতা বিশেষ। সে যাহাই হউক এক্ষণে দেবদহ জনপদ-বাসী শাক্যশাখাই এই সুদৃঢ় দুর্গ ও রাজ্যের পূর্ণাধিকার প্রাপ্তে প্রবল প্রতাপে এখানের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন।

বর্ত্তমান রাজার নাম সুরজিৎ। সুরজিৎ অপুত্রক, একমাত্র কন্যা অমিতা অতি শৈশবে কপিলাবস্তুর বহুতর শাক্য শাসনকর্ত্তার মধ্যে ইদানীন্তন প্রধানতর শুক্লোদনের পুত্র বসন্ত স্ত্রীর বাগ্‌দত্তা রূপে উৎসর্গিতা। কপিলাবস্তুপতি শুদ্ধোদন দেবদহরাজ সুভূতি কন্যা মায়া এবং মহা-প্রজাবতী দেবীকে বিবাহ করিয়া এ বংশের সহিত অনেক খানিই আত্মীয়তা-বন্ধন বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তারপর তাঁহারই বিশেষ আগ্রহে সিংহ-হনুর পৌত্রী অরুন্ধতী দেবীর বিবাহও এই দেবদহে সম্পন্ন হইয়াছে। তিনিই দেবদহের বর্ত্তমানা রাজমহিষী। এ বিবাহে কপিলাবস্তুর শাক্যকুল আপনাদিগকে নিরতিশয় অপমানিত বোধে বিরক্তি-ক্ষুব্ধ। এ অবস্থায় যে পুনশ্চ এই দেবদহ হইতেই সে ঘরে কন্যা গ্রহণ করা হইতেছে, তাহার কারণ পাত্র পাত্রী উভয়েরই জননীদের একান্ত আগ্রহ ও প্রতিজ্ঞা-গ্রহণ। উভয়েই মহানামের কন্যা, বৈমাত্র ভগিনী। শাক্যপ্রথাক্রমে এই প্রীতি-বন্ধন চিরস্থায়ী করণেচ্ছায় উভয়েই নিজেদের পুত্রকন্যা-বিনিময়-প্রতিজ্ঞা তাহাদের জন্মের পূর্ব্বাবধি গ্রহণ করেন। যদিও মহাকাল সে আশার পূর্ণ ফল প্রদানে সম্মত নহেন, তাহার ইঙ্গিত তপন-কুমারীর অকাল মৃত্যুর দ্বারাই সূচিত হইয়াছিল, তথাপি মৃতার শপথভঙ্গ পাপে পাপী হইতে তাঁহার সপত্নী-প্রেমাসক্ত স্বামীও পারেন নাই। তাই কনিষ্ঠা মহিষী লীলাবতীর ক্রোধাভিমানের বজ্র সহিয়াও এ বিবাহ সম্বন্ধের গ্রন্থি কর্ত্তিত না হইয়া বরং বর ও কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তি হেতু তাহা দৃঢ়ই হইতে-ছিল। ইতঃপূর্ব্বেই এই বহুদিনের ঈপ্সিত প্রার্থিত প্রতীক্ষিত মিলন

সম্পন্নও হইয়া যাইত, কেবল সহসা একটা ক্ষুদ্র বীজে উৎপন্ন বিশাল বিষবৃক্ষের উদ্ভবে এ রাজ্যের সমস্ত জীবনীশক্তি সেই বিষবায়ুর সংস্পর্শে বিষজর্জ্জরিত মুমূর্ষু হইয়া পড়াতেই এ কয় বৎসর ইহা স্থগিত রহিয়াছে। যে আধিভৌতিক বিপ্লবের দ্বারা এ রাজ্যের ও রাজার সমস্ত আশা আনন্দের উৎস রুদ্ধ ও শুষ্ক হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সে ঘটনা এ রাজ্যের রাজসিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী কুমার ইন্দ্রজিতের নির্ব্বাসন। সকলেই বুঝিয়াছিল যথার্থ ই তাহা তাঁহার চির-নির্ব্বাসন। গর্ব্বিত যুবরাজ মন্ত্রীদের দয়ার দান গ্রহণ করিবেন না ইহা দিবালোকের ন্যায়ই সুস্পষ্ট। কেবল স্নেহপীড়িত মর্ম্মাহত পিতৃব্যই এখনও মধ্যে মধ্যে সে দুরাশা ত্যাগ করিতে না পারিয়া বিনিদ্র দীর্ঘ যামিনী-শেষে একটি একটি করিয়া প্রত্যেক দিনটি গণনা করিতে করিতে উন্মুখ আকুল প্রতীক্ষায় একটা অত্যন্ত ঈপ্সিত কালের জন্যই কোনক্রমে ভগ্নদেহে প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ রাখিয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন। আর মহিষী অরুন্ধতী পূর্ণ বিশ্বস্তচিত্তেই স্নেহ-প্রসারিত মাতৃবক্ষ লইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার ভ্রষ্টনীড় অপহৃত শাবকটির প্রত্যা-বর্ত্তনের পথ চাহিয়া আছেন। আর কেহ?—হ্যাঁ,—আরও একজন তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল বটে, কিন্তু সে প্রতীক্ষা এ রাজ্যের যুব-রাজের তাঁহার নিজগৃহে—আত্মীয়জনের বক্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের নহে, সে ভয়স্পন্দিত বক্ষে যন্ত্রণারুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছিল একটা অভাবনীয় অতর্কিত অশনি-সম্পাতের!

যে কন্যার জন্য রাজা ও রাজ্যের এই সর্ব্বনাশ ঘটিল সে কন্যার নাম শুক্লা তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সে অজ্ঞাতকুলশীলা তাহারও আমরা আভাষ দিয়াছি। কিন্তু এ সংসারের মধ্যে সে এতখানি স্থান জুড়িয়া বসিল কেমন করিয়া তাহা এ পর্য্যন্ত বলা হয় নাই। পরিচয়হীনা একটি কুড়ান মেয়ে, জগতে তাহার কতটুকুই বা মূল্য! এ সংসার উপবনের

বৃক্ষতলে এমন কত কত ঝরা ফুল প্রতিদিনই তো পতিত ও শুষ্ক হইতেছে, কে তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখে? কিন্তু ইহার অপর আর এক দিক আছে। যদি নির্জ্জন বনান্তরালে একটি পারিজাত ফুটিয়া থাকে, যোজনব্যাপী গন্ধে মুগ্ধ হইয়া তাহার চারিপার্শ্বে শত শত মধুকরকে সে আকৃষ্ট করিবেই। যে অতুল সৌন্দর্য্য ও হৃদয় সম্পদের অধিকার দিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা এই পরিত্যক্তা বালিকাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; বালিকার অবস্থা যেমনই দিন, সেই সকলের যে একটা মূল্য রহিয়াছে। তাহা কে অস্বীকার করিবে?—শুক্লার রূপে রাজপুরী আলোকিত। তাহার করুণাপূর্ণ অথচ সতেজ মনোবৃত্তির দ্বারায় সে এ সংসারের ছোটবড় সকলকেই বশীভূত করিয়াছিল। এই সবার মধ্যে বিশেষ করিয়া রাজাই উল্লেখযোগ্য। নিজের কন্যা অমিতার প্রতি তাঁহার মনে পিতৃস্নেহের অভাব ঘটে নাই, কিন্তু তথাপি এই ভিখারী-কন্যা অনাথা শুক্লার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়া অপর পাঁচ জনের মত নিজেও তিনি মনে মনে আশ্চর্য্যানুভব করিতেন। কেন এ অহেতুকী ফেনিল উচ্ছ্বাস স্নেহরস তাহার উপর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে?

শুক্লা রাজকুমারী অমিতার বয়োজ্যেষ্ঠা। অতি শৈশবে সে রাজপুরদ্বারে পরিত্যক্তা ও অন্তঃপুরিকা দাসীদের দ্বারায় প্রতিপালিতা। রাজা যেদিন প্রথম তাহাকে দর্শন করিলেন, সেদিনে রাজগৃহ প্রমোদোৎসবে ভাসিতেছে, সেদিন নববিবাহিতা রাজদম্পতি কপিলাবস্তু হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। ধনী, দরিদ্র, আবালবৃদ্ধ সকলেই রাজা রাণীর শোভাযাত্রা দেখিতে পথের দুইধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। শান্তিরক্ষকেরা সে আনন্দোৎফুল্ল প্রজাবর্গের রাজভক্তি-প্রণোদিত উৎসাহস্রোতে বাধা দিতে পারগ হইতেছিল না। সেই জয়ধ্বনি-কোলাহল-মুখরিত, পুষ্প-লাজাঞ্জলি-বর্ষিত; শঙ্খ-মঙ্গলবাদ্য-নাদ-কম্পিত পুরাঙ্গণে নব-মহিষী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অকস্মাৎ সর্পদষ্টের ন্যায় শিহরিয়া নরপতি দুই

পদ পিছাইয়া গেলেন। কে যেন তাঁহাকে বিষাক্ত-শরে বিদ্ধ করিয়াছে এমনি একটা অননুভূতপূর্ব্ব যন্ত্রণা তাঁহার হৃদয়মধ্যে সহসা জ্বলিয়া উঠিল। বদ্ধদৃষ্টিতে কেবল অদূরবর্ত্তিনীদাসীর অঙ্কস্থিতা একটি ক্ষুদ্র বালিকামূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কখন কি হইল জানিবার শক্তি ছিল না। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সকল যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল। শিশুকে লইয়া দাসী ভিঁড়ের মধ্যে অপসৃতা হইল। কিন্তু রাজার মানসনেত্রে কি যে স্মৃতিচিত্র ফুটিয়া রহিল তাহার বর্ণরেখা মিলাইল না।

সেইদিন গভীর রাত্রে বিনিদ্র সুরজিৎ মুক্ত বাতায়ন সমীপে দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ পর্ব্বত বনাকীর্ণ উপত্যকাভূমির পানে চাহিয়া চাহিয়া মর্ম্মবিদারী যন্ত্রণার অশ্রুমোচন করিলেন। কক্ষে গন্ধতৈলে স্নিগ্ধদীপ জ্বলিতেছে। সেই আলোকরশ্মিপাতে নিদ্রাস্খলিতাঞ্চলা শাক্যকুমারীর ঘুমন্ত মুখ পাতাল-বাসিনী তন্দ্রামগ্না স্বপ্নকন্যার ন্যায় অনুপম দেখাইতেছে। নবপ্রেমতৃষিত বক্ষ অপরাধের গুরুভারে কাতর হইয়া উঠিল। যদি কোনমতে সে এই অগ্নিগর্ভ হৃদয়ের বার্ত্তা জানিতে পারিত!

রাজা শুক্লার পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিয়াও ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাহা চিরতিমির গর্ভশায়ীই রহিল। কিন্তু সে অবধি শুক্লার স্নেহ যত্নের অভাব ঘটিল না। সাধ্বী অরুন্ধতী স্বামীর চিত্ত বুঝিয়া স্বেচ্ছায় অনাথাকে স্বীয় মাতৃ-অঙ্কে তুলিয়া লইলেন। সেখানে সে নিরাপদ স্নেহনীড় রচনা করিয়া তাঁহার শরীর-প্রসূত সন্তানের সহিত সমান অংশে সেই স্নেহসুধা বিভাগ করিয়া লইল। রাজকন্যা অমিতা শুক্লা অপেক্ষা দুই বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠা। শুধু বয়সেই নহে সকল বিষয়েই সে নিজেকে তাহার সখী অপেক্ষা ছোট বলিয়াই মনে করিত। স্বভাব-সঙ্কুচিতা অমিতা তেজস্বিনী শুক্লার ছায়ার মতই তাহার সহকারিণী ছিল। শুক্লার পরিবর্ত্তে সেই তাহার মনোরঞ্জন করিত। পাছে শুক্লা তাহাদের পদমর্য্যাদা-ভেদ-স্মরণে সঙ্কোচ করে, এই ভাবনায় সর্ব্বদাই সে সন্ত্রস্তা

থাকিত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রভুকন্যার প্রতি যেমন ভক্তি প্রীতি থাকা উচিত শুক্লার মনে তাহার প্রতি তাহাপেক্ষা বোধ করি অনেকখানি বেশীই ছিল।

অমিতা শুক্লার অন্তঃ প্রকৃতিতে যেমন স্বাতন্ত্র্য ছিল, বাহ্য আকৃতিতে তাহাদের মধ্যে তেমনই একটা আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান। যেন দুই যমজা সহোদরা, যেন এক বৃন্তের দুইটি ফুল! রাজা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। লোকে গোপনে কানাকানি করিত, কেবল সরলতার প্রতিমূর্ত্তি রাণী সানন্দে এই যুগল প্রতিমা নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে কহিতেন—'জন্মান্তরে শুক্লা নিশ্চয়ই আমার গর্ভজা ছিল।'

সুখেই দিন কাটিতেছিল; মাঝখানে বিনা মেঘে অকস্মাৎ বজ্র খসিয়া রাজা ও রাজপুরীর মস্তকে পতিত হইল। সে বজ্রানলে রাজাকে ভস্ম করিলেও বাহিরে লোকে দেখিল সুরজিৎ আবার মাথায় মুকুট বাঁধিয়া রাজসিংহাসনে বসিয়া শতজনের দণ্ডমুণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু বজ্রাগ্নিদগ্ধ তালবৃক্ষের মত শুধু রাজশরীরের কাঠামখানা খাড়া থাকিলে কি হয়, সেই ভীষণ মুহূর্ত্তেই যে রাজার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার আশা আনন্দের দীপ চিরনির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

And ne'er did Grecian chisel trace
A Nymph, a Naiad, or a grace
Of finer form, or lovelier face.
—*Scott.*

একদিন শাক্যগণের প্রধান উপাস্য সূর্য্য-মন্দিরে উৎসব দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পথে স-সঙ্গিনী দেবদহ-রাজকুমারী দস্যুহস্তে পতিতা হন এবং এক অপরিচিত যোদ্ধার দ্বারা বিপদমুক্ত হইয়া রক্ষীদের হস্তে সমর্পিতা হইলে, সেই অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর মাত্র না দিয়া বনপর্ব্বতান্তরালে সহসাই অন্তর্হিত হইয়া যায়। সেইদিন বাড়ী ফিরিবার পর হইতে রাজকুমারীর প্রিয়সখী শুক্লা অকস্মাৎ যেন সম্পূর্ণরূপেই পরিবর্ত্তিতা হইয়া গেল। সেই চির-হাস্য-রহস্যময়ী শুক্লা বসন্তের নবপুষ্পিতা কানন-বল্লরীর মতই মন্দানিল-সংস্পর্শে তেমনি দুলিত, হাসিত, সৌরভ ছড়াইত। রূপে রসে গন্ধে বুঝি তেমনি ভরপুর, তেমনি সুন্দর! মনের মধ্যে যাহাই থাক, নিজের দুঃখে পরকে ব্যথা দেওয়া তাহার স্বভাবের বিপরীত। তাই এত বড় যে কাণ্ডটা রাজ্যের আগা গোড়া উল্টা পাল্টা করিয়া দিয়া ঘটিয়া গেল, তাহার মধ্যে প্রধান ভূমিকা লইয়াও সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। আত্ম-ধিক্কারে হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, যে অবিবেচক বিধাতা তাহার দেহে অনাবশ্যক বোঝার মত এই বাহ্য সৌন্দর্য্যের রাশি চাপাইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে শত অভিসম্পাত করিয়াছে, কিন্তু বাহিরে সে সেই শুক্লাই আছে। রাজার সম্মুখে মুখ দেখাইতে বড় বাধে, তাই তাঁহার কাছেই শুধু লুকাইয়া

বেড়ায়। রাজারও বোধ করি মনের মধ্যে কোন্‌খানে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তিনিও তাই আর বড় একটা তাহাকে কাছে ডাকেন না। কিন্তু আজ একি হইল? যাহার হাসিমুখে কুমারী-কানন আলোকিত থাকে, যাহার রসনাস্ত্র অসম্বরণীয়, সেই শুক্লা সহসা আজ বোবা হইয়া আসিল না কি?—সে সর্ব্বদা বিমনা, ডাকিলে চম্‌কিয়া উঠে, আবার পরক্ষণেই যেন গভীর চিন্তামগ্না হইয়া পড়ে। তাহার সেই সর্ব্বদা উৎসারিত হাসির ফোয়ারা রুদ্ধ হইয়াছে, বাক্যস্রোতে ভাঁটা পড়িয়াছে; সে যেন সে শুক্লা নয়, আর কেহ তাহার দেহে ভর করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

অমিতা সখীর এই আকস্মিক বৈরাগ্যে বড় অশান্তিতে পড়িল। সে বালিকা হাসিখুসী গল্পগান ব্যতীত এ সংসারের সঙ্গে আর কোন পরিচয়ে এ পর্য্যন্ত আইসে নাই। শুক্লাই তাহার আনন্দের উৎস, হাসিখেলার প্রাণ। সে বোবা হইয়া থাকিলে প্রাণবায়ুর অভাবে সারাদেহের মত সবই যে নিশ্চল হইয়া পড়ে। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এক সময় জিজ্ঞাসা করিল,—"তোর হ'লো কি শু?"

"কি হবে?"—বলিয়া শুক্লা হাসিবার বৃথা চেষ্টা করিল, কিন্তু সে হাসিটা তাহার চিরসুন্দর মুখে একটুও মানাইল না।

"না, সত্যি, আমায় তুই বলিব নে?"—ইহা বলিয়া অমিতা তাহার কণ্ঠলগ্না হইল, "নিশ্চয় তোর মনে কিছু হয়েছে। আগে কি তুই এম্‌নি ছিলি?"

শুক্লা এ অপবাদের প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সহসা তাহার গম্ভীর দৃষ্টি অশ্রুস্পন্দিত হইয়া আসিল। সে নিজের মধ্যে যেন খুব বেশী রকম একটা দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছিল। মানুষের মনের মধ্যে যখন কোন একটা অকথ্য যন্ত্রণা জমিয়া উঠিতে থাকে, অপ্রকাশের দ্বারা তাহা চিত্তকে অধিকতর পীড়িত করে, তখন একটুখানি সহানুভূতির হাওয়ায়

সে কাল মেঘ তরল হইবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াই যেন পথ খুঁজিতে থাকে। নিজেকে সামলাইবার চেষ্টা করিয়া বিষণ্ণ স্বরে শুক্লা প্রত্যুত্তর করিল, "বিধাতা তেমন আর রাখিলেন কই, ভাই? সে সকল কথা কি ভুলিতে পারি?"

এ উত্তরের পর আর তর্ক করা চলে না! তবু ইহার বিরুদ্ধ যুক্তি যেটুকু ছিল তাহা প্রয়োগ করিতে অমিতা ত্রুটি করিল না, ভগ্নস্বরে সে কহিল, "সে কথা আজি কেন?"

শুক্লা কহিল,—"যত দিন বাঁচিব কোনদিনই যাহা মন হইতে যাইবার নয়, তাহার আবার আজি কালি কি?"

তথাপি অমিতার মন এ যুক্তিতে প্রবোধ মানিল না। সখীজনেরা এ ঘটনা লইয়া নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে অনেকেই অনেক প্রকার রটনা করিল। কেহ বলিল "শুক্লা সেই উদ্ধারকারী যোদ্ধার জন্য কাতর"—কেহ বা রসিকতার মাত্রা চড়াইয়া দিয়া সঙ্গিনীর কথায় প্রতিবাদ করিয়া কহিল,—"না লো না তুই তো সবই জানিস্। শুক্লা সেই ষণ্ডামার্ক ডাকাত-গুলার বর্ম্মাবৃত সর্দ্দারটাকে দেখে তারই জন্য বিপ্রলব্ধা। ও যে বড় বীরত্ব ভালবাসে।" শুক্লা তাহার পৃষ্ঠে কৃত্রিম কোপে সজোর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া কহিল,—"তা বই কি, তোরা জানিসনে বুঝি? আমি যে মহীরাম ধনুর্দ্ধরের নামের ঘটাতেই পাগল হয়ে গিয়েছি। তোর দশা কি হয় এখন তুই সেই কথা ভেবে রাখ!" মহীরাম লবঙ্গিকার স্বামী। এমনি যাহার যাহা খুসী বলা কহা করিল, কিন্তু বাস্তবিক যে কি ঘটিয়াছিল, অথবা যথার্থ কিছুই ঘটে নাই তাহা বেশ স্পষ্ট করিয়া জানিতে পারা গেল না। এমন করিয়া কিছুদিন গত হইলে তাহার বিষণ্ণতাও অল্পে অল্পে ঈষৎ মাত্রায় অপসৃত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া রাজকুমারীর মনটাও অনেক-খানি সুস্থির হইতে লাগিল। শুক্লা যে তাহার প্রাণ-প্রিয়। তাহার মুখের একটুখানি হাসির জন্য অমিতা বুঝি নিজের সর্ব্বস্ব দান করিতে পারে।

এই সময় নিরানন্দ রাজগৃহে এক শুভবার্ত্তা বিঘোষিত হইয়া ইহার মুমূর্ষু শরীরে নবজীবন সঞ্চারবৎ নবোৎসাহ সঞ্চারিত করিয়া দিল। সে সংবাদ শাক্যপতি সুরজিতের আবেদন অঙ্গীকার করিয়া সপারিষদ রাজ-পুত্রকে বিবাহোদ্দেশ্যে দেবগড়ে প্রেরণ করিতেছেন—এই সংবাদ আসিয়া-ছিল। প্রধান শাক্যবংশে কন্যাদানের এ যে কি সম্মান, তাহা কেবল এই বংশাভিমানী শাক্যগণই জানে! রাজাদেশে তখনই রাজপুরে উৎসবায়োজন আরম্ভ হইয়া গেল। অনেক দিনের বুভুক্ষার পর সম্মুখে ভোজের আয়োজন দেখিলে দুঃখী কাঙ্গালের মনে যেরূপ আনন্দোদয় হয়, ইন্দ্রজিতের নির্ব্বাসনের পর এতাবৎকাল বিষণ্ণ ম্রিয়মাণ রাজপরিজন-বর্গের চিত্তেও এই ঘটনায় সেই প্রকার একটা বিপুল আনন্দোৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। বিবাহের কথাও মুখে না ফুটুক, তথাপি তাহার কল্যাণপূর্ণ কুমারী-চিত্তসাগরে যে ভবিষ্যৎ আশা-সুখতরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহা তাহার মুখের উপর লহরে লহরে আলোকের পুলকের বর্ণের ক্রীড়া সমাবেশেই সুব্যক্ত হইয়া উঠিতে বাধা পাইতেছিল না। অমিতার অকৃত্রিম কৌমার প্রেমের মন্দার মাল্য আজীবন যাঁহার কণ্ঠলক্ষ্যে গ্রথিত রহিয়াছে সেই তাহার চির ঈপ্সিত আজ তাহার দীর্ঘ প্রতীক্ষা সফল করণোদ্দেশ্যে সমাগত-প্রায়। এ চিন্তায় কুসুম-সুকুমার ক্ষুদ্র দেহলতা যে সুখ-কণ্টকিত হইয়া উঠিতে থাকে, লজ্জার অরুণাভায় আকপোলকণ্ঠ রঞ্জিত হইয়া উঠে। আর পাছে রহস্যপ্রিয়া প্রিয়সখীগণ মনের খবর জানিতে পারে এই ভয়ে সে বিপন্না হইয়া সে বিপদ অধিকতরই বর্দ্ধিত করিয়া ফেলে।

উদ্যানে মাধবীকুঞ্জে লতাবিতানের মধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিল। তখন বসন্তের সমস্ত শোভা সম্পদে রাজোদ্যানের সর্ব্বত্র ভরিয়া আছে, ইহার কোথাও যেন কোন অভাব মাত্রই নাই। বৃক্ষে লতায়, লতায় লতায় জড়াজড়ি কোলাকুলি করিতেছে। জননী ধরিত্রী শ্যামল দুর্ব্বাদলে

পুষ্পখচিত বিচিত্র সুন্দর শয্যা বিছাইয়া দিয়াছেন। অশোকে কিংশুকে শিমুলে পলাশে চম্পকে চামেলিতে বর্ণে গন্ধে দর্শন শ্রবণ সর্ব্বথা পরিতৃপ্ত এবং সেই চারু কুঞ্জবনে মুহুর্মুহুঃ কোকিল-কূজন ভ্রমর-গুঞ্জন উপেক্ষা করিয়া সমবেত নারীকণ্ঠে মঙ্গল-মিলন-সঙ্গীত ও পুষ্পবর্ষিত হইয়া শাক্য রাজকুমার বসন্তশ্রীকে অভ্যর্থিত করিল। চারিদিকে প্রকৃতির প্রসন্ন মুখচ্ছবি, সুরতরঙ্গে সুপ্রসন্ন অপরাহ্ণ আকাশ প্রতিধ্বনিত, সেই আনন্দ-মধুর শুভ মুহূর্ত্তে দুজনে দুজনের পানে চাহিয়া দেখিল। একজন প্রীতি-বিকশিত দৃষ্টি সস্মিতানন, অপরা প্রভাত চন্দ্রের ন্যায় নিজেকে ঢাকিতে লুকাইতেই ব্যতিব্যস্ত। অথচ অন্তরের আনন্দ সেখানেও কিছু মাত্র অব্যক্ত থাকিতেছিল না।

বসন্তশ্রী মুগ্ধ হইলেন, এই অমিতা ?—এত সুন্দর সে !—তাঁহার জীবন যৌবন শিক্ষা দীক্ষা সকলই যেন আজ সফল বলিয়া মনে হইল। বাল্যের সেই ক্ষুদ্রা নির্ঝরিণী আজ একি বর্ষাবারি পরিপূর্ণা স্নিগ্ধা শীতলা জাহ্নবীরূপে দেখা দিল! আর অমিতা ?—সে বুঝি কিছুই ভাবিল না। সে কেবল ব্রীড়ানত মুখে চকিত-ক্ষণস্ফুরিত কটাক্ষে দুই নেত্র ভরিয়া অতি গোপনে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, আর মনে মনে নিজের ভাগ্যবিধাতাকে শত-সহস্র বার প্রণিপাত করিল। এই অনিন্দসুন্দর রূপ, আর কতবড় বংশশোণিত ওই উন্নত শরীর পোষণ করিতেছে! এ বংশের কন্যারা চিরদিনই যে ওই ঘরের কামনা করিয়াই তপস্যা করিয়া আসিতেছে। যাহার সেই তপস্যা সফল হয় সে বালিকা নিজেকে যথার্থ ভাগ্যবতী বোধ করিয়া থাকে। এর বাড়া অপর আর কোন বড় আকাঙ্ক্ষাই যে তাহাদের নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

No she never lov'd me truly, love is love for evermore.

—*Tennyson.*

ভবিষ্যৎ বরবধূ পরস্পরের নিকট অনেকখানি পরিচিত হইয়া আসিল। প্রতিদিন উদীচীর তীরে দিবসাধিপের শেষ শয্যা রচনার উজ্জ্বলচ্ছটা বিকীর্ণকারী কনকসূত্র-বিরচিত আস্তরণ বিছান হইলে রাজোদ্যানের মর্ম্মর বেদি-পীঠে আসন পাতিয়া সখীজনেরা কুমার কুমারীকে বেড়িয়া সভা স্থাপন করে। সেখানে সঙ্গীতের সুধা ক্ষরিত হয়। বীণা মৃদঙ্গ ললিত ঝঙ্কার তুলিয়া সেই সুস্বর লহরে অমৃত সিঞ্চন করে। হাসির ঘটায় রূপের ছটায় তাহা সুরসভাকেও পরাস্ত করিতে অক্ষম এমন মনে হয় না। বৃক্ষে বৃক্ষে নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া গন্ধ বিলায়। পাখীর কল-কাকলি সুন্দরীগণের কণ্ঠস্বরে সুর মিলাইয়া আরও মনোরম শুনায়।

আত্মহারা যুবরাজ বিহ্বল চিত্তে প্রেমপাত্রীর মুখে সর্ব্বেন্দ্রিয়-শক্তি ঢালিয়া অনিমেষে চাহিয়া ভাবেন—'এত রূপ! মানুষে এত রূপ লইয়া কি করিবে? ইহাকে কোথায় রাখিবে? এ শোভা যেন শুধু প্রতিমা অঙ্গেই শোভা পায়। মানুষকে বুঝি এতখানি মানায় না!'

একথা শুনিয়া হয় ত অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন। যে অর্ঘ তাহারই পদে প্রদত্ত, সে অর্ঘের ফুল অপূর্ব্ব সুরভিনন্দিত তাহাতে দেবতার অসন্তোষ কিসের? হায় মানব-চরিত্রানভিজ্ঞ বালক তুমি বৃথাই সংসারে আসিয়াছিলে! তুমি বুঝিবে না কি অতৃপ্তির উপাদানে বিধাতা মানবচিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। সে যখন রাজসিংহাসনে তখন সে অসন্তোষের ভারে প্রপীড়িত হইয়া ভাবে, হায় কেন পথের ভিখারী

হইলাম না?' আর ভিখারীর অভাব নিরানন্দের খবরটাও কি আবার দিতে হইবে? তাই বলিতেছিলাম কুমার বসন্তশ্রীকে দোষ দিলে চলিবে কেন, মানুষের স্বভাবই যে এই, সে কম পাওয়া এবং বেশী পাওয়া দুইটাই সহ্য করিতে পারে না।

বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিতেছে। দিবা রাত্রি নহবতে সাহানা রাগিণী বাজিতেছে, পুষ্পগন্ধে পানে ভোজনে রঙ্গ-তামাসায় সারা পুরী প্রমোদমগ্ন। সে আনন্দে শুক্লার বিষণ্ণ মুখেও আলোক-তরঙ্গ ক্রীড়া করিতেছিল। কেবল ভাবী বিচ্ছেদের সূক্ষ্ম বেদনায় সবার মনেই একটু-খানি ব্যথা প্রচ্ছন্ন।

একদিন উদ্যানের চিত্রশালায় চিত্রাবলী সন্দর্শনে গিয়া রাজকুমার ঈষৎ অপ্রসন্ন আননে প্রত্যাবর্ত্তন করিবা মাত্র কুক্ষণে অমিতার সখী লবঙ্গিকা সেদিনকার দস্যুবৃত্তান্ত উত্থাপন করিয়া বসিল। তখন নারীদলে উৎসাহের জোয়ার বহিল; তরুণা কহিয়া উঠিল,—"সে কথা আর কি বলিব। সে যে কি বিপদই গিয়াছে! আমি ত আর একটু হলেই ভয়ে প্রায় মরে গিয়াছিলাম!" সখী অরুণা এই কথায় বড় রাগ করিয়া চোখ ঘুরাইয়া তাহাকে ধমক দিল, মুখ ভারি করিয়া বলিল, "বলিস্ কি, ক্ষত্রিয়কন্যা হ'য়ে মরণকে তোর এত ভয়? তুই শীঘ্র মরিলেই মঙ্গল!"

ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া সখী প্রত্যুত্তর করিল, "দেখেছি গো, সবাইকেই দেখেছি, কেউ আর তখন জীবন্ত ছিলেন না। তবে হ্যাঁ, সাবাস্ মেয়ে বটে শুক্লা, এততেও এতটুকুও হেলে দোলে নাই, অথচ দস্যুরা ওকেই তো বাঁধিয়াছিল।"

এই কথায় কুমার ঈষৎ উৎসাহিত হইয়া শুক্লার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"সত্যি শুক্লা, দস্যু তোমায় বেঁধেছিল? তা' কিরূপে তাদের হস্ত হ'তে তোমরা মুক্ত হইলে?"

শুক্লার মুখ এ প্রশ্নে গাঢ় শোণিতাভায় আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল,

সে নিজের কম্পিত দৃষ্টি নত করিয়া ফেলিয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—"একজন অচেনা লোক আমাদের উদ্ধার করিয়াছেন।"—এইটুকু বলিয়াই সে সহসা নীরব হইয়া গেল। ভিতর হইতে কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যেন তাহার স্বর রোধ করিতেছিল। সাধ্যপক্ষে সে এই ঘটনা সম্বন্ধে কাহার সহিত আলোচনা করিতে চাহিত না, বরং অপরের শ্রুতিসুখকর গল্পের তত বড় উপাদানটাকে সে যথাসাধ্য চাপা দিতেই ভালবাসিত। যথার্থই কি ইহার মধ্যে কোন গুপ্ত রহস্য বর্ত্তমান আছে?—কে বলিবে? সে কথা সেই শুধু বলিতে পারে।

"অচেনা লোক? কে এমন বীর আজি কালিকার দিনে এ অঞ্চলে বর্ত্তমান আছে, যে একা একশত দস্যু পরাজয় করিতে পারে, আমি তো জানিনা! বোধ করি এটাও সেই দস্যুদেরই একটা খেলা,—হয়তো একদিন এই উপকারের দাবীতে বিপুল অর্থোপার্জ্জন হেতু তারা মহারাজের নিকট আসিবে, যে অর্থ তোমাদের অলঙ্কার হ'তে তারা লাভ করিতে সমর্থ হইত না।"

কুমারের এই সতাচ্ছল্য ব্যঙ্গে শুক্লার সমস্ত মুখখানা সহসা উদয়াচলের বর্ণে ও তেজে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিল, কিন্তু তথাপি সে তাঁহার কথার কোন প্রত্যুত্তর মাত্র না করিয়া নীরবে নতবদনে নিজের অধরদংশন করিল মাত্র। সে জানিত কুমার বসন্তশ্রী নিজেকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও বীর আখ্যা দিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। কিন্তু অমিতা ইহা শ্রবণে ব্যথিত ভাবে সহসা ভাল মন্দ কিছুই না ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহার এই মন্তব্যের উপর বাধা দিল; সংসারের কুটনীতিতে সে তো শুক্লার মত অভিজ্ঞা নয়, তাই সে বলিয়া ফেলিল—"না না ইহা অসম্ভব! তাঁর সে মুখ দেখলে তাকে কোন দেবতা বলেই হঠাৎ যেন ভ্রম জন্মে। যেমন সুন্দর দেবমূর্ত্তি, তেমনি তাঁর শান্ত বিনম্র ভদ্রতা।"

কথাগুলি নির্দ্দোষ সরলতার। কিন্তু বক্তার হৃদয়ে যে সংসারানভিজ্ঞ

বালিকাচিত্তের গভীর কৃতজ্ঞতা ইহাকে প্রকাশ করাইয়াছিল, শ্রোতার মনে তাহার ছায়াপাত হওয়ার কোন কারণই ছিল না। সেই জন্য বসন্তশ্রীর কমনীয় শ্রী এ উত্তরে অকস্মাৎ ঈষৎ বিকৃত হইয়া গেল। তাঁহার বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কথা তিনি কোনমতে কাহারও নিকট হইতে সহিতে পারিতেন না। তাহার উপর কেবল তাঁহারই জন্য যে সৃষ্টি হইয়াছে সে তাঁহার সম্মুখেই কোথাকার কে একটা পথের পথিক—তাহাকেই দেবতার সহিত উপমিত করিল! রুদ্ধ অভিমানে শাক্যকুমার নীরবে রুষ্ট হাস্য করিলেন।

যখন মানুষের কপাল ভাঙ্গিতে থাকে তখন কোথা হইতে কে এবং কেমন করিয়াই যে সে সেই ভগ্নোৎসবের কার্য্যকারক হইয়া দাঁড়ায় তাহাও কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কুমার বসন্তশ্রী যে সময় অমিতার প্রতি মনে মনে ঈষৎ মাত্র ধৃষ্টতা দোষারোপ করিতেছেন, ঠিক সেই সময় তাহার সখী তরুণী তাহার কথার পোষকতা করিবার জন্যই একটা গুরুতর রকম বেফাঁস কথা উচ্চারণ করিয়া বসিল। শুধু একটু আমোদ দিবার জন্যই রঙ্গ করিয়া সে কহিল—“সেই বীরপুরুষটি দস্যুদের তাড়িয়ে দিয়ে আমাদের রাজকুমারীর চরণতলে আবার জানুনত করে বসে পড়ে যখন করযোড়ে বল্লে, “এখন এ দাসের প্রতি কি আদেশ হয়?” আমার কিন্তু তখন ভারি হাসি পেয়েছিল। আমাদের বদলে তিনিই উল্টে আবার আমাদেরই কাছে হাত যোড় করলেন। সুন্দর মুখ এমনি জিনিষই বটে!”

পথিক পথ চলিতে চলিতে বুঝি সহসা লতাচ্ছন্ন গুপ্তখাতের অতল গহ্বরের তলশায়ী হইল। বসন্তশ্রী সুস্পষ্ট চমকে চমকিয়া উঠিলেন। সেই চিত্র দৃশ্য তাঁহার মানসনেত্রে মুহূর্ত্ত মধ্যেই আবার চিত্রিত হইল। লজ্জা-মুকুলিতাক্ষী অমিতার পদপ্রান্তে অনন্যসাধারণ সুন্দরকান্তি যুবা-পুরুষের মূর্ত্তি! সেই চিত্রিত পুরুষ বর্ণনীয় ভাবেই ত দীন প্রার্থনা-

পূর্ণ দুইনেত্র অনিমেষে রাজকুমারীর মুখের দিকে স্থাপিত করিয়া কি যেন ভিক্ষা করিতেছে! নিম্নে চিত্র পরিচয় ছলে দুই পংক্তি কবিতা। ঈর্ষার বৃশ্চিক শাক্যকুমারের সংশয়পূর্ণ বক্ষে তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা বাহির করিয়া দংশন করিল। 'সে মুখ দেবতার!' সেই চিত্র অঙ্কন, কি নির্লজ্জ অভিনয়! উত্তপ্তচিত্তে বসন্তশ্রী কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া তারপর সহসা এক সময় সেস্থান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন, বলিয়া গেলেন, "আমার শিরঃপীড়া বোধ হইতেছে।"

এই সংবাদে সরলা অমিতার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার স্বভাবজাত লজ্জাবশে তাঁহাকে কোন কথাই সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। কেবল ম্লানমুখে বিদায় অভিবাদন জানাইল। অভিমানী বসন্তশ্রী মনে করিলেন,—"অমিতা, আমার প্রতি সম্পূর্ণ আসক্তা নহে। আমার জন্য কখনই ত তাহাকে ব্যস্ত দেখি না। আর সেই বীরপুরুষেরই ওই চিত্র হওয়া সম্ভব। এ কিরূপ কন্যাকে আমি বিবাহ করিতে আসিয়াছি? কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না।"

মানবের চিত্তই ভগবানের বিশ্বসৃষ্টির উপাদান। ইহার একদিকে সপ্তম স্বর্গ ব্রহ্মলোক ইত্যাদি অবস্থিত এবং অপরার্দ্ধে ভূলোক হইতে কুম্ভীপাকাধম নরকাদি প্রতিষ্ঠিত। মানব আপন কর্ম্মানুসারে কখনও সেই স্বর্গাদি লোক হইতে ব্রহ্মলোকাদিতে, কখনও বা মানসিক প্রবৃত্তিজাত নরক প্রভৃতিতে বিচরণ করিয়া ফেরে। বাহ্য জগতের কোথায় কি আছে জানি না, আমরা আমাদের মনোরাজ্যের সকল অধিকারের খবরটুকু জানি, তাই বলিতে পারি যে মানুষের মনকে প্রশ্রয় দিলে সে স্বর্গ রসাতলে একাকার করিয়া ফেলিতেও সক্ষম। এই মন জিনিষটির মত প্রবল দানব আর কখনও ইন্দ্রত্ব অমরত্ব অপহরণ চেষ্টায় সুরসেনার বিপক্ষে যুঝিতে দাঁড়ায় নাই, ইহা স্থির জানিও। বসন্তশ্রীর মনের মধ্যে সেই অসুরের উপদ্রব দেখা দিয়াছিল। সে অমিতার

লজ্জানম্র ভীতি হইতে, তাহার সংসারানভিজ্ঞ সরলতাটুকু পর্য্যন্ত তাহার সমুদায়টাকে তীক্ষ্ণ সমালোচনার চক্ষে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক স্থির করিল যে, এতবড় বংশের বংশধরের বাগ্‌দত্তা হইয়াও তাহার চিত্তে যখন সেই সামান্য পার্ব্বত্য যুবকের প্রতি কৃতজ্ঞতার সীমা নাই, আর যখন সে তাহার প্রতি সামান্য কারণেই এইরূপ অসামান্য পক্ষপাতিনী, তখন,—বিশেষ সে সুন্দরী ও অবিবাহিতা যুবতী, অপর পক্ষে তাহার উপকারকও তরুণবয়স্ক এবং সুরূপ, এ স্থলে এ অহেতুকী কৃতজ্ঞতাকে কোন্ আখ্যা দেওয়া সঙ্গত তাহা অতি সহজেই এবং সকলেরই অনুমেয়!

যে চিত্র দেবগড়ের ভাগ্যলক্ষ্মীর অপ্রসন্নতার দিনে অলক্ষণা কন্যা শুক্লার আলেখ্য-প্রসূত হইয়াছিল, সেই বসন্তের পরিকল্পনারূপী বসন্তশ্রীর কাল্পনিক মূর্ত্তিকে উপকারকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে এ অবস্থায় শাক্য-কুমারের তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব হইল না। তাই আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শুদ্ধচিত্তের নির্ম্মল আধারে ব্রহ্মজ্যোতিঃ পর্য্যন্ত প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, আর সেই চিত্ত যখন অশুচি হয় তখন পঙ্কিল সরসীর ন্যায় তাহা হইতে অজস্র বিষাক্ত বাষ্প এবং সংহার কীটের উৎপত্তি হইয়া তাহার সীমা সকলকে ধ্বংস করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

The glory dies not,—and the grief is past.

—*Brydges*

যিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন রাজপুত্র হইয়াও যৌবনে নবজাত শিশুপুত্র প্রেমময়ী পত্নী এবং রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক জরামরণ-সঙ্কুল ত্রিতাপতপ্ত সংসারে শান্তি-সোপান সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, সেই কপিলাবস্তু রাজকুমার শাক্যসিংহের কর্ম্মপ্রধান মৈত্রীধর্ম্মের আবির্ভাবে সমগ্র উত্তর ভারত সে সময়ে মাতিয়া উঠিতেছিল। অবশ্যম্ভাবী মহাদুঃখ-নিরোধের উপায় খুঁজিতে মাগধ ও কোশল প্রজাবৃন্দ দলে দলে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাগত হইতেছিল।

কপিলাবস্তুতে ইতঃপূর্ব্বেই এ স্রোতে পৌঁছিয়াছিল। তাহার ফলে আজ রাজপুত্র আনন্দ গৌতমের প্রধান ও প্রিয়শিষ্য। তাহার ফলে আজ রাজমহিষী প্রজাবতী মহাভিক্ষুণীরূপে ভিক্ষুসঙ্ঘের পার্শ্বে—জগতে এই সর্ব্ব প্রথম নরের ন্যায় নারীরও জন্য ধর্ম্মের উচ্চাধিকার জ্ঞাপন পূর্ব্বক ভিক্ষুণী সঙ্ঘের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। তাহারই ফলে শিশু রাহুলে যে নবধর্ম্মের অঙ্কুর প্রকাশ পাইয়াছিল, রাজা শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পরে তাহা যুবা রাহুলে শতদলের ন্যায় বিকশিত এবং রাহুল জননী গোপার মহাপ্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই সে কমলদলের সৌরভে বৌদ্ধজগৎ আমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল। আর ইহার ফলেই বুদ্ধ-বিদ্বেষী ক্রূরকর্ম্মা দেবদত্ত নিষ্ঠুর-প্রকৃতি পিতৃহন্তা মগধরাজ অজাতশত্রুর সহিত সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্ম প্রাণ অহিংসক বৌদ্ধগণের প্রতি অযথা হিংসাচরণ পূর্ব্বক স্বল্পকালের জন্য দেশে একটা মহাভীতির সঞ্চার করিয়াছিল।

কোশলেও একদিন শারীর-শক্তির অপেক্ষা দয়ার, প্রতিহিংসা অপেক্ষা ক্ষমার, বিজয়-ঘোষণা শুনা গিয়াছিল। কোশলেশ্বর প্রসেনজিৎ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ জেৎ উভয়েই তথাগতের পরমভক্ত ছিলেন। বুদ্ধভক্ত অনাথপিণ্ডদ এবং রাজকুমার জেৎ রাজধানী শ্রাবস্তী নগরে তাঁহার বাস জন্য জেৎ বন-বিহার নামক উদ্যান এবং বিহারাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া তাঁহার পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন কোশল-প্রজার সুখের সীমা ছিল না। কিন্তু—হায়, কালচক্রের আবর্ত্তন যদি এই সময় রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারিত! প্রসেনজিতের ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ প্রজারঞ্জক নৃপতিরও যখন মৃত্যুর নিকট অন্যাপেক্ষা দুটো দিনেরও অবকাশ বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নয়, তখন সে রাজ্যের হতভাগ্য প্রজাদের অদৃষ্টে আর কি শুভ ফল ফলিতে পারে! যাঁহার রাজ্যাধিকার দেব মানব সর্ব্ব-সম্মত, সেই জ্যেষ্ঠ কুমার জেতের পরিবর্ত্তে সাম্রাজ্য লাভ করিলেন তাঁহারই হত্যাকারী সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মদ্বেষী কনিষ্ঠ কুমার বিরূঢ়ক্।

শ্রাবস্তী বৌদ্ধধর্ম্মের পুণ্য তপোবন। এখানে রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত বুদ্ধদেবের চরণকমল নিত্য সন্দর্শনে ধন্য হইত। সেবাব্রতের উচ্চাধি-কারী নর ও নারীর পুণ্য আবির্ভাবে এই শ্রাবস্তী সে দিনে অপর সকল নগরীকে পরাভব করিয়াছিল। কিন্তু কোন মহৎ গৌরবই একেবারে অবিচল থাকে না, চন্দ্রের ন্যায় এ সংসারের সকল বস্তুই নিত্য হ্রাস-বর্দ্ধন-শীল। বিশেষ মহৎ সুখের পর মহান্ দুঃখ এবং উন্নতির পর আবার একটা অবনতি প্রায়ই ঘটিয়াই থাকে। রাত্রির শেষ যামে যখন পর্য্যন্ত তপনো-দয়ের পূর্ব্বাভাষ পূর্ব্বাকাশে অভিনব উজ্জ্বলতা ফুটাইয়া তুলিতে আরম্ভ করে নাই, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যেমন অন্ধকারকে অধিকতর নিবিড় বলিয়া মনে হয়, গত এবং অনাগত সৌভাগ্যের মাঝখানে অবশ্যম্ভাবী এই দুঃখ যেমন সকল সময়েই দেখা যায় তেমনি শ্রাবস্তী এই সময়ে কিছুদিন অত্যাচারীর নির্ম্মম হস্তে দুঃখ-নিপীড়িত হইয়াছিল।

মানুষ মানুষের অথবা অপর কোন কিছুরই উপর একটা বিশেষরূপ শ্রদ্ধা প্রীতি অথবা ভালবাসা অনুভব না করিলে তাহাকে নিজের আদর্শ করিতে পারে না। যে রাজা প্রজার চিত্তে কেবল মাত্র ভীতি সঞ্চারকারী, সে রাজা প্রজার আদর্শ নহেন। প্রজা সেখানে স্বেচ্ছাতন্ত্রী, অথবা অন্য কোন মহৎ কিম্বা হীন আদর্শে অনুপ্রাণিত।

শ্রাবস্তীরাজ বিরূঢ়ক প্রজার চিত্তাকর্ষণের জন্য বিশেষরূপেই চেষ্টিত ছিলেন। রাত্রে ঘুমাইয়াও সম্ভবতঃ সে অভাগাগণ তাহার রোষাগ্নিদাহ স্বপ্নের মধ্যেও অনুভব করিত। এ রাজ-দরবারে কে যে কোন্ মুহূর্ত্তে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, নির্ব্বাসিত, বিধ্বস্ত, ও ধ্বংস হইবে ইহার কোনই স্থিরতা ছিল না। বিধাতার অপেক্ষা এ রাজার বিধান আরও আকস্মিক বুঝি তদপেক্ষাও সমধিক ভয়ঙ্কর।

একদিন সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী কনিষ্ঠ দ্বারা অন্যায়রূপে বঞ্চিত শান্ত-প্রকৃতি রাজভ্রাতা জেৎ অকস্মাৎ রাজাদেশ প্রাপ্ত হইলেন—ধর্ম্মদ্রোহীর তুষানল প্রায়শ্চিত্ত, যদি স্বেচ্ছায় ইহা না গ্রহণ কর, তবে রাজদণ্ড গ্রহণ জন্য প্রস্তুত হইও। রাজপুত্রের প্রশান্ত মুখে এই ভীষণ সংবাদ এক বিন্দু ভীতির ছায়ামাত্র ফেলিতে সমর্থ হইল না। দণ্ডাদেশ পাঠ করিয়া আত্মত্যাগী রাজপুত্র আর এক সর্ব্বত্যাগী এবং সকলের সকল দুঃখ ক্লেশ নিজের মধ্যে গ্রহণক্ষম রাজকুমারের অমৃতময় অভয়মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া ধীর মধুর স্বরে উত্তর করিলেন, "রাজাকে বলিও কোন ধর্ম্মের প্রতিই কোন প্রকার বিদ্বেষ আমার চিত্তে নাই। ধর্ম্মদ্রোহীর দণ্ড গ্রহণ করিলে নিজেকে ধর্ম্মদ্রোহী স্বীকার করা হয়, সেই জন্য রাজাজ্ঞা পালন করিতে সক্ষম হইলাম না। তাঁকে ব'লো আমি ধর্ম্মেরই দাসানুদাস, ধর্ম্মদ্রোহী নই।"

এই জেৎবন বিহারে শাক্যমুনি তাঁহার এই পরমভক্ত রাজকুমারকে আপন বক্ষে আলিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। অনাথবান্ধব ভক্তবর

অনাথপিণ্ডদ কুমার জেৎকে বিহার ছাড়িয়া দূরে, কোশল সীমা ত্যাগ করিয়া অপর কোন নিরাপদ দূর রাজ্যে প্রস্থান করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে রাজকুমার মৃদু হাসিয়া, উত্তর করিলেন, "আমি ভিখারীর দাসানুদাস অধম ভিক্ষু। ভিক্ষু মৃত্যুকে ভয় করে না।"

রাজাদেশে ধর্ম্মদ্রোহীর দণ্ড রাজ-রক্তে বিহার পাদদেশ ধৌত করিতে উদ্যত হইলে, কোশলের যথার্থ রাজাধিরাজ রাজকুমার জেৎ প্রশান্ত মুখে কহিলেন,—"আমায় বধ্যভূমে লইয়া চল, এখানের পুণ্যভূমি শোণিত কলঙ্কিত হইলে আমার দয়াবতার প্রভু যে আর কখনও এখানে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। আর আমি জানি এই বিহার তাঁহার একান্ত প্রিয়।"

মৃত্যুকালীন রাজভ্রাতার অসাধারণ সহিষ্ণুতা, ধ্যানমগ্নাবস্থায় নিঃশঙ্কচিত্তে দণ্ড গ্রহণ সংবাদে রাজা এক মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কঠোর চিত্তে এভাব মুহূর্ত্তাপেক্ষা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ, শুনিয়াছি বটে সেই শাক্য রাজপুত্র নিজে ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য ক্ষত্রিয়গুলাকেও এইরূপ কুক্কুরে পরিণত করিতেছে!"

কিন্তু প্রকৃত সত্য কোনদিন শাসনভয়ে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। রাজা বিরূঢ়কের বৌদ্ধবিদ্বেষ সত্ত্বেও কোশলপ্রজা প্রসেনজিতের সময়েই যে মৈত্রীধর্ম্মের শান্ত শীতল ছায়ায় নিয়ত হিংসা-বিদ্বেষ-জর্জ্জরিত ধর্ম্মবন্ধনহীন জীবন উৎসর্গ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা তাহারা পরিত্যাগ করিল না। নদীর স্রোতের ন্যায় সেই নবধর্ম্মস্রোত তাহাদিগকে সমস্ত বাধার বিরুদ্ধে যেন খরতর বেগে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। দণ্ডভীতি বিপদাশঙ্কা তাহাদের অন্তরের ভিতরকার এই প্রাণের আবেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। আচারভ্রষ্ট বিশৃঙ্খল মদমত্ত জনসমাজে যে অভিনব ধর্ম্মপ্লাবন আসিয়াছিল তাহা সে সমাজকে জীবনীবেগে চঞ্চল

জাগ্রৎ, চিত্তবৃত্তির তাড়নায় নূতন নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত, জ্ঞান ও ভক্তির পথে পরিচালিত না করিয়া পুনরায় জড়ত্বে পরিত্যাগ করিয়া গেল না। জাগ্রতের জীবন্তের ধর্ম্মই যে এই।

কুমার জেতের নৃশংস মৃত্যুঘটনার পর শুধু শ্রাবস্তী কেন,—কোশলের সমুদয় নব ধর্ম্ম গ্রহণকারিগণ অবিচারক রাজার বিরুদ্ধে বজ্রের ন্যায় উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই অন্তর্বিপ্লবের নিদারুণ সমাচার জানিতে পারিয়া ভগবান্ তথাগত শ্রাবস্তীনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অসন্তোষক্ষুব্ধ কুমার জেতের অনুচর ও সহধর্ম্মীদের এই দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তিনি কহিলেন, "এই নশ্বর মরণশীল দেহনাশের জন্য অধীরতা কেন? জীবের হিতার্থ কর্ম্ম করাতেই জীবনের সার্থকতা, নতুবা এ জীবনের মূল্য কতটুকু? রাজপুত্র জেৎ নিজের কর্ম্মবলে অর্হৎপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি দূর ভবিষ্যতে বুদ্ধ জন্ম লাভ করিয়া মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন। তাঁহার হত্যাকারীকে তোমরা সেই ক্ষমাশীলের ভক্ত হইয়াও কিহেতু ক্ষমা করিতে পারিতেছ না?"

শ্রেষ্ঠী সুদত্ত কুমার জেতের প্রিয়বন্ধু ছিলেন। এই প্রতিশোধ ব্যাপারে তাঁহার চিত্তই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি ইহার জন্য তিনি তাঁহার নবধর্ম্মমত পর্য্যন্ত বিস্মৃতির অতল তলে নিক্ষেপ করিতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়েন নাই। তিনি লজ্জাখিন্ন মুখে অপরাধীভাবে কহিলেন,—"ভগবান্, যে রাজার জন্য প্রজাবর্গের ধন প্রাণ এমন কি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত নিরাপদ নয়, সে রাজার পরিবর্ত্তন চেষ্টাও কি পাপ?"

উদাসীন অতি মধুর হাসি হাসিলেন,—"প্রিয়পুত্র! ইচ্ছা পূর্ব্বক একটি বিষাক্ত সর্পের উৎসাদনও মহাপাপ। বলের দ্বারা শত্রুকে পরাজয় ইচ্ছা না করিয়া তাহাকে প্রেমের দ্বারা জয় করিতে আগ্রহান্বিত হও, উহাতেই প্রকৃত বিজয়ানন্দ লাভ করিবে।" প্রেমের দেবতার এই প্রেমপূর্ণ

বাণী ভক্ত চিত্তকে সম্মোহিত করিয়া কৃত সঙ্কল্পের উচ্ছেদ সাধন করিল। এইরূপ যুগে যুগেই হইতেছে,—সমুদ্র-মন্দর-মথিত কালানল দেবাদিদেব স্বয়ং কণ্ঠে ধারণ না করিলে, সে বিষবাষ্পে যে বিশ্বচরাচর ধ্বংস হইয়া যাইত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

High place to thee in royal court, high place
in battle line.

—*Scott.*

শ্রাবস্তী অতি প্রাচীন জনপদ। অশিরবতী নদীতটে নানা সৌধ সমাকীর্ণ, ভাস্কর শিল্পের সারভূত বিচিত্র হর্ম্ম্যমালা সুশোভিত কোশল রাজধানী শ্রাবস্তী তাহার সমসাময়িক অন্যান্য নগরী সকলের মধ্য-মণিরূপে যেন উত্তরাপথের রাজ্য সকলের মস্তক-মুকুটে পরিশোভিত হইতেছিল। এই শ্রাবস্তী মহানগর-ই সে সময় সমগ্র উত্তর ভারতের রাজধানী এবং কোশল সম্রাটগণ উত্তরভারতের ছত্রপতি রূপে স্বীকৃত।

মানব এই নগরীর চারুদেহে রত্নাভরণ পরাইয়াছিল। শিল্পী-প্রধানা প্রকৃতি সুন্দরী ইহাকে তাঁহার সর্ব্বোচ্চ শোভা সম্পদের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। যুগাবতার ভগবান্ ধর্ম্ম-ধনে ইহাকে ধনী করিয়াছিলেন। এই ত্রিবিধ ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালিনী নগরী তাই অতুল শ্রী ধারণ পূর্ব্বক ভূস্বর্গের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। ইহার কোথাও রত্নমণ্ডিত মন্দির-চূড়া সূর্য্যকিরণে অপূর্ব্ব দ্যুতি বিকাশ করিতেছে, কোথাও অভ্রভেদী প্রাসাদশিখরে সুবর্ণকলস সকল সূর্য্যকরোজ্জ্বল জ্যোতির্দ্বারা দর্শকের

নেত্র ঝলসিত করিয়া দিতেছে। কোথাও ধবল উন্নত বিহার সমূহ দ্রষ্টার চিত্তে ধর্ম্মভাবের বীজ বপন করিতেছে। স্থানে স্থানে বিবিধ বেশভূষায়-বিভূষিত নাগরিক ও নাগরিকাগণের আশ্চর্য্য রূপপ্রভা বৈদেশিকগণের নেত্রে বিস্ময়-প্রশংসা চিহ্ন ফুটাইয়া তুলিতেছে; কোথাও প্রস্ফুটিত কুসুমোত্থানের সুমধুর গন্ধ মন্দ মন্দ মলয় বায়ু সহযোগে কর্ম্মক্লান্ত নরনারীর মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করিয়া দিতেছে। এইরূপ সর্ব্বত্রই ইহার বিবিধ বিচিত্র ও বিভিন্ন চমৎকারিণী মূর্ত্তি দেখা যাইত। প্রভাতে এই অপূর্ব্ব নগরীর ঊর্দ্ধাকাশ মন্দির পূজার বন্দনা গানে এবং ঘণ্টা কাঁসর প্রভৃতি বাদিত্র বাদনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত, সন্ধ্যায় দীপালীর ন্যায় অসংখ্য দীপাবলী ইহার নৈশ সজ্জা অপরূপ রূপেই সম্পন্ন করিত। সুস্বর সঙ্গীতে এবং সুমধুর বাদ্যরবে অহোরহই এ নগরী ইন্দ্রসভার পরিকল্পনা স্মৃতি পথে উদিত করিয়া দিত। নদীর পশ্চিমতীরে নগরীর মধ্যভাগে সুবিশাল রাজপ্রাসাদ। বহুদূর বিস্তৃত সুদৃঢ় রক্তপাষাণ প্রাচীর পরিবেষ্টিত এই নগরী তুল্য রাজপ্রাসাদ বা প্রাসাদ মালার শোভা ঐশ্বর্য্যের সীমা পরিসীমা ছিল না।

প্রভাতে অমল শ্বেত প্রাসাদের সুবর্ণ চূড়ায় শ্রীরামচন্দ্রমূর্ত্তি-লাঞ্ছিত শুভ্র পতাকা মৃদুকম্পিত করিয়া প্রভাত বায়ু ধীরগতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। সেই কম্পনে তাহার প্রতিচ্ছায়াও অদূর নদী বক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণিত হইয়া গেল। প্রশস্ত পাষাণ চত্বরের চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ সৈনিকগণ তাহাদের অগ্রবর্ত্তী অধিনায়কের ইঙ্গিত মাত্রে এক সঙ্গে উত্তোলিত অস্ত্রাধার নিম্নাভিমুখে অবনত করিয়া একত্রে মাথা নোঙাইল। তোরণ দ্বারে নহবতে ভৈরব রাগের আলাপ আরম্ভ হইবামাত্র বৈতালিকগণ উচ্চে বন্দনা গাহিল। পাত্রমিত্র সভাসদ সকলের শরীর রক্তে সফেন তরঙ্গ উত্থিত করিয়া পরমমহেশ্বর পরমভাস্কর পরমভট্টারক নৃপতিকুল সূর্য্য সূর্য্যবংশাবতংস শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ বিরূঢ়ক দেব সিংহাসনারূঢ় হইলেন।

কষিত কাঞ্চন বিনির্ম্মিত সিংহাসনে, স্থূলমুক্তাবলীযুক্ত রত্নখচিত স্বুবর্ণ ছত্রতলে স্বর্ণসূত্র রচিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া, বৈদূর্য্য ও নীলা সংযুক্ত সুবর্ণময় পাদপঠে চরণ রক্ষা পূর্ব্বক পরমভাগবৎ মহারাজাধিরাজ কহিলেন,—"মহামন্ত্রি! বৈতালিকেরা আমার স্তুতিকালীন আমার প্রতি 'ভুবন-বিজয়ী' প্রভৃতি উত্তম উত্তম বিশেষণ প্রয়োগ করিল না কেন? উহাদের সাবধান করিয়া দেওয়া হোক পুনশ্চ যেন আমায় এরূপ লঘু শব্দ মালা শ্রবণ করিতে না হয়।"

মহামন্ত্রীর আদেশে বৈতালিকগণ স্বকীয় ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক পুনশ্চ গাহিল:—

"ত্রিভুবন বিজয়ী, বৃত্রারি সমতুল্য অমিততেজা, পরমমহেশ্বর পরম-ভাগবত পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ রাজরাজশ্রী বিরূঢ়ক দেব আজি সমস্ত দেবগণেরও সৌন্দর্য্য ও শক্তিকে হীনশ্রী করিয়া ইন্দ্রাসন সমতুল্য সুবিদিত কোশলের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইতেছেন। এ আসন সামান্য আসন নয়! এই আসনে বসিয়াই একদিন রঘুরাজ ইন্দ্রকে পরাভূত করিয়াছিলেন, এই আসনে উপবিষ্ট রাজা দশরথ ইন্দ্রশত্রু সম্বরাসুরকে নিহত করিয়া দেবগণেরও ভয়ত্রাতা হইয়াছিলেন, অমিততেজা দেবারিমর্দ্দন রাবণারি শ্রীরামচন্দ্রের আসন কোথায় যদি জানিতে চাহ, তবে ঐ চাহিয়া দেখ! সসাগরা বসুমতী উত্তরে মেঘাম্বরা সূর্য্য কিরীটী হিমাচল, দক্ষিণে অনন্ত নীলাব্জ নীল মহোদধি পর্য্যন্ত যাঁহার ত্রিদিবেশ সম চরণ তলে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নিজেকে ধন্যা জ্ঞান করিতেছেন,—সূর্য্য যাঁহার রাজধানী মধ্যে ভয়ে কিরণ বর্ষণ করেন, বরুণ দেব যাঁহার শাসন ভয়ে ভীত হইয়া সময়ে ধারাবর্ষণ পূর্ব্বক শস্য সকল উৎপাদন দ্বারা প্রজা সকলকে লালন করিতেছেন, ছয়ঋতু যাঁহার কোপভয়ে সশঙ্কিত চিত্তে নির্দ্দিষ্টকালের মুহূর্ত্ত মাত্র ব্যতিক্রমে সাহসী নয়,—সেই বজ্রধর সমতুল্য ধরণীপতির চরণযুগ সন্দর্শনে হে কোশল প্রজাবৃন্দ! সকল ক্লেশমুক্ত এবং ধন্য হও।"

রাজসচিববৃন্দ যে যাহার যথাযোগ্য আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মহামন্ত্রী অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভার্গবাচার্য্য নিজের পবিত্র আসনে উপবিষ্ট। সাম্রাজ্যের মহাপ্রতিহার, মহানায়কগণ, দণ্ডনায়ক, রাজবংশীয় অভিজাত-বর্গ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দণ্ডধর ছত্রধর প্রভৃতি নিজ নিজ স্থানে কার্য্য-নিরত।

মহানায়ক সমন্তক কহিলেন, "প্রজাবৃন্দকে ঐ 'ক্লেশ-মুক্ত' হওনের কথাটা এস্থলে বলা ঠিক হয় নাই, আর সব এক প্রকার চলিত মত হইয়াছে। 'ক্লেশ-মুক্ত' হওয়ার কথায় বুঝায় যে, তাহারা ইতঃপূর্ব্বে ক্লেশ-ভোগ করিতেছিল।"

নবীন সভাসদ অম্বরীষ এই রাজামাত্য মণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষাই অল্পবয়স্ক এবং সকলের অপেক্ষা তিনি এ সমাজে স্বল্পদিনের আগন্তুক। এ অবস্থায় অপর কেহ হইলে প্রায় সকলের প্রান্তভাগেই আসন লাভ ঘটে এবং সাক্ষাৎ রাজ সম্বন্ধীয় আলোচনা হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ উদাসীন রাখিতেই বাধ্য হয়। কিন্তু এ যুবকের সম্বন্ধে এই সনাতন প্রথার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছিল, এই তরুণ-পুরুষটি নিজ সুকৃতি ও কৃতিত্ব বলে, ইতঃমধ্যেই আসন পাইয়াছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর অমাত্যদলের মধ্যে এবং কোন বিষয়ের আলোচনাতেই তাহার প্রবেশ পথ নিরুদ্ধ ছিল না। তিনি মহানায়ক সমন্তকের মন্তব্যের প্রতি ঈষৎ আক্রমণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, —"আপনি এই কথার অর্থটা ঠিক ধরিতে পারেন নাই অমাত্যবর! এ ক্লেশ অপর কোন ক্লেশ নয়,—আমাদের সূর্য্য-সদৃশ মহারাজাধিরাজের অদর্শনে যে ক্লেশান্ধকারের উদ্ভব হয়েছিল সেই অদর্শন ক্লেশ-মুক্ত হ'বার জন্যই তাঁর পুনঃসন্দর্শনের কথাটিও ত বিশেষ করে নির্দ্দেশ করে দেওয়া হয়েচে, সেটা কি আপনি লক্ষ্য করেন নাই?"

মহানায়ক সমন্তক ঈষৎ অপ্রতিভ ও অনেক খানি বিরক্তি বোধ করিয়া নীরব রহিলেন। মহানায়ক অরিন্দম তাঁহার স্থূলোদর-ভার বহনে সদা ক্লান্ত-দেহ আসন পৃষ্ঠে মেলিয়া দিয়া গভীর ভাবোচ্ছ্বাসে মস্তকান্দোলন

করিতে করিতে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কহিলেন,—"ঠিক্ ঠিক! সূর্য্যোদয়ে যেমন মেঘমণ্ডলী—ওহো, না, না,—অন্ধকার রাশি দূরীভূত হয়, চমৎকার উপমা! কিন্তু তাও বলি, অম্বরীষ! তোমারও আমাদের পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজকে 'সূর্য্য-সদৃশ' কথাটা বলাতো ঠিক হয় নাই! আমাদের পরমমহেশ্বর প্রভু কেবল 'সূর্য্য-সদৃশ' নহেন, তিনি স্বয়ংই যে দীপ্ত-সূর্য্য!"

"আজি-কালিকার দিনে অনেকেই নূতন সভ্যতালোক প্রাপ্ত হ'য়ে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধিকেই অত্যন্ত অধিক বোধ করিয়া থাকে, সেই বৃথা গর্ব্ব ভরে প্রমত্ত হ'য়ে তাহারা যথার্থ সম্মানিতগণকেও যথোযুক্তরূপে সম্মান দান করিতে পারে না। সেই সকল আত্মম্ভর অহঙ্কৃত লোকের মধ্যে রাজভক্তির অল্পতা নিবন্ধন জন্য স্বয়ং মহারাজাধিরাজের সম্বন্ধেও তাহাদের ধৃষ্টতা পদে পদে প্রদর্শিত হইতে থাকে। আমাদের এই উদ্দীপ্ত-আদিত্য মহারাজাধিরাজকে লোকচক্ষে যথাসাধ্য হেয় করিতেও সেই সকল কৃতঘ্নতার প্রতিমূর্ত্তি আত্মাহঙ্কারে অন্ধ স্বল্প বুদ্ধি মূঢ়েরা কুণ্ঠানুভব পর্য্যন্ত করে না,—হায় হায়, ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে!" গভীর নিশ্বাস সহকারে এই আক্ষেপোক্তি করিয়া সমন্তক নবীন অমাত্যের প্রতি বিষদিগ্ধ ঈর্ষাকুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

অরিন্দম সমন্তকের এই 'উদ্দীপ্ত আদিত্য'—রূপ বিশেষণের যেন পরম উপভোগ্য রসটুকু বিশেষ ভাবেই উপভোগ করিতে করিতে পুনশ্চ মস্তকান্দোলন পূর্ব্বক কহিয়া উঠিলেন,—"উঁহুঁ, উদ্দীপ্ত-আদিত্য শব্দটি তো বেশ শ্রুতিসুখকর ঠেকিতেছে না! ইহাপেক্ষা 'দীপ্ত-সূর্য্য' কথাটায় একটা বেশ মাধুর্য্য আছে। 'মার্ত্তণ্ড', 'ভাস্কর'—এসব শব্দও বরং আদিত্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা মন্দ নয়। বিশেষ সঙ্গীতের মধ্যে যুক্তাক্ষর যুক্ত শব্দ যত অধিক থাকে, ততই তাহা শ্রুতিসুখকর হইয়া থাকে, ইহাতে ঝঙ্কারগুলিও বেশ সুস্পষ্ট হয়।"

অম্বরীষ পরাভব-প্রাপ্ত হইতে বসিলেন। এ সমাজে যে হারিয়া যায় তাহার দুর্গতি বড় অল্প হয় না, রাজা হইতে এই রাজপারিষদবর্গ সকলেরই নিকট তাহাকে পদে পদে লজ্জা, গ্লানি, কুৎসা প্রভৃতি অনেক উৎপীড়নই সহ্য করিতে হয়। কখন কখন ক্ষতির মাত্রা মাত্রাতিক্রম করিয়া কি যে না করিতে পারে, তাও কিছুই বলা যায় না। এখানে সকল সময়েই এই মন্ত্রী পারিষদবর্গের মধ্যে যেন একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মহানল জ্বলন্ত হইয়াই রহিয়াছে। পরস্পরে পরস্পরকে হটাইয়া নিজের আসন উর্দ্ধে স্থাপিত করিতে এ সভায় সকলেই উৎসুক। ইদানীং এই নবীন অমাত্য যুবা অম্বরীষের প্রতিপত্তিটা অত্যধিক বাড়িয়া উঠায়, ক্ষুদ্রব্যক্তির এতদূর বৃদ্ধি সহিতে না পারিয়া পুরাতনের দল অন্য সময়ে আপোষের মধ্যে যাহাই করুন, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে মধ্যে মধ্যে তাঁহারা আজিকালি একতাবলম্বনও করিয়া থাকেন।

অম্বরীষ চকিত কটাক্ষ-বীক্ষণে বারেক রাজার মুখভাব সন্দর্শন করিয়া লইলেন। তিনি তখন নীরব কৌতুক ভরে তাহাদেরই বাদানুবাদ শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহার স্থূল অধর প্রান্তে ঈষৎ হাস্য যেন আঁধারের ঘনত্ব ভেদ করিয়া ফুটিতে সক্ষম হইতেছে না,—এরূপ প্রায়ই হয় না। সহজ এবং সরল হাস্য শ্রাবস্তি-ঈশ্বরের মুখে প্রায়ই অপরিচিত। দেখা দিলেও তাহা প্রায়শই বিদ্যুতের ন্যায় অচিরস্থায়ী। অম্বরীষ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"'সূর্যা' না বলিয়া প্রকৃত পরমেশ্বর পরমমহেশ্বর পরমমহিমার্ণব মহারাজাধিরাজকে 'সূর্য্য-সদৃশ' বলায় আপনারা আমায় দোষ দিচ্ছেন, কিন্তু আমি আবার মুক্তকণ্ঠেই সর্ব্বসমক্ষে বলিতেছি—মহারাজাধিরাজ স্বয়ং আদিত্য নহেন, তিনি 'আদিত্য-স্বরূপ'। সূর্য্য যেমন জগতকে তাপ ও আলোক দানে নিয়ত জীবনী-যুক্ত করিয়া রাখেন—আমাদের সূর্য্যবংশীয় নরপতিও তদ্রূপ প্রজাবর্গের পক্ষে জীবন-দায়ী সূর্য্য সদৃশ। স্বয়ং তিনি এই জন্য সূর্য্য নহেন, এই যে, সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় না,

কিন্তু আমাদের মহারাজাধিরাজ সকলকারই নয়নানন্দকর শারদ-জ্যোৎস্না সমতুল্য অতীব স্নিগ্ধ দর্শন।"

"কিন্তু অম্বরীষ, সূর্য্যাপেক্ষা শরৎচন্দ্র কি—" মহানায়ক সমন্তক কথা শেষ করিতে অবসর পাইলেন না। পরম-মহিমার্ণব পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ নিজেই তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,– "অম্বরীষ ত বেশ ভাল কথাই বলিয়াছে! ইহাতে আবার তুমি 'কিন্তু' কোথায় পেলে? অম্বরীষ, তুমি এত অল্পদিনের মধ্যে আমায় এমন যথার্থ করে চিনে ফেলেছ, কিন্তু দেখ আমারই অন্নে চিরদিন দেহপুষ্ট করেও আর কেহই আমায় তেমন করিয়া চিনিল না। তুমিই যথার্থ রাজভক্ত!"

এই বলিয়া অকৃতজ্ঞ সভাজনদিগের কৃতঘ্ন ব্যবহারে পরিতপ্ত রাজাধিরাজ একটা সুদীর্ঘতর নিশ্বাস মোচন করিলেন।

আভূমি প্রণত হইয়া অম্বরীষ বিনম্রবদনে মৃদু মৃদু স্বরে উচ্চারণ করিল,—"দেব! আপনিই যে এ দাসের জ্ঞাননেত্র উন্মীলন ক'রেছেন।"

অপর সমস্ত সভাসদবর্গের ঈর্ষাকুটিল নেত্র হইতে যে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ বর্ষিত হইল, ভাগ্যক্রমে সে অনলে দাহিকা শক্তির অভাব ছিল, নহিলে হয়ত শুধুই অম্বরীষ নয়, সেই স্বকৃত অগ্নিদাহে এই সভাশুদ্ধ সকলেই ভস্ম-স্তূপে পরিণত হইয়া যাইত। হউন রাজা, এতটা বাড়াবাড়ি তা বলিয়া কোনমতেই সহ্য করা যায় না! তাঁহারা কেহ বা রাজার পিতৃবয়সী; কেহ কেহ রাজার সমবয়স্ক। আর এই অপরিচিত, আগন্তুক যুবকটি প্রায় রাজাধিরাজের সন্তান-স্থানীয়। যুবরাজ পুষ্পমিত্রের অপেক্ষা সে বেশী হয়ত দু'তিন বৎসরেরই বয়োধিক হইতে পারে। কিন্তু উপায় কি? মনের মধ্যকার এ নিস্ফল ক্রোধের ব্যর্থ ক্রন্দন শুনিবে কে? এ রাজসভায় এক্ষণে যে পাশা খেলা চলিতেছে, আর ত এখানে ন্যায় বিচার হয় না! অগত্যা মনের আগুন মনেই নির্ব্বাপিত করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছায়ও দন্ত বিকসিত করিতে হয়। নতুবা;—

রাজকার্য্য আরম্ভ হইল। নানা দিগ্‌দেশস্থ দূতগণ রাজদর্শন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলে পর সর্ব্বশেষে রাজনিয়োজিত চর সকল রাজ্যের এবং কোশলাধীন অপরাপর-প্রদেশ সকলের সংবাদ বিজ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করিল। সর্ব্বত্রই শুভসংবাদ, কেবল বৈশালী প্রত্যাগত চর কুণ্ঠার সহিত জানাইল,—সে রাজ্যের প্রজারা নিজেদের শ্রাবস্তিপতি অধীন বলিয়া অঙ্গীকার করে না, বরং কেহ কেহ এরূপও বলিয়াছে, যে 'ভাগ্যে আমরা কোশলপ্রজা হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই! আমাদের মহাসামন্ত সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ সদৃশ। স্বয়ং তথাগত আমাদের ভিক্ষু-তুল্য মহারাজের পরম বন্ধু। আমাদের মত ভাগ্যবান এই আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে কেহ নাই।'

সভাসীন সকল ব্যক্তিরই মস্তকের কেশ হইতে শরীরের সমস্ত রোমকূপ শিহরিয়া কণ্টকিত হইয়া রহিল। চর, ধর্ম্মরাজ, লিচ্ছবিপ্রজা—এমন কি নিজেদেরও জন্য সকলে প্রমাদ গণনা করিল।

রাজা জলদ গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন,—"মহামন্ত্রি!"

প্রধান মন্ত্রী ভার্গবাচার্য্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার শুভ্রকেশ হইতে লোলচর্ম্মাবৃত চরণতল পর্য্যন্ত ভিতরে বাহিরে সমপরিমাণে কম্পিত হইতেছিল। তাঁহার দিকে চাহিয়া রাজা আদেশ করিলেন—"এই দুর্ম্মুখ চর অবিলম্বে হস্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত হোক।"

আদেশ শুনিয়া দূতের প্রাণ উড়িয়া গেল। হত বুদ্ধি হইয়া সে কহিল,—"মহারাজাধিরাজ আমি সংবাদসংগ্রহকারী মাত্র। অপরাধী লিচ্ছবিপ্রজার পরিবর্ত্তে আমার 'পরে এ আদেশ কেন?"

রাজা ক্রোধে কম্পিত হইতেছিলেন, অম্বরীষের দিকে ফিরিয়া কোনমতে কহিলেন,—"উহাকে বুঝাইয়া দাও।"

অম্বরীষ আজ্ঞা পাইয়া দূতের দিকে ফিরিল। সভাস্থ সকলেরই ন্যায় সেও কোন্ সময়ে কখন কি রাজ আজ্ঞা কাহার প্রতি অকস্মাৎ প্রচারিত হয় সেই প্রতীক্ষায় নিরুদ্ধশ্বাসে চাহিয়াছিল। আকস্মিক মৃত্যু-

দণ্ডে দণ্ডিত হতভাগ্য চর যেন ইতঃমধ্যেই অর্দ্ধমৃত হইয়া গিয়াছিল, অম্বরীষ তাহার দিকে চাহিয়া শান্তস্বরে কহিল,—"পরমমহেশ্বর পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজের ব্যাস-কূট তোমার ন্যায় মূর্খের বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হয় নাই, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। তিনি এই আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন, যে, যে দেশের প্রজারা তাঁর অশেষ গুণরাশির মিথ্যা অপলাপ করিয়া তাঁহার অহেতুক কুৎসা প্রচার করিয়াছে, তাহারা অতিশীঘ্রই করিরাজ সদৃশ আমাদের মহারাজাধিরাজের শাসনদণ্ডতলে নিষ্পেষিত হইবে,—ইহা স্থির জানিয়া রাখ।"

দূতের বক্ষস্পন্দন প্রায় থামিয়া আসিতেছিল। সে অকস্মাৎ যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে কহিয়া উঠিল,—"ভগবতী চামুণ্ডা! মহা-মহিমান্বিত মহারাজাধিরাজের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধন করুন।"

রাজা যখন দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করেন তখন তাহার মধ্যে 'ব্যাসকূটের' ব্যবধান রাখিয়া ব্যবস্থা করেন নাই, কিন্তু ব্যাখ্যাগুণে ব্যাখ্যানটা রাজকর্ণে বড় মন্দ ঠেকিল না। মনের মধ্যে এই অশুভ সংবাদ বহন-কারীর পাপ জিহ্বাকে চির নীরবতা দানে বিশেষ একটু ইচ্ছা থাকিলেও, এ স্থলে প্রীতিপাত্রের ব্যাখ্যাকে খর্ব্বকরা যায় না, ইহাও মনে মনে বুঝিলেন। যেহেতু, তাহাতে নিজেকেই তাহাপেক্ষা খর্ব্ব করা হয়। রাজা তখন ছদ্ম-প্রীতিপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া কহিলেন, "সাধ করিয়া কি বলি অম্বরীষ, তোমার মত আমায় এরাজ্যে একজনও চিনিতে পারিল না! অবিলম্বে উহাকে কিন্তু আমার রাজ্যসীমা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বল। কেহ যেন আর কখনও উহাকে এ রাজ্যের মধ্যে দেখিতে না পায়।"

মহামন্ত্রী ডাকিলেন—"প্রতিহার!"

প্রতিহার প্রবেশ করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইল, এমন সময় সভাজন মধ্যে একটা আন্দোলনের কোলাহল উত্থিত হইল,—"এর চেয় উহার প্রাণদণ্ড হইলেই ভাল হইত। এই রামরাজ্যের বাহিরে নির্ব্বাসিত

হইয়া কি সুখেই ও অভাগা জীবন ভার বহন করিবে ?”—“মহামহিমার্ণবের শ্রীচরণ দর্শনে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা হস্তি পদতলে চূর্ণিত হওয়াও যে শ্রেয় !”

রাজার ‘শ্রীচরণ দর্শনে’ বঞ্চিত জীবনকে বহন ক্লেশ হইতে মুক্তিদানের অকস্মাৎ কোন্ মুহূর্ত্তে হয়ত আদেশ প্রদত্ত হইয়া যাইবে, এই নবীনাতঙ্কে আতঙ্কিত দূত ব্যাকুল দৃষ্টিতে উদ্ধার কর্ত্তা অম্বরীষের পানে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি যেন আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতেছিল,—একবার বাঘের মুখ হইতে বাঁচাইয়াছ, এবার জম্বুকদন্ত হইতে আমায় রক্ষা কর।

অম্বরীষ যুক্তপাণি হইয়া কহিলেন,—“রাজরাজ্যেশ্বর ! লিচ্ছবিপ্রজার পরিবর্ত্তে এই হতভাগ্য চরেরই প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদত্ত হোক।”

রাজার সে ইচ্ছা এখন পর্য্যন্ত ভালরূপে মন হইতে বিদূরিত হয় নাই, কিন্তু তিনি মনোভাব অপ্রকাশ্য রাখিয়াই অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সে কি ! একথা বলিতেছ কেন অম্বরীষ ?”

“আপনার রাজ্য সীমার বাহিরে তো কোন মনুষ্যবাস যোগ্যস্থান দেখা যায় না। অভাগা কোথায় গিয়া আশ্রয় লইবে তাই ভাবিতেছি মহারাজাধিরাজ !”

রাজা মনে মনে বড়ই প্রীত হইলেন। এমন প্রসন্ন তিনি প্রায় কাহারও ’পরে বড় একটা হইতে পান না। তথাপি নিজ মর্য্যাদানুযায়ী গাম্ভীর্য্য সহকারেই কহিলেন,—“সে কি অম্বরীষ! আমার রাজ্যসীমা আর কতটুকু ? এর বাহিরে আর কি বসতি যোগ্য দেশ নাই ? কেন ঐ তো বৈশালীই রহিয়াছে, যেখানের লোকেরা আমার প্রজা নহে বলিয়া গর্ব্বানুভব করে।”—বলিতে বলিতে সেই অকথ্য অপমানের দুঃসহ স্মৃতি স্মরণে তাঁহার দুই চোখের যুগ্ম তারা ধক্ ধ্বকিয়া জ্বলিয়া উঠিল, দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া একবার সেই দহন জ্বালাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া সভামধ্যস্থ সকলকার দিকেই চাহিয়া তৃষাতুর ব্যাঘ্রের ন্যায় শোণিতপিপাসু দৃষ্টি

হতভাগ্য দূতের প্রতি নিবদ্ধ করিলেন, সে অভাগা মর্ম্মের মধ্যে শিহরিয়া সভয়ে নিজ দৃষ্টি অবনত করিল।

অম্বরীষ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরক্ষণে যেন সেই রুদ্র-মরুবক্ষে শিকর-শীতল সলিলধারা বর্ষণ করিয়া স্নিগ্ধ সান্ত্বনার স্বরে কহিতে লাগিল—"ধ-ধূপ মুহূর্ত্তের অহঙ্কারে ধরণীকে তুচ্ছ করে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে যখন ভস্মরূপে বিমান বিচ্যুত হইয়া তাহারই অঙ্কে ঝরিয়া পড়ে, তখনই সে শেষ অনুতাপ নিশ্বাসের সহিত নিজের ক্ষুদ্রতার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পায়। লিচ্ছবিগণের বৃথা অহঙ্কারের বহ্নি-শিখা ইতঃমধ্যেই তাহাদের দহনারম্ভ করিয়াছে, সেখানে আর স্থান কোথায়? এখন কেবল বাকি থাকে হিমাচলের চিরতুষার রাশি, আর মহাসমুদ্রের অতল তল মাত্র। তাই ভাবিতেছি মহারাজাধিরাজ, সেই দুই ভীষণ স্থানের যাত্রী না করিয়া বরং উহার প্রাণদণ্ডেরই ব্যবস্থা করা হোক।"

রাজা এবার হাসিয়া ফেলিলেন, হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"তুমি তো খুব কথার মালা গাঁথিতে জান অম্বরীষ! কাহার মনোরঞ্জন করিয়া এমন রঞ্জন-বিদ্যা শিখিলে, সখা? আচ্ছা এবারকার মত এই অমঙ্গল-বার্ত্তাবহকে না হয় সম্পূর্ণরূপেই ক্ষমা করা গেল। এ শুধু তোমায় খুসী করিবার জন্য, বুঝিলে অম্বরীষ! আমি গুণীর মর্য্যাদা সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকি, সেই হেতু তোমায় আজ এইরূপে পুরস্কৃত করিলাম।"

দূত আদেশ প্রাপ্তি মাত্রে প্রথমে সম্রাট ও তৎপরে সুগভীর কৃতজ্ঞ-শ্রদ্ধার সহিত অম্বরীষকে সাষ্টাঙ্গে-প্রণত হইয়া পরমুহূর্ত্তে কোথায় উধাও হইয়া গেল। প্রণামের সে পার্থক্য রাজ-লোচনের বিষয়ীভূত হইলে খুবই সম্ভব যে তাহাকে তথা হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই হইত না। অপর সকলের সহিত অম্বরীষও পুনঃ পুনঃ সশঙ্ক-নয়নে রাজার দিকে চাহিয়া দেখিল, তিনি ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা!

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সভাগৃহ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; এই নীরবতা কিন্তু

সভাসীন সকলেরই পক্ষে অত্যন্ত অশান্তিকর হইয়া উঠিতেছিল। এ স্তব্ধতা রজনীর মধ্যযামে চরাচর বিশ্ব প্রকৃতির বিশ্রামপূর্ণ শান্তির স্তব্ধতা নহে, ইহা বৈশাখী গগনে অশনিগর্ভ মেঘের সঞ্চারে প্রবল ঝটিকা উত্থানের পূর্ব্ব-সূচনা।

"সপ্তাহকাল মধ্যে কোন্ রাজানুগ্রহকামী বীর কোশলের শত্রুনিপাত সমর্থ? বৈশালীর 'ধর্ম্মরাজ'কে বন্যপশুর ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, আমার পদতলে যে ব্যক্তি সপ্তাহ মধ্যে আনিয়া দিবে, সেই কোশলরাজ্যের মহাসেনানায়ক, সে কোশল-রাজেশ্বরের প্রিয় মিত্র, সেই বৈশালীর ভবিষ্য দণ্ডধর। কাহার ঈপ্সিত এ পদ?"

প্রথম মুহূর্ত্ত একটা সন্দিগ্ধ মৌনতার মধ্যে অপগত হইয়া গেল। দ্বিতীয় ক্ষণে নিরতিশয় ক্ষোভ বিরক্তি ও দারুণ লজ্জা জ্বালার মধ্য হইতে সকলে চাহিয়া দেখিল, রাজার নব-প্রীতিপাত্র তরুণ যুবক অম্বরীষ গাত্রোত্থান করিয়া যুক্তকরে রাজসমীপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সর্ব্বধ্বংশী উত্তাল ক্রোধের রক্তোচ্ছ্বাস ললাটপট হইতে অপসৃত করিয়া হৃষ্টচিত্তে অশেষ মহিমান্বিত মহামহিম কোশলেশ্বর বিরূঢ়কদেব যুবকের দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক মধুরস্বরে কহিলেন,—"তুমিই এ সমাজে একমাত্র জীবিত পুরুষ! তদ্ভিন্ন এতদিন ধরিয়া আমি কতকগুলা পুরুষাকৃতি ক্লীব মাত্র পোষণ করিয়া আসিয়াছি। এসো বন্ধু, আজ হ'তে তুমি শুধু রাজবন্ধুই নও, এ রাজ্যের প্রধান সেনাপতি তুমি। জয়সেন! তোমার কটিবদ্ধ অভিষিক্ত তরবারি খুলিয়া এখনি আমার এই প্রিয়তমবন্ধু অম্বরীষকে প্রদান কর, ও বৃথা ভার বহন তোমার ন্যায় ক্লীবের পক্ষে একান্তই নিষ্প্রয়োজন। গণনায়ক, দণ্ডনায়ক, মহাপ্রতিহার, তোমরা তোমাদের নবীন মহাসেনা-নায়ককে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলে না যে? জীবনের কিছুমাত্রও মমতা রাখ না কি?"

ইহার পর যথাযথ সম্মান প্রদর্শনান্তর সেদিনকার মত রাজসভা ভঙ্গ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

Farewell to thee,...when thy diadem crown'd me,
I made thee the gem and wonder of earth.

—*Byron.*

সাধুচিত্তের ন্যায় নির্ম্মল সলিলা গণ্ডকীতীরে বৈশালী নগরী সুশোভিতা। নরপতি বিশালদেব বিনির্ম্মিত বিশালকায় দুর্গশিরে সমুন্নত লিচ্ছবি-পতাকা শোভা পাইতেছে। প্রজারঞ্জক বুদ্ধ ভক্ত মহাসামন্ত প্রদ্যুম্নরাজ বৈশালীর সাধারণ তন্ত্রের রাষ্ট্রপতি। শাক্য সমাজের ন্যায় বৃজি-লিচ্ছবি সমাজেও রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে সাধারণতন্ত্রের মতই এক প্রকার শাসনতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ইহাঁদের মধ্যে মন্ত্রিসভার শক্তিই প্রবল এবং রাজা মন্ত্রিসভার সহিত সর্ব্ববিষয়ে ঐকমত্য হইয়া সেই শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন। তদ্ভিন্ন লিচ্ছবিগণের বহুতর শাখা-রাজ্য হিমাচলের তুঙ্গ শীর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমগ্র মৈথিল-প্রদেশ ব্যাপিয়াই বিদ্যমান ছিল। এই সম্মিলিত লিচ্ছবিকুলের শাসনবিধি ব্যবস্থার জন্য বৈশালী নগরে একটী মহাসভা ছিল। এই মহাসভা যেরূপ বিধি ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, তদনুবর্ত্তী হইয়াই সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিচ্ছবিরাজ্য সুপালিত হইত। কিন্তু এক্ষণে আর লিচ্ছবিসমাজের সে বল নাই। যে একতার বলে বলীয়ান্ হইয়া এতদিন ইহা অজেয় হইয়াছিল, অজাতশত্রু ও তাঁহার কূটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী বিশ্বকরের প্রাণপণ চেষ্টায় গৃহ-বিচ্ছেদে তাঁহাদের সেই অটুট শক্তি এক্ষণে হীন বীর্য্য হইয়া আসিয়াছে। এই মাতামহকুলের প্রতি বিম্বিসার পুত্রের একান্তই বিদ্বেষ ও তাঁহাদের ধ্বংস চেষ্টারও তাঁহার বিরাম ছিল না।

বৈশালীপতি প্রদ্যুম্নরাজ বুদ্ধদেবের প্রতি অশেষ ভক্তিমান ছিলেন ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। প্রসেনজিতের মৃত্যুর পর যুবরাজ জেতের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ও বিরূঢ়কের সিংহাসন প্রাপ্তি ঘটিলে, ভগবান সিদ্ধার্থ, শ্রাবস্তির প্রিয় জেতবন বিহারে আর অধিকাংশকাল যাপন করেন না। তৎপরিবর্ত্তে বৈশালীর বালুকারাম বিহারে অনেক সময় যাপিত হয়। এই খানেই শত শত ভক্ত শিষ্য পরিবেষ্টিত সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনার্থ দর্শনার্থিগণ মগধ মিথিলা প্রভৃতি নানা দেশ দেশান্তর হইতে সমাগত হইয়া থাকে। এই বালুকারাম বিহার মধ্যে কত সময় ভগবান তথাগতের পবিত্র মুখকমল-নিঃসৃত অমৃতোপম উপদেশাবলী জরামরণ-রোগ-বিয়োগ-ব্যাকুল মানবমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে গিরিনিঃসৃতা পতিতপাবনী জাহ্নবীর ন্যায়ই সতত উৎসারিত হইয়া থাকে।

বর্ষাঋতুর পর চাতুর্ম্মাস্যকাল অপগত হইয়া গিয়াছে। পবায়ণা-ক্রিয়ার শেষদিন,—সারন্দদচৈত্যে সদ্ধর্ম্মী ভিক্ষু তিতিক্ষুগণের সমাবেশ হইয়াছে, প্রভাত অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কলবিহঙ্গ রবের সহিত বিহারের চতুর্দ্দিকে লোক সমাগম হইতেছিল। এই পবারণা দিনে বৈশালীপতি স্বহস্তে ভিক্ষুদিগের পরিচর্য্যা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে চীবরাদি প্রদানে পরিতুষ্ট করিতেন। তাঁহারাও চাতুর্ম্মাস্যের গৃহবাস নিয়ম সকল পরিপালন শেষে পরস্পরের নিকট কয়মাসের দোষ ত্রুটি সকল স্বীকার করিয়া প্রাতিমোক্ষক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক দিক বিদিকে ধর্ম্ম প্রচারার্থ যাত্রা করিতেন। তাই আজ বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে উদ্দীপনা ও আনন্দের স্রোত বহিতেছিল। গগনমণ্ডল পূর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিতে ছিল,—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

বিশাল বিহার-চৈত্যের চতুঃস্পার্শে অসংখ্য পীতবস্ত্রধারী মুণ্ডিত মস্তক প্রসন্নমুখ ভিক্ষু শ্রমণ সমবেত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের নিষ্ঠাপূর্ণ উজ্জ্বল মহিমায় সমুজ্জ্বলতর নেত্রগুলি যুগ্মতারকার মতই সেই সকল গগন সদৃশ

উদার মুখমণ্ডল সকলের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছিল। এই সকল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী, আবার যথেচ্ছাচালিত কেন্দ্রহীন নহে। ওই যে ভাস্কর সদৃশ তেজঃপুঞ্জ কায় পুরুষপুঙ্গব তাহাদের মধ্যভাগ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। উনিই ইঁহাদের কেন্দ্রপতি।

ভগবান তথাগত ত্রিতাপতপ্তজনগণকে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন,—'সংসারের সকল বস্তুই অলীক, সকলেরই পরিণাম অশুভ, এবং সমস্তই পাপময়।—এইরূপ ভাবনা করিয়া অর্জ্জিত পুণ্যের সংরক্ষণ, অনার্জ্জিত পুণ্যের লাভ, উৎপন্ন পাপের পরিত্যাগ ও পাপান্তরের অনুৎপত্তি এই চারিটি বিষয়ে সম্যক্ চেষ্টাবান্ হইবে। অনন্তর সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বাসনা সমূহের ক্ষয় করা আবশ্যক।'

ক্রমে ক্রমে ভিক্ষুগণ দলে দলে বিদায় বন্দনা করিয়া ত্রিরত্ন স্মরণপূর্ব্বক বিহার পরিত্যাগ করিলেন। ভিক্ষু সঙ্ঘর্ষিত মহাবিহার প্রায় জনশূন্য হইয়া গেল। শুধু আকাশে বাতাসে এবং শ্রোতাদলে অন্তঃকেন্দ্রে ধ্বনিত হইয়া রহিল;—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামিং, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

সেইদিনই অপরাহ্নে রাজ পরিবারবর্গের সহিত ভগবানের কথোপকথন হইতেছিল। রাজা তাঁহার আসন্ন প্রায় বিপদের বার্ত্তা নিবেদন করিলে, ভগবান তাঁহাকে প্রসন্নমুখে কহিলেন,—"সংযত ব্যক্তির বৈর উৎপন্ন হয় না, ধার্ম্মিক ব্যক্তি অমঙ্গল বর্জ্জন করিতে পারেন এবং রাগ দ্বেষ ও মোহের ক্ষয়ে নির্ব্বাণ লাভ হয়। অতএব আপনি চিন্তিত হইবেন না, পার্থিব অমঙ্গল ঘটিলেও আপনার পারমার্থিক অকুশল ঘটিতেই পারে না।"

তৃপ্তচিত্তে রাজা বিদায় লইলে রাজকন্যা সুদক্ষিণা ভগবানের সম্মুখে যুক্তপাণি হইলেন।—"কি বলিবে বৎসে?"

"দেব! ক্ষুদ্রানারী আমি, মন স্বতঃই চঞ্চল; পিতার সমূহ বিপদ উপস্থিত জানিয়া, কোনমতেই স্থির হইতে পারিতেছি না। শুনেছি রাজা তাঁর রাজ্যে বৃথা রক্তপাত নিবারণ জন্য নিজে শ্রাবস্তি-সেনাপতির

নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন। না জানি তাঁকে তাদের নিকট কতই না নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে।"

শান্তিপূর্ণ অভয় হাস্য তথাগতের অধর রঞ্জিত করিয়া মৃদু মন্দ মলয়ানিলবৎ বহিয়া গেল—"বৎসে! মহারাজের সঙ্কল্প অতি উচ্চ! তাঁহার মত ধার্ম্মিকের পক্ষে জাগতিক হানি কিছুই নয়, তাঁর পরলোক ইতঃমধ্যেই সুরক্ষিত হইয়াছে, সে জন্য কোনই চিন্তা নাই।"

ইহা শ্রবণে সুদক্ষিণা কিছুক্ষণ চমৎকৃত হইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে আবার সে কহিতে লাগিল,—"তবে কি তাঁর অদৃষ্ট ফল এই প্রকারই নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে? ইহার আর পরিবর্ত্তন নাই? আমার এক্ষণে পথ কি প্রভু?"

"ক্ষান্তি,—তোমার সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সুখের অপহর্ত্তার প্রতি যথার্থ ক্ষমাশীলা হইতে পরিলেই তোমার সমস্ত কর্ম্মবিপাক খণ্ডিত হইবে। বৎসে সুদক্ষিণা! এ জীবনে তোমার সাধনা ক্ষমা পারমিতা। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনাই তোমার একমাত্র সাধিত হইতে এখনও বাকি আছে।"

রাজকন্যা নতশিরে গুরুপাদরেণু গ্রহণ করিয়া বিদায় হইল। আসন্ন মহাবিপদের মহাভয় অতিক্রম পূর্ব্বক তাহার কিশোরচিত্তে এই মহাপ্রাণ উপদেশকের অবিচল শান্তমুখ এবং তাঁহার এই কয়টি মহাবাণী সুবর্ণ রেখায় ফুটিয়া উঠিয়া তাহার হৃদয় নিকষে অরুণাভা বিকশিত করিয়া রাখিল। 'এ জীবনে তোমার সাধনা ক্ষমা পারমিতা'—বড় কঠিন সাধনা। তথাপি এ যে প্রভুর আদেশ! কিন্তু এখনও বয়সে নিতান্তই বালিকা সে, বিদায়কালে হৃদয়কে সম্পূর্ণ আবেগশূন্য করিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। গাঢ়স্বরে কহিল,—"ভগবান! আবার যেন শ্রীচরণ দর্শন হয়।"

গৌতম পরম স্নেহে প্রণতার মস্তকে আশীর্ব্বাদ হস্ত সংস্থাপনান্তর স্নিগ্ধ মধুর হাসি মাত্র হাসিলেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনার পরদিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে ধূম্রবর্ণ মেঘরাশিতে

গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সে রাত্রি প্রথম শুক্লপক্ষের হইলে কি হয়, সেই নিবিড় কৃষ্ণ মেঘমালার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত বিশ্বসংসার নিবিড় অন্ধকার সাগরে ডুবিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ-লতার অট্টহাস্যে সেই অন্ধকার মুহূর্ত্তের জন্য উদ্দীপ্ত হইতেছে, আবার পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর অন্ধকারে সেই ক্ষণস্থায়ী ভীষণ আলোক ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। অশান্ত বায়ু রহিয়া রহিয়া সরোষগর্জ্জনে যেন কোন আসন্ন বিপদের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিতেছিল।

এই মহাদুর্য্যোগময়ী নিশিথে বৈশালীর রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সামান্য দুই চারিটি অনুচর সমভিব্যাহারে সামান্য দীনবেশে বৈশালীপতি মহাসামন্ত প্রদ্যুম্নরাজ পদব্রজে গণ্ডকীতীরাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। প্রকৃতির যে মহাবিপ্লবের মধ্যে উপবাসী নিশাচরবৃন্দও সারাদিবসের প্রতীক্ষিত ক্ষুন্নিবৃত্তি চেষ্টায়ও আশ্রয়ত্যাগ সাহসী হয় নাই, আজ এই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনে রাজ্যেশ্বর নিরাশ্রয় ভিক্ষুকের ন্যায় অনাবৃত মস্তকে প্রকৃতির সেই রোষগর্জ্জনে দৃক্‌পাত না করিয়া অন্ধকারে স্খলিতপদে অতিকষ্টে অগ্রসর হইতেছিলেন। সমভিব্যাহারী কতিপয় প্রভুভক্ত অভিজাত-বংশীয় অমাত্য প্রভুকে দৃঢ়ব্রত হইতে নিবৃত্ত করণে অসমর্থ হইয়া তাঁহার ভাগ্যের অংশভাগী হইতে তাঁহার সহিত চলিতেছে। রাজার নিষেধ গ্রাহ্য করে নাই। রাজার সমস্ত আদেশ অনুরোধেরই উত্তরে একমাত্র উত্তর করিয়াছে,—"মহারাজ! আমরা রাজদ্রোহী, রাজদ্রোহীর পক্ষে নীতিশাস্ত্রের বিধানে প্রাণদণ্ডই বিধি। হয় দণ্ডবিধান করিয়া যান, নতুবা একসঙ্গে মরিতে দিন।"

অশ্রু-অন্ধনেত্রে নীরবে প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিয়া নৃপতি গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিয়াছিলেন,—"আইস, তবে একসঙ্গেই মরিব।"

তাঁরপর তাহাদের মধ্যে আর কোন কথা হয় নাই।

বিদ্যুতের খেলা বাড়িতে লাগিল। নিকষ কৃষ্ণ গগনাঙ্গনে সে

লুকাচুরি খেলার যেন আর বিরাম নাই। মধ্যে মধ্যে দশদিক কম্পিত করিয়া মেঘ গর্জ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল। প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইয়া গেল। পথিক কয়জন অগত্যাই ঈষৎ দ্রুত চলিতে বাধ্য হইলেন।

এইরূপে সেই ঘোর দুর্য্যোগের মধ্যে বহু পথ অতিক্রান্ত হইবার পর সহসা এতক্ষণকার সচিন্তিত মৌন ভঙ্গ করিয়া রাজা কহিলেন,—"সুষেণ! আমরা নিশ্চয়ই পথ হারাইয়াছি। প্রাসাদ হইতে কোশল-সেনাপতির শিবির সন্নিবেশস্থল তো এত দূর নয়।"

বিজলী চমকিয়া অতি ক্ষণস্থায়ী তীব্র আলোকচ্ছটা প্রকাশ পাইলে জনৈক পারিষদ রাজবাক্যের পোষকতা করিয়া তৎক্ষণাৎ সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিল,—"এ কি! আমরা যে ঠিক বিপরীত পথে চলিয়া আসিয়াছি! অদূরে ঐ বৃদ্ধেশ্বরের মন্দির আর গ্রাম দেখা যাইতেছে। আসুন, ঐ মন্দিরে আশ্রয় লইয়া রাত্রি অতিবাহিত করা যাক্। প্রভাতে গন্তব্যস্থলে সহজেই পৌঁছিতে পারা যাইবে।"

সেই ঝড়—ঝঞ্ঝা—বজ্রপাত—ভীষণ পথের 'পরে দণ্ডায়মান হইয়া রাজা কহিলেন,—"বন্ধুগণ! এই মুহূর্ত্তেই আমরা আবার ফিরিয়া যাইব।"

মরণপথের যাত্রিগণ কেহ আর কোন আপত্য করিল না। সেই দ্যুলোক ভূলোক পরিপূর্ণ বিশ্বভরা অন্ধকারে আবার দশদিক একাকার হইয়া গিয়াছিল। অবিশ্রান্ত জলের ধারায় কষ্ট সহনে অনভ্যস্থ অভিজাত-বর্গ বড়ই বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তথাপি সেই সঙ্কট আবর্ত্তমধ্যেই রাজাহিতার্থে আত্মবিসর্জ্জনে স্থির সঙ্কল্প রাজা ও রাজামাত্যবর্গ নির্ব্বিকচিত্তে করিয়া শত্রুহস্তে আত্মসমর্পনার্থ চলিলেন।

কিন্তু সেই অন্ধকারময়ী দুর্য্যোগপূর্ণা রজনীতে জঙ্গলময় গ্রাম্যপথ রিয়া রাজধানী মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তনে রাজা ও রাজসঙ্গীগণ সক্ষম হইলেন না। তাঁহারা পুনশ্চ পথভ্রষ্ট হইয়া নগরী হইতে দূরে গিয়া পড়িলেন;

সে ভ্রম যখন জানিতে পারিলেন ততক্ষণে উষাগমে অন্ধকার জাল বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। বৃষ্টির মুষলধারা চারিদিকের ক্ষেত্র গ্রাম পথ সমস্তই জলময় করিয়া দিয়া এক্ষণে মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। উৎপাটিতমূল মহা মহা বিটপী সকল মহাকায় অসুরগণের ন্যায় পথরোধ করিয়া পতিত রহিয়াছে। বৃক্ষাশ্রিত শত শত মৃত পক্ষী ও পক্ষীকুলায় ইতস্ততঃ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত। গত রজনীর মহাদুর্য্যোগে বহু জীবজন্তু মরিয়াছে, অনেক নরনারী আশ্রয়-হারা হইয়াছে।

দ্রুতপদে নগরাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে ব্যাকুলকণ্ঠে রাজা কহিলেন,—"না জানি এতক্ষণে কোশল-সৈন্যহস্তে আমার রাজধানীর কি অবস্থা ঘটিল!"

"মহারাজ! এই দুর্য্যোগে কোশল-সেনাপতি স্বীয় নিরাপদ পট্টাবাসে বিশ্রাম করিতেছেন। অনাবৃত মস্তকে করকাপাত তুল্য এই ভীষণ বারিপাত সহ্য করিতে কখনই বহির্গত হন নাই।"

"কি জানি, সুভূতি! আমার চিত্ত বড়ই অস্থির হইয়াছে। শ্রাবস্তি-সেনাপতির নিকট আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে রাত্রি ঠিক দেড় প্রহরের মধ্যে গণ্ডকীতীরে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলে, তিনি বৈশালীতে প্রবেশ করিবেন না। কিন্তু আমি দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে ত সমর্থ হইলাম না। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জীবিত থাকারও শেষ। এ শবদেহের অনুগমন এখনও তোমরা পরিত্যাগ কর। আমার এ মুখ আর শত্রু-শিবিরেও দেখাইবার যোগ্য নাই। একমাত্র জননী গণ্ডকীদেবীই আমার এ মহা লজ্জা নিবারণ করিবেন।"

"রাজর্ষে! বৃথা এ পরিতাপ। বিধাতা স্বয়ং বাদী হইলে মনুষ্যের শক্তি কি যে—এই রাজধানীর দিক হইতে ঘোর কোলাহল ও অস্পষ্ট ধূমরেখা দৃষ্ট হইতেছে কেন?"

"কোশল-সেনাপতি নিশ্চয়ই আমাদের অরক্ষিত পুরী আক্রমণ করিয়াছেন।"

"ভগবান! ভগবান! এ মিথ্যাচারীর মস্তকে কল্য তুমি বজ্রপাত করিলে না কেন?"

"ওঃ, দেখিতে দেখিতে অস্পষ্ট ধূম্ররেখা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে! অসহায় প্রজাবর্গের গৃহসকল দগ্ধ হইতেছে না কি? ঐ যে দলে দলে নাগরিক নাগরিকাগণ দাবানল দগ্ধ বনবাসীর ন্যায় প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে?—ভদ্র, ব্যাপার কি?"

কতিপয় বৈশালীবাসী নাগরিক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছিল। জিজ্ঞাসিত হওয়ায় বলিয়া গেল,—"আর কি? কোশলের কপটাচারী সেনাপতি প্রাসাদ বেষ্টন করিয়াছে। নাগরিকগণের গৃহ লুণ্ঠিত ও অগ্নি সংযুক্ত হইতেছে। যুধিষ্ঠির-সম আমাদের ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য নৃপতিকে ভক্ষণ করিয়াও ঐ দুরন্ত রাক্ষসের রাক্ষসী-ক্ষুধা এখনও নিবৃত্ত হয় নাই, এক্ষণে বৈশালীকেও উহারা উদরস্থ করিতে চাহে। এতদিনে পাপিষ্ঠ অজাতশত্রুর মনোভিলাষ পূর্ণ হইল! মগধ এত চেষ্টাতেও যাহা করিতে পারে নাই, কোশল বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা তাহা অনায়াসেই সিদ্ধ করিল।"

"তা বৈশালীও বীরশূন্যা নয়। কোশল-সেনাপতি নির্ব্বিবাদে পুরী অধিকার করিতে পারিবে না, ইহা স্থির। আমাদের প্রজাবৎসল রাজার জন্য আমরা সকলেই প্রাণ দিব। আপনারাও গিয়া যোগ দিন, আমরা এক্ষণে গ্রামীকদিগকে সংবাদ দিতে যাইতেছি।"

সংবাদ-দাতাগণ, ক্ষিপ্র-চরণে প্রস্থান করিল।

তখন রাজা কহিলেন,—"বন্ধুগণ! আমার বিভ্রম ঘটিয়াছিল,—গণ্ডকীগর্ভে আমার জন্য ত স্থান নাই! আমার পিতৃ পিতামহগণের পদধূলি-লাঞ্ছিত তোরণ-পাদমূলে আমার এই সত্যভ্রষ্ট কলুষিত দেহ শত্রু

অস্ত্রে বিভক্ত হইয়া শেষ শয্যা বিছাইবে, তদ্ভিন্ন আর অপর কোন প্রায়শ্চিত্তই আমার জন্য নাই।”

“রাজন্, সকল ক্ষত্রিয়ের জন্য সেই স্থান ও সেই শয্যাই যে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের এবং সকলেরই উহা একমাত্র প্রার্থিত।”

দশম পরিচ্ছেদ

To see her is to love her,
And love but her for ever.

—*Burns.*

সুবিশাল মর্ম্মর প্রাসাদে শ্রাবস্তির যুবরাজ পুষ্পমিত্রের আবাস। প্রতিহার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া অম্বরীষ জিজ্ঞাসা করিল,—“কি আদেশ যুবরাজ?”

কুমার পুষ্পমিত্র তরুণ যুবক, বয়সে প্রায় অম্বরীষেরই সমবয়স্ক। দৈহিক সৌন্দর্য্যে কোশল-সেনাপতির বীরমূর্ত্তির নিকট যদিও তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত ম্লান দেখায়, তথাপি পুরুষোচিত সুঠাম গঠনে সুগৌর বর্ণের উপর দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ-কলাপে তাঁহাকেও সুপুরুষ মধ্যে গণ্য না করিবার কারণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ অম্বরীষের মুখ যে একটা বিষাদ গম্ভীর ছায়ার দ্বারায় সর্ব্বদা অবগুণ্ঠিতবৎ প্রতীয়মান হইত, কোশলযুবরাজের মুখে তাহার এতটুকুও আভাষ নাই। তাঁহার প্রকৃতিতে হাসি-খুসী আমোদ-প্রমোদ ভিন্ন অপর কোন গুরুতর বিষয়ের স্থানই ছিল না। লোকে বলাবলি করিত, অম্বরীষ দার্শনিক, কেহ বলিত সে কবি। সে যে কতবড় যোদ্ধা তাহা তাহার লিচ্ছবি বিজয় হইতে সম্প্রতি সপ্রমাণ হইয়াছে, যোদ্ধা সে

কতখানি তাহাও এ রাজ্যের কাহারও অবিদিত নহে, যেহেতু সে প্রকৃত পরমেশ্বর পরমমহেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজের বন্ধু। বন্ধু এ শব্দ মহারাজাধিরাজের জন্মকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে ইতঃপূর্ব্বে কেহ কখন উচ্চারিত হইতে শ্রবণ করে নাই। মহারাজাধিরাজ বিরূঢ়ক-দেবের বন্ধু! সমতুল্য ব্যতীত কখনই বন্ধুত্ব জন্মে না, এ জগতে তাঁহার সমতুল্য কে আছে? সেই রাজা স্বয়ং জনসঙ্ঘের মধ্যস্থলে যাহাকে বন্ধু বলিয়া ডাকিয়া কোল দিয়াছেন, সে যে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন একথা কোন্ অর্ব্বাচীন না স্বীকার করিবে? কিন্তু পুষ্পমিত্রের মধ্যে এ সকল গুণাগুণের অল্পমাত্রই বিদ্যমান ছিল। কাব্যসুন্দরী তাঁহার বিলাসকুঞ্জের চতুঃসীমার মধ্যে নিজ মূর্ত্তি প্রকটিত করিতে পারেন নাই, দর্শনতত্ত্ব সেই প্রমোদমত্ত চিত্তে ছায়াপাতও করে নাই। তবে বীরত্ব?—তা ক্ষত্রিয়সন্তান শস্ত্রশিক্ষাটা অবশ্য একপ্রকার হইয়াছিল বই কি, কিন্তু বেতনভুক্ সহস্র সহস্র সৈনিক বিদ্যমানে ভবিষ্য কোশলাধিপতি স্বহস্তে ইতর সাধারণের ন্যায় অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিতে কি জন্য যাইবেন, সেই জন্যই বড় একটা যাইতেন না। কেবল একমাত্র ক্ষত্রজনোচিত-ব্যসনে তাঁহার আসক্তি দেখা যাইত, তাহা শিকার-যাত্রা। মধ্যে মধ্যে এমনও দেখা গিয়াছে যে একটা পার্ব্বত্য হরিণী বা বন্য বরাহের পশ্চাতে ধনুর্দ্ধারী পরমভট্টারক কোশল যুবরাজ নিজের সকল গরিমা ও মহিমা বিস্মৃত হইয়া অতি সাধারণ একজন সৈনিকেরই ন্যায় উন্মত্ত আবেগে বন হইতে বনান্তরে পর্ব্বত-গুহাতিক্রম পূর্ব্বক ছুটিয়া চলিয়াছেন। অনুচর সহচরবৃন্দের সমাচার, ছত্রধারী পার্শ্বচারীর অস্তিত্ব সমস্তই এককালে মন হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই এক অবসরেই তাঁহার ক্ষাত্র-প্রকৃতি শুধু জাগিয়া উঠে, নতুবা সচরাচর কোশলের ভাবীরাজাধিরাজকে তাঁহার সাধের বিলাসকানন 'নন্দনে' বিচিত্র ভূষণে-ভূষিত সুগন্ধ অনুলেপনে অনুলিপ্ত ও শত শত তরুণ সৌন্দর্য্য-সাগরে অবগাহিতই দেখা যাইত।

অম্বরীষের প্রশ্ন শ্রবণে সহাস্যবদনে রাজকুমার উত্তর করিলেন,—"তোমাকে না ডাকিয়া আর কাহাকে ডাকিব ভাই? আজকাল যে জয়শ্রী তোমারই কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছেন।"

অম্বরীষ উত্তর করিল,—"আমার 'পরে আপনাদের এই অনুগ্রহই আমার জয়শ্রী।"

যুবরাজ সকৌতুকে হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এই যে সেদিন তুমি লিচ্ছবি জয় করিয়া আসিলে, তা' সে কি শুধু আমাদের অনুগ্রহের সাধ্য ছিল?—তা' নয় অম্বরীষ! বিনয় করে যা' তুমি বলিতে হয় বলো,—বাস্তবিকই তুমি অসামান্য! ওকি ওকি,—দাঁড়িয়ে কেন? বসো বসো। এই যে এইখানে আমার এই কাছে এসে বসো না। বীর তুমি, রাজবন্ধু তুমি,—তোমার যথোচিত সম্মান না করিলে যে নিজেরই হীনতা প্রকাশ পাবে।"

আসন গ্রহণ করিয়া কৌতূহলবিহীন স্বরে অম্বরীষ কহিল,—"আদেশ করুন, এ দাস রাজকীয় আজ্ঞা পালনে কোন সময়ে পরাঙ্মুখ নয়।"

"কেন, 'দাস' কেন? তুমি আমাদের বন্ধু, আমাদের দক্ষিণ বাহু।—আমি সকল কথাই তোমায় বলিতেছি, সবটা না জানিলে তুমি আসল ঘটনাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে না। তুমি যখন লিচ্ছবি জয় করিতে গিয়াছিলে, আমিও সে সময় শিকারের ইচ্ছায় রামগড় দুর্গে যাই। রামগড় কোথায় জান তো?—না, জান না?—আচ্ছা তবে রামগড়ের ইতিহাসটাই বলিতেছি প্রথমে শোন। দেবদহের শাক্যরাজাদের রাজ্য-সীমার পার্শ্বে রামগড় হ্রদের মধ্যে এক অজেয় দুর্গ আছে। পূর্ব্বে এ দুর্গ কোন এক লিচ্ছবীয় সর্দ্দারের অধীনে ছিল। সেই মহা সামন্তের নামটা মনে নাই; দুর্গটি কিন্তু বড়ই মনোরম। এমন একটা ভাল জিনিষ অতি সাধারণ একটা অসভ্য সর্দ্দারের ভোগে লাগা অনুচিত বিধায় আজ এই বৎসর কতক মাত্র আমাদের রাজাধিরাজ সেই দুর্গটি সর্দ্দারের

নিকট হতে নিজেই গ্রহণ করেছেন। সর্দ্দারটাকে প্রথমে বেশ মিষ্ট বাক্যেই বলা হইয়াছিল যে এ দুর্গ মহারাজাধিরাজের উপযুক্ত, ইহা তাঁহাকে অর্পণ করে তুমি অন্য একটা কিছু এর পরিবর্ত্তে তাঁর নিকট হ'তে প্রার্থনা করিয়া লও, তা এমনি নির্ব্বোধ হতভাগ্য সে, যে ইহার উত্তরে অহঙ্কার পূর্ব্বক বলিয়া পাঠাইল—'জীবন থাকিতে এ প্রাণাধিক প্রিয় রামগড়-দুর্গ আমি কাহাকেও দিতে পারিব না'—অগত্যাই অনুপায়ে আমাদের তাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে হইল। এদিকে আবার লোকটা ছিল সাক্ষাৎ নরপিশাচ! আমরা যদি অর্থবলে একজন দুর্গরক্ষীকে হস্তগত করিয়া অন্ধকার রাত্রে অকস্মাৎ আক্রমণ না করিতাম তাহা হইলে রামগড় দুর্গের চিহ্নমাত্র আজ আর কেহ দেখিতেও পাইত না। রামগড়ের মধ্যে এক গোপন রহস্য আছে। দুর্গের একস্থানে এমন এক গুপ্তদ্বার আছে যাহা টানিয়া লইলে হ্রদের জলে সমুদয় দুর্গ প্লাবিত হইয়া যায়। বুঝি সর্দ্দার ইহাকেই শেষ উপায় স্থির করিয়া দর্প প্রকাশ করিয়াছিল আর কি! যা হোক সংবাদটি জানা গিয়াছিল বলিয়াই তবু একটু কৌশল করিয়া অমন সুন্দর দুর্গটি রক্ষা করিতে পারা গিয়াছিল। কেবল পারা গেল না সেই—পাষণ্ড সর্দ্দারটার ফুটন্ত ফুলের মত অপরূপ সুন্দরী কন্যাটিকে রক্ষা করিতে।"

অম্বরীষ বিশেষ কোন কৌতূহল প্রকাশ না করিয়া, শুধু নীরব থাকা ভাল দেখায় না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল,—"সে কিরূপ?"

"সে কথা শুনিলে তুমি হয়ত বিশ্বাস করিতে পারিবে না। এমন রাক্ষস-প্রকৃতি পিতা আমি আর কখন ভূভারতে দেখি বা শুনি নাই! যেমন সেনাপতি জয়সেন মেয়েটার হাত ধরিয়াছেন, অমনি তার আহত মরণাপন্ন পিতা অকস্মাৎ যে কোথা হইতে বল পাইয়া বাঘের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া নিজের বক্ষবিদ্ধ ছুরিকা টানিয়া লইয়া, তাহা কন্যার বক্ষে একেবারে আমূল বসাইয়া দিল। তৎপর একসঙ্গে পিতাপুত্রী উভয়েই দুই দিকে ঘুরিয়া পড়িল। এও এক অদ্ভুত সন্তান স্নেহ! তা যাক তার জন্য

আমার বিশেষ কিছু দুঃখ নাই, তবে কিনা একটা অনর্থক নারীহত্যা। তা যা হোক হাঁ, দুর্গটা বাঁচিয়া গিয়াছে। সুন্দর দুর্গ অম্বরীষ! এবার যখন আমি সেখানে যাইব, তোমারও নিমন্ত্রণ রহিল; সত্য মিথ্যা স্বচক্ষেই দেখিয়া আসিও। এখানে এই যে ধুলার সমুদ্র দেখিতেছ, সেখানে এসব কিছুরই উপদ্রব নাই। চারিদিকে শুভ্র ফেন-কিরীট পরিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গের দল ইচ্ছাসুখে রাত্রিদিন মনের আনন্দে নাচিয়া বেড়াইতেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল জল, জল, জল! এখানে প্রাসাদের বাহির হইলেই যত অপরিচ্ছিন্ন কুটির, শীর্ণ দীর্ণ বৃদ্ধ রোগী। এখানে ভিখারী ভিক্ষার জন্য ত্যক্ত করিতেছে, সেখানে মৃত্যু-ক্রন্দন উঠিয়াছে, এক অভদ্র কাণ্ড! আমার ইচ্ছা হয় সমস্ত সহরের মাটি খুঁড়িয়া ফেলিয়া লোকগুলাকে তাড়াইয়া দিই, সহরটাকে একটা প্রকাণ্ড প্রমোদ কাননে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলি; না হয় কোথাও হইতে জলটল আনাইয়া এর চারিদিকে রামগড়ের মত একটা হ্রদ তৈয়ারি করাইয়া দিই। আমি যখন কোশলের সিংহাসনে আরোহণ করিব, হয় এখানকার সমুদয় ছোট লোকের বাস উঠাইয়া দিব, না হয় রাজধানী রামগড়ে লইয়া যাইব। কান্না-কোলাহল আর অপরিচ্ছন্নতা আমি আদৌ পছন্দ করি না। এসব দেখিবার শুনিবার জন্য রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই। ব্রহ্মা কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এত দারিদ্রের সৃষ্টি করেছেন বলিতে পার, অম্বরীষ?"

অম্বরীষ এ প্রশ্নোত্তরে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল,—"ধনবানের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য হয় ত।"

"ঠিক বলিয়াছ অম্বরীষ! দরিদ্র না থাকিলে ধনীর ধনগৌরবই যে বৃথা হইত। দরিদ্র কুটিরের পার্শ্বেই রাজ প্রাসাদের শোভা অধিকতর! —এই জন্যই রাজাধিরাজ বুঝি তোমায় এত পছন্দ করেন? আচ্ছা অম্বরীষ, তরুণ পুরুষ তুমি, রাজ সভায় এখন তোমার কিসের প্রয়োজন? তুমি কেন সর্ব্বদা আমার নিকটেই থাক না?"

অম্বরীষ নিজের প্রশস্ত ললাট ঈষৎ আনত করিয়া তাহাতে করযুগল স্পর্শ করিয়া সম্রাট্‌পুত্রকে অভিবাদন করিল, সসম্ভ্রমে কহিল,—"আমি আপনাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী দাসানুদাস। কিন্তু পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজের বিনা অনুমতিতে তাঁহার কৃপা-প্রদত্ত স্থান ত্যাগ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়।"

"রাজাধিরাজের বিশ্বাস জগতের সমস্ত উত্তম বস্তুই ব্রহ্মা তাঁহার জন্য সৃজন করিয়াছেন। এবড়ই অন্যায়!"

অম্বরীষ চকিত নেত্রে চতুর্দ্দিকে বারেক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর রামগড় হ'তে শিকার করিতে করিতে কোনদিকে গেলেন?"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। বিচিত্র বসনভূষণ ধারিণী সুন্দরী কিঙ্করীগণ সুগন্ধি তৈল-বাসিত কনকদীপ সকল প্রাসাদকক্ষে জ্বালাইয়া দিয়া গেল। কেহ কেহ উদ্যান-ভূষণ গন্ধপুষ্প সকলে স্বর্ণপাত্র ভরিয়া আনিল। দীপপ্রভায় এবং তাহাদের রূপপ্রভায় গৃহ যেন উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল।

শিকারের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে যুবরাজের মন হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে মহারাজাধিরাজের অবিবেচনা জনিত বিরক্তিটা চলিয়া গিয়া তাহার স্থলে পুনশ্চ একটা আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি—"বলিতেছি শোন" —বলিয়াই সর্ব্বনিকটবর্ত্তী সালঙ্কৃত হস্ত ধৃত কুসুম স্তবকটি গ্রহণ করিয়া তাহা বারেক আঘ্রাণ পূর্ব্বক কিঙ্করীগণকে সে গৃহ হইতে অপসৃত হইবার আদেশ দিয়া পুনশ্চ মহাসেনানায়কের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ শিকারের পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে একদিন রোহিণী নদীর তীরে তীরে একটা নিবীড় অরণ্যমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। লক্ষ্য ছিল একটা প্রকাণ্ডকায় বন্যবরাহ। বরাহটার যেমন বৃহৎ আকৃতি, গতিও তার ঠিক তেমনি ক্ষিপ্র! প্রাণপণ চেষ্টাতেও আমি সেটাকে কোনমতেই বিঁধিতে পারিলেম না। এদ্দিকে পাহাড়ের কাছে পৌছিয়াই কোন্‌দিকে যে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল, মনে হলো যেন, মারীচের স্বর্ণমৃগের মতই মায়াবলে

কোথায় মিলিয়ে গেছে।” এই অবধি বলিয়াই যুবরাজ সোৎসুকে শ্রোতার মুখের দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন,—“তারপরের ঘটনাটাই আজিকার আসল কথা! আচ্ছা, তারপর কি হইল, তুমি তার একটা আন্দাজ কর দেখি?”

অম্বরীষ একটুখানি চিন্তা করিয়া উত্তর দিল,—“বোধ করি এমন সময় একটা প্রকাণ্ড সিংহ কেশর ফুলাইয়া আসিতেছিল আর আপনি তার নাসিকা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়িতেই সেই অব্যর্থ আঘাতে”—

যুবরাজ অধিকতর উচ্চৈঃশব্দে হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, “ঠিক হইল না, আবার আন্দাজ কর।”

“তবে বোধ করি একটা বাঘ? একটা গণ্ডার? আচ্ছা না হয় হরিণ তো বটেই? তাও না? তবে আর কি যে সেই দুর্গম বনের মধ্যে ঘটতে পারে, আমি তো তার কোন আন্দাজই করিতে পারি না।”

“আহা অম্বরীষ! এই না তুমি অপ্রতিহত-শক্তি অম্বরীষ? আমার কাছে এইতো তুমি পরাজিত হইলে? যতই হোক আমি কোশল-রাজ্যের যুবরাজ।—এই রাজ্যের রাজারাই তো একদিন ইন্দ্রকে পরাভব এবং ইন্দ্রজিত, রাবণকে বধ করিয়াছিল। আচ্ছা তবে এখন বলি শোন,—সেদিন ফিরিবার পথে সহসা কোথা হ'তে ভয়ার্ত্তক নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ শুনিয়া, খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি একদল দস্যু কতগুলি স্ত্রীলোককে নির্যাতন করিতেছে। দেখিয়া—তোমার কাছে আর বলিতে কি,—মনে মনে বড়ই ভয় হইল। হাতে কেবল মাত্র একটা বর্শা, তূণীর তীরশূন্য, এ অবস্থায় প্রায় শতাবধি বর্ম্মধারী দস্যুর সম্মুখে পড়া!—অথচ নারী-আর্ত্তনাদে মনটাও বড় বিকল হইয়া গেল। যাহোক সাহসে ভর করিয়া নিকটে ত গেলাম। অমনি—তোমায় বলিব কি, এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া গেল! যেমন উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিয়াছি, ‘কে রে পাষণ্ড! অসহায়া নারীর

অবমাননা করিতেছিস্'! অমনি সেই প্রচণ্ড দস্যুদল নিমেষ মধ্যে সেই বন্য বরাহটার মতই নিঃশব্দে বনান্তরালে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, আর দেখা গেল না। এই ঘটনায় প্রথমতঃ আমি নিজেও বিস্মিত হইয়াছিলাম। কিন্তু পরে স্মরণ হইল যে ঐশী-শক্তির আধারতুল্য রাজরোষ সহ্য করা সাধারণের সাধ্য নয়। যাহোক বিপদ অতি সহজেই কাটিয়া গেল, ভয়বিহ্বলা নারীগণ হইতে কৃতজ্ঞতার অজস্র স্তুতিলাভও ঘটিল, আর সেই সঙ্গে জীবনে কখন যাহা দেখি নাই তাহাও প্রত্যক্ষ করিলাম। সে যে কি দৃশ্য তোমায় তা' কেমন করিয়া বুঝাইব? যে কখন সমুদ্র দর্শন করে নাই সে কি তাহার কল্পনা করিতে পারে?

অম্বরীষ ঈষৎ আনমনে মুক্ত বাতায়ন বহিঃস্থ বর্দ্ধিতান্ধকারের পানে চাহিয়াছিল, উত্তর করিল না। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুষ্পমিত্র আবার আপন হৃদয়োচ্ছ্বাসেই কহিয়া যাইতে লাগিলেন, "সেই নির্যাতিতা নারীগণ শাক্য-বংশীয়া। দস্যুহস্তে আবদ্ধা অসীম সৌন্দর্য্যময়ী যুবতীই সম্ভবতঃ তাহাদের মধ্যে প্রধানা এবং সে দেশের রাজকন্যা। দেবদহ নামে যে কোথাও এক ক্ষুদ্র রাজত্ব আছে সে সংবাদ কে-ই বা অবগত ছিল। তুমি ওই রাজ্যের নাম কি কখন শুনিয়াছিলে?—আমি ত কস্মিন্ কালেও শুনি নাই! সেই অজানা রাজ্যের ঐ অপরূপ রূপবতী রাজকন্যা কি অন্যায় বলো দেখি?—রাজাবরোধে বা আমার 'নন্দন-কাননে' সে সৌন্দর্য্যের একটা কণাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই ইন্দ্রাণী সদৃশ রূপ-দর্শনে আমি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম। কে জানে শাক্য-কন্যারা কি যাদুমন্ত্রই তখন আমার 'পরে প্রয়োগ করিয়াছিল! যাহোক আমি তো এইপ্রকারে করতলায়ত্ত রত্ন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে সেই শাক্যকুমারীকে না পাইলে আমার জীবন ধারণই বৃথা বোধ হইতেছে। তুমি অম্বরীষ, রাজবন্ধু তুমি, সম্প্রতি লিচ্ছবি-জয়ী বীর, তোমার প্রার্থনা রাজাধিরাজ

নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য করিবেন না, তোমার নিজের আর কিসের অভাব ভাই? আমার জন্য ঐ দেবগড়ের কন্যা তুমি যাচ্ঞা করিয়া লও।”

নীরবে অম্বরীষ সকল কথাই শুনিল। শুনিবার পরও সে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তেমনই নীরব তেমনই স্তব্ধ হইয়াই রহিল; তারপর নতমুখ না তুলিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিল,—“যদি জানিয়া থাকেন, তিনি দেবগড় রাজকন্যা তবে সে কন্যার আশা ত্যাগ করাই সুবিবেচনার কার্য্য। শাক্য-বিবাহ প্রথা কি আপনি জানেন না? তদ্ভিন্ন এক্ষেত্রে আরও একটা প্রকাণ্ড বাধা আছে—সে কন্যা জন্মাবধি কপিলাবস্তুতে বাগ্‌দত্তা।”

“অম্বরীষ! হতাশার কথা কহিবার জন্য আমি তোমায় ডাকিয়া আনি নাই। এসকল সংবাদে আমি অনভিজ্ঞ নহি। তবে আর তোমার শরণাপন্ন হইলাম কেন? পিতার সাহায্যে তোমাকে এসব বাধা দূর করিতে হইবে। সেই শাক্য-কন্যার পরিবর্ত্তে আমার সমস্ত ধন জন ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত আমি তোমায় দিতে প্রস্তুত আছি, আমি চিরদিন তোমার ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে সম্মত হইতেছি, অম্বরীষ! অম্বরীষ! তুমি নিশ্চয়ই রাজাধিরাজকে সম্মত করাইতে পারিবে। তুমি আমার উপর বিরূপ হইও না—তুমি আমার সহায় হও ভাই।”—পুষ্পমিত্র ব্যাকুল হইয়া মহাসেনাপতির দুই হস্ত ধারণ করিলেন।

অম্বরীষের ওষ্ঠপ্রান্তে একপ্রকার জ্বালা পূর্ণ ঘৃণার হাস্য প্রকটিত হইয়াই তৎক্ষণাৎ আবার মিলাইয়া গেল। পরক্ষণে আকস্মিক সমাগত চাঞ্চল্য সচেষ্টায় দমন পূর্ব্বক, বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে সেই রহস্যপূর্ণ যুবক উত্তর করিল,—“মহারাজাধিরাজকে অতি সহজেই সম্মত করান যাইতে পারে, কিন্তু শাক্যপতি যে শাক্যরীতি ভঙ্গ করিবেন,—এমন তো আমার ভরসা হয় না।”

পুষ্পমিত্র গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—“কে সে দেবগড়? কতটুকু রাজ্য তার? স্বেচ্ছায় তাহারা কন্যাদান না করে, আমাদের বাহুবল তাহা-

দিগকে বলপূর্ব্বক বাধ্য করিবে। সেজন্য তুমি ভীত হইও না কোশল-সেনাপতি!”

“বৃজি সর্দ্দার স্বহস্তে কন্যার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া, কন্যাকে পরলোকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন;—কোশলেশ্বরী হইবার জন্য তাহাকে এ পৃথিবীতে রাখিয়া যান নাই, এ কাহিনী এইমাত্র আপনারই মুখে শুনিলাম।” যুবরাজের বদনমণ্ডল মুহূর্ত্তে অত্যন্ত ম্লান হইয়া গেল, ভগ্নস্বরে তিনি কহিলেন,—“কিন্তু আমি তো তাঁদের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহার কন্যাকে কোশল রাজ্যের ভবিষ্য পট্টভট্টারিকা করিতে চাহিতেছি, বল-প্রয়োগ করিতে ত চাহিতেছি না।”

“শাক্যগণ এমনি হতভাগ্য যে, কোনপ্রকার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও তাহাদের চিত্তে স্থান পায় না।”

এ সম্ভাবনা বোধ করি ইতঃপূর্ব্বে কোশল যুবরাজের অন্তরে স্থান লাভ করে নাই। অম্বরীষের কথায় তাই এই এক নূতন চিন্তা অতি প্রবল ভাবেই তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিল। সত্য!—জগতে এমন এক শ্রেণীর হতভাগ্য জীব জন্মগ্রহণ করে বলীর বাহুও তাহাদের নিকট পরাভূত। যুবরাজ অম্বরীষের হস্ত অধিকতর দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া বলিলেন,—

“অম্বরীষ, কি জানি কেন আমি কোনরূপেই সেই শাক্যকুমারীর আশা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। নারীসৌন্দর্য্যে চিত্ত আকৃষ্ট হয় ইহা চিরদিনই অনুভব করিয়াছি, কিন্তু আমি তোমায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি এবার আমার হৃদয়ে সে ভাবের কণামাত্রও নাই। এ যে কি এক অননুভূতপূর্ব্ব সম্পূর্ণ নূতন অজ্ঞানিত আকর্ষণে আমার সারাচিত্ত তাঁহারই অভিমুখে অহরহঃ ছুটিয়া চলিয়াছে, সে আমি কাহাকেও জানাইতে সক্ষম নহি। মনে হইতেছে যেন এতদিনে আমার সাধনার দেবতা আমার নিকট প্রত্যক্ষ হইয়াছেন! যেন ইঁহাকে না পাইলে আমার এ জীবনের আর কিছু মাত্র মূল্য থাকিবে না। তুমি কূট-নীতিজ্ঞ, তুমি এর উপায়

উদ্ভাবন কর। আমি দেবগড়ের ’পরে বলপ্রয়োগ করিতে চাহি না, তাঁহার আত্মীয়জনের ক্ষতিতে তাঁকে শোকগ্রস্ত করিবার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই। সেরূপ মিলনে আদৌ সুখ নাই। শোকাশ্রু আমার একান্তই অসহ্য !—আমি তাঁহাকে আমার অন্তরে পূজার আসনে বসাইতে চাহি।”

বিস্ময়ে অম্বরীষ পুষ্পমিত্রের আবেগরক্ত মুখের দিকে চাহিল। এই অশ্রু ছলছল বিষণ্ণ ব্যাকুল নেত্র, ঘন কম্পিতশ্বাস, ভগ্নকণ্ঠ ইহা কি সেই বিলাস-প্রিয় অন্তঃসারশূন্য সুরাস্রোতে অবগাহিত কোশল-রাজপুত্র ? এক সুগভীর দীর্ঘশ্বাস তাহার সরল বক্ষ ভেদ করিয়া লুক্কায়িত আগ্নেয়গিরি-গর্ভস্থ ধূমধারার ন্যায় লহরে লহরে উত্থিত ও বহির্গত হইয়া গেল। হায়, প্রেম !—তোমার অসাধ্য জগতে কি আছে ? তুমি সিংহকে যখন চাটুকার শৃগালে পরিণত করিতে পার, তখন শৃগালকে সিংহ না করিতে পারিবে কেন ? মায়াবী যে তুমি। প্রবল প্রতাপ সম্রাট্‌পুত্র সামান্য প্রার্থীর ন্যায় উদ্বেগ কাতর নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। আবার অম্বরীষ বহুক্ষণ সেই মসীময় গাঢ় অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আনমনে বসিয়া রহিল। তাহার অন্তর মধ্যেও বোধ করি সেই সময় একটা অতি ভীষণতর দ্বিধার দ্বন্দ্ব চলিতেছিল ! তারপর বহুক্ষণ পরে সেই দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞার অবভাষ অতি সন্তর্পণে ফুটিয়া উঠিল। পুষ্পমিত্রের সংশয়-শঙ্কিত নেত্রে সেই অচপল দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সে তখন উত্তর করিল—“আপনি দেবগড়ের রাজকন্যাকে লাভ করিবেন।”

একাদশ পরিচ্ছেদ

I loved thee ; but the vengeance of my verse,
The hate of injuries which every year
Makes greater, and accumulates my curse.

—*Byron.*

আলোক উৎসবময়ী অসংখ্য প্রাসাদ-অট্টালিকা-শোভমানা—বিপণি-বিহার-বিভূষিতা রাজধানী শ্রাবস্তির প্রান্তভাগে, ক্ষুদ্র শৈলমালায় অর্দ্ধ পরিবেষ্টিত নির্জ্জন নিরালা উদ্যান-গৃহে নবীন সেনাপতি অম্বরীষের বাসস্থান। প্রস্তরময় পর্ব্বত প্রাকারের অঙ্গ বাহিয়া ঝুরু ঝুরু শব্দে পর্ব্বত-কন্যা ক্ষুদ্রা তটিনী শৈবালাচ্ছন্ন গুহাপথে ঝরিয়া পড়িতেছে। চারিদিকে হরিৎ-পল্লব-ভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল ছায়া-নিবিড় বক্ষে শীতলতা মাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পর্ব্বতের উপত্যকা অধিত্যকা সকলে স্তরে স্তরে পার্ব্বত্য গুল্মপত্র ও বনফুলের শয্যা যেন স্বয়ং পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী সযত্নে বিছাইয়া রাখিয়াছেন। চারিদিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের সমস্তটুকুকে মুক্ত করিয়া দিয়া পার্ব্বত্য প্রকৃতি যেন পর্ব্বত অঙ্কে নীলকান্ত মণিময় চত্বরে বিচিত্রবর্ণ বসনে-ভূষণে সজ্জিতা রূপসী সুর-বালিকার ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। উত্তর ভারতের বিখ্যাত রাজধানীর ঐশ্বর্য্যের দৃপ্ত সৌন্দর্য্যের পার্শ্বে এই শান্ত শীতল ছায়া আলোকের পর্য্যায়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন দৃশ্য যেন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রসূত এক বিচিত্র ত্রিদিব সৃজনের ন্যায় অলীকতার অবভাষ বোধে মনে একটা বিস্ময়ের ছায়া ফুটাইয়া তোলে। এই কবি জনোচিত দৃশ্যাবলীর মধ্যে, নগরের কোলাহল ও আনন্দ সমারোহের অন্তরালে, লিচ্ছবি-বিজয়ী অম্বরীষ যেন

আপনাকে অতি সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখিবার জন্যই নিজের বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়াছিল। এরূপ শক্তি সম্পন্ন তরুণ বয়স্ক পুরুষ এমন করিয়া উৎসবময়ী সংসার হইতে আপনাকে এরূপ নিষ্ঠুরভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া কঠোর নির্ব্বাসনে কেনই যে নির্ব্বাসিত রাখেন তাহা সাধারণের অননুমেয়। এই কানন-ভবন লতাবৃক্ষে প্রাকৃতিক দৃশ্যে অতি সুশোভন; কিন্তু ইহার ভিতরে বিলাস-সজ্জার বাড়াবাড়ি আদৌ ছিল না। যেন পূর্ব্বারাম বিহারেরই ইহা অংশতর! সাধারণতঃ এখানে কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু দুই চারিজন যাহারা বিশেষ প্রয়োজনীয় কর্ম্মকার্য্যের উপলক্ষে আসা-যাওয়া করিত, তাহারা নিতান্ত বিস্ময়ের সহিত প্রচার করিত যে, এই নূতন সেনাপতি যুবরাজ জেত বা অনাথপিণ্ডদের ন্যায় নবধর্ম্মী অগ্রহার না হইলেও আর এক প্রকারের সুগত-শিষ্য! এ ধর্ম্মে জীবহিংসা মানা নাই, যেহেতু এই সেদিন মাত্র তিনি লিচ্ছবিদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু ইহাতেও ভিক্ষু-বৌদ্ধ-শ্রমণগণের ন্যায় নারীসঙ্গ নিষিদ্ধ। সেনাপতির অতবড় প্রাসাদে প্রচুর পরিমাণে দাস আছে; কিন্তু একটিমাত্র দাসী নাই'।

রাজাধিরাজ নিজেও তাঁহার প্রেমাস্পদ বন্ধুর এই অকাল বৈরাগ্যে বিশেষরূপ ক্ষুন্ন। তাঁহার ইচ্ছা সে তাঁহার সকল আমোদেরই অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু রাজকার্য্যে শাসন সাহায্যে অপ্রতিহত শক্তি অম্বরীষ প্রমোদোদ্যানের উল্লেখে যেন শুষ্ক হইয়া যায়। তা এ কৌতুক বড় মন্দ নহে! রাজাধিরাজ যখন তাহা দ্বারা বিজিত বৈশালী তাহাকেই দান করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন প্রভুভক্ত নির্লোভ সেনাপতি তাঁহার চরণে প্রণতি পূর্ব্বক উত্তর দিয়াছিলেন,—"যদি কোন দিন আবশ্যক বোধ করি, তবেই এ দান নিজে যাচিয়া লইব। এখন আমার রাজ্যভোগে স্পৃহা নাই। বৈশালী এক্ষণে লিচ্ছবি রাজপুত্রের হস্তেই প্রদত্ত হয় এই একান্ত অনুরোধ।"

কিন্তু রাজা যখন কৌতুক করণেচ্ছায় বাহ্য গাম্ভীর্য্য দেখাইয়া কহিলেন,—"তবে আর আমি তোমায় কি দিব অম্বরীষ! যাহা দিতে চাহি তাহাই তুমি আমার মনে ক্লেশ দিয়া প্রত্যাখ্যান করো। আচ্ছা এবার যাহা দিতে চাহিব তাহা লইতে দ্বিধা করিবে না আমার নিকট অঙ্গীকার করো, নহিলে আমার মনে বড়ই আঘাত লাগিবে।"

শুনিয়া অপর পারিষদেরা বিশেষরূপ উৎসুক হইয়া উঠিল। রাজার মনের আঘাত শুধু তাঁহার মনেই রুদ্ধ থাকিবে না, এ বড় সত্যতত্ত্ব। তাই নবীন-মহানায়কের উত্তরটা সকলে একটু আগ্রহের সহিতই প্রতীক্ষা করিতেছিল। তা উত্তর তো এখানে বাঁধাই ছিল, ইহাতে আর বিলম্ব হইবে কি জন্য?—"এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সেবকাধমের প্রতি করুণার্ণব পরম মহারাজাধিরাজের কৃপার সীমা পরিসীমা নাই। পরমভট্টারক রাজাধিরাজের একটি যৎসামান্য ইচ্ছা পূরণার্থ যে ব্যক্তি হাসিমুখে অনলে, সাগরে, সর্পবিবরেও প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহার নিকট প্রভুর এ স্নেহের ভিক্ষাদান যে স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ স্বরূপ কেমন করিয়া তাহা অস্বীকার করিব?"

রাজার ওষ্ঠে অতি মৃদু-মন্দ কুটিল হাস্য বিকশিত হইতেছিল। তিনি তাহা সযত্নে চাপিয়া রাখিয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিতে লাগিলেন,—"বৈশালীর রাজকন্যাকে আনয়নাবধি পরমভট্টারিকা দেবী রজতকুমারী আমার প্রতি অত্যন্ত বিমুখী হইয়াছেন। তা ভিন্ন রজতকুমারী অপেক্ষা স্বল্প-রূপসী লিচ্ছবি-কন্যাকে আমি মহাদেবীর পদ প্রদানে ইচ্ছুকও নহি। তুমি উহাকে বিবাহ করো। আমি সেই কন্যা তোমায় স্বহস্তে সম্প্রদান করিয়া কন্যাদানের সাধ মিটাইব—আমার তো কন্যা সন্তান নাই।"

এ এক নূতন রাজকীয় আমোদ বুঝিয়া রাজপারিষদবর্গ তারস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল,—"মহানায়ক সেনাপতি অম্বরীষ! পরম মহেশ্বর

পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ কোশলেশ্বর স্বয়ং তোমায় কন্যাদান করিতে ইচ্ছুক, সার্থক তোমার জীবন।"

কিন্তু সাধারণ দুর্লভ এতবড় একটা সম্মানের সংবাদে অম্বরীষের মুখ মৃতমুখের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া তাঁহার ললাট হইতে স্বেদজল ঝরিয়া পড়িল।

কোন প্রকারে এই বিবাহ প্রস্তাবরূপ বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। রাজা যে বিরক্ত হন নাই এমন সন্দেহ করিবার কারণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সেদিন অতবড় একটা উপকার পাইয়াছেন, সেই হেতু অপর কেহ হইলে এই প্রত্যাখ্যানে আপনাকে যতটা অপমানিত বোধ করিতেন এ ক্ষেত্রে তার চেয়ে কিছু অল্পই বোধ করিয়াছিলেন। মনে যে কিছুই হয় নাই তাহা বোধ করিবার কোন হেতু নাই। এ সকল কথা তাঁহার মন হইতে কখনই মিলায় না। বিষবৃক্ষ যত ক্ষুদ্রই হউক অঙ্কুরোদ্গমেই বিনাশসাধন পণ্ডিত জনের উপদেশ। তিনি এ উপদেশের অসম্মাননা কোন দিনই করেন না। কিন্তু এবারকার এ অবাধ্যতা সহ্য করিতে হইল। স্বল্পদিনেই এই তরুণ যুবক সেনাগঠনে যে রণচাতুর্য্যের ও দূর দর্শন-শক্তির পরিচয় দিয়াছে—তাহা অনন্য সাধারণ। এই যে লিচ্ছবির পরাজয় যাহা সে অবলীলাক্রমেই সাধিয়া আসিল, অপরের পক্ষে তাহা বহুবলক্ষয়েও সাধ্য হইত কিনা সন্দেহ;—অজাতশত্রুর বহু- চেষ্টা যত্নেও ইহা সম্ভব হয় নাই। মগধ উঠিতেছে, কৌশাম্বীর মস্তকও উর্দ্ধে। এ ব্রহ্মাস্ত্র এক্ষণে সযত্নে রক্ষা করিতেই হইবে।

বিদায়কালে যখন পারিষদবৃন্দ অম্বরীষের মৃত্যু অথবা চিরনির্ব্বাসন দণ্ডাদেশে বিলম্ব দেখিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতেছিল, এমত কালে তাহাদের প্রায় বিহ্বল করিয়া দিয়া, রাজাধিরাজ নবীন মহানায়ক সেনাপতির বাহু স্পর্শ-পূর্ব্বক সহাস্য বদনে কহিলেন,—"আরে এত বুদ্ধিমান্ হয়েও তুমি এই সামান্য তামাসাটাও বুঝিতে পারিলে না! লিচ্ছবি রাজকন্যা, মল্লাদেবী রজত কুমারীর মত রূপসী নাই হউক, তথাপি সে

রাজকন্যা। পুষ্পমিত্র সে কন্যাকে বিবাহ করিবে। তুমি বন্ধু, যতই হউক রাজবংশীয় তো নও।”

অম্বরীষ বুঝিল এবারকার দণ্ড শুধু ঐ অপমানটুকুই! ইতঃপূর্ব্বে এই মহানায়কের পদ রাজরক্তহীন দেহ লইয়া কেহই লাভ করে নাই।

যেদিন যুবরাজ পুষ্পমিত্র তাহাকে ডাকিয়া স্বীয় দৌত-কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, সেই রাত্রে গৃহে প্রত্যাগত অম্বরীষ অত্যন্ত বিমনা ভাবেই জ্যোৎস্নাছায়া মিশ্র অর্দ্ধ আলোকান্ধকার অলিন্দোপরি বসিয়া রহিলেন। রাত্রি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রহরী ও প্রহরা নিযুক্ত কুক্কুরের প্রহরা সূচক ধ্বনি ব্যতিরেকে পৃথ্বী-তলে অপর কোন সাড়াশব্দই রহিল না। চরাচর যেন গভীর শান্তির স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছে এমনি শান্ত এমনি নিশ্চিন্ত বোধ হইতেছিল। কিন্তু কেবল সেই বিশ্বপূর্ণ অসীম শান্তির এতটুকু একটুখানি এই বিশ্রামহীন হতভাগ্য যুবকের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইল না। প্রাণ তাহার কুলকিনারা-হারা মহা সমুদ্রের মতই তাই চিন্তা-তরঙ্গে তরঙ্গাভিহত হইতে লাগিল।

উজ্জ্বল জ্যোৎস্না ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। ক্ষীণালোকে পর্ব্বত শ্রেণী ক্ষুদ্র বৃহৎ ঝোঁপ ঝাড় বৃক্ষ গুল্ম সমস্তই বিচিত্রাকার প্রেতমূর্ত্তির ন্যায় এদিকে ওদিকে অঙ্গ মেলিয়া যেন তাহাদের জোনাকি জ্বলা সহস্রলোচন বিস্তৃতি পূর্ব্বক চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে বায়ুস্পর্শ জনিত দীর্ঘশ্বাসে ও নির্ঝরের অফুরন্ত বিলাপ মর্ম্মরে,—তাহাদের সহানুভূতিই হোক আর তিরস্কারই হোক জানাইয়া দিতেছিল এমনি মনে হইতে লাগিল। অবশেষে দুঃসহ চিন্তার আক্রমণ জর্জ্জর অনুপায় চিত্তের আত্ম-সান্ত্বনা স্বরূপ একটা গভীরতর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অম্বরীষ আপনার অন্তরকে আপনি শান্ত করিতে চাহিল। মনে মনে বলিল,—‘পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম এখনও সে জ্বলন্ত স্পৃহার বিন্দুমাত্র নির্ব্বাণ হয় নাই। বুঝি এদেহে জীবন থাকিতে এ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে না। তবে আমি

এক্ষণে কি করিব ? আমার অন্তরের আহত-মনুষ্যত্ব তার প্রতিশোধের জন্ত আমায় যে অহোরহঃ আকর্ষণ করিতেছে। আমি তাহাকে সহস্রবার বিদায় দিতে চাহিয়াছি কিন্তু সে তো কোন মতে ফিরিতে চাহে না। সে বলে—স্নেহ প্রেমের ঋণ শোধ হইয়া গিয়াছে, কেবল ঐ একটি ঋণ এখনও তাহার শোধ দিতে বাকি, সে শুদ্ধ প্রতিহিংসার আর অপমানের ঋণ! ইহার পরিশোধ ব্যতিরেকে তাহার তিল পরিমাণেও যে শান্তি নাই। আমি করি কি ?—অন্তরের এ মহারুদ্রকে মিনতি করিয়াছি, মানা করিয়াছি, শাসন করিতেও ত্রুটি করি নাই, কিন্তু সে কি কোন কথা শুনিতে চাহে ? জীবন যৌবনের সর্ব্বস্ব-সম্ভার তার চরণে ঢালিয়া সেই ইন্ধনে যে যজ্ঞানল জ্বালাইয়াছি, সৃষ্টিনাশের যে বিনাশ মন্ত্রে আমি আমার মধ্যের এই যোগমগ্ন পিনাকীকে সংহার মূর্ত্তিতে আবাহন করিয়াছি, সে এখন তার প্রাপ্য হবি গ্রহণ না করিয়া তৃপ্ত হইবে কেন ?—তাই বলি আমি আর কি করিব ? আমার আর ইহাতে হাত কই ? ঐ বুঝি আজ সেই প্রলয়েরই সূচনা রুদ্রের প্রলয়বিষাণে বাজিয়া উঠিল ! ঐ জলপ্লাবনের কল-কল্লোল অদূরে শ্রুত হইতেছে ! আমি কি করিব ? বাধা দিব ? দিব কি ?—কেন দিব না ? আমার এ বাহু পিনাকপাণির ভীমবাহু হইতে তো দুর্ব্বল নয় !—কিন্তু কেন ? কেন বাধা দিব ? আমি বাধা দিবার কে ? আমার সাধনার ঈশ্বর যদি আজ সংহার-ভৈরবীর বেশেই আমায় দেখা দিতে আসিয়া থাকেন, তা দেখিয়া চক্ষু মুদিলে চলিবে কেন ?”

প্রভাতে নিবিড় হরিদ্বর্ণ অনন্ত পাদপশ্রেণীর উপর উন্নত পর্ব্বত চূড়ায় এবং সুদূর বিস্তৃত সেই পর্ব্বত গাত্রে কে যেন লাল আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। সে রক্তবর্ণ অগ্নিমধ্যে দাহ্যমান শিখা ছিল না। সেই প্রদীপ্ত সহস্র ছটায় তীব্র জ্বালা নাই, শুধু উজ্জ্বলে-মধুরে মিশ্রিত লালে-লালে পূর্ব্বগগনের প্রান্ত হইতে পর্ব্বতের ধূসর মলিন গাত্র পর্য্যন্ত যেন রাঙিয়া উঠিল। রৌপ্যশুভ্র নির্ঝরের জলে রঙ্‌গোলা রাঙা ঢেউ উঠিল, গাছের পাতায়

শিশির বিন্দুর মুক্তাবলী চুনীর মালায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, শুভ্র মর্ম্মর অলিন্দে কে যেন মুঠি-মুঠি আবীর ছড়াইয়া হোরি খেলিয়া চলিয়া গেল।

চিন্তাক্লিষ্ট সেনাপতি তখনও অলিন্দোপরি সেই একই ভাবে উপবিষ্ট, কিন্তু ততক্ষণে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়া তাহা দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠিয়াছে। এই যৌবন কালের উদ্দাম মনোবৃত্তি ক্রমশঃই চপল হয়। কিন্তু সে যখন নিজের স্বভাব ধর্ম্ম পরিহার করিয়া স্থির হয় তখন সৌদামিনীর ন্যায় সেও অশনিরূপে নিপতিত হইবার সামর্থ্য ধারণ করে।

প্রতিহার ত্রস্তভাবে আসিয়া জানাইল, স্বয়ং যুবরাজ ভট্টারক পুষ্পমিত্র তাঁহার সাক্ষাতাভিলাষী। অম্বরীষ এতক্ষণ কোন দূর হইতে সুদূর জগতে অতীত দিনের দাহ্যমান স্মৃতির মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সময় জ্ঞান হারাইয়াছিল এতক্ষণ পরে সেই দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্যে আশ্চর্য্য হইল। কখন যে কৃষ্ণপক্ষীয় শেষ জ্যোৎস্না এমন নেত্র বিমোহন স্নিগ্ধ উষালোকে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে তাহা তাহার বাহ্যজগতের সহিত বন্ধন বিচ্ছিন্ন অটল প্রতিজ্ঞায় লৌহবৎ কঠিন চিত্ত অনুভব করিতেও পারে নাই।

যুবরাজের বিলম্ব সহিতেছিল না। অম্বরীষ শশব্যস্তে আসিয়া তাঁহাকে উপবেশন কক্ষে লইয়া গেল। তখন পূর্ব্বাকাশের সেই স্নিগ্ধ রক্তিমা হইতে সমুদ্রসলিলোত্থিত চন্দ্রমারই ন্যায় স্নিগ্ধ কান্তি তরুণ তপনের অতীব্র কিরণসম্পাতে ও শিশিরাক্ত পুষ্পদলের অতি কোমল সুগন্ধি নিশ্বাসে বিশ্বদেবতার করুণাময় মূর্ত্তি ও তাঁহার মধুর প্রীতির বারতা বিঘোষিত হইতে-ছিল। কিন্তু স্বার্থ-অধ্যুষিত মানবের অন্ধ চিত্ত নবীন দিবসের সেই শুভবার্ত্তা ঘোষণায় কর্ণপাত অনাবশ্যক বোধে সেদিকে চাহিয়াও দেখিল না।

গৃহপ্রবিষ্ট হইতে না হইতেই ক্রোধোত্তেজিত কণ্ঠে আসবপানোত্তেজিত যুবরাজ কহিয়া উঠিলেন,—"তুমি কি আমায় বিপন্ন করিবার জন্য বৈশালী জয় করিলে ?"

"যুবরাজ ভট্টারকের এরূপ আদেশের মর্ম্ম কি ?"

"মর্ম্ম কি ?—আশ্চর্য্য !—তুমিই এই অঘটন সংঘটিত করিয়াছ, আবার এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছ 'মর্ম্ম কি ?' অদ্ভুত আচরণ তোমার সেনাপতি !"

অম্বরীষ যুবরাজের আগমন-উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিল। কিন্তু রাজন্যসমাজে বিজ্ঞতা অপেক্ষা অজ্ঞতাও বরং নিরাপদ। বিস্ময়ের ভাণে সে কহিল,—'বিধাতার বরে কোশলরাজ ও তাঁহার বংশধরগণ আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার বিপদ হইতে সর্ব্বথা মুক্ত। তবে আমার কোন্ অজ্ঞাত অপরাধের উল্লেখ করিতেছেন ?—আদেশ করুন।"

যুবরাজের মুখে বিরক্তির সান্দ্র-মেঘ কথঞ্চিৎ অপসৃত হইল। আসন গ্রহণ-পূর্ব্বক ললাটচ্যুত দীর্ঘকেশকলাপ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে করিতে তিনি কহিলেন,—"রাজাধিরাজ গত রাত্রে আমায় জানাইয়াছেন যে লিচ্ছবি-কন্যাকে তিনি আমায় প্রদান করিতে ইচ্ছুক। কাহারও কোন যুক্তিতে তিনি কখনই ত কর্ণপাত করেন না, আজও করিলেন না। তদুপরি বিমাতার কুমন্ত্রণা। তিনিই শীঘ্র শীঘ্র ঐ লিচ্ছবি-কন্যাকে আমার স্কন্ধে চাপাইতে ব্যগ্র। কিন্তু এ বিবাহ আমার দ্বারা সম্ভব নহে। তুমি আমায় এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া দাও।"

অম্বরীষ মনে মনে ঈষৎ হাসিল। কিন্তু তাহার প্রশান্ত মুখভাবে অন্তরের সে ব্যঙ্গ-হাস্য প্রকাশ পাইল না। সে ধীর বিনীত কণ্ঠে উত্তর করিল,—"এ পৃথিবীতে কেবল মাত্র রাজাজ্ঞার প্রতিরোধে অম্বরীষকে অশক্ত জানিবেন।" তারপর যুবরাজের ভ্রূকুটি-কুটিল মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—"কিন্তু রাজকন্যা সুদক্ষিণা যথার্থই অতুলনীয়া সুন্দরী যুবরাজ্ঞী-ভট্টারিকা পদের অযোগ্যা নহেন"। পুষ্পমিত্রের দুই নেত্র দীপ্তিষ্মান্ হইয়া উঠিল, "যদি তুমি দেবগড়-কন্যাকে দর্শন করিতে তবে এই সুদক্ষিণাকে সুন্দরীর পরিবর্ত্তে বায়সী বলিতেও দ্বিধা করিতে না।"

প্রচ্ছন্ন পরিহাসের হাস্যে অম্বরীষের মুখমণ্ডল রঞ্জিত হইয়া উঠিল।—"বলিতে পারি না, কিন্তু লিচ্ছবি-কন্যাও নিন্দনীয়া নহেন।"

যুবরাজ এই মন্তব্যে প্রীত হইলেন না। "আমি জানি না কেমন করিয়া কবিগণ তাঁহাদের মানসী-প্রিয়ার রূপ বিবর্জ্জিত মূর্ত্তির অঙ্গে অজস্র রূপ-নির্ঝর বহাইয়া থাকে। আমারও তেমনি করিয়া তাহাকে চিত্রিত করিতে সাধ যায়। নতুবা আর কেমন করিয়া তোমায় বুঝাইব,—অম্বরীষ তুমি কবিতা লিখিতে পার?"

হাস্য করিয়া অম্বরীষ উত্তর দিল,—"যুবরাজ ভট্টারক, বিস্মৃত হইতেছেন, এই ক্ষুদ্র অম্বরীষ শস্ত্রজীবী ক্ষত্রিয়, শাস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ নয়!"

"আমার কবি হইতে বড় সাধ যায়। হায়, যদি কোনক্রমে সেই জ্যোৎস্না-বিজড়িত বিদ্যুৎ-উজ্জ্বল অপরূপ রূপের একটি স্তব গানও গাহিতে পারিতাম!"—যুবরাজ অক্ষমতাজনিত ক্ষোভের নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

কিন্তু জানিবেন "ব্যক্তের চেয়ে অব্যক্তেই সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি! প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-অভিনব ও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতনতর, তাই প্রকৃতিদেবী এমন মোহময়ী। কাপিল শাস্ত্র তাই ইঁহাকে অব্যক্ত এবং মহৎ এইরূপ আখ্যা দিয়াছেন।"

"তুমি কাপিল শাস্ত্রও বিদিত আছ, অম্বরীষ! এই না তুমি বলিলে তুমি শাস্ত্রজীবী নও শস্ত্রজীবী?" অম্বরীষ ক্ষণমাত্র নীরব থাকিয়া, সহাস্যে উত্তর করিল,—"শাস্ত্রের নাম জানা থাকিলেই শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া যায় না।"—তারপর বিষাদ-প্রচ্ছন্ন দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।—"শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়াছিলাম, অদৃষ্টে রত্ন মিলে নাই।"

"কেন?"

"কেন?—শাস্ত্র মিথ্যা? শাস্ত্রসকল কল্পনা-কুশল ব্রাহ্মণগণের প্রলাপ মাত্র।"

পুষ্পমিত্রের শাস্ত্রজ্ঞান এবং জ্ঞানস্পৃহা এ উভয়ের কোনটাই ছিল না। তিনি এ আলোচনা বর্দ্ধিত হওয়ার সহায়তা না করিয়াই কেবলমাত্র ছাড়া ছাড়া ভাবে প্রশ্ন করিলেন,—"তুমি একসঙ্গে এত সব কেমন করিয়া শিখিলে, অম্বরীষ ?"

অম্বরীষ এ প্রশ্ন শুনিতে পায় নাই সে যেন আত্মগতই কহিতে লাগিল, —"ঈশ্বর, ঈশ্বর কে ? মানুষের অন্তর পুরুষ, তার নিজের তীব্র বাসনা, পৌরুষ, সেই তার একমাত্র প্রত্যক্ষ ঈশ্বর, আর কেহই নয়। এই জীবনের পৌরুষ মাত্রই মানুষের শুভাশুভের সহায়। চেষ্টা উদ্যম মাত্র তাহার বিধাতা। যে এই জীবন যুদ্ধে অপ্রতিহত, অধিকতর শক্তিশালী তাহার মধ্যেই ঐশ্বরীক শক্তির সমধিক স্ফূর্ত্তি ; দেবতা তাহার জাগ্রত।"

পুষ্পমিত্র নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাহার এই আকস্মিক উত্তেজনাপূর্ণ মন্তব্য শুনিতেছিলেন। মনে মনে অম্বরীষের অসামান্যত্বে দৃঢ়-নিশ্চিত ও বাহিরে তাহার প্রতি অধিকতর নির্ভরতা সম্পন্ন হইয়া সেইক্ষণেই কহিয়া উঠিলেন,—"অম্বরীষ, তোমার 'জাগ্রত দেবতার' দোহাই ! তুমি আমায় সুদক্ষিণার দায় হইতে উদ্ধার করিয়া দাও। তারপর দেবগড়-কুমারীকে আমার অঙ্কলক্ষ্মী করিতে পারিলে বুঝিব তোমার কথাই সত্য,—পৌরুষই ঈশ্বর, তোমার দেবতা যথার্থই বড় জাগ্রত !"

"সুদক্ষিণাকে গ্রহণে ক্ষতি কি ?"

"আমার প্রবৃত্তি নাই।"

"নতুবা দেবগড়-কন্যার বিষয় উত্থাপন করাই যে অসম্ভব হইবে।"

"কেন তুমি এমন অসময়ে বৈশালী জয় করিলে, অম্বরীষ ! এই সূর্য্য-দেবতার শপথ করিয়া তোমায় বলিতেছি, যে মুহূর্ত্তে সেই গহন কাননের দেবীপ্রতিমা সন্দর্শন করিয়াছি, সেই শুভ মুহূর্ত্ত হইতে আমার চক্ষে জগতের সকল নারীর সৌন্দর্য্য মসীময় হইয়া গিয়াছে। মিত্রাবরুণ সাক্ষী !

সেদিন হইতে আমি আমার নন্দন-কাননের অপ্সরাবৃন্দের মুখপানে একবার ফিরিয়াও চাহি নাই।"

"শ্রাবস্তির সুবিশাল রাজ-অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র অন্তঃপুরীকার মধ্যে বৈশালী-রাজকন্যার কি স্থান সঙ্কুলান হইবে না? কেন এইটুকুর জন্য ঈপ্সিত ভবিষ্যৎকে জটিল করিতে চাহিতেছেন?"

"কি যে বলিতেছ অম্বরীষ! শুনিলে না রাজার ও তাঁহার দ্বিতীয়া রাজমহিষীর ইচ্ছা লিচ্ছবি-সুন্দরীকে যুবরাজ-মহিষী করিবেন।"

"ক্ষতি কি?—আবহমান কাল হইতেই কোশলরাজন্যবর্গ নারী-রত্নমালায় কণ্ঠ বিভূষিতকরণে কখনই ত অনভ্যস্ত নহেন!"

যুবরাজ ঈষৎ আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মুখমণ্ডলের সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, ঘোর বিতৃষ্ণাভরে তিনি কহিয়া উঠিলেন,—"এ বংশীয়ের এক পত্নী-ব্রতের কথাও কি পণ্ডিতপ্রবর মহানায়ক অম্বরীষের অবিদিত?"

তারপর যুবরাজ ক্ষণকাল বিষণ্ণ-মনে চিন্তা করিয়া পরে ঈষৎ সংশয়পূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন,—"এক উপায়ে এই সমস্ত সমস্যারই সমাধান হইতে পারে।"

"কি?"

"আশা করা যায় যে বৈশালীকন্যা কোশল-সেনাপতির নিতান্ত অযোগ্য হইবে না?"

গাঢ় তপ্ত রক্তের সফেন উচ্ছ্বাস কোশল-সেনাপতির উন্নত ললাট হইতে বঙ্কিম গ্রীবা পর্য্যন্ত রঞ্জিত করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ব্যাপ্ত হইয়া আবার সেইরূপ সহসাই তিরোহিত হইয়া গেল। দশনে দশন চাপিয়া অস্ফুট গর্জ্জনে সেনাপতি সমস্ত রাজসম্মান দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন,—"সে কথা মনে স্থানও দিবেন না।"

সে মূর্ত্তির কাছে মন স্বতঃই সঙ্কোচে নম্র হইয়া আইসে। যুবরাজ

অপ্রতিভ ম্লান হাস্যের সহিত মৃদু-মৃদু স্বরে উচ্চারণ করিলেন,—"আমি তোমায় তামাসা করিতেছিলাম মাত্র।"

ধীরকণ্ঠে সেনাপতি কহিলেন,—"আমি যুবরাজ ভট্টারকের একান্ত অনুগত দাস, এরূপ পরিহাসেরও অযোগ্য।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

There is another—and a better world.

—*Unknown.*

সেইদিন স্নানাহারের পর মধ্যাহ্নিক বিশ্রামান্তে অম্বরীষ তেজস্বী অশ্বরাজ 'উচ্চৈঃশ্রবা' অশ্বারোহণে সৈন্যদল পরিদর্শনে গমন করিল। কোশলসৈন্যগণের চিত্ত এই যুবক অধিনায়কের প্রতি এমন গভীরভাবে আসক্ত হইয়া গিয়াছিল যে, বোধকরি তাঁহার এতটুকু ইঙ্গিতে তাহারা অসাধ্য সাধন করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। এমন সুকৌশলী ধীমান্ সহৃদয় এবং তাহাদের প্রতি যেন পিতৃবৎ স্নেহসম্পন্ন শিক্ষক তাহারা আর কখন পায় নাই। এই মৃত্যুক্রীড়ার নির্ম্মম বিদ্যা শিক্ষাগ্রহণে যেন এক্ষণে আর সেরূপ কঠিনত্ব উপলব্ধি না হইয়া বরং তৎপরিবর্ত্তে তাহার স্থানে একটা অকৃত্রিম নির্দ্দোষ আনন্দেরই সঞ্চার এ বিদ্যার 'নবকর্ম্মি'গণ অনুভব করিত।

অপরাহ্নে রাজপথে অসংখ্য জনতার স্রোতঃবহিতেছিল। বারিকণা নিষিক্ত সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্মের দুই পার্শ্ব বিবিধ বিচিত্র দ্রব্য সম্ভারে সুসজ্জিত। বিপণি সকল মধ্যে বিভিন্নদেশীয় ক্রেতা-বিক্রেতাগণ দরদস্তর করিতে ব্যাপৃত রহিয়াছে। কোথাও বারাণসীজাত অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যযুক্ত বিচিত্র বসন সকল নক্ষত্র-খচিত যামিনীর প্রতিচ্ছবিরূপে অতিশয় শোভা

ধারণ করিয়া আছে। কোথাও সুবর্ণ রৌপ্য ও বৈদুর্য্য নীলা হীরক মরকত প্রভৃতি দুর্লভ মণি-মাণিক্য খচিত অলঙ্কারের রাশি মণিকারের বিপণিতে উৎসুক দৃষ্টি-ধাবিত করিতেছে। উজ্জ্বল ধাতুময়শস্ত্র সকল কোথাও সূর্য্যালোকে ঝকিয়া উঠিতেছে, কোথাও অপূর্ব্ব চীনাংশুক, কোথাও ভারতবহিস্থ বিভিন্ন রাজ্য হইতে বাণিজ্য-ব্যপদেশে আনিত আসন, বসন, আভরণ, বাহন প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভার বহুল বৈচিত্র সম্পাদন করিয়াছে। পথে হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, শিবিকায় বৃদ্ধ দুর্ব্বল নর বা নারী, এবং পদব্রজে দরিদ্র ও সাধারণ নাগরিক নাগরিকাগণ ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কাহারও গতি ত্রস্ত, মুখে ব্যস্তভাব। কাহারও বা শ্লথগতিতে ব্যস্ততার চিহ্ন মাত্র নাই, ইচ্ছাসুখে যথা তথা বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে। শৌণ্ডিক-বীথিতে ক্রেতা ও মক্ষিকা উভয়ই দলে দলে ঘুরিতে ছিল। মাধ্বী, পৈষ্টি ও কাদম্বীর স্রোত বহিতেছে। মধুচক্রবৎ সর্ব্বত্র ভরিয়া একটা পরিপূর্ণতা ও গুঞ্জন রব উঠিতেছিল।

সেনাপতির গৃহ হইতে রাজপ্রাসাদের পথ নিতান্ত অল্প নয়। রাজ-পথে স্থানে স্থানে অত্যন্ত জনতা। যান বাহনে পথরোধ হইয়া গিয়াছে। বাধাপ্রাপ্ত তেজস্বী অশ্বরাজ বক্রগ্রীবা সঞ্চালন পূর্ব্বক ক্ষণে ক্ষণে অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক অনুযোগ করিতে লাগিল। সেনাপতি এই বাধা দূর করণার্থে একটুখানি ঘুরিয়া শেষে নদী তীরের স্বল্প নির্জ্জন পথ ধরিয়া চলিলেন। একটা প্রকাণ্ড ধূসর পর্ব্বতের কোল দিয়া বহিতে বহিতে অশীরবতি সহসা এক স্থানে পূর্ব্ববাহিনী হইয়া নগরী বহির্ভাগে মাঠ জলা গোধূম ও যব শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র শৈলমালা অতিক্রম পূর্ব্বক প্রশস্ত মূর্ত্তি ধরিয়া খরতর বেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন। ঠিক সেই বক্রের মুখে শ্যামল শষ্পাবৃত বিস্তৃত মুক্তভূমির মধ্যভাগে বিশালকায় পূর্ব্বরাম-বিহার।

বিহারের ধবল কান্তি তাহার চতুর্দ্দিকস্থ অনাবৃত নীলিমার মধ্যভাগে অপরাহ্ণের আলোক সম্পাতে খণ্ড তুষার শৈলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল। নিকটে আসিবামাত্র কি এক অজ্ঞাত ভাবে সেনাপতির নির্ভিক চিত্ত সঘনে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। বল্গা সংযত করিতেই অশ্ব অতি ধীর গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল। বোধ করি তাহারও পশুপ্রকৃতি এই নিভৃত অট্টালিকার অন্তর কেন্দ্রে এমন কোন কিছুর সংবাদ পাইয়াছিল যাহার সান্নিধ্যে সমুদায় জীবনীশক্তিকে লৌহবৎ সেই অয়সকান্তের অভিমুখী করিবেই!

পূর্ব্বরাম বিহারের সম্মুখ-দ্বার উদ্‌ঘাটিত, বিহারের মধ্যস্থিত প্রশস্ত চত্বরে চৈত্যসম্মুখে বহুতর কাষায় বসনাধারী শ্রমণ ও উপসম্পদ-গ্রহণেচ্ছু ভিক্ষু ভিক্ষুণী এবং গৃহীগণ বক্ষলগ্ন বাহু ও অবনতনেত্রে দণ্ডায়মান। আর তাহাদের মধ্যভাগে এক অপূর্ব্ব দর্শন সৌম্যমূর্ত্তি প্রবীণ পুরুষ তেমনি মুণ্ডিত কেশ, ভিক্ষুসঙ্ঘের চিহ্নে তেমনি সুচিহ্নিত। তিনি এক বেদীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া সেই অসংখ্য নিবাত নিষ্কম্প শ্রোতাদলকে সম্বোধনপূর্ব্বক অমৃত-সিক্ত উপদেশ সকল প্রদান করিতেছিলেন। যখন কোশল সেনাপতি ও মহানায়কের অশ্ব বিহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, সে সময়ে তিনি এই কথা বলিতেছিলেন,—

"শত সাম্রাজ্যজয়ী বীরের চেয়ে আত্মজয়ী বীরই শ্রেষ্ঠতম। সৎকর্ম্ম অমৃত এবং অসৎ কর্ম্মই বিষ। যিনি এই অমৃত পান করিয়া থাকেন অমরত্ব কেবল তাঁহারই লভ্য। বিষ যে শরীরাশ্রয়ী হইয়াছে ইতঃমধ্যেই মৃত্যুর রাজ্যে তাহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। অসৎ কর্ম্মের ফল অনুতাপ, সৎকর্ম্মের ফল আনন্দ। উষর ভূমিতেও ইহার বীজনাশী শক্তি নাই। নিশ্চিত জানিও পাপীর নিকট পাপ যতক্ষণ না ফলপ্রদ হয় ততক্ষণই মধুর ন্যায় মিষ্ট অনুভব হইতে থাকে এবং পুণ্যকেই তখন বিষতিক্ত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উভয়ের ফলই উভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করণের যথার্থ সহায়।

"বৈর সম্পন্ন অথবা অশ্রদ্ধাপূর্ণ-চিত্ত মানব অপর মানবের অনিষ্টসাধন করিতে পারে, কিন্তু ভ্রান্তিপূর্ণ নিজের চিত্তকেই ইহাদের অপেক্ষাও অনিষ্টকারী বলিয়া স্থির বিশ্বাস করিও। স্বীয় অন্তরস্থ তীব্র বাসনা তরঙ্গ তোমায় এরূপ নিম্নগামী করিতে পারে যে, যেস্থানে তোমার প্রধানতম শত্রুও কখন তোমায় প্রেরণ করিতে সমর্থ হইত না। অরণী-কাষ্ঠবৎ মানবের আত্মহৃদয় প্রসূত অতি তীব্র বাসনাবহ্নি তাহাকে নিজেই ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। অরণ্যজাত বিষলতা তাহার নিজেরই আশ্রয়-তরুকে বিনাশপূর্ব্বক নিজেও তৎসহ বিনষ্ট হয়। দাবানলে কেবলমাত্র সেই অগ্ন্যুৎপাতশীল অরণীর প্রতিবেশীবর্গই দগ্ধ হয় না, স্রষ্টাকেও তাহাদের সমাবস্থ হইতে হয়,—ইহা সত্যতত্ত্ব!"

অম্বরীষ অশ্ববল্গা সংযত করিল। সেস্থল হইতে বক্তার মুখ সম্পূর্ণ দৃষ্ট হইতে ছিল না। ভিক্ষু ও শ্রমণগণের মধ্য দিয়া তাঁহার অতি শুভ্র ললাট ও মুণ্ডিত মস্তক মাত্রই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। অম্বরীষ দেখিল উপদেশক তাঁহার বক্তব্য শেষ করিতেই সমবেত ব্যক্তিগণের সকলেই এক সঙ্গে নত জানু হইয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিল। তারপর সেই জনমণ্ডলী হইতে সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীতপূর্ণ গম্ভীরধ্বনি তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাহার সর্ব্বশরীরের রোমকূপ সমূহ কণ্টকিত করিয়া শব্দবহ মহাকাশে তরঙ্গে তরঙ্গে হিল্লোলিত হইয়া উঠিল,—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।"

অম্বরীষ কিছুক্ষণের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। তাই সে আশ্চর্য্যনেত্রে মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় অবনত দেহ ভিক্ষু ও শ্রমণগণের মধ্য-স্থলে এইক্ষণে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত জ্যোতিঃ-প্রদীপ্ত এই অলৌকিক দেব-মূর্ত্তির পানে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। সেই মূর্ত্তি তখন তাঁহার মহাভুজদ্বয় বিস্তৃত করিয়া পরম বাৎসল্যভরে প্রত্যেক ভিক্ষুর মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক মৈত্রী-প্রেম-করুণা ও মুদিতায় নিজ-নিজ শরীরস্থ

রিপুরাজ অহঙ্কারের বিলোপসাধন জন্য অতি মধুর স্বরে উপদেশ সকল প্রদান করিলেন;—"জাগতিক বিলাস-ব্যসনই মানব জীবের একমাত্র বন্ধের হেতু এবং বাসনা বেগই এই অহঙ্কার-কারাবদ্ধ হতভাগ্য জীবকে অবিরত জন্ম-মৃত্যুর ঘুর্ণাবর্ত্তে বিঘুর্ণিত করিয়া তাহাকে অনাদি কাল হইতেই এই মাংসলিপ্ত মলিন মললুলিতদেহপিঞ্জরের বন্দীরূপে পুনঃপুনঃই আবর্ত্তিত করিতেছে। এই মৃত্যুময় কাম লোকে অভাগা জীব স্বীয় কর্ম্মের বিভিন্ন ফলে বিবিধ ক্লেশাদি পরিণামী হইতে হইতে চির সংস্থত হয়। শতকোটী জন্মেও দুঃখাদি হইতে আত্যন্তিক নিবৃত্তিলাভ করিতে পারে না।"

অম্বরীষ যেন সহসা এতক্ষণে নিদ্রোত্থিত হইল। যে রাহুগ্রাস-মুক্ত পূর্ণচন্দ্রের আকস্মিক প্রকাশ তাহার মত লবণাম্বুধিকেও ভিতর হইতে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার প্রভাব সচেষ্টায় খর্ব্ব করিয়া স্বীয় প্রকৃতিজাত বিদ্রোহের পতাকা উচ্চে তুলিয়া ধরিল। অবিশ্বাসের সহিত মাথা নাড়িয়া সে হৃদয়োত্থিত বিস্ময় প্রশংসাজাত শ্রদ্ধার অঙ্কুরটিকে আমূল উৎপাটিত করিতে চাহিল। মনে মনে হাসিয়া কহিল,—"ইনিই ভগবান সিদ্ধার্থ! আর এই ইঁহার নবধর্ম্ম!—ইহা আর নবীন কি? সবইতো সেই পুরাতন জরাজীর্ণ শাস্ত্র বাক্য! শুনিয়া শুনিয়া কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে। মানুষের চরণে কঠিন নিগড় দিয়া ইহাকে বাঁধিয়া রাখা বলে। এঁরই উপর লোকের এত ভক্তি?"

ভগবান তথাগত এই সময়ে পুনশ্চ কহিলেন,—"এমন কি তোমরা যে-সকল দেবতার আরাধনা করিয়া থাক তাঁহারা পর্য্যন্ত কালধর্ম্মের অবিরোধী সৃষ্টি এবং প্রলয়ের অধীন। স্বয়ং স্রষ্টা নামধেয় যে প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহার অধিকারও কোটী কল্পান্ত কালমাত্র স্থায়ী। কল্প সকল নশ্বর মানবজীবের পক্ষে কল্পনাতীত দীর্ঘ হইলেও এই অখণ্ড দণ্ডায়মান অনাদি অনন্ত কালসমুদ্রের মধ্যে কতটুকু?—সাগর বালুকা স্তূপের এক ক্ষুদ্রতর

অণু-কণা মাত্র! যাঁহার মধ্যে যে বস্তু নাই তাহা তাঁহাদের দেয় নহে, বি-নশ্বর দেবতা সকল অবিনশ্বর নির্ব্বাণ পরমধন প্রদানে তাই সর্ব্বথাই অসমর্থ জানিও। এই দেবদুর্লভ রত্নাহরণ জন্য সেই হেতু তোমার পক্ষে দেবতা বা ঈশ্বর অন্বিষ্য নহেন। একমাত্র তোমার আত্মপ্রচেষ্টা ও বাসনা বিলোপ মাত্রই তোমার ঈশ্বর। ইহা ব্যতিরিক্ত অপর ঈশ্বর তোমার পক্ষে অস্বীকৃত। যেহেতু নির্ব্বাণ লাভ শাস্ত্রাদি পাঠ বা অগ্নিযজ্ঞ দ্বারা লভ্য নয়, একমাত্র আত্মবিলোপ ও বাসনা ক্ষয় দ্বারাই প্রাপ্তব্য। বাসনা বিতৃষ্ণার পূর্ব্বরাগ মৈত্রী ক্ষমা করুণা ও মুদিতা।—প্রতিহিংসা প্রবণ লালসাদীপ্ত হৃদয় নির্ব্বাণের পরম শত্রু 'মারে'র বিলাস কানন।—"

অম্বরীষ সহসা যেন গুপ্তাঘাতে শিহরিয়া মুখ ফিরাইল। এই প্রবীণ প্রচারক তাঁহার প্রবীণ ও নবীন শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যে সকল মহাবাণী প্রচার করিতে ছিলেন, তাহা হয়তো তাহাদের মধ্যে অমৃত-বৃক্ষের বীজ বপন করিতে সমর্থ হইতে পারে, কিন্তু এই 'বুদ্ধ, সঙ্ঘ, ও ধর্ম্মের' অশরণাগত অপর শ্রোতাটির অন্তরের মরুস্থানে সে বীজ অফলা হইয়া বরং তাহা তাহাকে উল্টাইয়া তপ্ত লৌহ বর্ত্তুলের আকার ধারণপূর্ব্বক বারংবার আঘাতই করিতেছিল। মানবের সর্ব্বগ্রাসী ভয়াবহ দানব সদৃশ প্রচণ্ডশক্তি 'অহং'কে অতিক্ষুদ্র বিষাক্ত কীটের ন্যায় পদতলে দলিত করিতে এই যে শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি মধুর হাস্য রঞ্জিত অধরে আদেশ প্রদান করিলেন, মনে হইল অবলীলাক্রমে মর্দ্দিত সেই কীটানুটাকে যেন কোন্ সুদূরেই তিনি নিক্ষেপ করিয়াছেন। বোধ করি উঁহার শরণাগতগণের পক্ষেও এ কাজটা অতদূর কঠিন ছিল না! কিন্তু এই আদেশের বিরুদ্ধে সেই মুহূর্ত্তেই যে তাঁহার আর এক অজ্ঞাত শ্রোতার হৃদয় মধ্যস্থ 'অহং' অহঙ্কারে দলিত ফণা তুলিয়া ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া দাঁড়াইল তাহা হয়ত সেই প্রসন্নচিত্তের দ্বার স্বরূপ সদা সুপ্রসন্ন মুখকান্তি বিশিষ্ট ধর্ম্মাচার্য্য বুঝিতেও পারিলেন না? তাহা পারিলে কি সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার

সেই ফুল্লারবিন্দতুল্য বদনমণ্ডলে অমন ক্ষমাশীল হাস্যপ্রভা স্ফুরিত হইয়া উঠিত? অমন বিগলিত করুণাধারা ঢালিয়া কি তিনি তন্মুহূর্ত্তেই কহিয়া উঠিতেন, "পুত্র! বরং অন্যের নিকট প্রতারিত হইও, তথাপি নিজের নিকট নিজেকে প্রতারিত করিও না।"

শ্রমণাদিগণ পুনশ্চ তাঁহাদের উর্দ্ধোত্তোলিত শ্রদ্ধা প্রেমে পরিপূর্ণ শান্ত দৃষ্টি অবনত করিলেন। একটি অতি প্রশান্ত স্থির গাম্ভীর্য্য, চাপল্যবিহীন আনন্দের অপরিসীম স্নিগ্ধতা প্রত্যেকের নেত্রে ও মুখভাবে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাঁহারা সকলেই আবার এক সঙ্গে তাঁহাদের মধ্য-কেন্দ্র সেই রক্তোৎপল প্রতিম চরণপ্রান্তে অবগত হইলেন। আবার আকাশের নিস্তব্ধতায় পুলক-শিহরণ আনয়ন করিয়া তাহার অখণ্ড রাগিণীর অবিচ্ছিন্ন সুরগ্রামকে অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে আনয়ন পূর্ব্বক ভাবসত্যে সার্থকতা ভরা সঙ্গীতময় কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল :—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।"

অশ্ববল্গা বেগে আকর্ষিত হইবামাত্র বেগবান অশ্ব আরোহী সহিত মুহূর্ত্তে ভিক্ষুসঙ্ঘের সান্নিধ্য হইতে প্রায় উড়িয়া চলিয়া গেল।

কিছুদূর আসিবার পর 'বুদ্ধ সঙ্ঘও ধর্ম্মে'র শরণ জনিত যে মহামন্ত্র মহাকাশের বিচিত্র রাগিণীর মধ্যে ও নিজের অন্তরের নীরবাকাশে তখনও পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠিতে পড়িতেছিল, নির্জ্জন নদীতীরের পথ ছাড়িয়া প্রধান রাজবর্ত্মের বিবিধ শব্দলহরীর মধ্যে তাহা যখন আবার বিলীন হইয়া আসিল, তখন অম্বরীষ আপনাআপনি একবার উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। "হাঁ, ধর্ম্মের মধ্যে নূতনত্ব এইটুকু যে ধর্ম্ম প্রণেতার উদ্দেশ্য মানুষ এই ধর্ম্মের হাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া পৌরুষবিহীন জড়ে পরিণত হয়। অগ্নি উপাসক—রুদ্র উপাসকগণ তবু তাদের অভিলষিত বস্তুর জন্যই উগ্রতপ করিয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিলেও করিতে পারে। এই নবধর্ম্ম বিধাতা মনুষ্যকে শুধুই ফাঁকির মূল্যে ক্রয় করিতে চাহিতেছেন। নির্ব্বাণ?—মানুষ

তো স্বভাবতঃই তার জন্মমুহূর্ত্ত হতে নির্ব্বাণলাভ শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মরিলে কেনা নির্ব্বাণ লাভ করে? সামান্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ এমন কি আমাদের এই এমন প্রবল প্রতাপান্বিত পরমমহেশ্বর মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত এই মহানির্ব্বাণের কবল হ'তে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবেন না। ধর্ম্ম?—জগতে এমন কোন ধর্ম্ম স্থায়ী হইতে পারে না, যে ধর্ম্ম মানুষকে তাহার মানবত্ব বিসর্জ্জন করিতে আদেশ দেয়। যে ধর্ম্ম তাহাকে এই সুখের—ভোগের—জয়ের—পৌরুষের জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দুঃখ অভাব অপমান ও নিস্পৃহার নিম্ন ভূমে অবনত মস্তকে দাঁড় করাইয়া রাখে, সচেতন মানবকে স্থাণুধর্ম্মী করিয়া ফেলে, সে অধর্ম্ম। না—বাসনার ক্ষয়ে কোনই মহিমা নাই। মানুষ স্বভাবতঃই ভীরু; বাসনার বহ্নি অগ্নিহোত্রীর ন্যায় জীবনের যজ্ঞকুণ্ডে চির অনির্ব্বাণ রক্ষা করিতে পারাতেই মনুষত্ব; তাতেই সিদ্ধি। তারপর?—সেই সিদ্ধির ঐশ্বর্য্য-বলে ঈপ্সিত কাঙ্ক্ষিত ভোগ, এবং ভোগই স্বর্গ। একদিন প্রকৃতি-দত্ত চিরবিরাম নির্ব্বাণ সে তো আছেই। কে তা কাড়িয়া লইতে পারে? গৌতমের এ নবধর্ম্ম বলীর ধর্ম্ম নয়,—এ ভিক্ষুর ধর্ম্ম—ভিক্ষুকেরই ধর্ম্ম! ইহা রাজাকে ভিখারী করে,—কিন্তু ভিখারীকে রাজা করিতে পারে না।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

As dreadful as the Manician God,
Adored through fear,—strong only to destroy.

—*Cowper.*

রাজসভায় বৈতালিকগণ বহুবিধ উচ্চ বিশেষণে বিশেষিত করিয়া সীতাপতি সমতুল্য কোশলপতি মহারাজাধিরাজের জয়গান সমাধা করিল। গন্ধতৈলে সহস্র কনকদীপ প্রজ্বালিত করিয়া সহস্র সুন্দরী বন্দিনী সভা-মণ্ডলের চারিদিকে দীপাধার রূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সেই সকল চারুকুন্তলার শিরোভূষণ কূটজ-কুসুম সকল অপর্য্যাপ্ত গন্ধ এবং হস্তধৃত দীপ ও চঞ্চল লোচনের অপাঙ্গ দৃষ্টি সুপ্রচুর আলোক শিখা বিতরণ করিতেছিল।

সিংহাসনের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বৈদেশিক রাজদূত কোশল-পতির পাদবন্দনা সহকারে উপঢৌকন সকল স্থাপন করিল।

"পাবার মল্লরাজ রাজেন্দ্রের অম্বরচুম্বিত জয়কেতনের অশেষ পক্ষপাতী হইয়া অপার মহিমার্ণবের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে একান্তই উৎসুক হইয়াছেন।"

"কোলারীয়গণ মহামহিমান্বিত মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তীর অভয়-চরণোদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক জীবন সার্থক করণার্থ যৎপরোনাস্তি আগ্রহান্বিত জানিবেন।"

"কুশীনগরের মল্লাধিপতিগণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সিংহাসন কেতন রাজ-রাজকুলশ্রীকে তাঁহাদিগের সহিত চির সখ্যতার অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।"

দূতগণ একে একে সগর্ব্ব তাচ্ছল্য আতিথেয়তা প্রাপ্ত হইয়া বিদায় হইলে ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি সম্মুখীন হইলেন,—"এই জটিল-সম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ কোশল-রাজ্যের প্রান্ত সীমায় পর্ব্বতগুহা মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়া বহুবর্ষব্যাপী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিল। সম্প্রতি সেই অগ্নিযজ্ঞের আহুতি স্বরূপে এ ব্যক্তি নরবলি দিয়াছে। ব্রাহ্মণ অবধ্য সেই হেতু এই গুরু অপরাধের কোন্ ভীষণ দণ্ড এই পাষণ্ডের প্রতি প্রদান করিব, তজ্জন্য মহারাজাধিরাজের আদেশ গ্রহণে আসিয়াছি। প্রাণদণ্ড ব্যতীত ইহার যে অপর কোন্ দণ্ড হওয়া উচিত,—তাহা স্থির করিতে সক্ষম হই নাই।"

শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী—রাজাজ্ঞায়—সম্মুখে আনীত হইল। দীর্ঘ বপু তপঃ ক্লেশ শুষ্ক, মুখে কঠোরতার সহিত সমানাংশে হিংস্রভাব দেদীপ্যমান। মহারাজাধিরাজ বিরূঢ়ক দেব তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—"কাহার উদ্দেশ্যে নরবলি প্রদান করিয়াছিলে?"

কঠোর বজ্রনির্ঘোষে উত্তর হইল,—"সকলেই পরিণামে যাঁহার ভক্ষ্য, সেই সর্ব্বভুক্ ভগবান অগ্নির।"

"তুমি জটিল-সাম্প্রদায়িক?"

"ধর্ম্মের পথমাত্রই জটিল, আমরা সেই জটিলতার গ্রন্থি ছিন্নকারী।"

"শুনিয়াছি তোমাদের ধর্ম্মগুরু কাশ্যপ এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা শাক্য-পুত্রের নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জটিল সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। তুমি একা কিসের আশায় এ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলে?"

বন্দী শৃঙ্খলাবদ্ধ চরণদ্বয় সবেগে টানিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে গেলে তাহার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ঝনঝনা শব্দে সেই কঠিন শৃঙ্খল বাজিয়া উঠিল। দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া মেঘগর্জ্জন শব্দে জটিলী কহিল,—"কিসের আশায়? প্রতিশোধের আশায়—আর কিসের আশায়? সেই সকল ধর্ম্মত্যাগী কাপুরুষদিগের পরিত্যক্ত অগ্নিকুণ্ডে

অনির্ব্বাণ অগ্নি এই সুদীর্ঘ বৎসর জ্বালাইয়া রাখিয়া যে উগ্র সাধনা করিয়াছি, যদ্যপি ভগবান অগ্নি জাগ্রত দেবতা হয়েন তবে সেই সকল মহা-মহাকুলাঙ্গার কুলের সহিত তাহাদের ভ্রান্ত পথ-প্রবর্ত্তক দেব-ব্রাহ্মণ হিংসক শাক্য কুলাঙ্গারও চিতানলের মহা-হবি রূপে দগ্ধ হইবে এই আশা। আমার পূর্ণাহুতি নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইতে পারিলে এতক্ষণ এ পৃথিবীর মৃত্তিকা তাহাদের পদচিহ্নে কলঙ্কিত হইত না।"

জটিল-সাম্প্রদায়িকের জীর্ণ পঞ্জরগুলা ক্ষোভের রোষে ঘন ঘন ফুলিয়া উঠিতেছিল। বাক্যশেষে রুদ্ধবীর্য্য অজগরের ব্যর্থ গর্জ্জনের ন্যায় সঘন নিশ্বাসে তাহার সারাদেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কৌতুকে সশব্দ উচ্চ হাস্য করিয়া মহারাজাধিরাজ মহাধর্ম্মাধিকারের পানে ফিরিলেন,—"আহা হা, শুভঙ্কর! অমন একটা মহৎ কার্য্য সমাধা করিতে না দিয়া তুমি এই সাধককে ঠিক সেই শুভক্ষণেই কিনা বন্দী করিয়া ফেলিলে! ভাল কর নাই, শুভঙ্কর, ভাল কর নাই, বুঝলে? এ কাজটা তুমি ভাল কর নাই। এরূপ না হইলে আমরা এতক্ষণ তো একটা অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে পাইতাম। আমার ঐ প্রকার কোন কিছু একটা নূতন জিনিষের দ্রষ্টা হইতে অত্যন্ত সাধ হইতেছে। এখন আর সেকালের মত তেমন অদ্ভুত কাণ্ড বড় একটা দেখা যায় না। আচ্ছা জটিলি! এখন কি আর তোমার পূর্ণাহুতি হইতে পারে না?"

জটিলী রাজার হাস্য সংযুক্ত এই প্রশ্নের সত্যাসত্য নিরুপণ করিতে না পারিয়া প্রচ্ছন্ন কোপে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করিল,—"আজ্ঞা না মহারাজ।"

"এঃ, তবে আর কি হইবে! শুভঙ্কর, দাও লোকটাকে ছাড়িয়া দাও, ও আবার অগ্নিযজ্ঞ করুক গিয়া—ওহে বন্দী! এবার পূর্ণাহুতিটা খুব শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া ফেলো, আর সেই সময়টায় আমার কাছে সংবাদ পাঠাইয়া দিও, বুঝিলে তো? আমি স্বয়ং স্ব-শরীরে তোমার যজ্ঞদর্শনে যাইব।"

বন্দী হইতে সভাসদ্‌গণ সকলেই ঘোর বিস্ময় সহকারে রাজার দিকে চাহিল। ধর্ম্মাধিকার শুভঙ্কর কৃতাঞ্জলিপুটে অর্দ্ধবিজড়িত ভাবে আরম্ভ করিলেন,—"মহারাজাধিরাজ! এ ব্যক্তি নরহত্যাকারী। অকারণে নিরপরাধ বালভিক্ষুর প্রাণবিনাশ করিয়াছে—"

জটিলী কহিয়া উঠিল,—"হত্যা করি নাই, সত্য বলিতে দ্বিধা করিও না। সেই হতভাগ্য জীবকে ভগবান শ্রীঅগ্নিদেবের নিকট উৎসর্গ করিয়াছি একথা বরং বলিতে পার। মহারাজ আপনিই বলুন, ইহাতে কি সেই নাস্তিক্যবাদী বালকের পারলৌকিক কল্যাণ ঘটে নাই? তাহার নিরানন্দ আত্মা স্বর্গ গত হইয়া পরম তৃপ্তিলাভই করিয়াছে, জানিবেন।"

শুভঙ্কর নিজে ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের উপাসক, তিনি তৎক্ষণাৎ সকোপে কহিয়া উঠিলেন,—"চুপ কর, পাপিষ্ঠ! আমাদের পরমভাগবত পরমেশ্বর সদৃশ মহামহিমান্বিত মহারাজাধিরাজের যশোমালিকা কোনদিনই নরঘাতকের কলুষনিশ্বাস স্পর্শে মলিন হইতে পারিবে না। দেবোদ্দেশ্যে ছাগ মেষ মহিষ প্রভৃতি বলির বিধি আছে, তাহা শাস্ত্র অসম্মত নয়। কিন্তু নরবলির বিধি কোথাও নাই।"

মহানায়ক রত্নাকর কহিয়া উঠিলেন,—"অশ্বমেধ, গোমেধও শস্ত্রানুসারে চলিতে পারে, কিন্তু নরমেধ নয়।"

অম্বরীষ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"থামিয়া যাও বন্ধু, দশের মধ্যে আর ও বিদ্যা প্রচার করিও না। কলিতে বাজী মেধাদি নিষিদ্ধ।"

"এখানে কলির অধিকার কোথা মহা-সেনাপতি, এতো দ্বিতীয় রামরাজ্য!"

রাজা এবার নিজেই অকস্মাৎ আক্রমণে ঈষৎ বিপন্ন অম্বরীষকে বাঁচাইয়া গেলেন। তিনি এ সকল কথায় বড় একটা কর্ণপাত করেন নাই। উচ্চহাস্যে সভাগৃহ কম্পিত করিয়া সহসা কহিয়া উঠিলেন,—

"আমি বলি, বলি যদি দিতেই হয় তবে বলির মধ্যে নরবলিই শ্রেষ্ঠ! কতকগুলা নিরীহ পশুর অশ্রাব্য চিৎকারের চেয়ে একটি কোমল নধর-কান্তি মানবশিশুর মরণার্ত্তনাদ শুনিতেও অনেক মিষ্ট এবং তাহাতে দেবতুষ্টিও অধিকতরই সম্ভব। কি বল হে জটিলি?"

সভাজন এ সকল ভীষণ হাস্য পরিহাসে এবং এই নীতি অনুসারে বাস্তব সংসারেও চলিতে অভ্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে একটু শিহরিল। জটিলী লুব্ধভাবে উত্তর দিল,—"মহারাজের রুচি এরূপ না হইলে তিনি কোশল-সম্রাট্ কেন? প্রভু যথার্থই আজ্ঞা করিয়াছেন।"

শুভঙ্কর অধোমুখ হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে চতুর জটিলী রাজাকে প্রসন্ন করিবার মানসে নানাচ্ছন্দে বিবিধ বাক্যজাল রচনা করিতে আরম্ভ করিল। জটিল-সম্প্রদায় যে বহু পুরাতন, এমন কি স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র নিজেই যে এই জটিলী-সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাতা ছিলেন, ইহাও সে বহুবিধ বর্ণনা সহকারে প্রমাণ করিয়া দিল। সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষা, নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, এবং জানকীর পুনঃ পরীক্ষার প্রস্তাবই তো নিঃসন্দিগ্ধ রূপে তাঁহার অগ্নি-উপাসকতা সপ্রমাণ করিতেছে। এতবড় একটা পবিত্র সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ-সাধন যে রাজদণ্ডের যোগ্য ইহাও সে বারংবার উল্লেখ করিতে ভুলিল না। অবশেষে রাজার অধিকতর চিত্ত স্পর্শ করিবার লোভে যোগ করিল,—"যদি আজ শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকাল হইত, যদি তাঁর পুত্রের দণ্ডধারণের যুগ হইত, তবে আমার সুদীর্ঘকালের কঠোর তপস্যার সিদ্ধির মুহূর্ত্তে রাজকর্ম্মচারিগণ ভীষণমূর্ত্তি প্রেতের ন্যায় আমার পূর্ণাহুতি ব্যর্থ করিতে দেয়? হায় আজ কোথায় প্রভু অগ্নিসেবক্ রামচন্দ্র! তোমার রাজ্যে আজ তোমার সেবকাধম তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে একদিকে নাস্তিক্য প্রচারক দ্বারা অপরদিকে ধর্ম্ম-হা রাজকর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইতেছে।"

বৈশাখের মেঘান্ধকার আকাশের মধ্য হইতে অশনি গর্জ্জিয়া উঠিল,

—"প্রতীহার! চির অন্ধকার অন্ধকূপে এই দুঃসাহসিক নরঘাতককে এই মুহূর্ত্তেই নিক্ষেপ কর।"

কর-চরণ শৃঙ্খলে ঝনঝনা বাজাইয়া অস্ফুট রোষ আর্ত্তনাদের মধ্যে প্রতীহারিগণ জটিলীকে অপসারিত করিল।

নানা দিগ্‌দেশস্থ দূতগণ আপন আপন বক্তব্য সকল অতি সাবধানতা সহকারে রাজসমীপে জ্ঞাপন করিয়া রুদ্ধ শ্বাসে সভাদ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক নিশ্বাস লইয়া বাঁচিল। অবশেষে চর জানাইল, "রাজ অতিথিশালায় অতিথি সেবার প্রচুর আয়োজন সত্ত্বেও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সেখানের অন্ন-গ্রহণের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বরাম-বিহারে বা অপর কোন দরিদ্র সদ্ধর্ম্মীর গৃহে দারিদ্রপূর্ণ আতিথ্য গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হয়। এইরূপ নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া আমি একজন ভিক্ষুকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে ব্যক্তি উত্তর করে—"বৌদ্ধগণ রাজপুরীর ভোগ প্রাচুর্য্যের অপেক্ষা আত্মীয় ও বন্ধুজনের প্রেম-প্রদত্ত শাকান্নও পায়সান্নবৎ সানন্দচিত্তে গ্রহণ প্রীতিপ্রদ মনে করে। রাজা শ্রদ্ধা সম্মানের পাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার গৃহ তো বৌদ্ধগণের আত্মীয়-গৃহ বা বন্ধুগৃহ নহে।"

"সেই দুর্ম্মুখ বৌদ্ধ-ভিক্ষুর জিহ্বা তপ্ত লৌহ দ্বারা ছেদিত হউক।"

সকলেই স্তব্ধ হইয়া রহিল। অনুজ্ঞাটা অপরাধের অনুপাতে একটু ভীষণ বলিয়া সকলেরই মনে হইয়াছিল। তা ভিন্ন আজকাল এসভায় অধিকাংশই প্রায় প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ভিক্ষু-সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী, তাই তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মর্ম্মাহত হইলেন। ভয়ে কম্পিত হইয়া চর আবার জানাইল,—"সেই সাহসিক ভিক্ষু প্রত্যূষে উঠিয়া কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে, অনেক সন্ধান করিয়াও তাহা জানিতে পারা যায় নাই।"

আদেশ হইল—"যেখানে যত বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখা যাইবে, সকলকে ধরিয়া আনিয়া তাহাদের জিহ্বায় 'রাজদ্রোহী' এই নাম অগ্নি-অক্ষরে লিখিয়া দাও।"

সম্মুখে কোন ভীষণাকৃতি দানবমূর্ত্তি সহসা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থিত হইলে প্রত্যেক দর্শকেরই যেমন একই ভয়বিস্ময়ে মস্তকের কেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া স্থির হইয়া যায় তেমনি সভাস্থ সকলেই যেন এক সঙ্গে মহাতঙ্কে জমিয়া গেল। ইহার মধ্যে অনেকেই সাতঙ্ক অনুনয়ে একটা বাধাও তুলিতে গিয়াছিল, কিন্তু চিরদিনের অনভ্যাসে রাজাদেশের প্রতিবাদে কাহারও সামর্থ হইল না। সকলেরই যেন বক্ষশোণিত শীতল হইয়া গেল। নিরপরাধ বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রতি এ অত্যাচার সমগ্র কোশলের প্রজাবর্গ সহিতে সম্মত হইবে না।

সেই মুহূর্ত্তে অম্বরীষ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার উন্নত শরীর ভয়জনিত কম্পনে কম্পিত হয় নাই। সে যখন বাক্যোচ্চারণ করিল তাহাতেও কোন জড়তা দেখা গেল না। যেদিন সে লিচ্ছবি জয় করিয়া ফিরিয়াছিল, সেদিনকার মতই সেই একই দৃপ্ত বিজয়ী ভাব। তখন সকলেরই দৃষ্টি তাহার প্রতি নিবদ্ধ হইল। রাজাও চাহিয়া দেখিলেন, "বলো অম্বরীষ, তুমি আবার কি বলিবে বল। আমার সভাস্থ সকলেই তো পাষাণ-পুত্তলিকায় পরিণত হইয়া গিয়াছেন। আমি যে এত বড় একটা অত্যাচার দমনের উপায় করিয়া দিলাম, তথাপি একজনও কেহ সে জন্য আমায় ধন্যবাদ করিল না! হায় হায়, এই অকৃতজ্ঞদের জন্যই আমি কি না, নিজের প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা না রাখিয়া অক্লান্ত শ্রমে,—এই দিন রাত্রি রাজকার্য্য করিয়া মরিতেছি!"

রাজা প্রথমে হতাশাঙ্কিত নেত্রে ঊর্দ্ধে চাহিয়া পরে গভীর অবসন্নভাবে সিংহাসন পৃষ্ঠে মস্তক রক্ষা করিলেন। সভাসীনগণের চিত্ত বৌদ্ধ নির্যাতনের চিন্তা ছাড়িয়া অতি সহসা আত্মচিন্তায় প্রর্ত্যাবর্ত্তন করিল। তাহারা যে যত শীঘ্র পারিল, তখন বিবর্ণ মুখে হাসি ফুটাইয়া বা না ফুটাইয়াও অট্টহাস্যের অভিনয়ের সহিত কোলাহল করিয়া উঠিল,— "রাজদ্রোহীদের দণ্ডিত করুন, দেশে শান্তি স্থাপিত হোক!"

কিন্তু তাহাদের কষ্টকল্পিত এ আগ্রহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না এবং রাজাও ইহাতে বিশেষ তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহার ললাট মেঘাচ্ছন্নই রহিয়া গেল। তখন সেদিক হইতে চিত্ত সরাইয়া লইয়া কাহারও দোষানুসন্ধান চেষ্টায় অম্বরীষকে নীরব থাকিতে দেখিয়া ভ্রূকুটিপূর্ব্বক কহিয়া উঠিলেন,—“তোমারও কি বাক্যরোধ হইয়া গেল ?”

অম্বরীষ স্বল্পমাত্রায় চিন্তিত হইতেছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবন তাহার নিকট এমন কিছুই প্রয়োজনীয় নয়। তপ্তলৌহ তাহাদের জিহ্বাকে চিরনীরবতা দানে শীঘ্র শীঘ্র সেই চিরধারিগণকে চিরনির্ব্বাণ পথের পথিক করিয়া দিলেও তাহার এমন কিছুই আপত্তি ছিল না, যে জন্য, সে দায়িত্বের বোঝা নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করে। কিন্তু স্বকার্য্য সাধনের জন্য স্বয়ং যমরাজের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধেও যাহার দ্বিধা ছিল না, তাহার পক্ষে একটু খুবই কঠিন নয়। প্রথম তো বিপদের সহিত যুদ্ধ বা খেলাতেই তাহার আনন্দ। শিশুকাল হইতে অগ্নি, অস্ত্র ও হিংস্র জন্তুই তাহার ক্রীড়নক। দ্বিতীয় কার্য্য সাধনের প্রয়োজন। এবং এই দুই কারণ ব্যতীত আরও একটা তৃতীয় কারণ সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে বর্ত্তমান ছিল। আজই সেই যে উদারমূর্ত্তি প্রবীণ পুরুষ সেই যে কথাগুলি তাঁহার শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, সেই বিনম্রকান্তি শিষ্যমণ্ডলী যে শ্রদ্ধা প্রীতিবিকাশিত মুখে নিজেদের ‘বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের’ শরণাগত রূপে সঁপিয়া দিয়াছিল, তাহারই একটি ছবি—কেমন করিয়া ঠিক বুঝা যায় না, নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাহার চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার যুক্তিকে হাসিয়া খণ্ডন করিলেও তাঁহার নেত্রের সেই স্নিগ্ধ জ্যোতিঃটুকু, সেই করুণা-উচ্ছ্বসিত প্রচুর কণ্ঠস্বর ইহাদের সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেছিল না। তাই তাঁহাদের এই আকস্মিক বিপৎ-সংবাদে তাহার চিত্তও বুঝি কিছু চঞ্চল হইয়াছিল। সদৃঢ়স্বরে কহিল,—“বৌদ্ধ পরাভবের

এর চেয়ে আর এক সহজ উপায় আমি বলিয়া দিতে পারি, মাত্র প্রভুর আদেশ সাপেক্ষ।”

অম্বরীষের বাক্য শ্রবণে রাজা ব্যগ্রভাবে মাথা তুলিলেন,—“কি বলিবে বল? নূতন একটা কিছু করা আমার ইচ্ছা। এরা সব গর্দ্দভের দল, কল্পনা শক্তি এদের কিছুমাত্র নাই। তুমি অম্বরীষ বড় ভাল, আমার বড়ই মনের মত তুমি।”

অম্বরীষ একবার চারিদিকে চাহিয়া কৌতূহলে ও নূতন কোন কল্পনাতীত অত্যাচারের কল্পনায় অভিভূত জনগণের মুখভাব লক্ষ্য করিয়া তারপর রাজার ঔৎসুক্য পূর্ণ নেত্রে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া কহিল, “ভিক্ষুগণ রাজাকে অসম্মান করে নাই, কেবল বলিয়াছে,—‘রাজা সম্মানের পাত্র কিন্তু বন্ধু বা আত্মীয় নহেন’। অতএব ভিক্ষুদের বধ না করিয়া তাহাদের বন্ধু বা আত্মীয় হউন।’

যেখানে স্বর্গের পরীরা আসিয়া অপূর্ব্ব নৃত্য কৌশল দেখাইবার অথবা পাতালস্থ বলিরাজার বন্ধনমুক্ত হইয়া ইন্দ্রত্ব গ্রহণার্থ দ্বিতীয় অভিযানের কথা, সেখানে যদি সে সকলের পরিবর্ত্তে কেবল মাত্র নিজের ঘরের চিরপুরাতন প্রবীণা গৃহিনী ছিন্ন ওড়নায় মুখ ঢাকিয়া দেখা দেয়, তাহা হইলে এক নিমেষে যেমন সেখানের সকল আগ্রহ শেষ হইয়া গিয়া রুদ্ধশ্বাস দর্শকগণের বক্ষ হাল্‌কা হইয়া একসঙ্গে সহস্র মুক্তির নিশ্বাস বাহির হইয়া যায়, এও যেন ঠিক তেমনি হইল। অলৌকিক কিছুই ঘটিল না, নূতন কিছুই শুনা গেল না, ভয় অধৈর্য্য সত্ত্বেও সেই অনাগত রহস্যের মধ্যে যে একটা প্রাণের টান আছে, সেইখানে একটু যেন টান পড়িল। অনেকেই প্রসন্ন হইয়া সাহসী যুবককে অন্ততঃ এই সত্য মুখে ব্যক্ত করিতে পারার জন্যও মনে মনে প্রশংসা করিল। কেহ কেহ তাহার বিপদ বুঝিয়া দুঃখিত হইল। রাজা যে এতবড় একটা নূতন আমোদের সাধ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতে পারিবেন সে আশাতীত, মাঝে পড়িয়া যে ইহার বিরুদ্ধে

দাঁড়াইতে চেষ্টা করিবে, সে-ই এই ব্যাত্যা-তাড়িত ও বিচূর্ণিত হইয়া যাইবে। যাহারা অম্বরীষের প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত, তাহাদের অধর প্রান্ত কুটিল আনন্দের চাপা হাসিতে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

রাজা ক্ষণকাল বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া যেন শরবিদ্ধের ন্যায়স্থির হইয়া শূন্যে চাহিয়া রহিলেন, তারপর আহত বক্ষে দুই কর বেদনা ব্যথিত ভাবে স্থাপন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে উচ্চারণ করিলেন, "তুমি! তুমিও এইরূপে আমার অপমানে তাচ্ছল্য করিলে? অম্বরীষ তুমি,—তোমায় আমি বন্ধু বলি, ভালবাসি,—তুমি আমায় এই তার শোধ দিলে?"

শ্রোতাদের বক্ষ স্থির হইয়া আসিল। এবার আর একটা ভীষণ দণ্ডাদেশের সহিত তাহাদের সম্মুখ হইতে ওই নির্ভীক সুন্দকান্তি তরুণ যুবক প্রহরী কর্ত্তৃক অপসৃত হইবে। অম্বরীষ অতি বিনীত অভিবাদন করিয়া একটুখানি পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইল। তাহার উজ্জ্বল দুই নেত্রে ভয়ের ছায়া মাত্রও ছিল না। ধীরকণ্ঠে সে কহিল,—"সেই পরামর্শই আমি দিতেছি মহারাজাধিরাজ! যে কার্য্যে আসমুদ্র হিমাচল সমস্ত ভারতবর্ষে এক মহাবিস্ময়ের অবির্ভাব করিয়া মগধ হইতে কৌশাম্বী পর্য্যন্ত সমস্ত বৌদ্ধজগত যে এক মহাসাধনার বলে কোশলাধিপতি দেবরাজতুল্য মহারাজাধিরাজের চিরাত্মীয়রূপে তাঁহার অতুল কীর্ত্তি ঘোষণা করিতে থাকিবে। কোশলের বৌদ্ধ প্রজাগণ রাজার সহিত ধর্ম্মাচার্য্যের, রাজ-ভক্তির সহিত গুরুভক্তির সম্মিলন করিয়া নিজেদের কৃতকৃতার্থ বোধ করিবে। আমি কেবল সেই এক মাত্র মহৎ ও সহজ যুক্তিই প্রদর্শন করিতে চাহিতেছি।"

যাহারা অম্বরীষের ধ্বংস কল্পনা করিয়াছিল; তাহারা আপনাদের মূর্খতা অনুভব করিল। যাহারা তাহার ধ্বংস কামনা করে তাহারা নীরবে অধর দংশন করিল।

রাজা তাহার প্রদর্শিত সেই গৌরব কল্পনা করিয়া হৃষ্টচিত্তে পাদপীঠ

হইতে চরণ তুলিয়া জানুপরি স্থাপিত করিলেন।—"কি সে উপায় অম্বরীষ?—খুব বিস্ময় জনক তো?"

"শাক্যগণই বৌদ্ধদিগের প্রধান বন্ধু ও আত্মীয়। কোন শাক্যরাজ দুহিতাকে সম্রাট্ গৃহে আনয়ন করিতে পারিলেই, আপনিও বৌদ্ধ বন্ধু ও আত্মীয় হইতে পারিবেন।"

রাজার ললাট হইতে ত্বরিতে কালমেঘ সরিয়া গেল। আনন্দে শিশুর ন্যায় করতালি দিয়া তিনি কহিয়া উঠিলেন,— "ধন্য অম্বরীষ! ধন্য তুমি!"—অমনি চারিদিক হইতে ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত ধন্য ধন্য রবে সভামণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। অম্বরীষ আসন গ্রহণ করিল।

তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া নবীন সেনাপতি ও বিচক্ষণ বন্ধুর গুণ কীর্ত্তন করা হইয়া গেলে, দু'একটা প্রতিবাদ উঠিল। ঈষদুত্তেজিত কণ্ঠে মহানায়ক মঞ্জুশ্রী কহিলেন,—"শাক্যগণের কুলপ্রথা সর্ব্বজন বিদিত। তাহারা আত্মীয় ব্যতীত আর কোনও কুলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে না, ইহা কে'না জানে? সমস্ত জানিয়া শুনিয়া এ প্রস্তাব করা সেনাপতির উচিত হয় নাই। ইহাতে অনর্থক শাক্যদের গর্ব্বিত প্রত্যাখ্যান শুনিতে হইবে মাত্র।"

রাজাধিরাজও শাক্য বিবাহ-প্রথা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। সে কথা স্মরণ করিয়া দেওয়া মাত্রে উষ্ণভাবে অম্বরীষের দিকে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই অম্বরীষ বিদ্যুদ্বেগে মঞ্জুশ্রীর দিকে ফিরিয়াছিল,—"আশ্চর্য্য, মহানায়ক! আমাদের পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজের আদেশ কাহারও নিকট প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে,—এই কি তোমার ধারণা?"

ভয়বিবর্ণ হইয়া মহানায়ক মঞ্জুশ্রী নীরব রহিল। পুষ্কলাদিত্য কহিয়া উঠিল,—"কিন্তু শাক্যের ঘরে কে এমন সুন্দরী আছে যে আমাদের পট্টমহাদেবীর স্থান গ্রহণ করিতে পারে? এই প্রস্তাবে পরমভট্টারিকা মহাদেবীর প্রতি তুমি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলে অম্বরীষ! আমার মর্ম্মে

ইহাতে অত্যন্তই আঘাত লাগিয়াছে।” বক্তার মুখের ভাবেও তাঁহার অন্তরের আঘাত চিহ্ন সুব্যক্ত হইল।

অম্বরীষ উত্তর করিল,—“পরমমহেশ্বরী পরমভট্টারিকা পট্টমহাদেবীর স্থলাভিষিক্তা হইবার যোগ্যা এ পৃথিবীতে এমন কে আছে?—মহারাজাধিরাজ ইচ্ছা করিলে শাক্যকুমারীকে বধূ রূপেও তো গৃহে আনিতে পারেন। তোমাদের অন্তঃসারশূন্য মস্তিষ্কে বুঝি এ কথাটাও প্রবেশ করে না?”

রাজার মনেও বোধ করি পট্ট-মহাদেবী না হোক অপরা দ্বিতীয়া মহাদেবী সম্বন্ধীয় কোন একটু গোলোযোগ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে কিছু বিমনা দেখাইতেছিল। এই শেষ মন্তব্যে পথ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি কহিয়া উঠিলেন,—“ভাল বলিয়াছ অম্বরীষ, যুবরাজের জন্যই কপিলাবস্তুতে দূত পাঠাও। শাক্যবধূ আনিতে আমি কাল বিলম্ব করিতে চাহি না। অদ্যই বোধ করি শুভ মুহূর্ত্তে যাত্রা ভাল।”

অম্বরীষ কহিলেন,—“কপিলা বস্তু নয়, দেবদহের রাজধানী দেবগড়ের শাসনকর্ত্তার কন্যাই শাক্যকুলের মধ্যে প্রধানা সুন্দরী। সেই কন্যাই একমাত্র কোশল-সম্রাটের অন্তঃপুরে আনিবার যোগ্যা।”

শুনিয়া মহারাজ অধিকতর প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন,—“আমার ইহাতেও কোন আপত্তি নাই। বন্ধু, কত সংবাদই তোমার সংগৃহীত আছে! মহামন্ত্রি! পত্র লইয়া আজই দূত দেবগড় যাত্রা করুক।”

অপরাপর সকলেই এযাবৎ অম্বরীষের একাধিপত্যে আপনাদের একান্ত অপমানিত বোধে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। সুযোগবোধে রত্নাকর প্রস্তাব করিলেন,—“একদল সৈন্য সজ্জিত করিয়া সঙ্গে দেওয়া হোক, যদি দেবগড়ের রাজা তাঁর সুন্দরী কন্যাকে পাঠাইতে সম্মত না হয়েন, তবে যুদ্ধ করিয়া রাজার মস্তক ও রাজকন্যা একসঙ্গে দু’টাই লইয়া আসিবে।”

রাজার এ পরামর্শ অসমীচীন ঠেকিত না, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে দণ্ডাহত

বিষধরের ন্যায় অম্বরীষ গর্জ্জিয়া উঠিল,—"দেবগড়ের নিরপরাধ রাজার প্রতি এ অবিচার আমি কখনই হইতে দিব না।"

"সে কি! সে রাজা তোমার এমন কে? প্রভুর অপমান ঘটিতে দিয়াও তাঁহার সমর্থন করিতে চাই না কি? ও তুমিও বুঝি সদ্ধর্ম্মী?—তাই সকল সময়েই বৌদ্ধ-জগতের প্রতি তোমার এত প্রাণের টান দেখা যায়?"—এই সকল তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মধ্যে কোশলের অভিজাতবর্গের দারুণ অন্তর্জ্বালা ঢালিয়া দেওয়া ছিল।

অম্বরীষ ইহার কোন উত্তর না করিয়া বদ্ধাঞ্জলি করে রাজাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিল,— "সজ্জনপ্রতিপালক মহারাজাধিরাজ, কোন লঘুচেতার পরামর্শে যে এই শারদ জ্যোৎস্না সমতুল্য মহারাজচক্রবর্ত্তীর অম্লান যশোভাতিতে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক স্পর্শ করে,—এ দাসের দেহে জীবন, বাহুতে বল, শ্রবণেন্দ্রিয়ে শক্তি থাকিতে তাহা অসহনীয়। যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম প্রজা নিজের ধন মান প্রাণ স্বেচ্ছায় এই দশরথ সমতুল্য সত্যাবতার রাজচক্রবর্ত্তীর চরণতলে উৎসর্গ করিয়া আপনাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষিত বোধে নিশ্চিন্ত রহিয়াছে, সেই অতি ক্ষুদ্র তৃণগুচ্ছ অনর্থক উৎপাটনে ফল কি? অরণ্যপতি শার্দ্দূলকেই লক্ষ্য করে, গৃহপালিত মার্জ্জার তাহার লক্ষ্যীভূত হয় না। বিশেষতঃ শাক্যগণ অত্যন্ত অভিমানী। ভয় তাহাদের বশীভূত করিতে পারে না। মৈত্রীই তাহাদের বশীকরণের একমাত্র মন্ত্র। হয় তো সসৈন্যে কোশলরাজদূতকে দেবগড়ে প্রবেশ করিতে দেখিলেই শাক্যরমণীগণ এক ভয়ানক জহর-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া বসিবে। আমাদের সমস্ত উদ্দেশ্যই তাহা হইলে ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং রাজার ও রাজ্যের কোন উপকারও হইবে না।"

এবার আর কেহ এই দৃঢ় মতবাদের উপর টিপ্পনী কাটিতে সাহসী হইল না। রাজার নিজের মুখেই 'আপত্তি টিকিবে না', ইহা স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল।

এসব বিষয় এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়া গেলে, সভা ভঙ্গের আদেশে যখন বৈতালিকগণ বিবিধ ছন্দোবন্দে রাজার স্তব গান সুস্বর সঙ্গীতে আরম্ভ করিয়াছে, দীপধারিণী চারুনিতম্বিনী প্রমদা কুল মুক্তি ভরসায় হাস্যমুখে পরস্পরে চাওয়া-চাওয়ি করিতেছে, সভাসদগণও উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রাজার উত্থান প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় রাজা সহসা কহিয়া উঠিলেন,—"ও হো হো, আমরা যে লিচ্ছবি সুন্দরীর কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। পুষ্পমিত্র সেই স্বল্প সুন্দরী লিচ্ছবিকে যুবরাজ্ঞী করিতে অনিচ্ছুক। কি করা যায় অম্বরীষ?—আমি তাহাকে বলিয়াছি এ বিবাহ তাহাকে করিতেই হইবে। দ্বিতীয় মহাদেবীর নিকট অঙ্গীকার বদ্ধ হইয়াছি, নহিলে আমিই তাহাকে বিবাহ করিতাম। কি করিব উপায় নাই।"

মহানায়ক দেবদত্ত প্রস্তাব করিল—লিচ্ছবি-কন্যা মহাদেবীর সহচরী নিযুক্তা হউক। কিন্তু এ প্রস্তাব রাজার মনঃপুত হইল না। ইহাতে একটুও নূতনত্ব নাই। বিশেষ সুদক্ষিণা উচ্চবংশীয়া রাজকন্যা দাসী বা সহচরী হইবার যোগ্যা নয়। "তুমি কিছু বলিতেছ না কেন, অম্বরীষ? কেন, ভয় হইতেছে পাছে তোমায় বিবাহ করিতে আদেশ করি?"

অম্বরীষ সসম্ভ্রমে ঈষৎ হাসিল,—"লিচ্ছবি-কন্যার জন্য স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করাই, আমার মতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

শিশুর মত আনন্দে অট্টহাস্য করিয়া সমগ্র উত্তর ভারতের মণ্ডলেশ্বর সিংহাসন ছাড়িয়া আসিয়া যুবককে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন।—"অম্বরীষ! কি সুন্দর কল্পনা-শক্তিই তোমার! কত নূতন নূতন আমোদের সৃষ্টিই যে তুমি করিতে পার। এই লও, বন্ধু! রাজকণ্ঠের মণিময় হার দেবদত্ত-অক্ষয় কবচের ন্যায় বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হও।"

চারিদিকের ঈর্ষাতপ্ত নিশ্বাস সহকারে কণ্ঠোত্থিত জয়ধ্বনির মধ্যে সে দিনের সভা ভঙ্গ হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

My daughter cannot be thy bride.

—*Scott.*

মৃদুমন্দ প্রাতঃ সমীরণে চঞ্চল বীচি তুলিয়া দুর্গ-পরিখার অনুকৃতিতে পরিবেষ্টিত নদীদ্বয় বহিয়া যাইতেছিল। নদী সঙ্গমের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র দুর্গটিকে প্রভাতের রক্তোজ্জ্বল রশ্মিচ্ছটায় যেন উন্মীলিতনেত্র সহাস্য মুখ শিশুর মতই প্রসন্ন-সুন্দর দেখাইতেছে। নদীর পরপারে নিবিড় শালবনের মাথায় সোণালী জরির ওড়নার মত অতি-ধীরে সেই আলোক-রেখা বিস্তৃত হইতেছিল। তাহার তলদেশে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে সূর্য্য-দেবের প্রবেশাধিকার ছিল না। ক্রমে একটু বেলা বাড়িলে দুর্গবাসিগণ জাগ্রত হইল। কর্ম্ম কোলাহলে ক্ষুদ্র নগরী পরিপূর্ণা হইয়া উঠিল। বৈতালিকগণের স্তুতি গানের মধ্যে রাজা সিংহাসনারূঢ় হইলেন।

এমন সময় প্রতিহার সমভিব্যাহারে শ্রাবস্তির রাজদূত পত্র হস্তে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিল। সিংহাসনারূঢ় সুরজিৎ মস্তক হইতে সুবর্ণ মুকুট মোচন করিয়া কোশল-সম্রাটের পত্রকে সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। আসন হইতে উত্থিত হইয়া মহামন্ত্রী স্বয়ং সে পত্র স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। মণিরত্ন খচিত বিচিত্র আধারে রক্তরাগযুক্ত সখ্যতা সূচিত লিপি সুবর্ণ-পত্রের উপর খোদিত হইয়াছিল। সে পত্র দেখিয়া রাজা হইতে ক্ষুদ্র সভাসদবৃন্দও গর্ব্বোৎফুল্ল দৃষ্টি পরস্পরে বিনিময় করিয়া এই ভাব প্রকাশ করিলেন যে, কোশল-সম্রাটের সহিত সখ্য ভাবাপন্ন যে রাজা,—তাহার রাজত্ব যত ক্ষুদ্রই হোক, তিনি খুবই নগণ্য নহেন।

প্রহৃষ্টচিত্তে নরপতি পত্রগ্রহণ করিয়া তাহা স্বীয় মস্তকে স্পর্শ করিয়া পুনশ্চ তাহা মহামন্ত্রীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। তারপর তাঁহার অনুমতি ক্রমে মহামন্ত্রীর দ্বারা পত্রাবরণ উন্মোচিত হইল। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ ঃ—

"যথাবিহিত সম্ভাষণান্তর শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী পরম-মহেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজ বিরূঢ়কদেব কর্ত্তৃক কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপ্রতিম পরম স্নেহভাজন শ্রীশ্রীমহারাজা শ্রীসুরজিৎকে এই পত্র দ্বারা বিশেষ আগ্রহের সহিত এই প্রকার অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তদীয় অলোক সামান্যা সুন্দরী কন্যাকে একদিন সম্রাট্-পুত্র পার্ব্বত্য দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং সেই অবধি তিনি উক্তা কন্যার রূপগুণের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছাক্রমে সম্রাটের প্রার্থনা এই যে উক্তা কন্যাকে তাঁহার পুত্রের সহিত আগত পূর্ণিমা তিথিতে বিবাহিতা করণার্থ সম্রাট্-গৃহে প্রেরণ করা হোক। শাক্যবংশীয়া কোন কন্যাকে গৃহে আনয়ন করা তাঁহার বহুদিবসের আকাঙ্ক্ষা। শাক্যকুলপ্রথা অতিশয় নিন্দিত, এমন কি ইহা আর্য্যপ্রথাই নহে, একান্ত অসভ্য অনার্য্যজাতি সেবিত কুপ্রথা। কিন্তু শাক্যগণ এক্ষণে উচ্চ ক্ষত্রিয় সমাজভুক্ত, ঐ প্রথা এক্ষণে উঁহাদের দ্বারা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মহারাজের কন্যা সর্ব্বাংশেই কোশল সম্রাটের পুত্রবধূ হওনেরই যোগ্যা। অতএব রাজা দ্বিধাহীন চিত্তে উৎসবায়োজনে ব্যাপৃত হউন। পূর্ণিমা তিথিতে নিকটবর্ত্তী রাজদুর্গ রামগড়ে স্বয়ং কোশল-সম্রাট্ সসৈন্যে পুত্র লইয়া বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত হইবেন। পূর্ব্বদিবসে কন্যাকে যেন তৎসহচরীবৃন্দ সহিত সম্রাট্-প্রতিনিধিসহ প্রেরণ করা হয়। ইতি" স্বাক্ষর স্থলে সম্রাটের নামাঙ্কিত মহামুদ্রা মুদ্রিত।

সূচিকা পাত হইলেও কর্ণগোচর হয় এমনি গভীর নীরবতায় রাজসভা ভরিয়া গেল। একি অপমান! শাক্যদুহিতার কর প্রার্থনা করিল শাক্যেতর

ব্যক্তি! যতবড় ক্ষমতাশালীই সে হোক স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র হইলেও তাহার ধমনী শাক্যগণের সহিত এক শোণিত বহন করে নাই। বামন হইয়া চন্দ্রলোলুপতাবৎ ঐ ক্ষুদ্রাশয়ের এ কি অযথালোভ! অপমানের ক্ষোভে সুরজিতের সর্ব্ব শরীরে অগ্নিকণা ছড়াইয়া দিল। অতি কষ্টে আত্মদমন করিয়া প্রতিহারের প্রতি সম্রাট্ দূতের পরিচর্য্যাভার প্রদানে তাহাকে অপসৃত করিয়া উথলিত ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে সুরজিৎ কহিয়া উঠিলেন,—"এ প্রস্তাব শাক্য-সন্তানের পক্ষে মৃত্যুরও অধিক! মহামন্ত্রী ধৃষ্ট শ্রাবস্তি রাজকে এই ক্ষণেই উত্তর লিখিয়া দাও, শাক্যপিতা কুলপ্রথার পরিবর্ত্তে স্বীয় প্রাণ পণ রাখিতে কুণ্ঠিত নহেন। কন্যাকে নীচকুলে প্রদানাপেক্ষা ইহাতে তাহারা অধিকতর গৌরব অনুভব করে।"

রাজা ক্রোধের মুখে এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু কাজটা যে বড় সহজ নহে, সে কথা বুঝিতে না তাঁহার, না সভাসীন কুলমর্য্যাদায় মানদণ্ড স্বরূপ রাজ্যের ও শাক্যসমাজের প্রধানবর্গের কাহারও বিলম্ব ঘটিল। প্রাণটা ক্ষত্রিয়ের কাছে এমন একটা কিছু বড় জিনিষ নহে, সেটাকে প্রয়োজন মত পণ রাখাটাও তাঁহাদের পক্ষে তেমনি সহজ। কিন্তু এ পণটাতো শুধু তাঁদের নিজের নিজের নিজস্ব প্রাণটি লইয়াই নয়। ইহার মধ্যে যে সারা রাজ্যের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবারই প্রাণের খবর আছে। যদি একবার এতটুকু একটু সুযোগে এই মৃত্যুবাণটি শ্রাবস্তি-পতির হাতের কাছে পৌঁছায় তাহা হইলে কি এ দেশের একখানা পাথরের টুকরার উপর একটি শাক্য-প্রজার অস্তিত্ব থাকিবে? কোশলাধিপতির দেশজয়ের সংবাদ কে'না জানে? পঙ্গপাল যেমন যে দেশের ক্ষেত্র-খামারে প্রবেশ করে সে স্থানকে মরুভূমে পরিণত করিয়া যায় ইঁহারও বৈর-নির্যাতন ঠিক সেই জাতীয়। তাঁহার বিশ্বাস যে এরূপ দৃষ্টান্ত অপর রাজায় বিদ্রোহেচ্ছা প্রশমিত রাখিবে। কাজে কাজেই শাক্যকুল গর্জ্জিয়াছিল যতখানি, বর্ষণের আশা তাহারা তেমন রাখিতে পারিল না। শরতের

মেঘের মত নিষ্ফল আক্ষোভে আপনাদের মনের মধ্যেই শুধু গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল। অতঃপর রাজা সুরজিৎ শেষকালটার মনের ক্ষোভ মনে মারিয়াই নিজেদের কুলপ্রথা এবং কন্যার শাক্যকুলপ্রধানের ঘরে আশৈশব বাগ্‌দানের বিষয় সবিশেষে বিজ্ঞাপন ও অশেষ বিশেষে মিনতি-পূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পাঠাইলেন।

এ দিকে কপিলাবস্তু নগরে রাজা শুদ্ধোদনের নিকট দূত প্রেরিত হইল যে, 'তাঁহার বাগ্‌দত্তা পুত্রবধূ এক্ষণে তাঁহারই রক্ষণীয়া, তিনি অবশ্য এ সম্বন্ধে দেবগড়কে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। বিশেষতঃ দেবগড় স্বতন্ত্র রাজ্য হইলেও ইহার রাজপরিবারবর্গ যখন শাক্যবংশীয় ও তাঁহাদেরই কুটুম্ব তখন কপিলাবস্তু হইতে যথার্থতঃ ইহা ভিন্ন নয়। একের মান অপমানে উভয়েরই মান অপমান।'

এ সংবাদ শুনিয়া শাক্যপতি তৎক্ষণাৎ দেবগড়দূতকে কহিলেন,—"শাক্যবংশের এ অপমান কখনই শাক্যশোণিত বহন করিয়া কেহ সহ্য করিতে পারে না। ইহাতে কোশল-সম্রাটের ক্রোধাগ্নি যদি গৌতম-বংশ ভস্ম করিয়াও ফেলে সেও শ্রেয়ঃ, তথাপি শাক্য কন্যা হীন অঙ্কাশ্রয়ী হইবে না। বিশেষ সে কন্যা যখন এ গৃহের ভবিষ্যৎ বধূ এবং এই গৃহেরই দৌহিত্রী।"

কিন্তু সুরজিৎ এবং অমিতার অদৃষ্ট! রাজা শুদ্ধোদনের এ সমুচিত ক্রোধাগ্নি অন্তঃপুরের শীতল কক্ষে প্রবেশ মাত্রে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। মহিষী লীলাবতী তাঁহার বৃদ্ধ এবং অর্ব্বাচীন স্বামীকে শীঘ্রই সমীচীন যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন, কোথাকার কোন এক দূর কুটুম্বের জন্য আপনার এবং রাজত্বের সর্ব্বনাশ সাধনে অগ্রসর হওয়া বিজ্ঞোচিত কার্য্য নহে। ক্ষুদ্র বল লইয়া তাঁহাদের কোশল-সম্রাটের প্রচণ্ড বিক্রম সহ্য করিতে যাওয়ায়, প্রবল জাহ্নবী তরঙ্গে বাধা দিয়া ঐরাবতের অবস্থা প্রাপ্তি ব্যতীত অপর কোন ফলই সম্ভবে না। এই বাতুল চেষ্টা, ও সেই

ওই অলক্ষণা কন্যাটিকেও ত্যাগ করাই এস্থলে প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য।

শাক্যপ্রধানগণের মধ্যে ঐক্যমত্যতা ধর্ম্ম সম্বন্ধ লইয়া পূর্ব্ব হইতেই শিথিল হইয়াছিল। এক্ষণেও পরস্পরে মত মিলিল না। এক দল কুল-মর্য্যাদা রক্ষার সপক্ষ এবং অপরে আত্মরক্ষারই পক্ষ গ্রহণ করিলেন। শাক্যপতি মহানাম বৃদ্ধ অক্ষম; বিশেষতঃ ইদানীং তিনি সংসারের বহির্ভূত থাকিয়া নবধর্ম্মের সাধনায় চিত্ত নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবেই বা কে?

দেবগড়ের দূত এই সংবাদই বহন করিয়া আনিল। অধিকন্তু রাজ-মহিষী স্বয়ং দাসী দ্বারা সে দূতকে বলিয়া দিলেন, যে,—যে উচ্চবংশজাত ক্ষত্রিয় সন্তান আপনার স্ত্রী কন্যার মান সম্ভ্রম রক্ষায় অসমর্থ, তাহার কন্যা কোন শাক্য শাসনকর্ত্তার গৃহে স্থান পাইবার যোগ্যা নহে। বসন্ত তেমন অক্ষম পিতার অধমা কন্যাকে বিবাহে ঘৃণা বোধ না করে তো সে অবশ্য বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার পিতা নিজের উচ্চ মস্তক অবনত করিয়া হীনজনের হেয়া কন্যা গৃহে আনয়নার্থ স্বকুলের উৎসাদন করিতে সমর্থ হইবে না।

এই একমাত্র শেষ আশা ভঙ্গে সুরজিৎ অধোমুখে বসিয়া পড়িলেন। ইতঃপূর্ব্বেই শ্রাবস্তি হইতে প্রত্যুত্তর আসিয়াছিল,—পুত্রের ঈপ্সিতা কন্যা, বিশেষ যখন বংশে শাক্য-কন্যা আনয়ন ব্যতীত সকল বৌদ্ধ-ভিক্ষু সম্রাট্ গৃহে অন্নগ্রহণে অনিচ্ছুক, তখন এ কন্যা ত্যাগ করা সম্ভব নহে। কপিলা-বস্তু রাজগৃহে এমন সর্ব্বসুলক্ষণা সুরূপা কুমারী এক্ষণে বর্ত্তমান নাই, এ সংবাদ বিশেষজ্ঞের নিকট হইতেই জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। সেই হেতু এক্ষেত্রে কোশলাধিপ সম্পূর্ণই নিরুপায়। যাহা হৌক সুরজিৎ যেন অবিলম্বে বিবাহোৎসবায়োজনে যত্ন লয়েন। এ স্থলে বলাই বাহুল্য যে [illegible]ার সহিত ধনরত্নাদি পাঠান অনাবশ্যক, কারণ যে গৃহে সে আসিতেছে,

তথায় পদ্মরাগ ও ইন্দ্রনীলের আসনে সর্ব্বদা পাদপীঠ করা হইয়া থাকে। কেবল মাত্র এইরূপ আদেশ করা যাইতেছে যে, কন্যার প্রিয় সঙ্গিনীগণকে যেন কন্যার সহিত অবশ্য অবশ্য পাঠান হয়। এরূপ না হইলে হয় ত বালিকা বন্ধুবিচ্ছেদে কাতরা হইবে। অতি শীঘ্রই অর্দ্ধ অক্ষৌহিণী সেনা সহিত রাজ প্রতিনিধি কন্যা আনয়নার্থ দেবদহ যাত্রা করিবে। তবে তাহার বিপুল ব্যয় ভার ক্ষুদ্র দেবগড়কে বহন করিতে হইবে না। তাহারা পুরীর বাহিরে থাকিয়া কেবল কোশলের ভবিষ্যৎ যুবরাজ্ঞীর গৌরবজনক বিবাহ যাত্রার শোভা সংবর্দ্ধন করিয়া ফিরিয়া আসিবে মাত্র। কন্যার মাতামহ কপিলাবস্তুপতি মহানামকেও যেন সে সময় নিমন্ত্রণ করা হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

The full moon cheers
The vale of tears
The eclipse comes
The gloom appears.

— *Unknown.*

কথাটা যখন প্রচার হইল তখন রাজসভা হইতে ভিখারী কুটীর কোনখানেই ইহার রটনা বাকি রহিল না, তা কন্যান্তঃপুরেই বা অধিক-ক্ষণ গোপন থাকে কেমন করিয়া? আগত বিবাহোৎসবের জন্য সখীরা বড় বিচিত্র কারুকার্য্যের বাহার খুলিয়া কাষ্ঠময় আসনের উপর আলিম্পন কার্য্য করিতেছিল। শুক্লা ছিল তাহাদের মধ্যে অগ্রণী। আজকাল সখীর বিবাহোদ্যোগে পড়িয়া আবার সে যেন সেই পূর্ব্বেরই শুক্লা হইয়া উঠিয়াছিল। রঙ্গে রহস্যে হাস্যে এবং কর্ম্মে সে কয়দিনের অনাগ্রহে

ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে ত্রুটি মাত্রও করে নাই। তাহাকে পূর্ব্ব-ভাবাপন্না দেখিয়া অমিতার আনন্দও যেন মাত্রাতিক্রম করিয়া উঠিতেছিল। সে কুমারীজনোচিত লজ্জায় আরক্ত হইয়াও মধ্যে মধ্যে হৃদয়ভরা আনন্দের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া সেই গোপন আনন্দ ঈষৎ মাত্রায় ব্যক্ত করিয়া ফেলিতেছিল। পাত্র যখন কানায় কানায় ভরা থাকে তখন সামান্য বায়ুস্পর্শেও যে তাহা উথলিয়া উঠে।

একদিন কারুকর্ম্ম নিরতা শুক্লাকে কার্য্য হইতে টানিয়া আনিয়া দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অমিতা বলিল,—"তুই আমার সঙ্গে যাবি তো শু ?"

শুক্লাও কয়দিন হইতে এই কথাটাই ভাবিতেছিল। ভাবিয়া ভাবিয়া সে নিজের নিকট যে উত্তর পাইয়াছিল তাহা অমিতার প্রশ্নের বড় অনুকূল নয়। এই প্রেমপরিপূর্ণচিত্তা বাল্যসখীর সাদর নিমন্ত্রণের বিরুদ্ধে তাই সহসা সে কথা সে তাহার মুখের উপর ফুটাইতে পারিল না। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া নীরবেই তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইল। ইহার অপেক্ষা বেশী স্পষ্ট করিয়া কোন কথা শুক্লার নিকট হইতে পাইবার আবশ্যক করে না। এতবড় একটা সমস্যায় সে যখন এমন স্থির রহিল, তখনই প্রমাণ হইয়া গেল যে, তাহার নিজের মনে একটা কোন সংকল্প স্থির হইয়াই গিয়াছে এবং এটাও বেশ নিশ্চিত যে অমিতার আবেদনের সেটা সপক্ষ নয়। সে ব্যথা বিজড়িত নেত্র সুধীরে তুলিয়া তাহার মুখে ব্যাকুল ভাবে স্থাপন করিল,—"কেন যাবিনে ভাই ?"

শুক্লার চোখে মুখে একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্য ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু সচেষ্টায় সেটাকে সরাইয়া ফেলিয়া সে হাসিয়াই উত্তর করিল,— "কেন যাব, তাই বল ? তোর বিয়ে হবে, বর হবে, আমি কি চিরদিনই তোর বরের সঙ্গে ঘর করবো ? আমার বুঝি কিছুই হবে না ?"

শুক্লার যুক্তি শুনিয়া রাজকন্যা অশ্রুভরা নেত্রেই হাসিয়া ফেলিল,

হাসিয়া কহিল,—"তাই তো, বরের ভাবনায় শুকিয়ে গেলি যে! সে হ'লেও তো বুঝতাম। তাই বা নিতে চাস কই?"

শুক্লা আবার হাসিল, কিন্তু এবারকার তাহার সে হাসিতে আনন্দের কণামাত্র ছিল না, তাহা বর্ষার ঘনান্ধকার রাত্রে বিদ্যুদালোকের ন্যায় অচিরস্থায়ী ও তেমনি আঁধারবর্দ্ধনকারী। শুক্লা কহিল,—"তোমার সুখ দেখেই আমি সুখী হবো, আমার মনে স্বতন্ত্র সুখের বিন্দুমাত্র কামনা নাই। তবে আজ তোমায় সব কথাই স্পষ্ট করে বলি তুমি জান, এ পৃথিবীর সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তা খুব সুখের সম্বন্ধ নয়। আমার যা সুখ তা কেবল মাত্র তোমরা। তোমায় ছাড়িলে আমার জীবনের সারাংশকেই ত্যাগ করিতে হইবে তাও আমি জানি, কিন্তু কি করিব, অমিতা! আমার পক্ষে এ আশ্রয়—এই দেবগড়ের অঙ্কাশ্রয় ত্যাগ করা যে অসম্ভব!"

যে স্বরে শুক্লা এই কথাগুলি উচ্চারণ করিল, সত্য ও ঐকান্তিকতায় তাহা যেন পবিত্র শপথের ন্যায় গভীর ও গম্ভীর শুনাইল। অমিতার হৃদয়-স্থিত সমস্ত মিনতি ও অভিমানাশ্রু ইহার এতটুকু স্পর্শে সূর্য্যকিরণস্পর্শে হিমকণার ন্যায় নিমেষে যেন শিহরিয়া মরিয়া গেল। সে ঈষৎ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনের মধ্যে একটা সাভিমান প্রশ্ন জাগিলেও তাহা সে ভরসা করিয়া আর মুখে ফুটিতে দিল না।

কিন্তু এ বালিকা এতবড় আত্মদমন করিলেও তাহার অন্তরের সে জিজ্ঞাসা বুঝিতে জিজ্ঞাসিতার বিলম্ব ঘটে নাই। সে নিকটস্থ আসনে বসিয়া পড়িয়া সখীকে নিজের কোলের কাছে টানিয়া আনিল আবার তাহাকে নিজের কণ্ঠলগ্ন বক্ষলীন করিয়া তাহার কেশগুচ্ছ লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে স্নেহকোমল ধীর স্বরে কহিল,—"জিজ্ঞাসা করিবে যে, 'কেন?' কিন্তু মিনতি করি, এ প্রশ্ন তুমি আমায় করিও না অমিতা, আমি হয়তো এর প্রকৃত উত্তর তোমায় দিতে পারি-

না। 'কেন'—কেমন করিয়া বলিব 'কেন'? আমার মনে প্রাণে শরীরে অস্থিতে মজ্জায় কি যে এক অচ্ছেদ্য আকর্ষণ আমি আমাদের এই দেবগড়ের প্রতি অনুভব করি, এর এই গগনস্পর্শী ধবল চূড়ায় উড্ডীয়মান শ্বেত পতাকা হইতে এর পথের ঐ তপ্ত ধূসর ধূলিকণাটুকুও আমার নিকট তীর্থ স্বরূপ পবিত্র ও প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম। ওদের সঙ্গে বিচ্ছেদ সম্ভাবনা আমার নিকট দেহের সহিত প্রাণবায়ুর বিচ্ছেদ অপেক্ষা বিন্দু মাত্র ভিন্ন নয়। আমি এই দেবগড়ের আশ্রয়, মহারাজ ও রাণীমার চরণ-সেবা ত্যাগ করে এমন কি তোমারও সঙ্গ কামনা করি না। এইতেই বুঝিয়া দেখ, আর অধিক কি বলিব? তুমি আমায় হয় ত অকৃতজ্ঞা বলিবে, তোমার প্রতি আমার স্নেহাভাব দেখিতে পাইবে, কিন্তু আমার আর কোন উপায় নাই, রাজকুমারী! আমি যথার্থই বলছি, তোমার ভালবাসা আমার স্বর্গ,—কিন্তু এই দেবগড়ের কোল এবং রাজা ও রাণীর স্নেহ আমার মোক্ষ। কেন? হয় তো এ অনাথার অতুলনীয় প্রাপ্তিজনিত তাঁদের 'পরে কৃতজ্ঞতা, হয় ত বা তাঁহাদের অপূরণীয় ক্ষতির জীবনব্যাপী মহাগ্লানি, আর হয় ত জন্মজন্মান্তরজাত আরও কোন সূক্ষ্মতর আকর্ষণের অত্যন্ত তীব্রতর অনুভূতি। কি, তা' জানি না, শুধু আমি এ দেশ, এই প্রাসাদ, এই বাপ মা ছাড়িয়া কোথাও যাইব না, এইটুকুই জানি! এই রাপ্তি তীরেই আমার শেষ শয্যা বিছাইতে হইবে। যদি মরণের পরও কিছু থাকে তখনও ইঁহাদের মঙ্গল কামনা ভুলিতে পারিব না। আমার জীবন-মরণে অন্য কোন ব্রত আমার নাই—আমায় তুই ক্ষমা করিস্, ভাই!"

অমিতা সব কথা শুনিল, শুনিতে শুনিতে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মন যেন তাহার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভরিয়া উঠিতেছিল। সে যে তাহাদের অনেকখানি [redacted]সে একথা সে চিরদিনই জানিত কিন্তু তাহার সে ভালবাসা

যে কতখানি গভীর, কত বড় বিশাল, ইহা সে যেন ইতঃপূর্ব্বে ধারণায়ও আনিতে পারে নাই, আজও বুঝি তেমন করিয়া পারিল না। মা বাপের প্রতি, জন্মভূমির উপর আকর্ষণ, সে কোন মেয়েরই বা না থাকে? সকলেই স্বামীগৃহে যাইবার কালে কাঁদিয়াই যায়। কিন্তু যায়ও ত সকলে—আবার গিয়াও তথায় হাসে খেলে, নূতন করিয়া সংসার পাতে। কিন্তু শুক্লার এ যে কি প্রচণ্ড বেগশালী মহা আকর্ষণ! কি অপরিসীম ত্যাগ! ইহ পরজীবনের, স্বর্গ মোক্ষের দ্বার শুদ্ধ নিজের হাতে রুদ্ধ করিয়া সে শুধু এইখানের মাটিকেই পূজা করিতে চাহে! আর চাহে তাহারই পিতামাতার চরণ-সেবা করিতে! সে নিজে তাহার সেই পিতামাতাকে ছাড়িয়া যাইতে ব্যথিত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি ছাড়িয়া যাইবে না এ কথা কই এক দিনের জন্যও ত মনে করে নাই? শুক্লার বক্ষে মুখ রাখিয়া অপরাধী ভাবে কহিল,—"আমায় ক্ষমা করো, শু।"

শুক্লার মুখে হাসি ছিল না। তাহার শুভ্রমুখে কি যেন একটা উজ্জ্বলতর দীপ্তি ফুটিয়া তাহা সহাস্য মুখের চেয়েও সমধিক সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছিল। মনে তাহার তখন যেন কোন ভার বোধ মাত্র নাই। উদার প্রকৃতির মত তাহারও অন্তরে বাহিরে একটা সুপ্রসন্ন উদারতার হাওয়া বহিয়া যাইতেছিল। সে দুই হাতে রাজকন্যার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া গভীর স্নেহে সেই ফুটন্ত ফুলের মত অতি সুন্দর অত্যন্ত সরল মুখে চুম্বন করিল, যেন জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর প্রীতি পরিপূর্ণ আশীর্ব্বাদের সহিত তাহার মাথায় হাত রাখিয়া স্নিগ্ধ স্বরে কহিল,—"তুমি সুখী হয়ো রাজকুমারী! তোমার স্মৃতি আমার জীবনের সর্ব্বোত্তম সুখ স্বপ্ন। তোমার ভালবাসা আমার ইহ জীবনের অবলম্বন। আমি জানি তুমি তোমার স্বামী সন্তান পরিবৃত সুখের সংসারেও তোমার এই দুর্ভাগিনী বাল্যসখীকে বিস্মৃত হইবে না। আর আমি—আমার সম্মুখে তো

চিরদিনই আমাদের এই সহস্র স্মৃতি পরিপূর্ণ গৃহ উদ্যান কাননভূমি আত্মীয়জন তোমার স্মৃতি আমার চিত্তে অমর করিয়া রাখিবে। কিন্তু এ গৃহের বাহিরে আমাদের কোন দিন সাক্ষাতের আর ভরসা নাই। আমি এ জীবনে এই দেবগড়ের বাহিরে যাইব না এই আমার সঙ্কল্প। এই রাপ্তি-রোহিণী সঙ্গমের মহাতীর্থ ই আমার,—কিন্তু এখন এ সব কথা আর না; এসো আমরা তোমার বিবাহ সজ্জা ঠিক করিয়া রাখি।"

শুক্লা সঙ্গে যাইবে না শুনিয়া অমিতার মন কতকটা নিরুদ্যম হইয়া গেলেও, সে যে তাহার পরিবর্ত্তে তাহার নিঃসঙ্গ পিতামাতাকে তাঁহাপেক্ষাও সেবা যত্নে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবে একথা মনে করিয়া সে এক দিকে অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছিল। তথাপি মন যেন এ ত্যাগ সহ্য করিতে চাহিতেছিল না।—উঠিয়া বসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণেও তো কপিলাবস্তু যাবি ভাই?"

"সে তখন দেখা যাবে। তোর ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিব কেমন", এই বলিয়া শুক্লা হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "আমার জন্যই তোর সর্ব্বদা ভয় ভাবনা। আঃ এক'টা দিন গেলে তবু আর এক-জন ভাবিবার লোক পেয়ে তুই আমার ভাবনা ছেড়ে তবু বাঁচিবি;—এই একটা আপদ জুটিয়াছে—কি লবঙ্গিকা, কি খবর রে? অত ব্যস্ত ভাব কেন?—মহীরাম আবার কোথাও ক'নের সন্ধানে বেরিয়েছে না কি? সতীন তৌর না করিয়া সে ছাড়িবে না দেখিতেছি!"

লবঙ্গিকা দ্বার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"যুবরাজ তোমাদের খুঁজিতেছিলেন। সতীনের ভাবনা এখন তুলিয়া রাখ। আমি তাঁকে সঙ্গে করে এনেছি, এই যে তিনি—"

কুমার বসন্তশ্রীর এমন অতর্কিত আগমনে যথেষ্ট বিস্ময়ের কারণ থাকিলেও, কেহ ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিল না। অমিতার বক্ষ এই অতর্কিত সংবাদে সঘনে স্পন্দিত হইতেছিল, তাঁহার মুখখানি

অকস্মাৎ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। একি আনন্দ! তাহার প্রিয়তম তাহাকে চক্ষের অন্তরালে রাখা সহিতে পারেন না। তিনি আপনি খুঁজিয়া তাহাকে যখন তখন দেখিতে আসিতেছেন। এই ক্ষুদ্র জীবনে এর চেয়ে আর কোন্ নারীর পক্ষে কি ঈপ্সিত থাকিতে পারে?

শুক্লা সহাস্যমুখে অগ্রসর হইয়া যুবরাজের সম্বর্দ্ধনা করিতে গেল, প্রথম সাক্ষাতেই কহিল,—"একবার অকাল বসন্তাগমে তপোবনে মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, সে কথা স্মরণ আছে তো? আজ আবার এই কুমারী কাননে এ অকাল বসন্তাগম কি হেতু যুবরাজ? অনঙ্গ তো আজ অঙ্গহীন,—তাই ভয় হয় না জানি এবার কার অঙ্গে হর কোপাগ্নি পতিত হবে!"

যুবরাজের পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী সখীজনেরা এ কৌতুকে যোগ দিয়া উচ্চ হাস্য করিল। কেহ বলিল,—'তুমি কি জানো না বসন্তোদয়েই যে নিরঙ্গ অনঙ্গ আবার তার দগ্ধ অঙ্গ ফিরে পেয়েছেন!'—কেহ বলিল,—'এবার বোধ করি তোমার উপরই চোট পড়িবে, কেননা তোমার অর্দ্ধাঙ্গ তো সেবার ভস্মীভূত এবার অন্যার্দ্ধও শেষ হইবে।'

কিন্তু যুবরাজের অকাল জলদোদয় তুল্য মুখকান্তি এসকল রহস্য বাণীতে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না। তিনি গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া আসন পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন না, দাঁড়াইয়া থাকিয়াই অমিতার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"রাজকুমারী! আমি আপনার নিকট একটি সুসংবাদ আনিয়াছি। আপনি যে 'দেবতুল্য' 'নিঃস্বার্থ' উপকারক যুবার সন্ধানে ব্যাকুল হয়েছিলেন, তিনি তাঁর উপকারের মূল্য গ্রহণ করতে উপস্থিত হয়েছেন। এখন আপনার কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিতে অগ্রসর হোন।"

বসন্তশ্রীর চক্ষে নগ্ন তীব্র দীপ্তি ও কণ্ঠে অতি তীক্ষ্ণ জ্বালা একপ্রকার মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইতেছিল, সে দৃষ্টি ও স্বর শুক্লার হৃদয়শোণিতে শিহরণ ও অপর সখীজনের চিত্তে বিস্ময় আনয়ন করিল। কিন্তু একান্ত সরল-

চিত্তা সংসার ও মানবচরিত্রে অনভিজ্ঞা অমিতার অন্তঃকরণে সেই সুস্পষ্ট বিদ্বেষ কথা সন্দেহের আঘাতমাত্রও লাগাইল না। সে তৎক্ষণাৎ সানন্দে অগ্রসর হইয়া আসিয়া উৎফুল্ল মুখে কহিয়া উঠিল,—"আঃ এসেছেন! কোথায় তিনি? তাঁকে আমার অদেয় কিছুই নাই।"

বসন্তশ্রীর কমনীয়শ্রী এক মুহূর্ত্তেই বিকৃত হইয়া গেল। তাঁহার রোষ-পাণ্ডু মুখে দুই নেত্র মুহূর্ত্তে হরনেত্রেরই ন্যায় অগ্নিবর্ষণ করিয়া ঝকিয়া উঠিল। পাংশু অধর ভেদ করিয়া একটা অর্থহীন অথবা বিদ্বেষ জ্বালায় উন্মাদবৎ তীক্ষ্ণ কঠোর উচ্চহাস্য ঝটিকার ন্যায় তীব্রবেগে ছুটিয়া বাহিরে আসিল। সেই সঙ্গে বজ্রশব্দে উচ্চারিত হইল,—"তিনিও সে সংবাদে অজ্ঞ নহেন। কোশল-সম্রাট্-পুত্র জানিয়া বুঝিয়াই সেই কৃতজ্ঞতার মূল্যে আপনাকে বিকাইয়া দিয়াছেন মাত্র, কিছুমাত্র অসঙ্গত দাবী করেন নাই। দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি আজ এখানে উপস্থিত হন নাই বটে কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে আমরা বর সজ্জায় সজ্জিত ও বিবাহ-মণ্ডপে দেখিবার আশা ও গৌরব অনুভব করিতেছি। তিনি শ্রাবস্তি যুবরাজ পুষ্পমিত্র।"—

এই কথা বলিয়াই যুবরাজ বসন্তশ্রী কোনদিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে অমিতার চক্ষের সম্মুখে সেই রৌদ্র করোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরের সমুদয় ঔজ্জ্বল্য অকস্মাৎ অমাবস্যা রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। সুন্দর সানন্দ ভবিষ্যৎ সেই অন্ধকারের অসীম অতলে এক মুহূর্ত্তের ভিতরেই কোথায় যে তলাইয়া গেল তাহার ঠিকানা মাত্র রহিল না। প্রাণহীনবৎ পাংশু মুখগুলা পরস্পরের দিকে স্তম্ভিত দৃষ্টিপাত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কাহারও মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি পর্য্যন্ত হইল না। অকস্মাৎ কোন প্রেতযোনি যদি আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া যায়, অথবা বিনামেঘে আকাশ হইতে বজ্র খসিয়া পড়ে, তথাপি লোকে এত বিহ্বল হয় না।

যখন প্রথম কয় মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল, ভাবহীন নেত্রগুলিতে ভয় চিন্তা ও ঘৃণার লেখা সুস্পষ্ট হইতে আরম্ভ করিল, তখন রক্তহীন শুভ্রমুখ শুক্লার বক্ষে লুকাইয়া ফেলিয়া আমিতা ডাকিল,—"শু !"

শুক্লার মুখে অন্তর্ভেদী ব্যথা ব্যক্ত হইল। কি করুণ কি হতাশ সে স্বর ! যে দুঃখ কেমন কখন তা জানিত না তার কণ্ঠে অকস্মাৎ আজ এই একটি মুহূর্ত্তের মধ্যেই এ'কি অন্তহীন দুঃখের আশাহীন উদ্‌ভ্রান্ত স্বর ! সে যেন নিজের বুক দিয়া তাহার সেই আসন্ন বজ্রাঘাতকে ঠেলিয়া ফেলিতে চাহিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে নিজের হৃদয়ে টানিয়া স্নেহ কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল,—"দিদি,—রাজকুমারী !"

"আমার বুঝি সব শেষ হয়ে গ্যাল শু ! তোমার অমিতারও আজ তা হলে মরণ হলো ভাই ! আর বেঁচে থাকবার মত কোন ভরসাই যে আমি দেখতে পাচ্ছি নে।"

কেহ কোন সান্ত্বনাবাণী শুনাইতে পারিল না। এই সংসার জ্ঞান-হীনা আনন্দময়ী বালিকা যে কথা বুঝিয়া ক্ষণমাত্রেই সংসারের পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সে ভীষণ তত্ত্ব বুঝিতে অপরের কতটুকু সময় লাগে ? সকলেই বুঝিতেছিল এই মর্ম্মান্তিক বিলাপবাণী তাহার মুখ দিয়া আজ বড় সত্য তত্ত্বই প্রচার করিয়াছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

There's sigh to those who love me,
And smile to those who hate,
And whatever sky's above me,
Here's a heart for every fate.

—*Byron.*

দেবগড় হইতে দূত ফিরিয়া আসিল আবার গেল। কোশল-সৈন্যসহ রাজপ্রতিনিধি প্রেরিত হইতেছে, কন্যা এবং তাঁহার সমুদয় সহচরীবৃন্দই যেন রাজপ্রতিনিধি সহ অবিলম্বে শ্রাবস্তি-প্রাসাদে প্রেরিতা হয়েন—এই মর্ম্মেই দ্বিতীয় পত্রে: দৃঢ় অনুজ্ঞা বিঘোষিত হইয়াছিল। কপিলাবস্তুর ক্ষুদ্রতম সামন্তপুত্র হইতে কোশলাধিপের আশ্রিতবর্গের কোন ভয়ের কারণ নাই,—এ কথাও সে পত্রে জানাইতে ত্রুটি হয় নাই।

ইত্যবসরে শ্রাবস্তি প্রাসাদে স্বয়ম্বর সভার আয়োজনে গভীর আগ্রহ ও আনন্দোৎসবের সমাবেশ হইয়া উঠিতে লাগিল। সভাগৃহের সম্মুখবর্ত্তী সুবিশাল পাষাণচত্বরে দ্বিতীয় খাণ্ডব সভাতুল্য এক অপূর্ব্ব-দর্শন সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত রজত স্বর্ণ মণিমাণিক্যে উজ্জ্বল আসন সকল সেই হর্ম্ম্যমধ্যে রক্ষিত হইল। স্থানে স্থানে কৃত্রিম প্রস্রবণ সকল গন্ধবারি বর্ষণে পুষ্পগুচ্ছের সুরভি-ভারাক্রান্ত চামরবীজিত বায়ুকেও পরাভব করিয়া নিজের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। এই সভা-মণ্ডপের মধ্যস্থ পটগৃহের চারিপার্শ্বে স্থানে স্থানে বিশ্রাম কুঞ্জ সকল বিবিধ লতাপত্র দ্বারা রচিত হইয়াছিল। সেই সকলের মধ্যে মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ নানা জাতীয় পক্ষিগণ গান করিতেছে, গৃহপালিত মৃগযূথ সকল ভ্রমণ

করিতেছে, বীণাবাদিনী সুন্দরীগণ যন্ত্রসহযোগে মধুর সঙ্গীতে শ্রোতাগণের মনপ্রাণ বিমোহিত করিয়া তুলিতেছে। সর্ব্বত্র ভরিয়া যেন রূপের রসের গন্ধের ও সুরের তরঙ্গ উঠিতেছে।

এই সমুদয় আয়োজনের ভার অম্বরীষ নিজেই লইয়াছিল। তাহার চেষ্টা যত্ন ও রুচি তাহার প্রতি রাজার প্রশংসাপূর্ণ সৌহার্দ্দ ক্রমে বর্দ্ধিতই করিতেছিল, কোথাও অসন্তোষবহ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্র জন্মিতে পারে নাই।

স্বয়ম্বর সভায় অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র কোশল ও কোশল-শাসনাধীন প্রদেশের রাজা মহা সামন্ত বা প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিবর্গই নয়, কোশলের সহিত সম্বন্ধশূন্য অন্যান্য রাজন্যবর্গও এই স্বয়ম্বর সমাজে আমন্ত্রিত হইয়া ইহার শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। মগধরাজ অজাতশত্রু, কুশীনগর ও পাবার মল্লরাজগণ, মথুরাপুরী রাজপুত্র, কাশীরাজ, অবন্তীরাজ প্রভৃতি অমিততেজা পুরন্দর তুল্য ঐশ্বর্য্য ও শক্তি সম্পন্ন নরপতি বৃন্দের সমাবেশে সেই স্বয়ম্বর সভা ইন্দ্রসভা সমতুল্য রূপ ধারণ করিয়াছিল।

যথাকালে বৈতালিকগণ প্রথমে কোশলপতির ও পরে পরে প্রধান প্রধান ভূপতিবৃন্দের যশোকীর্ত্তন করিলে, কবি ও ভট্টগণ সুললিত শ্লোক ছন্দে নান্দী ও মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত করিল। কোশলেশ্বর মণ্ডলেশ্বররূপে সকলের মধ্যভাগে সূর্য্যদীপ্ত মুকুট ধারণ করিয়া গ্রহরাজরূপে শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহার দক্ষিণে যুবরাজ পুষ্পমিত্র বামে কনিষ্ঠ কুমার সাগরসন্তোলিত। অপর সকলে যে যাহার পদমর্য্যাদানুসারে স্বর্ণছত্র সিংহাসনে রাজগণ এবং মহা সামন্ত বা অমাত্যবর্গ রজতাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর ন্যায় কোশলেশ্বরের চতুর্দ্দিক সুশোভিত করিতেছিল। চামরব্যজন নিরতা সুদর্শনা কিঙ্করীগণের অলঙ্কারশিঞ্জন রব এবং নৃত্যকারিণী নর্ত্তকীবৃন্দের সুস্বর সঙ্গীত ও বাদ্যকরগণের বিচিত্র তাললয়যুক্ত

বাদ্যবাদনের সহিত এক অপূর্ব্বশ্রুত মধুর শব্দ লহরীর সৃষ্টি করিয়াছিল। পুষ্পে মাল্যে গন্ধবারিতে দিক আমোদিত হইয়া উঠিতেছিল।

অপরাহ্নের রক্তরাগে রঞ্জিতাননা রক্তবাসধারিণী সুগন্ধি মাল্যধৃতকরা বৈশালী-রাজকুমারীর আবির্ভাবকে সেখানে উপস্থিত বিবাহার্থিগণ বিস্ময় কৌতূহলে নিরীক্ষণ করিয়া কেহই হতাশা অনুভব করিল না। কোশল-পতিও সেই লজ্জা বিষাদ ম্রিয়মাণা গভীর অপমানিত বেদনায় আধিক্লিষ্টা কুমারীর প্রতি নেত্রপাত করিয়া মনে মনে নবীন মহাসেনানায়ক অম্বরীষের রুচিকে ততদূর প্রশংসা করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, তিনি হইলে কোন কারণেই এ দান প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইতেন না।

বৈশাখী গগনের ঘনমেঘমণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তিনী তড়িল্লতা সম আগুল্ফ-লম্বিত সুপ্রচুর কৃষ্ণকেশ মধ্যবর্ত্তী এই যে বিদ্যুদুজ্জ্বল দেহলতা এর মধ্যে যেন কোথাও একটু দাহশক্তির লেশও ছিল না। শুধু সেই রূপ সেই আলো, অথচ জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ কোমল, নয়নানন্দকর হৃদয়স্নিগ্ধকারী। কোশলেশ্বর মনে মনে বিচার করিয়া ভাবিলেন,—বোধ করি এ কন্যা কোশলেশ্বরী হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, উহার নিয়তি কে রোধ করিবে?

বেত্রধারিণী কঞ্চুকী সর্ব্বাগ্রে কোশলাধিপতির সম্মুখে বিবাহার্থিনীকে উপস্থিত করিয়া কহিল,—"দেবী! এই যে ত্রিদিব সিংহাসন সমতুল্য দিব্যাসনে ইন্দ্রতুল্য পুরুষবরকে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাইতেছেন, ইনিই মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডসম দীপ্তিশালী ও শারদচন্দ্রমার ন্যায় করুণাকিরণবর্ষী শত্রুদমন মিত্র-পালক রাজরাজচক্রবর্ত্তী পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ কোশলেশ্বর বিরূঢ়কদেব। ইঁহার শাসনভয়ে ভীতা হইয়া সসাগরা বসুমতী স্বয়ং ইঁহার দাসীত্বে আত্মসমর্পণ করিয়া ইদানীং অপর সকল ক্ষুদ্রভয় হইতে রক্ষিতা হইয়াছেন। এই মহানুভবকে আশ্রয় করিলে অপর কোন দেবতাকেও আপনার ভজনা করিবার প্রয়োজন হইবে না। যেহেতু

দেবগণ সকলেই এই দেবরাজ সম ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন মহীপতির সহিত সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ। ইহার প্রমাণ দেখুন,—ইঁহার রাজ্যে পর্জ্জন্যদেব যথাকালে মেঘ ও বর্ষণদ্বারা শস্য সকল উৎপাদনে সহায়তা করিয়া থাকেন। অগ্নিদেব সর্ব্বভুক্ হইলেও কখন এই নরপতির রাজ্যসীমায় কোন উপদ্রব করেন না। চিরচপলা লক্ষ্মীদেবী ইঁহার নিকট আপনার চির স্বাধীনতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এখানের রাজপুরে অচলা হইয়া আছেন। অধিক আর কি বলিব—এই রাবণারি তুল্য নরপতির কণ্ঠে মাল্যদান করিতে স্বর্গাধিষ্ঠাত্রী শচীদেবীও মনে মনে কামনা করিয়া থাকেন।"

সুদক্ষিণা দুই নতনেত্র ঈষৎ উন্নমিত করিয়া বারেকের জন্য এই 'ইন্দ্রাণীকাঙ্ক্ষিত' মহারাজাধিরাজকে দেখিল, তারপর রাজরাজেন্দ্রাণীর ন্যায় ধীরমৃদুগমনে তাঁহার সান্নিধ্য ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। কোশলেশ্বরের তাম্রমুখ অন্তরের ঈর্ষা ও অপমানের তাপে প্রভাতসূর্য্যের অরুণিমা লাভ করিল। কিন্তু এই অবহেলার দণ্ড নিজেরই স্বেচ্ছাকৃত স্বাধীনতা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিতে যাওয়াটা নিতান্ত অশোভন হইবে বলিয়া সময়ের প্রতীক্ষায় সে সময়ে নীরব রহিলেন।

বিবাহের বর কোন্ দেশেই বা সাজ সজ্জায় মনোযোগী না হয়? বিশেষ যে সব সমাজে বর ও কন্যাকে পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া পণ্যের ন্যায় লাভ করিতে হইবে সেখানের ত কথাই নাই। কোন্ দোকানদার নিজের দোকানের বাসনগুলি মাজিয়া ঝলকাইয়া না তোলে? মহারাজা যুবরাজ রাজকুমারগণ মহানায়ক মহাসামন্ত সেনাপতি সকলেই আজ তাঁহাদের যত্নলালিত রূপকে অধিকতর উজ্জ্বল ও নারীমনোহর করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়া ছিলেন, তাঁহাদের মস্তকের অতি যত্নে সজ্জিত দীর্ঘ কেশগুচ্ছের কুঞ্চনের উপর মণিময় মুকুট হইতে পদের রত্ন-পাদুকা পর্য্যন্ত এই প্রচেষ্টার চাক্ষুষ প্রমাণ হইয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ চারিদিকের রূপের লহর দেখিয়া নিজের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে বিশ্বাস

হারাইয়া ক্ষুদ্র কনক মুকুরে আপনার মুখ প্রতিবিম্ব গোপনে দর্শন করিতেছিলেন। কেহ রেশম বস্ত্রে পুনঃপুনঃ মুখ ঘর্ষণ করিয়া বয়োধর্ম্মের কুঞ্চনকে প্রশমিত করিতে চাহিতেছিলেন। কন্যা যাহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে অমনি তাঁহার বক্ষে সংশয়ও আবেগের তুফান উঠিয়া প্রায় শ্বাসরোধ করিয়া দেয়, আবার যেই একটি মাত্র ক্ষুদ্র কটাক্ষে তাঁহাদের আপাদ মস্তকের প্রসাধন ও কঞ্চুকীর মুখনিঃসৃত তাঁহাদের সকল যথার্থ ও কল্পনা কুশলতা দ্বারা রচিত যশোমাল্যের শুভ্র ও অম্লান কুসুমকে তুচ্ছ ও ম্লান করিয়া দিয়া বিবাহার্থিনী গজেন্দ্রগমনে স্থানান্তরে চলিয়া যায়, অমনি ক্ষোভে অপমানে অভিমানে তাঁহাদের সেই রুদ্ধ প্রায় শোণিত স্রোত বক্ষের মধ্য দিয়া সবেগে অগ্নিকণা ছড়াইয়া মস্তকে উত্থিত হইতে থাকে। স্বয়ম্বর সভায় প্রত্যাখ্যানের অপমান ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সমরাঙ্গনে পরাভব অপেক্ষা কোন অংশে অল্প নয়। সেখানে তবু শুদ্ধমাত্র বাহুবলের পরীক্ষা, আর এ পরীক্ষা যে তাঁহাদের রূপ যৌবন যশ ঐশ্বর্য্যের; তাঁহাদের নিজেদের নিজস্বের!

কেবল একমাত্র কোশল সেনাপতিই আজিকার এই সৌন্দর্য্য পরীক্ষার যুদ্ধক্ষেত্রে বর্ম্মচর্ম্মহীন সারথী বেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বশেষে মণ্ডপের একপ্রান্তে প্রায় অর্দ্ধলুক্কায়িত ভাবে বসিয়াছিলেন। পুষ্পমিত্র নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও পিতার ভয়ে অনুপস্থিত থাকিতে সাহসী না হইয়াই এ মণ্ডপে আগমন করিয়াছিলেন এবং পিঞ্জরাবদ্ধ ক্রুদ্ধ সিংহের মত বসিয়া বসিয়া ফুলিতেছিলেন। রাজকন্যা যখন তাঁহাকেও উপেক্ষা করিয়া গেল তখন তাঁহার মনের সমস্ত ঝাঁজ এবং সেই সঙ্গে অপরাপর সমুদয় অপমানিত রাজন্যবর্গের গাত্রদাহও কিয়ৎ পরিমাণে জুড়াইয়া আসিল।

একে একে মহাসামন্ত উপাধিধারী মল্লরাজগণ, লিচ্ছবি-কুটুম্ব বৃজিরাজগণ, দশার্ণও অবন্তীরাজ, সমুদয় প্রধান ও অপ্রধান রাজন্য-বর্গ, মহানায়কগণ কোশলের মহাপ্রতীহার সেনাপতি সকলেই এই

বরমাল্যধারিণীর অতি স্নিগ্ধনেত্রের চকিত কটাক্ষের নিকট নিজেদের সকল মহিমা গরিমা হারা হইয়া গেলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে যখন অপমানিত ক্ষোভে রুষ্ট রাজন্যবর্গ পরস্পরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বিনিময় করিতেছিলেন, সেই সময় বিরক্তচিত্তে বেত্রধারিণী কন্যাকে মণ্ডপের শেষ প্রান্তে এই এক মাত্র অবশিষ্ট ব্যক্তির নিকট লইয়া আসিয়া অতি অল্পকথায় তাঁহার ক্ষুদ্র পরিচয় সমাধা করিয়া দিল,—"লিচ্ছবি-বিজয়ী নবীন মহানায়ক ও সেনাপতি।"—সহসা সহস্র দৃষ্টি দর্শন শক্তির নির্দ্দোষতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিয়া একসঙ্গে বিস্ফারিত-নেত্র হইয়া দেখিল,—এই শতাধিক মহামহিমান্বিত রাজাধিরাজের বাঞ্ছিত সেই মল্লিকা-মাল্য সেই মুহূর্ত্তে রাজমুকুট মণিময়হার রত্নকেয়ূর বিহীন একজন সামান্য যুবকের কণ্ঠলক্ষ্যে উত্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গেই ঈর্ষার অনলে শতচিত্ত জ্বলিয়া উঠিল।

সেই মুহূর্ত্তে আরও এক নাটকোচিত অভিনয় সেই রঙ্গভূমে অভিনীত হইয়া গেল!—অযোগ্যকণ্ঠে মাল্যদান উদ্যতা কন্যাকে প্রতিফল দিয়াই যেন তাঁহার নির্ব্বাচিত পতি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবিচল কণ্ঠে কন্যার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"আমি তোমায় বিবাহ করিতে অপারগ। আমি এ মাল্য গ্রহণ করিব না।"

চারিদিকে তুমুলশব্দে শতহৃদয়ের রুদ্ধ তাপ উষ্ণ প্রস্রবণের ন্যায় এক সঙ্গে হাস্য রহস্যের স্রোত উৎসারিত করিয়া দিল। ঘনঘন করতালির ধ্বনিতে বাদ্যধ্বনি কোথায় ডুবিয়া গেল। এক মুহূর্ত্তে সমুদয় সামাজিকতা এবং এমন কি ভদ্রতার বালাই পর্য্যন্ত মিটাইয়া দিয়া বিশৃঙ্খলভাবে কে কোথায় উঠিয়া পড়িল।—যেন দক্ষযজ্ঞের পুনরভিনয়ই বা হইয়া যায়!

মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক বিরূঢ়কদেব এই ঘটনায় মনে মনে অত্যন্তই আনন্দানুভব করিয়াছিলেন। সেনাপতি যে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই এ অপরাধ মহারাজাধিরাজ তাহার গুণরাশি সত্ত্বেও ভুলিয়া যাইতে পারিতেছিলেন না। তা এসব কথা ভুলিতে পারা রাজাধিরাজের

স্বভাব ধর্ম্মে নিতান্তই লিখিত নাই তিনি কি করিবেন? তাই এই অপ্রত্যাশিত পরাভবে তাঁহার মন যৎপরোনাস্তি আনন্দ মগ্ন হইয়া উঠিল। সুদক্ষিণার দিক হইতেও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করার অপরাধ ক্ষমার্হ ছিল না। তাঁহার আবশ্যক থাক না থাক সে বালিকা কোন্ পছন্দে তাঁহাকে ছাড়িয়া অপর ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে গেল? তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কাহার আশা সে করিয়াছিল? এক্ষণে তাহার সে গর্ব্বিত অবহেলার দণ্ড তাঁহারই সেনাপতির হাতে হাতে লাভ করিতে দেখিয়া সে আনন্দ সম্বরণ করা রাজাধিরাজের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

পরমেশ্বর সমতুল্য পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ আপন মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ সিংহাসন ছাড়িয়া অভিনয় স্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। —"সেনাপতি! সে কি কথা! ভাগ্যবান্ তুমি, শত রাজচক্রবর্ত্তীর বাঞ্ছিতা রাজকন্যা নিজে তোমার উপযাচিকা, এমন নীরস পুরুষ কেন তুমি?—ছিছি, কি লজ্জা! কি অপমান, সুদক্ষিণা সুন্দরী! অ্যাঁ, এমন রূপ তোমার, অথচ এই সামান্য অম্বরীষ তোমার হাতের মালাও লইতে চাহিল না! অম্বরীষ, আহা নাও নাও মালগাছি কণ্ঠে ধারণ করো, বন্ধু! তোমার বিবাহের ফুল ফুটিয়াছে তুমি কি করিবে? এসো, আর লজ্জায় কাজ নাই। নাও, মাথা একটু নিচু করো দেখি, ঐ মৃণাল বিনিন্দিত হাত দুখানি অত উচ্চে তো পৌঁছাইবে না।"

সেনাপতির আকণ্ঠললাট শোণিতবরণ ধারণ করিল। তিনি মাথা নত না করিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন, কহিলেন—"দাও আমি তোমার মালা লইতেছি, কিন্তু আমি তোমায় বিবাহ করিতে পারিব না, ইহাতে আমার ব্রত ভঙ্গ হইবে। শুদ্ধমাত্র পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজের ইচ্ছা পূরণার্থ ইহা লইলাম।"

এতবড় অবমাননায়ও সুদক্ষিণার সেই বিষণ্ন শান্ত মুখের প্রশান্ত ভাব যেমন তেমনি অপরিবর্ত্তিত রহিল। সেনাপতির এই নিহৃদয় প্রস্তাব

শুনিয়া এতক্ষণকার ঈর্ষাদীর্ণচিত্ত অপমানিত বরের দলও ঈষৎ শিহরিয়া একটু কৃপালুভাবে সেই প্রভাত-কুসুম-শুভ্র কুমারীর দিকে চাহিয়া একটু-খানি নিশ্বাস ফেলিলেন। কোশলপতি কিছু বিরক্ত হইয়া কহিয়া উঠিলেন, —"সেনাপতি! তুমি তোমার নিজ সীমা অতিক্রম করিতেছ। এমন কি তোমার ব্রত?"

"ব্রতের বিষয় যে প্রকাশ করিতে নাই, রাজাধিরাজ! অধীনকে ক্ষমা করিবেন।"

"ক্ষমা আমি তোমায় পুনঃপুনই করিয়া আসিতেছি, ক্ষমার আমার সীমা নাই। কিন্তু এবার এই ব্রতের বিষয় না জানাইলে আর আমার ক্ষমা পাইবে না। কেন, দেবতার নিকট যদি ব্রতের বিষয় জানাইতে পার, তবে রাজার নিকটই বা না পারিবে কেন? দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র দেবরাজ। তদপেক্ষা উচ্চপদ দেব সমাজের মধ্যেও অপর কিছু নাই।"

অম্বরীষ রাজার পদতলে জানু পাতিয়া উন্নমিতাননে তাঁহার বিরক্তি-প্রচ্ছন্ন হাস্য কুটিল মুখের দিকে অকুতোভয়ে দৃষ্টি স্থির করিল,—"মহা-রাজাধিরাজ! দেবেন্দ্রাধিক মহিমান্বিত ধরণীধর! আমার এ ব্রত অপর কোন কাল্পনিক দেবতার উদ্দেশ্যে নয়, এ তপস্যার উপাস্য দেবতা এই আমার সম্মুখস্থ আপনিই। কিন্তু এখনও আমার সিদ্ধির কাল আগমন করে নাই, তাই ভয় হয় পাছে অকাল বরপ্রার্থনায় সিদ্ধিলাভ না ঘটে। যেদিন কালপূর্ণ হইবে এ দাসানুদাস তার সম্মুখস্থ এই আরাধ্য ব্যতীত অপর কোন নর কল্পিত সহস্রলোচনের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র তুলিয়া ধরিতে যাইবে না।"

এইরূপ স্তবগানে বিমানচারী দেবগণ মর্ত্ত্যমানবের সুখদুঃখে করুণা কটাক্ষপাত না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। এই স্তুতি শেষশয়ান অনন্তের যোগনিদ্রা ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে সৃষ্টি সংরক্ষণ জাগ্রত করিয়াছিল। এই স্তব গান পরম-মহেশ্বর পরম-ভট্টারক কোশলপতিকে কেমন করিয়াই

বা অবিচলিত রাখিবে? মানুষ হইলে কি হইত বলা যায় না, তাঁহার প্রাণে তো আর নরলোকের কঠোরতা নাই; তাই মন তাঁহার প্রায় দ্রবীভূত হইয়া সরল সানন্দ হাস্যে আপ্রান্ত মুখ ভরিয়া উঠিল। আনন্দ রোধ চেষ্টা করিতে করিতে সেইরূপ অর্দ্ধ উত্তোলিত মাল্য ধৃত-করা কন্যার দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"বিবেচনা করিয়া দেখ রাজকুমারী, আমি তোমার বড় সুহৃদ, তাই বলিতেছি, তুমি আমাদিগকে যদিও বড় অপমানিত করিয়াছ; তথাপি আমরা নিজেদের মহানুভবতার দ্বারা বালিকা বোধে তোমার সেই অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি। আবার একবার ফিরিয়া আইস। এই সমুদয় ছত্রধারী মুকুটমণ্ডিত মস্তকই তোমার ওই মল্লিকা মাল্যের নিকট আপনাদের অবনত করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে ইহাতে সংশয় নাই। আমার এই শ্রমণ-সেনাপতির ন্যায় নারী-মর্য্যাদার অবমাননা করিতে কেহই এ সমাজে সাহসী হইবে না। ভাবিয়া দেখ,—রাজেন্দ্র মহিষী অথবা সেনাপতির দাসী কি তুমি হইতে চাও?"

সুদক্ষিণা আবার তাহার সেই মায়া রহস্যময় ছায়া বিজড়িত নেত্র দুইটি ভূমি দৃষ্টি হইতে সুধীরে উত্তোলিত করিল। সে নেত্র হিম কুহেলিকাচ্ছন্না শুক্লা যামিনীর ন্যায়,—কি তাহার ভাব, কি ভাষা তাহাতে নিহিত তাহার কিছুই বুঝিবার সাধ্য নাই। বালিকা বারেক তাহার প্রতি সহসা এইরূপে কৃপা-প্রসন্ন মহারাজাধিরাজের দিকে চাহিয়া দেখিল, বারেক তাঁহার পদপ্রান্তে অবনত জানু, নির্ভীক সুন্দর দৃঢ়কায় সেনাপতির সুঠাম বীরমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিল, তারপর ধীরে ধীরে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া তাহারই পদপ্রান্তে সেই রাজ-রাজেন্দ্র বাঞ্ছিত অম্লান মাল্য নিক্ষেপ করিয়া মৃদু অথচ স্থির কণ্ঠে কহিল,—"আমি রাজমহিষী হইতে চাহি না, আপনার দাসীত্বই গ্রহণ করিলাম।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

That a sorrow's crown of sorrow,
Is remembering happier things—

Tennyson.

দেবগড়ে এদিকে উদ্বেগের অন্ত ছিল না। কোশলপতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীত্বে দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। শাক্য-শক্তি একত্র সম্মিলনে সুবৃহৎ বলের সৃষ্টি না করিলেও তাহাকে নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া অবহেলা করিবার মতও তাহা ক্ষুদ্র ছিল না। কিন্তু শাক্যগণ ভারতের মৃত্তিকার অবমাননা করিতে পারেন নাই ; এদেশের চিরপ্রথামত তাঁহারাও ইদানী অন্তর্নিচ্ছিন্ন পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা বিরহিত আত্ম সর্ব্বস্ব মাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। কপিলাবস্তুতে এক্ষণে বহুপ্রজ-রাজবংশীয় গণের মধ্যে মহানাম ও শুক্লোদনই প্রধান। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর যখন বালক রাহুল জননী যশোধরার সহিত 'বুদ্ধ সঙ্ঘ ও ধর্ম্মের' আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাজ্য সুখে বিতৃষ্ণ হইয়া পিতৃ-প্রদর্শিত মার্গে চলিয়া গেলেন, তখন হইতে মহানাম ও শুক্লোদন এতদুভয়কেই শাক্য সমাজের নেতৃত্বে বরণ করা হয়। এই প্রধান দ্বয়ের অধীনে আরও কয়েকজন সামন্ত ছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে আর যথার্থরূপে কেহ কাহারও সহিত সখ্যভাবাপন্ন ছিলেন না। কেহ কাহারও প্রাধান্যও স্পষ্টতঃ স্বীকারও করিতেন না। বৃজি-লিচ্ছবি মধ্যে যে অবস্থা তাহাদের পতন ঘটাইয়াছিল, শাক্য-সমাজের অবস্থাও এক্ষণে তাহারই অনুরূপ।

আজি এ মহা বিপদের দিনে যখন কপিলাবস্তু তাঁহাদের কাতর আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না, তখন দেবগড়ের শাক্যসমাজ লজ্জায় ক্ষিন্ন হইয়া রহিল।

এ সমস্যার যে সমাধান নাই! এক দিক ছাড়িতেই হয়। হয় সমাজ বন্ধন কুলপ্রথা আত্মগৌরব অথবা রাজ্য রাজমুকুট দেশের শান্তি ও সহস্র সহস্র নরনারীর অমূল্য জীবন রত্ন। এই দুই দিকের দুই মহাহোম্নীর পার্শ্বে রাখিয়া যে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ইহার কোন একটাকে তাহার মধ্যে উৎসর্গ করিতেই হইবে। যদি নিজের হাতে এ তৌলদণ্ড থাকে তবে এ ক্ষাত্র সমাজের সকলেই হয় ত প্রথম দিকেই ঝোঁক রাখিবে, কিন্তু যদি সে দণ্ড কেবল একখানা হাতের ভরে তোলা না হয় তবে পাঁচ হাতে তার পাল্লা কখন কোন দিকে ঝোঁক দেয় তার কিছুই স্থির থাকে না। যাহারা তরুণ বয়স্ক তাহারা রুখিয়া উঠিয়া বলে,—কিসের ভাবনা? আসুক কোশল, হয় যুদ্ধ হোক, সংখ্যার উপর তো শুধু বল নির্ভর করে না। আর হারিতেই যদি হয় তো না হয় মরিয়াই জিতিব। তাহাতেই বা কি? অসহ্য যে এ অপমান!'

কিন্তু যাহারা একটু বিচক্ষণ তাঁহারা মাথাটা একটু আস্তে আস্তে দুলাইয়া মন্তব্য করেন,—"হঁা সে তো খুবই ঠিক কথা, তবে কিনা; তবে কিনা—শত্রু তো আমাদের যোদ্ধা কয়টাকে শুধু মারিয়া ফেলিয়াই ক্ষান্ত হইবে না। যে মান বাঁচাইবার জন্য যুদ্ধ করিতে যাইবে, সেই মানের মূলেই যে তাহারা ছাই ঢালিয়া দিবে, সে কথাটা একবার ভাবিতেছ কি? বৈশালীতে কি কাণ্ডটাই না ঘটিল! রাজকন্যার দুর্গতির কথাটা একবার স্মরণ করিয়া দেখিও।"

শাক্য-দুহিতা নিতান্তই কি তবে শাক্যেতর গৃহের বধূ হইতে যাইবে? তা শাক্যকুলের এতবড় অমর্য্যাদার সমর্থনই বা কে করিতে পারে? বিশেষ যেখানে রাজা কেবলমাত্র রাজাই নহেন, শাক্য-সমাজে গোষ্ঠিপতি। সেখানে এ অপমান তো শুধু রাজবংশেরই নয়, সমুদয় শাক্যবংশেরই শোণিতে এ মহাকলঙ্কের কালিমা যে দাগ টানিবে। শাক্যগণের উন্নত মস্তক চিরদিনের জন্যই যে অবনত করিয়া দিবে। আবহমান কাল

হইতে শাক্যকন্যার শাক্যবংশ ব্যতীত অন্য বংশীয়ের সহিত পরিণয় সংবাদ শাক্যবংশের বংশাবলী মধ্যে আর কখনও পাওয়া যায় নাই !

এ সমস্যার উপর আরও এক মহা সমস্যা উদ্দণ্ড হইয়া আছে। রাজকন্যার বিবাহ-বাগ্‌দান, সেতো আর আজিকার কথা নয়। প্রধান শাক্যকুমার আজ বরবেশে এ গৃহের নিমন্ত্রিত অতিথি। তাঁহাকে কি তবে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে? শাক্যবংশে কাহারও এমন শক্তি নাই যে তাঁহাদের এতবড় অপমানের সমর্থন করিতে পারে।

উপায় নাই, চারিদিকে প্রলয় প্লাবনের মহোচ্ছ্বাস, দেবগড় ধ্বংস হয়, ইহাকে কে রক্ষা করিবে? হতভাগ্য রাজা বিদীর্ণ-বক্ষ দুই করে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার সম্মুখে যে অন্ধকার যবনিকা তাহা অপসারিত করিয়া এক বিন্দু আলোক প্রকাশের কোথাও ছিদ্র মাত্র নাই। তমোরাশি অতি নিবিড় অত্যন্ত গাঢ় মূর্ত্তিতে সমস্ত বিশ্ব গ্রাস করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছে, পলাইবারও পথ রাখে নাই। বাত্যাতাড়িত দিক্‌ভ্রান্ত তরণীর কর্ণধারের ন্যায় তিনি আশা পরিশূন্য চিন্তাস্রোতে আত্ম নিমজ্জন করিলেন। মহারাণী কাঁদিয়া শাক্যকুল দেবতা সূর্য্যদেবের কৃপা কামনায় কৃচ্ছ্র ব্রতের অনুষ্ঠানাদি করিলেন। সম্মানিত ভিক্ষু শ্রমণদের পীতবস্ত্র ও পায়সান্ন প্রদত্ত হইতে লাগিল। এ ভিন্ন তিনি এ বিপদের দিনে আর কোন্ সহায়তা করিতে সমর্থ?

এদিকে শাক্যেতর প্রজাবর্গ একদিন ঊর্দ্ধশ্বাসে কাঁদিয়া রাজার নিকটে আসিয়া পড়িল, বলিল,—"মহারাজ, লিচ্ছবির ধ্বংসানল এখনও বৈশালীর ভগ্নস্তূপে অনির্ব্বাণ হইয়া আছে। প্রজাহিতের জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সাধ্বী সতী সীতা দেবীকেও বর্জ্জন করিতে দ্বিধা করেন নাই। এক কন্যা ত্যাগ করিয়া শত শত কন্যা পুত্রের প্রাণ ও মান রক্ষা করুন। এ আবেদনের পর আর কোন্ রাজগুণযুক্ত রাজা নিজের বংশমর্য্যাদা, কৌলীন্যসম্মান আত্মীয়কোপকে স্মরণ রাখিতে পারেন? দীর্ণ হৃদ্‌পিণ্ড

ফাটিয়া শোণিত-সিক্ত সম্মতি, সেই সহস্র সহস্র বিভীষিকা তাড়িত নরনারীর ব্যাকুল আবেদনের উত্তরে বাহির হইয়া পড়িল। তবে তাই হোক্, সুরজিৎ আজ অপত্যহীন হইল। এ পৃথিবীর শেষ আলো তার নির্ব্বাপিতই হোক্, অভিশপ্ত সে!

কিন্তু কোন ব্যাপারেরই অল্পে নিবৃত্তি ঘটে না। এই রাজাকে যদি তাঁহার রাজমুকুট, দণ্ড অথবা দেবগড়ের রাজসিংহাসন ত্যাগ করিতে বলা হইত, তবে অতি সহজেই তাহা হইতে পারিত। কিন্তু এই সকল অচেতন আত্মশক্তি বিহীন জড় পদার্থের পরিবর্ত্তে কোশলেশ্বর তাঁহার নিকট যে জিনিষ দাবী করিয়াছেন সে বস্তু তাঁহার অধিকারস্থ হইলেও ঠিক ঐ দণ্ডমুকুটাদির ন্যায় সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই দেওয়া নেওয়ার বস্তু নয়। তিনি না হয় নিজের বুকের কলিজা খসাইয়া স্রোতের মুখে তাহাকে ফেলিয়াই দিলেন,—না হয় তাঁহার পৃথিবীর যে আর একটি মাত্র বন্ধন এখনও এই সংসারের সঙ্গে তাঁহার অবসাদগ্রস্ত জীবনের যোগ রাখিয়াছে তাহার সহিত নিজেকে বিচ্ছিন্নই করিয়া লইলেন, কিন্তু নিজে সে,—সেই তাঁহার দেয় বস্তু সে নিজে তাহার আপনার সম্বন্ধে যদি ইতোমধ্যে আর এক প্রকার ব্যবস্থা করিয়া বসিয়া থাকে এবং এই নূতন বন্দোবস্তে সে যদি না সায় দেয়; তা হইলে তিনি কি করিতে পারেন?

অমিতা এ সংবাদে মূর্চ্ছিতা হইল। রাণী অরুন্ধতী রাজসভায় এই আকস্মিক বিপৎপাতের সংবাদ পাঠাইয়া রাজাকে ডাকাইয়া আনাইয়া ভৎর্সনার সহিত কহিলেন,—"আপনি উন্মাদ হইয়াছেন না কি! এ কি করিতেছেন? বসন্ত ইহা শুনিলে কি বলিবে? মেয়েকে তাহার জন্ম মুহূর্ত্তেই দান করিয়াছেন। এখন সেই দত্তা কন্যাকে ফিরাইয়া লইয়া কি দত্তাপহারী হইবেন না কি?"

রাজার মধ্যে আর ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা ছিল না। স্পষ্ট ক্ষেপিয়া না উঠিলেও তাঁহার মধ্যে একটা উন্মাদজনক শূন্যতার আবির্ভাব

হইয়াছিল। অর্থহীন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তেমনি শূন্য ভাবেই উত্তর করিলেন,—"তবে ওর জন্য আর সবই যাক্?"

"বলিতে পারি না, কিন্তু মেয়ে আমার বসন্তের সহিত বাগ্‌দত্তা; ধরিতে গেলে তাহাদের বিবাহ হইয়াই গিয়াছে। সে অন্যের গলায় মালা দিয়া দ্বিচারিণী হইতে পারিবে না। বরং তার চেয়ে ওকে বিষ আনিয়া দিন, না হয়—" বহুকষ্টে রুদ্ধ অশ্রু স্রোত বক্ষ উদ্বেল ও কণ্ঠ কম্পিত করিয়া হু হু শব্দে ছুটিয়া আসিল। রাণী মুখে আঁচল চাপিয়া সহসা মুখ ফিরাইলেন।

রাজা ঠিক সেইরূপ অর্দ্ধজ্ঞান যুক্ত শিশুর দৃষ্টিতে একদিকে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার মস্তিষ্ক যেন আর কিছুই ভালরূপে অনুভবও করিতে পারিতেছিল না। রাণীর চিত্তে স্বামীর প্রতি অত্যন্ত অভিমান জন্মিয়াছিল। চির মমতাময়ী এই রাজকুললক্ষ্মী তাঁহার এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে এ পর্য্যন্ত কোনদিন স্বামীর প্রতিকূলাচরণ করেন নাই। স্বামীর আদেশ তাঁহার পক্ষে দেবতার আজ্ঞা। কিন্তু আজ বড় দুঃখেই তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর ও রাজার এই অনুপায়ের অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। সতী জননী নিজ দুহিতার ধর্ম্মহানি কেমন করিয়া সহিবেন? কিন্তু স্বামীর এই বিমূঢ় ভাব তাঁহার স্বাধ্বী হৃদয়ে মুহূর্ত্তের অভিমান বিস্মৃত করাইয়া তাহার স্থলে আত্মগ্লানি জাগাইয়া তুলিল, আত্মতিরস্কার করিয়া মনে মনে কহিলেন,—ছি ছি আমি কি পাগল হইলাম! এই কি আমার উঁহাকে তিরস্কার করিবার সময়? স্নেহময় আজ কত বড় সঙ্কটে পড়িয়াই এমন নির্ম্মম হইয়াছেন, সে কি আমিই জানি না।

ক্ষণপরে সেই গভীর বিষাদাচ্ছন্ন রাজ দম্পতির মৃত্যুতুল্য নীরবতার মাঝখানে অমিতার সহচরী তরুণা ভয়বিবর্ণ মুখে আসিয়া জানাইল,— "কুমার বসন্তশ্রীর কপিলাবস্তু প্রত্যাগমনের ইচ্ছার সংবাদে রাজকুমারী পুনর্মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। কিছুতেই তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিতেছে না।"

"ঐ শুনুন মহারাজ! এ কন্যাকে কি আর অপর পাত্রে দান করা যায়?"—এই কথা বলিতে বলিতে রাণী অরুন্ধতী দেবী ভয় ব্যাকুলচিত্তে রাজকন্যার পুরোদ্দেশে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তারপর সহসা রাজা সুরজিৎ অত্যন্ত ক্লান্তিজনক একটা সুদীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন,—"তবে কে আজ এ মহাপাতকীর বিংশ বৎসরের ধূমাইত পাপবহ্নির ইন্ধন হইবে!—অমিতা নয়? কে তবে?—ইন্দ্রজিৎ নাই। তাহাকে তো ইতঃপূর্ব্বেই এই প্রায়শ্চিত্তানলে দাহ করিয়াছি। নিধি আমার! গৌরব আমার! হৃদয়ের আনন্দ,—অন্ধনেত্রের অমূল্য মণি—সে তো আর নাই। আমার মহাপাতকের দণ্ডস্বরূপ দণ্ডধারী আমার বুক ছিঁড়িয়া যে সে অতুলনীয় রত্ন আমার হরণ করিয়া লইয়াছেন। এবার ভেবেছিলাম অমিতারই পালা! তা নয়?—তবে এবার আরও কিছু বেশি চাই?—আরও বেশী? কি চাও বন্ধু!—আরও চাও? বুঝেছি,—এবার আমার দেবগড়, আমার দেবদহ, আমার রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ, আমার চিরবিশ্বস্ত শাক্যবীর সকল, আমার স্বামীগতপ্রাণা অরুন্ধতী, আর আমার প্রাণাধিকা অমিতা,—একসঙ্গে এই সবই চাই। শুধু তাই নয়, এই সকলের অপেক্ষাও যা অধিক; এ সবার চেয়েও যাহা শ্রেষ্ঠ, সেই রাজার কর্ত্তব্য, প্রজার জন্য নিজের বা সঙ্ঘের জন্য একতরের স্বার্থ সুখ শান্তি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন এই যে রাজধর্ম্মের মূলমন্ত্র, এবার এটাও কি তুমি আমায় বিস্মৃত করাইবে? আমার কিছুই কি থাকিতে দিতে চাও না? যে নির্ম্মম কঠোর বিচারক সুরজিৎ পিতৃপুরুষের পিণ্ডদাতা, রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজাকে পর্য্যন্ত রাজধর্ম্মের জন্য বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছিল, সে আজ প্রজার ধন মান প্রাণ ধর্ম্মের বিনিময়ে নিজের কন্যার ধর্ম্মচ্যুতি ভয়কে শ্রেষ্ঠাসন দান করিল! এখনও জানিনা কি বড়—কে এ' দুইএর মধ্যে প্রধান? তবে মন বলে সঙ্ঘ প্রধান, সমষ্টিই বড়, ব্যষ্টি নয়। আমার ধর্ম্ম, আমার বিবেক

চিরদিন এই কথাই আমায় বলিয়া আসিয়াছে। পরের ’পরে শুধু নয়, নিজের ’পরেও সে শুধু এই লক্ষ্য ধরিয়াই সে বিচার করিয়া আসিয়াছে। নিজেকে তাই সে আরও দুবার এই অনুসারে বাদ দিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এবার?—এবার বোধ হয় আর পারিল না। এবার মনের সে বল কই? সে অক্ষুণ্ন বিচার শক্তি কই? না এবার সর্ব্বস্বই যাক্। আর পরে পরে, পলে পলে কেন? একেবারে একসঙ্গে ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তের মত মহামারী, বন্যা—ভূমিকম্পের মত, প্রলয়ের মত সব শেষ হয়ে যাক্। পাপীর দণ্ড হোক্, ভাগ্যদেব শান্তিলাভ করুন। আর—আমিও জুড়াই।”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

Falser than all fancy fathoms,
Falser than all songs have sung.

—*Tennyson.*

সেই দিনই অপরাহ্ণে যখন রাজোদ্যানের মালাকার হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে গুন্-গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে মনোহর বিনোদ মাল্য রচনা করিতেছিল, এবং কিরূপ মাল্যে আগতপ্রায় বিবাহের বর ও কন্যাকে কেমন মানাইবে প্রফুল্লমুখে তাহাই চিন্তা করিতেছিল, সেই সময় তাহার সেই নিকুঞ্জ কাননের অধিনায়ক বর বসন্তশ্রী তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট সুপ্রশস্ত ও যত্নসজ্জিত উপবেশন কক্ষে চিন্তিত চিত্তে পদচারণা করিতেছিলেন। এই সেই অপরাহ্ণ! আজ প্রায় মাসাধিক কাল এই অপরাহ্ণ প্রতিদিনের চেয়েও প্রতিদিন কি স্বপ্ন সুষমা, কি স্বর্গ সৌন্দর্য্যই না বিস্তৃত করিয়া তাহার নন্দন পরাজিত প্রমোদ কাননে তাঁহাকে সাগ্রহে আহ্বান করিয়াছে। আজ

আবার সেই প্রতি মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষিত সন্ধ্যা আসিতেছে, তেমনি শান্ত তেমনি নির্ম্মল, তেমনি গোধূলি রক্তাম্বরা, কিন্তু সে প্রতীক্ষিত বেপমান হৃদয় আজ আর নাই।

রাণীকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, 'ভাবিবার অবসর দিন' সময় এখনও পড়িয়া আছে এবং ইতোমধ্যে ভাবিলেনও অনেক, কিন্তু এ ভাবনার যেন কোন কূল কিনারাই খুঁজিয়া মিলিতেছে না। হৃদয় ফলকে অমিতার মূর্ত্তিখানা কেমন করিয়া কে জানে এত শীঘ্র এত অনুজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছে? সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া সভ্রূভঙ্গে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"বিশ্বাস-ঘাতিনি! দূর হইয়া যা! তোর মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।" কিন্তু তবু যেন সে প্রতিমা মন হইতে মিলাইয়া যাইতে চাহে না! কুমার দেখিলেন এ দর্পণের প্রতিবিম্ব নহে, পাষাণফলকে খোদিত সত্য মূর্ত্তি। ইহাকে বিদায় দিতে হইলে শুধু রেখা মুছিলে চলিবে না, হৃদয় পাষাণ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

মনে মনে নিজের উপর অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল। কপিলাবস্তুর প্রধান রাজকুমার এত হীন! একটা স্বেচ্ছাতন্ত্রা নারীর জন্য এখনও সে এমন ব্যাকুল? ধিক! মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন,—তাহাকে মন হইতে বিদায় দিতেই হইবে। যদি বুকে ছুরি মারিয়া তন্মধ্য হইতে ইহার অধিষ্ঠিত প্রতিমাকে কাটিয়া বাহির করিতে হয় তবুও সেকার্য্যে বিরত হওয়া হইবে না। দুষ্ট ব্রণকে শরীর রক্ত হইতে পৃথক্ করিবার জন্য কখনও কখন দেহাংশকেও যে দেহের সহিত বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। পরপুরুষ যাহাকে কামনা করে পরোক্ষভাবে সে কন্যার নির্ম্মলতা অক্ষুণ্ণ থাকিতেই পারে না, কোন উচ্চবংশজাত পুরুষের সেই কন্যার সম্বন্ধ প্রার্থনীয় নয়। তার পর এক্ষেত্রে শুধু তাহাই নয়, অমিতাও অন্তরে অন্তরে সেই বাসনাকারী পুরুষের প্রতি অনুরক্ত। না এ কলঙ্কিত সংসর্গ তাঁহার পরিহার করাই কর্ত্তব্য! অমিতা আর তাঁহার যোগ্যা নাই।

স্থিরসঙ্কল্প হইয়া দ্বারের দিকে ফিরিতেই মৃদু অলঙ্কার শিঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে একখানি ভাস্কর প্রতিমা যেন যন্ত্রচালিত হইয়া সেই দ্বারসমীপস্থা হইল। ঈষৎ বিবর্ণ, ঈষৎ ক্ষীণ সে মূর্ত্তি অমিতার। বসন্তশ্রী প্রথমে চমকিত পরে বিস্মিত এবং কিয়ৎক্ষণ প্রতীক্ষার পর কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন। দ্বার সমীপে আসিয়া কহিলেন,—"কিছু প্রয়োজন আছে?" উত্তর না পাইয়া ঈষৎ পরুষকণ্ঠে পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন,—"আমার অপব্যয় করিবার মত অবসর নাই, বলার কিছু যদি থাকে শীঘ্র বলিয়া ফেলাই ভাল।"

হায়, এই সম্ভাষণ! এ সম্বর্দ্ধনা লাভের পর আর কি কিছু বলা যায়! অমিতা কি তাহার জীবনে কখন কাহারও মুখে এমন হৃদয়হীন নীরস ভাষা শুনিয়াছে? সে যে সবাকার চিরস্নেহের দুলালী! লজ্জার বাধা অশ্রুনির্ঝরের বাঁধ কোন মতে বিত্রস্তভাবে বাঁধিয়া লইয়া অতি মৃদু স্বরে সে কহিল,—"পিতা উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন, আপনি আমাদের পরিত্যাগ করিবেন না।"—এইটুকু বলিতেই তাহার ভিতরের প্রবল অশ্রুস্রোত বাহিরে আসিবার জন্য প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল, এর বেশি আর কিছু তাই সে বলিবার চেষ্টা করিল না। কাঁদিয়া ভাসাইতে পারিলে সে বাঁচে, কিন্তু কেমন করিয়া এমন সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া সে কাঁদে? ছি ছি, তেমন করিয়া কাঁদিতে যে বড় লজ্জা করে!

কিন্তু যে কান্না চাপিতে সে এতখানি বিব্রত হইতেছিল, সে কান্না না চাপিয়া কাঁদিতে পারিলেই হয়ত তাহার পক্ষে ছিল ভাল। বসন্তশ্রী দেখিলেন অমিতা যেমন পূর্ব্বে, এখনও তেমনই সুবেশ সজ্জিতা সুন্দরী। ভয় দুঃখ তাহার দেহকে স্পর্শমাত্র করিতে পারে নাই। তাঁহার বিরক্তি ক্রোধে পরিণত হইল। নির্ম্মমস্বরে কহিলেন,—"তোমার পিতা উন্মাদ হয়ে গিয়াছেন তাহাতে আমি এখানে থাকিয়া কি উপকার করিতে পারিব? আমি তো চিকিৎসক নই; পথ ছাড়িয়া দাও, আমায় এখনি স্থানান্তরে যাইতে হইবে।"

লজ্জায় অমিতার ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছিল, তাহার সেই অদম্য অশ্রুজলের উৎস ভিতরে ভিতরে সহসা যেন শুকাইয়া আসিল। এ ব্যবহার তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত যে! সে কেমন করিয়া ইহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিবে? সে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া গেল।

বসন্তশ্রী কিন্তু তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন না, কি ভাবিয়া দুইপদ অগ্রসর হইয়াই আবার দাঁড়াইয়া পড়িলেন। একবার তীক্ষ্ণ নেত্রে অবনতমুখী অমিতার স্তম্ভিত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পরে অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর কিছুই বলিবার নাই কি?"

অমিতা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—"আছে।"—কিন্তু বাক্য উচ্চারণ করিতে জিহ্বা তাহাকে সেই মুহূর্ত্তে সাহায্য করিল না।

"কি?"—বসন্তশ্রী প্রত্যাশাপূর্ণ উজ্জ্বল নেত্রে মুখের দিকে চাহিলেন।

"শুক্লা বলে, আমি,—আমায় আপনি ফেলে যেতে পারেন না! তাতে আমার—আপনার তাতে অধর্ম্ম—অপযশ হবে। আমি,—আমি, আপনার আমি—"

"শুক্লাকে বলো আমায় ধর্ম্মাধর্ম্ম শিক্ষা দিবার অধিকার তাঁর কিছুমাত্র নাই। আমার অধর্ম্ম অপযশ কিসে হয় তা তাঁহার অপেক্ষা আমি অনেক বেশি বুঝি। এ কথা বলিবার জন্য তাঁর অত কষ্ট স্বীকার করিয়া তোমায় পাঠাইবার প্রয়োজন ছিল না।"

বসন্তশ্রী প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া এই কথাগুলি বলিয়াই দ্রুত পাদক্ষেপে সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।... অমিতা স্বেচ্ছায় আসে নাই? চতুরা শুক্লাই তাহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পাঠাইয়াছিল? বটে! আর এই ইহারই মুখে চাহিয়া এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই তাঁহার সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্ত্তে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল? হা ধিক তাঁহাকে! না এ মায়ায় মন ভুলাইলে চলিবে না শাক্য-সন্তান এত অপদার্থ নয়।

অমিতা এ ব্যবহারের কিছুমাত্র মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে অভিভূতার ন্যায় অবাঙ্-নেত্রে চাহিয়া রহিল। একি হইল!—কিসের জন্য সহসা অমন করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন? সে কি অমন অন্যায় কথা বলিয়াছে? কি এমন অপরাধ করিয়াছে? ভয়ে লজ্জায় অপমানে শুকাইয়া গিয়া এই কথাই সে কেবল খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। শুক্লা যেমন যেমন বলিতে বলিয়াছে, তা সে সবই তো সে একে একে বলিতেছিল, কই কিছুই তো ভুলিয়া যায় নাই!—তবে?—তিনি সব কথা না শুনিয়াই যে হঠাৎ রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন তো সে কি করিবে? এখন সে কোন্ মুখ নিয়া সখীদের মাঝখানে ফিরিয়া যায়? শুক্লা কি বলিবে? মা যে তাহারই পথ চাহিয়া আছেন! শুক্লা যে মাকে বলিয়াছে, 'এ মুখ দেখে বসন্তশ্রী কিছুতেই আর নিষ্ঠুর হ'তে পারিবেন না।'—তার যে সকল অহঙ্কার আজ চূর্ণ হইল! ছি ছি, এর চেয়ে তিনি তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া গেলেন না কেন? আপাদ মস্তক সখীগণ দত্ত প্রসাদনরূপ অগ্নিজ্বালায় অমিতার সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ ক্ষতের ন্যায় জ্বালা করিতে লাগিল। তাহার পুঞ্জীভূত অশ্রুপ্রবাহও বক্ষের মধ্যে এ সময় যদি সহসা অমন তরল অগ্নির প্রবাহে না পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত, তবে বোধ করি সে একটুখানি শীতল হইলেও হইতে পারিত! একি হইল?—তাহার সহসা একি হইল?—

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

Vessels large may venture more,
But little boats should keep near shore.

—*Benjamin Franklin.*

আরাত্রিকের ঘণ্টা কাঁসর বাজিয়া বাজিয়া কোন্ সময় থামিয়া গিয়াছে। নিরানন্দ রাজপুরে দাসগণ যথাপূর্ব্ব উল্কা সকল প্রজ্বলিত করিতেছিল। দাসীগণও কক্ষে কক্ষে দীপদান করিল। কিন্তু সকলেরই চক্ষে আজ সে রাজপুরী যেন গভীর অন্ধকারাবৃতই রহিয়া গেল। কারণ সে অন্ধকারের জমাট ভাঙ্গিবার শক্তি এই সামান্য অগ্নিমুখী উল্কার বা দীপশিখার ছিল না।

রাজ-শয়নকক্ষে সুরজিৎ পর্য্যঙ্কে শয়ান রহিয়াছেন, রাজবৈদ্য তাঁহার অবস্থা পরীক্ষান্তে ঔষধি ব্যবস্থা পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। রাণী অরুন্ধতী স্বহস্তে যে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া মুখে তুলিয়া দিয়াছেন, রাজাও তাহা গলাধঃকরণ করিতে দ্বিরুক্তি করেন নাই। কিন্তু হায়,—ফল? ঔষধে কি কখনও প্রাণের জ্বালার নিবৃত্তি হয়? যদি এই দুরন্ত মানসিক ব্যাধির কোন প্রতিষেধক এ সংসারের কোনও প্রাণী আবিষ্কার করিতে পারিত তা' হইলে এ পৃথিবীর সারভূত সমস্ত রত্ন সম্ভারের ভারে তাহার গৃহ কুবের ভবনকে পরাস্ত করিত। বিপদের চরম ফল ফলিতে বাকি নাই। বসন্তশ্রী অভিমান ভরে কপিলাবস্তু ফিরিয়া গিয়াছেন। মুখ্য শাক্যবংশের এ অপমান শাক্যসমাজ যে কি ভাবে গ্রহণ করিবে আজ পুরবাসিগণ তাহারই কল্পনায় মর্ম্মের মধ্যে মরিয়া যাইতেছিল। এই কাপুরুষ অক্ষম রাজা জোর করিয়া তো তাঁহাকে রলিতে পারিলেন

না যে—'তোমার পত্নীকে তুমি সঙ্গে লইয়া যাও, তাহাকে আমি বহুপূর্ব্বেই তোমায় মনে মনে দান করিয়াছি।' এই দত্তা কন্যা লইয়া আমি কি করিব?—না একথা বলিবার সাহস হয় নাই। তবে কি কথা বলা হইয়াছিল?—সে কথা প্রকাশ করিতে লজ্জায় মুখ লুকাইবার স্থান যে রসাতলের অন্ধকার গর্ভেও খুঁজিয়া মিলে না! সে প্রস্তাব এই যে,—বসন্তশ্রী গোপনে অমিতাকে বিবাহ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান, এবং এদিকে শুক্লা অমিতা পরিচয়ে শ্রাবস্তি প্রেরিতা হোক।

এ পরামর্শ শুক্লারই প্রদত্ত। আর এ বিপদে এ ভিন্ন অপর কোন পন্থাও নাই ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু বসন্তশ্রীর যে হৃদয়ের টানে এ কার্য্যের হীনতা দৃষ্টিগোচর না হইলেও না হইতে পারিত সে প্রাণের আবেগ যে ফুরাইয়া গিয়াছে। অমিতার প্রতি ঘোর সন্দেহে চিত্ত তাঁহার এক্ষণে বিষতিক্ত। কাজেই অনলে হবিঃপ্রক্ষেপবৎ এ প্রস্তাবের অবমাননা দ্বিগুণিত বোধ কিরিয়া তনি তৎক্ষণাৎ দেবগড় পরিত্যাগ করিলেন। রাজা রাণীর ক্ষীণ আশা দীপ না জ্বলিতেই নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

ধীরে ধীরে শুক্লা সেই গভীর স্তব্ধ কক্ষে প্রবেশ করিল। ইন্দ্রজিতের নির্ব্বাসনের পর এই প্রথম স্বেচ্ছায় সে রাজ সমক্ষে দেখা দিল। রাণী পদ শব্দে চাহিয়া দেখিলেন, এত সামান্য শব্দ অনুভবের শক্তি রাজার মধ্যে ছিল না। তিনি পূর্ব্ববৎ ভাব পরিশূন্য চক্ষে যেমন একদিকে চাহিয়া পড়িয়াছিলেন তেমনই রহিলেন।

"মাতা, আর দ্বিধার অবকাশ নাই। এই পরামর্শই সমীচীন বোধ করিয়া মহামন্ত্রী রাজানুমতি চেয়ে পাঠিয়েছেন। কোশলে আজই তবে সম্মতিসূচক লিপি লইয়া দূত প্রেরিত হোক?"

রাণী শুক্লাকে আপনার বক্ষে টানিয়া লইয়া কিছুক্ষণ নীরব অশ্রু জলে তাহাকে অভিসিঞ্চিত করিবার পর রাজার হাত টানিয়া আনিয়া

তাহার মস্তকোপরি রাখিয়া কহিলেন,—"মহারাজ! দেবদহের রক্ষা-কারিণী দেবীকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করুন, এ অকূল সমুদ্রে সে যে কূল দেখাইয়া দিয়াছে। কিন্তু শুক্লা, মা আমার, এত বড় বিপদের মুখে তোমায় আমি কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে ঠেলিয়া দিব মা? যদি এ প্রতারণা কখন প্রচার হইয়া পড়ে!"

রাজা সবেগে নিজহস্ত আকর্ষণ করিয়া লইয়া যেন সভয় সন্দেহে দূরে অপসৃত হইয়া গেলেন, সাতঙ্কে কহিয়া উঠিলেন,—"মহিষি! মহিষি! ওকে ছুঁয়ো না, ওর নিশ্বাসে বিষ আছে এখনি তোমায় ভস্ম করে ফেলবে। দেখলে না ওর স্পর্শে অত বড় বীর ইন্দ্রজিৎটা আমার ছাই হয়ে উড়ে গেল!"

"মহারাজ! মহারাজ! এ কি একেবারেই যে ঘোর উন্মাদ হয়ে উঠলেন! ভগবান! ভগবান! একি করলে?"

"কিছু না মহিষি! শুধু একটু আমোদ করছেন! ঐ দেখ ওকে ছুঁয়েছে কি অম্নি তোমার মেয়ে অমিতার সর্ব্বশরীরে বেড়া আগুন বেষ্টন করে করে ধরে উঠেছে, এইবার সে ভস্ম হ'লো, ভস্ম হ'লো,—ভস্ম হ'লো!"

"মহারাজ! মহারাজ!"

"মা, মা! মহাদেবি! আমায় আপনারা পরিত্যাগ করুন; আমায় বিদায় দিলেই আপনার সকল বিপদের শান্তি হবে, নিশ্চয় জান্‌বেন আমিই দেবগড়ের অমঙ্গল!"

"শুক্লা, মা আমার, তুমি আমার অমিতার যমজা, আমার ভাগ্যে যা আছে হোক, আমি তোমায় সে শত্রুপুরে পাঠাইতে পারিব না।"

উন্মাদ উচ্চহাস্য করিতে করিতে একলম্ফে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন,—"চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ! ঐ আগুনে সারা দেবদহ কেমন করে ভস্ম হচ্ছে, দেখ, দেখ!—আঃ মহিষি, মহিষি, ওকি করিতেছ! সরে যাও,

আগুনের কাছ হতে সরে যাও। এখনি তোমাকেও যে ভস্ম করিয়া ফেলিবে। তুমি জানো না,—আমি জানি ও' কে! কিন্তু সেকথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারিব না।"

শুক্লা মহিষীর আলিঙ্গন হইতে আপনাকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল, দৃঢ়স্বরে কহিল,—"আমার এ সাধে বাধা দিবেন না মহাদেবি! আমার একান্ত বাসনা আমি কোশলেশ্বরী হই। আপনার নিকট বলিতে আমার কিছু মাত্র লজ্জা নাই, ইতঃপূর্ব্বে আমি কৌমার-জীবন যাপনে অভিলাষিণী ছিলাম বটে, কিন্তু সেদিনের সেই অতর্কিত সাক্ষাতের মুহূর্ত্ত হইতে কোশল যুবরাজের প্রতি আমি মনে মনে একান্ত অনুরক্তা।"

রাণী শুক্লার ললাট চুম্বন করিয়া সাশ্রুনেত্রে কহিলেন,—"মা তুই যে কত মহৎ তা শুধু আমিই জানিলাম! শতমন্যুর ন্যায় তুমি দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিলে!"—মনে মনে কহিলেন,—বালিকা তুমি, এই প্রৌঢ়া নারীকে মিথ্যা স্তোক বাক্যে ভুলাইবে মনে করিয়াছ? নারী কি কখন নিজের গোপন অনুরাগের কথা প্রবীণার নিকট অমন সহজ ভাষায় অবিকৃত মুখে প্রকাশ করিতে পারে?

বিংশ পরিচ্ছেদ

O what a tangled web we weave,
When first we practise to deceive.

—*Scott.*

কৌটিল্য-নীতি-পরায়ণ কোশল মহামন্ত্রী অথবা অপর কাহারও দ্বারা ব্যবহার শাস্ত্রে শিক্ষিত হইয়া ভট্ট ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে সহস্র সহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী পরিবৃত কোশল রাজ-প্রতিনিধি দেবগড়ে প্রবেশ করিল। রাজা ঘোর অসুস্থ। বিশেষতঃ তাঁহার উন্মাদ লক্ষণের কিছু মাত্র হ্রাস প্রাপ্তি দেখা যায় নাই। কন্যা জামাতার এই বিপদ সংবাদে সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণে আমন্ত্রিত বৃদ্ধ রাজশ্বশুর মহানাম দেবগড়ে আগমন করিয়াছেন। রাজবৈদ্য তাঁহার যথাসাধ্য ঔষধ তৈলাদির বিধি ব্যবস্থা করিতেছেন, মিথিলা হইতে অপর এক জন বিচক্ষণ বৈদ্যরাজকেও আনা হইয়াছে, কিন্তু ফল কিছুই লাভ হয় নাই। সর্ব্বদাই সেই একইরূপ উন্মনা ভাব, কখন আত্মগত বিবিধ প্রলাপ বাক্য, কখন উচ্চ হাস্য, কখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন, উন্মত্ততার আর কিছুই বাকি নাই।

কোশল রাজদূত সবিনয়ে নিবেদন করিল,—'ভবিষ্যৎ যুবরাজ্ঞী ভট্টারিকাকে বিবাহ যাত্রা জন্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উপদেশ আছে। শাক্যগণের ভোজন কক্ষের পার্শ্বে রাজপ্রতিনিধিকে থাকিতে দিতে হইবে এবং প্রধান শাক্যরাজ মহানাম তাঁহার দৌহিত্রীর সহিত এক পাত্র হইতে অন্ন গ্রহণ করিলেই নিঃসন্দেহচিত্তে সেই কন্যা সম্রাটপুত্র যুবরাজের জন্য গ্রহণ করা হইবে। অন্যথা চাতুরীতে সুদক্ষ শাক্যমণ্ডলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা

সম্ভব নয়। বিশ্বস্ত সূত্রে এই প্রকার জানা গিয়াছে যে, তাহারা তাহাদের কৌলিক—অতিশয় নিন্দিত আত্মীয় বিবাহ জন্য সকল প্রকার প্রতারণারই সাহায্য গ্রহণে সক্ষম।'

অধীনতার অপমান পদে পদে! ঘোর চিন্তাজাল সমাচ্ছন্ন মুখে মহানাম ইহা স্বীকার করিলেন। এইরূপ কোন হীন অভিনয়ের জন্যই যে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল সে অনুমান তিনিও পূর্ব্বাবধিই করিতে-ছিলেন।

যথাকালে আহারের আয়োজন হইল। রাজপরিজনবর্গের সহিত মহামানী মহানাম আহারে বসিলেন। রাজদূত শাক্যভোজন গৃহে প্রবেশের অধিকারী নহে; মুক্ত বাতায়নের ঠিক বহির্দ্দেশে তাঁহার ও ভট্টের জন্য মহার্ঘ আসনদ্বয় বিস্তৃত হইল এবং অমিতার পরিবর্ত্তে শুক্লা অমিতার মাতামহের পার্শ্বে আসিয়া আসন গ্রহণ করিল। রজত পাত্রে পাত্রে সুগন্ধি অন্ন ব্যঞ্জন পায়স পিষ্টক সকল সজ্জিত, বর্ণে ও গন্ধে দর্শকের চিত্ত বিমোহিত হইয়া উঠে, ভট্ট মনে মনে শাক্যদিগের রন্ধন বিদ্যার ও সুরুচির সুখ্যাতি করিলেন। উত্তরাপথের সুসমৃদ্ধ রাজধানী শ্রাবস্তির সূপকারগণ এই শাক্য কুলবধূদিগের নিকট হার মানিতে বাধ্য ইহা স্বীকার করিতে লজ্জা নাই। ভোজনপ্রিয়-ভট্ট শুক্লাকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়া উঠিল,—"মাতা, দেশে গিয়া মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ের ন্যায় সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া এই লোভী ব্রাহ্মণ সন্তানকে ভোজন করাইয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিও। সম্রাট ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া নিজের এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিটি পরিত্যাগ করিও না মা, দোহাই তোমার!"

শাক্যকন্যার প্রতি এই সম্বোধনে ও উক্তরূপ পরিহাসে শাক্যকুলের মুখমণ্ডল জলদসন্নিভ হইয়া উঠিল। কাহার কাহারও হস্ত অসি স্পর্শ করিয়া আবার যথা স্থানে ফিরিয়া আসিল। রাজ-শ্বশুরের পাত্র হইতে শুক্লা অন্নগ্রাস গ্রহণ করিল। মহানাম এক গ্রাস অন্ন হস্তে লইয়া এই

সময়ে কোশল রাজদূতকে প্রশ্ন করিলেন,—“শ্রাবস্তির মহাবিহারে আজি কালি নবধর্ম্মীর সংখ্যা কিরূপ ?”

“তা নিতান্ত মন্দ নয়।”

“গৃহস্থ সংখ্যাও বোধ করি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে ? অথবা উত্তরাপথের রাজধানীতে এ ধর্ম্মের তেমন প্রসার নাই ?”

“আছে বই কি ! মহারাজ প্রসেনজিতের সময় যতটা ছিল, এক্ষণে ততদূর না থাকিলেও, এই সত্যধর্ম্ম তথায় নিত্য নিত্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এখানে শাক্যকুলে এ নবধর্ম্মের প্রভাব কিরূপ ?”

“এখানকার কথা আমি ঠিক বলিতে পারি না, তবে কপিলাবস্তুতে এক্ষণে আপামর-সাধারণ সকলেই প্রায় গৌতম-শিষ্য।”

“তথাগত আপনার তো খুবই নিকট আত্মীয় ?”

“হাঁ, সে কথা আর বলিতে ! নিতান্তই আপনার। আর সে আমাদেরই সৌভাগ্য ! এ কি সুরজিতের চিৎকার শুনিতেছি না ?”—পুরীর অভ্যন্তর ভাগ হইতে এই সময় সত্যসত্যই রাজ-উন্মাদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনা যাইতে লাগিল—“ভস্ম হয়ে যাক ! পাপের আগুনে সব ভস্ম—রাজধানী রাজপুত্র রাজকন্যা,—আর তুই—অগ্নিময়ি ! তুই নিজেই কি বাঁচিবি মনে করিয়াছিস্ ?”

হস্তস্থ অন্নগ্রাস ভোজ্যপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া মহানাম আচমনান্তে উঠিয়া পড়িলেন,—“দূতরাজ ! ক্ষমা করিবেন, জামাতা বিশেষ অসুস্থ ; আমার এক্ষণে তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করাই বিধেয়। আমি ব্যতীত কেহই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না।”

মহামানী শাক্য কুলপতি এইরূপে কৌটিল্যনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মসম্মান এবং জামাতা-প্রাণ রক্ষা করিলেন। কোশল রাজদূত কথোপকথনে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহাকে অভুক্ত বুঝিতে পারিল না। হৃষ্ট চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন উদ্যোগ করিতে উঠিয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

Grave authors say, and witty poets sing,
That honest wedlock is a glorious thing.

Pope.

আজ অভিনব রাজদুর্গ রামগড় এক অভূতপূর্ব্ব নবীনতর শ্রী ধারণ করিয়াছে। যুবরাজ্ঞী পট্ট-ভট্টারিকা অমিতার অভ্যর্থনাহেতু সে দুর্গের প্রতি তোরণ-দ্বার, প্রত্যেক সৌধ-শীর্ষ, কূটজ-কুসুম মালিকা দ্বারা বিভূষিতা ধ্বজপতাকা দ্বারা সুশোভিত, এবং প্রশস্ত রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে রাজ-প্রাসাদাবধি মঙ্গল চিহ্ন স্বরূপ কদলী বৃক্ষ ও পত্র পুষ্প মাল্য দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছে। প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে মঙ্গল ঘট, সকলেরই পরিধানে রঞ্জিত বস্ত্র, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য, অঙ্গে নব নব স্বর্ণালঙ্কার, অধরে হাস্য। যেন সারা প্রদেশ আজ উৎসব আনন্দের সুখস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, সকলেই যেন কি এক স্বপ্নসুখে বিভোর। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল, দিবসাধিপতি সৌরেশ্বর ক্লান্ত শরীরে অস্তশয়ান হইলেন। সুলোহিত অরুণরাগ রেখাগুলি উচ্চ-শীর্ষ তরুশিরে কিছুকাল উৎসবের বাতি জ্বালাইয়া রাখিয়া আবার নীলিমা সাগরে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। এদিকে দেখিতে দেখিতে সমুদায় হর্ম্ম্য-মালায় এবং রাজমার্গের উভয় পার্শ্বে তীব্রদীপ্তি সহস্র সহস্র উল্কামালা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া আসন্ন রজনীর অন্ধকারের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিতে লাগিল।

রাজপ্রাসাদের এক সুসজ্জিত কক্ষ মধ্যে সুবর্ণ মণি খচিত মহার্ঘ পর্য্যঙ্ক সমাসীনা এক অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতীর ব্রীড়ানত মুখের দিকে অনিমেষে চাহিয়া তাহার অদূরে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তরুণকান্তি যুবক

দণ্ডায়মান। কক্ষস্থিত সমুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা যুবতীর সূক্ষ্ম অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত মুখে, তাহার ফুল্লারবিন্দ সদৃশ কমনীয় গণ্ডযুগলে নিপতিত হইয়া এক অবর্ণনীয় শোভার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার স্বর্ণচম্পকদাম সদৃশ সুগৌর দেহলতা অসংখ্য হীরক পদ্মরাগ মরকত দ্যুতিতে পুষ্পিতা লতিকার ন্যায় সমধিক সুষমা বিস্তার করিতেছিল। চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধ যুবক সেই বল্লরী কোমল বাহুতলে পদ্ম-রাগ সংযুত কোমল করপল্লব প্রেমভরে হস্তে ধারণ পূর্ব্বক আনন্দবিহ্বল কণ্ঠে ডাকিলেন,—"সাধনার ধন!—অমিতা!"

রাজবধূ প্রথম দয়িত করস্পর্শে সলজ্জা, অন্তরস্থিত কোন সংশয় সন্দেহে যেন কিছু সশঙ্কা হইয়া ঈষৎ সরিয়া বসিলেন, তাঁহার বিকশিত শতদলবৎ মুখপদ্ম ঈষদারক্তিম হইয়া উঠিল। তাঁহার যুবরাজ স্বামী সেই আলোকোজ্জ্বল মুখের নূতন ছবি দৃষ্টে ভাবিলেন ইহা অতুলনীয়!

"প্রিয়তমে! আমার মন্দভাগ্য শাক্য বংশে আমায় জন্ম দিতে পারে নাই বলিয়া তুমি আমায় হীন চক্ষে দেখিও না। আমার মন প্রাণ দেহ আত্মা সর্ব্বস্ব আমি তোমার ঐ রাতুল চরণে—" বলিতে বলিতে কোশল যুবরাজ শাক্যসুতার পদতলে নতজানু হইলেন এবং সেই সঙ্গেই সহসা কোশল যুবরাজের সর্ব্বদেহ কণ্টকিত করিয়া সেই সুরলোক নিবাসিনীর কমনীয় দেহলতা অবনমিত হইয়া সেই রাজরাজেন্দ্র বন্দিত শির তাঁহারই পদপ্রান্তে অবনত হইল। বীণাবাদিনীর বীণাধ্বনিবৎ তাঁহার কর্ণকুহরে বাজিয়া উঠিল,—"অকল্যাণ করিবেন না প্রভু, আমি যে এক্ষণে আপনার দাসী।"

এ কি স্বপ্নের অতীত কল্পনার অগোচর ফললাভ! শাক্যকুমারী তবে কোশলৈশ্বর্য্যের অথবা পুষ্পমিত্রের রূপযৌবনের বশীভূতা হইতে প্রস্তুত! মূর্খ অম্বরীষ বৃথাই ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল যে হয়ত শাক্যদুহিতা পুষ্পমিত্রের করতলগতা হইবেন না এবং ইহারই সম্ভাবনা অধিক।

পুষ্পমিত্র মনে মনে প্রীত এবং যথেষ্ট গর্ব্বিতও হইলেন। নির্ব্বোধ

অম্বরীষ! কোথায় কপিলাবস্তুর ক্ষুদ্র বসন্তশ্রী, আর কোথায় সমগ্র উত্তরাপথের ও সুবৃহৎ কোশল সাম্রাজ্যের ভবিষ্য মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী! অন্তরের সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দবেগ রোধে অসহ হইয়া তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "শাক্যসুতা সেই দুর্ভাগা বৃজিনন্দিনীর ন্যায় নির্ব্বোধ নহেন, তাহার শাক্যপিতাও তেমন হস্তিমূর্খ নয়। অম্বরীষটাই মহামূর্খ!"

পুষ্পমিত্রের নবপরিণীতা স্বামীর এই আশ্চর্য্য স্বগতোক্তি শ্রবণে বিস্মিত নেত্রে তাহার পানে চাহিল। এক মুহূর্ত্তের গভীর বিস্ময়ে তাহার ভুবন বিমোহন মুখের বধূজনোচিত সরক্ত শোভা অপনোদিত হইয়া গিয়া সেখানে রেখায় রেখায় যেন শুধু বিস্ময় চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিল। সে সন্দেহ কৌতূহলে প্রশ্ন করিল, লজ্জা তাহাকে একার্য্যে কিছুমাত্র বাধা দিল না,—"কে অম্বরীষ?"

যুবরাজ সেই সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে যুবরাজ্ঞীর পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার এই সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে উত্তর করিলেন,—"কোশলের মহাসেনা-নায়ক।"

"শাক্যসুতা সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন তিনি?"—শুক্লার স্বরে বিস্ময় ও সন্দেহ বর্দ্ধিত হইতেছিল।

যুবরাজ ঈষৎ চিন্তান্বিত হইলেন; যদিও আসব সেবনে তাঁহার চিত্ত কিছু বিভ্রান্তই ছিল, তথাপি অভ্যাস প্রযুক্ত তাঁহাকে ইহা প্রমত্ত বা বিচার-শক্তি হীন করিতে পারে নাই। শুক্লার পদ্মপাণি সাদরে ধারণ করিয়া তিনি কিছু কুণ্ঠিত স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন,—"সেকথা নাই শুনিলে?"

"বাধা থাকে শুনিব না,—কিন্তু বুঝিয়াছি তিনি সংশয় করিয়াছিলেন যে,—শাক্যকন্যা শাক্যেতর স্বামীর অঙ্ক-শায়িনী হইতে সম্মতা হইবেন না, হয়ত স্বীয় কুলগৌরব রক্ষার্থ—"

শ্রাবস্তি যুবরাজের চিত্ত নিজের বহু-আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় প্রাপ্তে অভূত-

পূর্ব্ব আনন্দমগ্ন। স্বপ্নের অতীত সৌভাগ্যলাভে তাঁহার মন প্রাণ তখন যেন স্বপ্নরাজ্যেই বিচরণ করিতেছিল। শুধুই সেই একমাত্র দুর্লভা প্রার্থিতাকে প্রাপ্তিই নয়, তাহার এই অতুলনীয়রূপ যৌবনের মহাসাম্রাজ্যে অপ্রতিহত অধিকার ব্যতীত, তাহার অন্তর রাজ্যেও যে তাঁহার স্থান প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, এই আনন্দই আজ তাঁহার সকল সুখকে পরাভূত করিয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে নারী হৃদয় রাজ্যের কোন সংবাদই তাঁহার রাখিবার উপযুক্ত বোধ হয় নাই। এমন কি পুরুষের ভোগায়তন নারী-দেহে হৃদয় বলিয়া কোন বস্তু আছে কিনা, সে বিষয়ে তাঁহার চিত্তে হয়ত বা সংশয়ই ছিল। আজই জীবনের মধ্যে এই সর্ব্বপ্রথমবার মনে হইয়াছে, এই অপূর্ব্বদর্শন নারী মাংস-পাঞ্চালিকার অধিকারই সব নয়, এই লাবণ্যময়ী মানবীর শরীরান্তর্গত যে সমধিক উজ্জ্বলতর সুন্দরতর হৃদয়রাজ্য আছে তাহার অধিকার লাভ করিতে পারাই যথার্থ লাভ করা। নতুবা সেই প্রেমশূন্য হৃদয়ের ঔৎসুক্য বিহীন শীতল আলিঙ্গনে আর প্রাণহীনা মর্ম্মর প্রতিমা বক্ষে ধারণে বিশেষ করিয়া প্রভেদ কি? বড় ভাবনা ছিল যদি সত্যই অম্বরীষের সন্দেহ সত্য হয়। যদিই পিতৃঋণ শোধ করিয়া মর্য্যাদাভিমানিনী রাজকন্যা মৃত্যুকে বরণ করিয়া কোশল-স্বামীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করেন? তাই বাস্তব ঘটনায় ইহার বিপরীতে, স্বভাবের লঘুত্ব বশতঃ অন্তর সে আনন্দ বেগ ধারণে সমর্থ হয় নাই।' কিন্তু এক্ষণে শুক্লার এই আগ্রহ সহসা তাঁহাকে সভয়ে স্মরণ করাইয়া দিল, এরূপে উত্তীর্ণ প্রায় বিপদের হেতু আপনা হইতে ডাকিয়া আনা তাঁহার অন্যায় হইয়াছে। মস্তকের কেশ হইতে পদনখ পর্য্যন্ত সহসা দারুণ শিহরণে শিহরিয়া উঠিল। সভয় ব্যাকুল কণ্ঠ ভেদ করিয়া বহির্গত হইল, "ক্ষমা কর অমিতা, মূঢ় আমি—"

শুক্লা তাঁহার সেই অনুশোচনাময় ব্যথিত দৃষ্টি আত্ম-তিরস্কারপূর্ণ কাতর কণ্ঠ লক্ষ্য করে নাই, সে যেন শুধু নিজের এই শাক্যেতর ব্যবহারের

উত্তর পক্ষে প্রত্যুত্তর দিবার জন্যই আত্মগত প্রায় মৃদুমন্দ উচ্চারণ করিল, —"এ দেহ মন যে সেই অজ্ঞাত উপকারকের নিকটে সেদিনের মহাঋণে আবদ্ধ ছিল সে সংবাদ মহাসেনাপতি তো অবগত নহেন! সে যে কি ঋণ সে কথা কেবল এ জগতে আর একজন মাত্রই জানে, আর কেহই জানে না।"

প্রেম-প্রসন্ন নেত্রে সেই রঞ্জিতাননার অরুণাভ মুখের পানে চাহিয়াই সেইক্ষণে পুষ্পমিত্রের সকল সন্দেহ অবসান প্রাপ্ত হইয়া গেল। তবে এই শাক্য-কুল ললনা সেই কৃতজ্ঞতা মূল্যেই তাঁহাকে আত্মদান সম্মতা? তাঁহার এই অনন্য সাধারণ রূপ যৌবন বা অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যের মোহ তবে ইহা নহে! তাঁহার চিত্ত ইহাতে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইল কি?

এই সময় নববধূ কহিল,—"দেব, আমার একটি মাত্র নিবেদন আছে।"

"কি বলিবে বলো, সঙ্কোচ কিসের? তোমায় অদেয় কি আছে অমিতা!"

"শাক্য সমাজে সুরাপান নিন্দিত। এ দাসীর একান্ত অনুরোধ যেদিন তাহাকে দর্শন দিবেন—"

তাঁহার এ অর্দ্ধোক্তির অর্থবোধ করিয়া যুবরাজ নিজেই সাগ্রহে তাহা পূরণ করিলেন,—"আজি হইতে এ জীবনে আর সুরা স্পর্শ করিব না, এই শপথ করিলাম।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

Weel since he has left me, my pleasure gae'in :
I may be distres'd, but I win na complain.

— *Burns.*

'বড় অন্যায় সন্দেহ করিয়াছ যুবরাজ! আমি তোমার সহিত ছলনা করিয়াছি? ছলনা,—কিসের ছল? কেন করিব?—তোমার সহিত ছলনা করিবার আমার সাধ্য কোথায়? যে তোমার দাসানুদাসীরও অযোগ্যা, তোমার তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র যে, তোমার সহিত ছলনা করিবে সে কিসের বলে? রাজ্যেশ্বর, শাক্যবংশের গৌরব রবি! শত রাজেন্দ্রকুমারীর বাঞ্ছিত ধন, চিরারাধ্য দেবতা আমার! তোমার সহিত তোমার আশ্রয় ভিখারিণী দাসী ছলনা করিবে? কেহ কখন আপনার উপাস্য দেবতার সহিত ছলনা করিতে পারে? জীবনের অভীষ্টদেব, আমার পরমারাধ্য পরমেশ্বর! এ কথা তুমি বুঝিলে না, তুমি একথা বুঝিতে এতবড় এ ভুল করিলে? তবে কেমন করিয়া তোমায় বুঝাইব দেব? কেমন করিয়া তোমায় আমি বুঝাইব? আমি যে বুদ্ধিহীনা সাহসহীনা জ্ঞানহীনা, আমার কথা তুমি বুঝিবে কি? বুঝাইতে পারিব কি? না না বুঝিবে না, আমিও বুঝাইতে পারিব না। মনের সব কথা মনেই থাকিয়া যাইবে, মুখে ফুটিবে না, ফুটাইবার শক্তি আমার কোথায়? মা বলিয়াছেন, আমি তাহাকে সব কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলি নাই। কি বুঝাইব, কেন বুঝাইব? নিজে যাহা বুঝি নাই তাহা কেমন করিয়াই বা বুঝাইব? সাধক তাহার ইষ্টদেবতার নিকট কি হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়া বলে?—তবে? কেন তবে তিনি আমার প্রাণের ক্রন্দন বুঝিলেন

না? আমি তো আমার সর্ব্বস্ব তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে আজন্মকাল হইতেই সঁপিয়া দিয়াছি, তবে কেন আমার নিবেদন আমার অবদান, তিনি বুঝিলেন না? কেন ভাবিলেন, কেন সন্দেহ করিলেন, কেন বলিলেন আমি তাঁহার সহিত ছলনা করিতেছি? তিনি আমায় অন্যাসক্তা সন্দেহ করিয়াছিলেন এ কথা যে আমি বুঝিতেও পারি নাই, স্বপ্নেও কখন যে এ সংশয় আমায় মনে জাগে নাই। আমি অন্যাসক্তা, আমি অন্যানুরাগিণী, তুমি ভাবিলে যুবরাজ! স্বামী আমার! দেবতা আমার! তুমি একথা ভাবিলে! একবার তোমার সেবিকার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলে না? তার প্রাণের ক্রন্দন সত্যই কি তোমার অন্তরে প্রবেশ করে নাই?—তবে কেন অমন নিষ্ঠুর পাষাণের মত পত্রোত্তর দিলে? কেন লিখিলে আমি তোমায় ছলনা করিবার জন্য তোমার চরণাশ্রয় মাগিয়াছি! কেন লিখিলে—'ভীরু অধার্ম্মিক পিতার স্বেচ্ছাচারিণী কন্যা!'—আমি স্বেচ্ছাচারিণী? আমি স্বেচ্ছাতন্ত্রা! ঈশ্বর জানেন কত পরাধীনা আমি। আমি ছলনাময়ী, আমি অন্যাসক্তা,—এ যে বড় অন্যায় সন্দেহ করিয়াছ যুবরাজ! এত বড় অপরাধের বোঝা কেমন করিয়া আমি বহিব? ওগো অকরুণ! কেমন করিয়া—তোমার এতবড় নিষ্ঠুরতা কেমন করিয়া আমি সহ্য করিব? কেমন করিয়া সহিব?'

দেবগড়ের ছিন্ন ভাগ্য সূত্রে যে গ্রন্থি বন্ধন চেষ্টা চলিতেছিল, তাহা সফল হয় নাই। যে ফুল একবার ফুটিয়া উঠিয়া শুকাইয়া যায় প্রভাত শিশিরে শতবার সিক্ত হইলেও আর তাহা বিকশিত হইতে পারে না। ভাঙ্গা যে সে ভাঙ্গাই থাকে, সে আর কোন প্রকারেই জোড়া লাগে না। দেবগড়ের ভাঙ্গা কপালেও আর জোড় মিলিল না।

শুক্লার দ্বারা রক্ষিত দেবগড়ে ইদানীং কতকাংশে শান্তি স্থাপিত হইলেও রাজগৃহে রাজপরিজনবর্গ তেমনি নিরানন্দ সলিলেই ভাসমান রহিলেন। রাজা সম্পূর্ণরূপে আর প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। মধ্যে মধ্যে ঘোর

উন্মাদ তাঁহাকে আশ্রয় করিতে থাকিল। কপিলাবস্তুতে বারংবার দূত প্রেরিত হইয়া পুনঃপুনঃই প্রত্যাখ্যাত হইতেছিল। এবার মাতৃনির্দ্দেশানুসারে অমিতা স্বহস্তলিখিত সানুনয় লিপির উত্তরে যে প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা তাহার কুসুম সুকুমার হৃদয়ে কুলিশাঘাত সদৃশ হইল। অরুন্ধতী কাঁদিয়া কহিলেন,—"মহারাজ! অমিতা আমার নিরপরাধে একি নিদারুণ শাস্তি ভোগ করিতে; লাগিল? আদেশ করুন আমি নিজে এবার কন্যা লইয়া কপিলাবস্তু গমন করি।"

সুরজিৎ আকাশের মতই শূন্যনেত্রে শূন্য মার্গে চাহিয়া আপনার মনে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কত কি বকিতেছিলেন। রাণীর কথায় মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে মস্তকান্দোলন পূর্ব্বক উত্তর করিলেন,—"বলি নাই কি তোমায় যে সমস্ত পুড়ে যাবে? রাজার পাপে রাজ্য যায়, পিতার পাপে সন্তান যায়। এ যে উভয় পাপের সমবেত অগ্নি, জানো মহিষি!—এর কত তেজ?"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

The maid who might have been his bride.

—*Byron.*

কোশল সেনাপতি রাজবন্ধু অম্বরীষের প্রকাণ্ড প্রাসাদ এক্ষণে ঘনতমসাচ্ছন্ন। গৃহজনবিরল, স্বল্পসংখ্যক দাসদাসী গভীর নিদ্রাসুখে নিমগ্ন। কেবল বিশেষ বিশেষ দুএক স্থলে উল্কালোক ক্রমশঃই অনুজ্জ্বল হইয়া আসিতেছিল এবং সেনাপতির শয়ন কক্ষে গন্ধ তৈলে একটি সুবাসিত দীপ প্রজ্বলিত রহিয়া দ্বিরদরদ নির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক আস্তৃত অভুক্ত শয্যা প্রদর্শন করিতেছিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্ব্বত গাত্রে শীর্ণ জলপ্রপাত মৃদু শব্দে ঝরিয়া পড়িয়া

যেন কোন অসুখী আত্মার অশ্রান্ত কাতর ক্রন্দনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। নিকষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ গগনাঙ্গে শত শত সহস্র সহস্র তারকাদীপ্তি যেন কাহার রোষ দৃষ্টির ন্যায় ফুটিয়া রহিয়াছিল। শুভ্র মর্ম্মর রচিত অলিন্দের স্তম্ভাবলম্বে গভীর অন্যমনস্ক হইয়া এক দীর্ঘাকৃতি যুবা দাঁড়াইয়াছিল এবং অন্ধকারে সম্পূর্ণ আবৃতা থাকিয়া তাহার অনতিদূরে অলিন্দ মধ্যে এক নবযৌবন বিভূষিতা তন্বী রূপসী স্থির দৃষ্টিতে তাহার ভাবভঙ্গি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। রজনী গভীরা, অদূর রাজমার্গে যামঘোষ স্বরূপ রক্ষিদল গৃহস্থগণকে সজাগ ও চৌরগণকে সন্ত্রস্ত করিতে লাগিল। প্রহর দামামা গভীর নির্ঘোষে দ্বৈপ্রহরিক ঘোষণা দিকে দিকে প্রেরণ করিল। দীর্ঘাকৃতি পুরুষ সেই গম্ভীর নিঃস্বনে ঈষৎ চলচ্চিত্ত হইলেন; এই সময়ে সহসা তাঁহার কর্ণে অতি মৃদু ভূষণ শিঞ্জন শব্দ প্রবিষ্ট হইল। তখন শব্দানুসরণে ফিরিয়া তিনি ডাকিলেন,—"সুদক্ষিণা!" ধীরপাদক্ষেপে সুদক্ষিণা নিকটবর্ত্তিনী হইল। "এতরাত্রে তুমি এখনও জাগিয়া আছ?"

"আপনি যে এখনও অনাহারী।"

"আমার তো সর্ব্বদাই এরূপ ঘটে। প্রতিরাত্রেই তোমাকে আমার জন্য এইরূপে বিনিদ্র যাপন করিতে হয়। আমি তো তোমায় বারম্বার নিষেধ করিয়াছি যে আমার জন্য তুমি অনর্থক এরূপ ক্লেশ ভোগ করিও না। কেন কর সুদক্ষিণা!"

সুদক্ষিণা অবনতমুখী হইয়া রহিল, উত্তর দিল না। যুবক তখন একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যেন কতকটা আত্মগতই কহিলেন,—"বিচিত্র!"—তারপর ক্ষীণ সেই ছায়া ম্লান জ্যোৎস্নালোকে বালিকার দিকে অল্প অগ্রসর হইয়া স্নেহবিগলিত স্বরে আবার কহিলেন, "দিনের পর দিন মাসের পর মাস্ এই যে তুমি আমায় অক্লান্ত সেবা দ্বারা অহোরাত্র ডুবাইয়া রাখিতেছ, দেবতার মত আমায় যেন, অনিমেষ জাগ্রত দৃষ্টি দিয়া ঘিরিয়া আছ, ইহার অর্থ কি সুদক্ষিণা? কতবার প্রশ্ন

করিয়া উত্তর পাই নাই, কিন্তু এ কৌতূহল যে ত্যাগ করিবার নয়। নিজেকে আমার নীতিজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস ছিল, এমন কি এ বিষয়ে মনের মধ্যে একটু অহঙ্কারও রাখিতাম। কিন্তু সমস্ত বুদ্ধি জ্ঞান ব্যয় করিয়াও তোমারও চরিত্র-লেখা আমি পাঠ করিতে পারি নাই। ঐ মৌন স্তব্ধ হৃদয়খানি তুষার বিমণ্ডিতা হিমগিরি শৃঙ্গের ন্যায় যেন চির প্রহেলিকাময়!"

সুদক্ষিণা তথাপি নিরুত্তর রহিল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব, কেবল গভীর অন্ধকারে আবৃতা নিশিথিনী কৌতুকরুদ্ধ শ্বাসে এই বিচিত্র চরিত্র মানব মানবী যুগলের পানে তারকা নেত্রে শতচক্ষু মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে সেই বাহ্য নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মধুর কোমল কণ্ঠে সুদক্ষিণা কহিল,—"আহার্য্য সমুদয় বিস্বাদ হইয়া গেল। ঘরে চলুন।"

চিন্তা জাল ছিন্ন করিয়া পুনর্জাগ্রত ভাবে যুবক বলিয়া উঠিল,—"কি বলিতেছ?—আহারের কথা,—চল যাইতেছি।"

আহারে বসিয়াও যুবক লক্ষ্য করিল প্রতিদিনের ন্যায় সমস্ত আহার্য্যই সযত্ন প্রস্তুত এবং অতি যত্ন সহকারে অগ্ন্যুত্তাপ রক্ষিত। কিঙ্কর কিঙ্করী কেহই জাগিয়া নাই, ব্যজনী হস্তে সুদক্ষিণা নিজেই ব্যজন করিতেছিল। সম্মুখে ভৃঙ্গার পূর্ণ জল, আহারান্তে হস্তপ্রক্ষালন কালে সেই সে জল ঢালিয়া দিবে। প্রতিদিনই দেয়। এত সেবা!—ইহার অর্থ কি! কি এ?—প্রেম?—তাও কি সম্ভব? পিতৃঘাতী দেশবৈরীর কণ্ঠে এই দেব দুর্ল্লভ অতুলনীয় প্রেমমাল্য কি কোন শরীর ধারিণী নারী অর্পণ করিতে পারে? কিন্তু তদ্‌ভিন্ন এ সব আর কিসের চিহ্ন? যদি তাই হয়, তবে তবে এ'কি আশ্চর্য্য চরিত্রশালিনী নারী! হয় দেবী না হয় পিশাচী এ। জানি না সত্য সত্য এ কি!—হয়ত এ প্রতিশোধ। ইহাই সম্ভব, নিশ্চয়ই এ সমস্ত সযত্ন রচিত মায়া জালের অভ্যন্তরে প্রতিহিংসার কালকূট

আত্মগোপন করিয়া আছে। মণিবিভূষিতা বিষধরী লইয়া একত্রাবস্থান—তা হোক তাহাতেও অম্বরীষ কিছুমাত্র ভীত নয়।

এইবার অম্বরীষ অন্তর মধ্যে যেন একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। সুদক্ষিণার এই নির্ব্বাক ভক্তি অবদানের ভারে তাহার চিত্ত যেন ক্রমেই ভারাক্রান্ত ও অশান্তিময় হইয়া উঠিতেছিল। বুঝি অন্তরেরও অন্তরতম প্রদেশে অতি গোপনে কোন একটা তীব্রতর অনুশোচনার অগ্নিও তাহার এই অতি বিপরীত প্রতিদানের দ্বারায় মধ্যে মধ্যে ধূমায়িত হইয়া উঠিয়া তিরস্কার করিয়া বলিতেছিল, কার এত বড় সর্ব্বনাশ করিয়াছিস, ওরে গর্ব্ব অন্ধ, ক্ষমতা মদ দর্পিত! যদি চক্ষু থাকে চাহিয়া দেখ্। বুঝি এ নারী জননী ধরিত্রী অপেক্ষাও ক্ষমাময়ী! এ যে দেবতারও আরাধ্যা দেবী! বুঝি অগ্নিজ্বালাময় মহাভার গ্রস্ত শান্তহীন প্রাণ চকিতের ন্যায় কাহার শান্ত করস্পর্শে জুড়াইয়া গিয়া চিরদিনের মতই জীবনের মাঝখান হইতে তাহার সমস্ত অশান্তি রণ-কল্লোল—থামাইয়া ফেলিয়া একখানি বিরাম কুটির নির্ম্মাণোন্মুখ হইয়া উঠিতে থাকে। অশনি গঠিত কঠোর চিত্ত বিগলিতা জাহ্নবীর ন্যায় গলিয়া যাইতে চাহিয়া বলিতে থাকে;—'বৃথা মরীচিকার সন্ধানে মরু প্রান্তরে ছুটিয়া মরিবে, এই ক্ষুদ্র বাপীবক্ষে নিমজ্জিত হইয়া তৃষ্ণা দূর কর, বাঁচিয়া যাও।' কিন্তু এত অনায়াস লভ্য ধনে অম্বরীষ আপনাকে ধনী বোধ করিতে পারে না, তাই সে প্রাণপণে তাহাকে খর্ব্ব করিয়া দেখিতে চাহে ও তাহাতে প্রাণ তাহার কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করে।

আজকাল কোশল সেনাপতি সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক। রাজ সকাশেও সে অন্যমনস্কতা যেন আর ঢাকা পড়িতেছিল না। দু একবার মহারাজাধিরাজ তাঁহার প্রশ্নোত্তরে মহাসেনানায়কের আগ্রহহীনতা লক্ষ্য করিয়াছেন, দু একবার তিনি যে ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার আভাষ দিতেও বিলম্ব হয় নাই। একবার বলিয়াছিলেন,—"মহানায়ক সেনাপতি ইদানীং কিছু

ভাবপ্রবণ হইয়াছেন, তাঁহার চিত্ত এক্ষণে আমাদের মত মর্ত্ত্যবাসীর কাছে না থাকিয়া স্বর্গরাজ্যের সংবাদ সংগ্রহেই অধিকতর নিবদ্ধ থাকে।”

মহাসেনানায়ক অপ্রস্তুত মৃদু হাস্যে কেবল মাত্র ত্রুটি স্বীকার করিয়া ক্ষণমধ্যে আবার পূর্ব্বাপরাধে অপরাধী হইয়া বসিলেন। মহারাজ তাঁহাকে পুনশ্চ গাঢ় চিন্তামগ্ন হইতে দেখিয়া ঘোর বিরক্তিভরে অধরদংশন পূর্ব্বক তাঁহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহা জয়সেনের উপর স্থাপন করিলেন এবং তাহাকেই সে দিনের সমস্ত সম্মাননা প্রদান করিলেন। সকলেই ইহা দেখিয়া পুলকের সহিত মনে মনে বলিল, অম্বরীষের অটল আসন এই-বার টলমল করিয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে বিশেষ সাবধানতাবলম্বন না করিলে তাহার পতন অনিবার্য্য। দু একজন এ যুক্তিকেও প্রশ্রয় দিল না, নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, “যাদুকর অম্বরীষ আবার কোন্ মন্ত্র পড়িয়া রাজার বিরুদ্ধ হৃদয় জয় করিয়া লইবে ইহার কি কিছু ঠিকানা আছে? উহাকে বিশ্বাস নাই!” অম্বরীষ কিন্তু এই আসন্নপ্রায় রাজরোষ বহ্নির ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গটুকু অঞ্চলে বাঁধিয়াই আপনার সেই অর্দ্ধাভিভূত চিন্তাসাগরে ভাসমান হইয়া রহিল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

Thy strong right hand Lord ! Make it bear.

—*Burns.*

পূর্ব্বারাম মহাবিহারে সেদিন লোক সমাগমের বিরাম ছিল না। সেদিন অষ্টমী তিথি, গৌতমের প্রিয় শিষ্য আনন্দ সারিপুত্র প্রভৃতি অগ্রশ্রাবকগণের নিকট রাজধানীস্থ সদ্ধর্ম্মী জনসঙ্ঘ প্রাতিমোক্ষ ক্রিয়া সম্পাদনার্থ সম্মিলিত হইয়াছিল। তাহার উপর তথাগত এস্থানে অতি অল্পকালের জন্যই আগমন করিয়াছেন। সমুদ্র দর্শনাভিলাষী তটিনীর ন্যায় অসংখ্য কোশল প্রজা তাঁহার চরণ দর্শনাশায় বহুদূর দুরান্তর পথ অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল। উষাকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সংসার-তাপ তপ্ত সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার অমৃতপূর্ণ উপদেশে দেহ আত্মা জুড়াইয়া ফিরিয়া গেল। পরিশেষে মহাবিহার যখন প্রায় জনশূন্য হইয়া গেল তখন রাত্রিও প্রায় প্রহরোত্তীর্ণ হইয়াছে। তথাগত পার্শ্ববর্ত্তী আনন্দকে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং বিহার প্রাঙ্গণ পরিত্যাগোদ্যত হইয়াছেন এমন সময় চৈত্যপার্শ্ব হইতে এক নারীমূর্ত্তি ধীরপদে তাঁহার সমীপস্থা হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল। গৌতম সেই ক্ষুদ্র দেহধারিণীর মস্তকে ললাটে করুণা শীতল করতল অবমর্ষণ করিয়া মধুময় বচনে কহিলেন,—"বৎসে, তোমার ব্রত উদ্‌যাপনের কাল আর তো বহুবিলম্বিত নয়। ইহলোক মধ্যাহ্নকালীন বটবৃক্ষ ছায়ার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু এই ভঙ্গুর জীবনের পরপারে যে এক অনন্ত জীবন প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে অবিনশ্বর মহাশান্তি তোমার জন্য সঞ্চিত হইতেছে বলিয়া স্থির নিশ্চয় রাখিও।"

ক্ষীণাঙ্গী বালিকা আবার ধূলায় লুটাইয়া প্রণিপাত করিল, "ভগবন্! সহজে দুর্ব্বলা নারী আমি, বড় ভীতা বড় অসহায়া, বড়ই দুর্ভাগিনী; শুধু আপনার এই পাদপদ্ম দুখানিই আমার একমাত্র ভরসা। আর কোনই সম্বল নাই।"—এই বলিয়া সেই তন্বী সম্মুখস্থিত সেই চরণযুগলের উপর আপনার ক্ষুদ্র মস্তক পুনঃপুনঃ লুণ্ঠিত করিতে লাগিল।

তাহার উপাস্য স্বভাব-প্রসন্ন কণ্ঠে সস্মিত মুখে কহিলেন,—"কন্যা! সংসারের হলাহলে জর্জ্জরিত হইয়া যে মৃত্যুকে বরণ না করে সেই বিষকে অমৃতে পরিণত করিয়া লয়, অমরত্ব কেবল তাহারই লভ্য। হে অমৃতের প্রিয় পুত্রি! ত্রিজগতে এমন কিছুই নাই যাহা তোমার কাছে ভয়-প্রদ। এই নারীদেহ ধারণ করিয়াও তুমি জীবন শেষে মৃত্যুকে জয় করিবে। এই দুঃখময়ী কামলোকে এই তোমার শেষ জন্ম। এই অনাগামী অবস্থা অতিক্রম করিলে এবার তুমি জরা মরণ বিহীন ব্রহ্মলোকে জাত হইবে। বৎসে, শোকচিন্তা চিত্তকোণে যেন বাসা বাঁধিতে না পারে, এবিষয়ে সাবধানে থাকিও। সর্ব্বদা—'সর্ব্বম্ অনিত্যম্'—এই মহাবাক্য স্মরণ পথে রাখিও এবং পূর্ব্ব উপদেশ মত যতিজন দুর্ল্লভ 'নৈব সংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তম' ধ্যানে যথা শক্তি আত্ম নিরোধ করিবে। যাও বৎসে! তোমার কোনই অপায় ঘটিবে না।"

বহুক্ষণ সেই অভয়চরণ দুখানি ক্ষীণ বাহুলতায় জড়াইয়া তন্মধ্যে মুখ লুকাইয়া সেখান হইতে বুঝি অনেকখানি শক্তি সংগ্রহান্তে অবশেষে সে বালিকা উঠিয়া বসিল। "দেব, তবে আবার চলিলাম। ও মুখের আশীর্ব্বাদে সমস্ত চিত্তদৈন্যই পুনরায় অপসারিত হইয়া যাইতেছে।" আবার আবার চরণরেণু শিরে ধারণ করিয়া সেই পদযুগল পৃষ্ঠ-বিলম্বী দীর্ঘ কেশ-ভারে মুছিয়া লইয়া, তাহা নিবিড় আলিঙ্গনে চাপিয়া চুম্বন করিয়া ঘোর অনিচ্ছা মন্থর পদে সুদক্ষিণা চলিয়া গেল। অন্ধকারে তাহার ক্ষুদ্র মূর্ত্তি

অদৃশ্য হইয়া গেলে তখন সেই মহাতাপস সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল,—"কুসলো চ জহাতি পাপকং রাগদ্বেষ মোহ ক্ষয়া স বিচ্যুতোতি।"

গৌতম শ্রাবস্তি নগরে মাত্র সপ্তাহকালের জন্য অতিথি। অনাথপিণ্ডদ শ্রেষ্ঠি সুদত্ত প্রভৃতি ভক্তগণ ভগবানের সেবা তৎপর। এমত কালে মহা-রাজাধিরাজ বুদ্ধাগমন সংবাদ পাইলেন। শ্রমণ কর্ত্তৃক রাজান্নের অবমাননা-ক্রোধ রাজার চিত্ত হইতে আজিও বিদূরিত হয় নাই। তৎক্ষণাৎ দ্রুতগামী দূত রামগড়ে প্রেরিত হইল। শাক্যকন্যা নবীনা যুবরাজ্ঞীকে সত্বর রাজ-ধানী আনয়নের অনুজ্ঞা।

শ্রাবস্তির যোজন ব্যাপী সুবিশাল রাজাপ্রসাদে আজ আবার বহুদিন পরে আনন্দোৎসবের সহিত ধর্ম্মোৎসবের সম্মিলন হইয়াছিল। ধার্ম্মিকা-গ্রগণ্য মহারাজ প্রসেনজিতের জীবিত কালে যাহা নিত্য ঘটনা ছিল, তাঁহার জীবনান্তের পর আজ এই দীর্ঘ কালান্তরে সেই রাজপ্রাসাদে তাহারই পুনরভিনয় হইল। আজ ষাট সহস্র শ্রমণ ভিক্ষুর সহিত স্বয়ং ভগবান তথাগত রাজ-অতিথি। রাজাদেশে শাক্যদুহিতা যুবরাজ্ঞী সেই ভিক্ষুদলের পরিচর্য্যা ভার গ্রহণ করিয়া অন্নপূর্ণারূপে রন্ধনাগারে বিরাজ করিতেছেন।

ক্রমে ভোজন কাল সমাগত হইল। মন্দির হইতে দ্বৈপ্রহরিক মঙ্গল বাদ্য ও পুরদ্বারে নহবৎ বাজিয়া উঠিলে পট্টমহাদেবীর অন্তঃপুরস্থ প্রসাদ ভোজনাগারে একত্র সমস্ত প্রধান প্রধান ভিক্ষুশ্রমণগণের জন্য ভোজনস্থান প্রস্তুত হইয়া গেল। সকলের জন্যই একই প্রকার উত্তমাসন, সকলেরই রজতপাত্র, কেবল সকলের মধ্যস্থলে সর্ব্বোত্তম রত্নাসন ও সুবর্ণময় পাত্র সকল ভগবান তথাগতের জন্য রক্ষিত হইয়াছিল। পট্টমহাদেবী উত্তরা-পথের মহাসম্রাজ্ঞী মহানন্দাদেবী বহুপূর্ব্বেই সুগতের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর স্বামীর ভয়ে এ যাবৎ তিনি অন্তরের গভীর আকুলতাসত্ত্বেও সমস্ত বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া আপনাকে

নির্লিপ্ত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আজ বহুদিন পরে প্রাণের অব্যক্ত কামনার এই আকস্মিক অযাচিত পূরণে তাঁহার অন্তরে আর সুখের সীমা পরিসীমা ছিল না। যে বধূ এই মহা সৌভাগ্যের মূল তাহার প্রতিও তাই তাঁহার ভক্তি অবদান পূর্ণ প্রাণটি অধিকতর স্নেহ ভালবাসায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বধূর শ্রম-রক্তিম মুখের চুম্বন গ্রহণ করিয়া কতবারই তাহাকে প্রাপ্তির সৌভাগ্যানন্দ প্রকাশে তাহাকে লজ্জা সঙ্কোচে সঙ্কুচিতা করিয়া তুলিলেন। মর্ম্মের মধ্যে মরিয়া গিয়া সে সময় তাহার ধরণী গর্ভ প্রবেশ ইচ্ছা জাগিতেছিল। এ কাহার প্রাপ্য ধন সে চোরের মত চুরি করিতেছে? এ চৌর্য্য যে অক্ষমণীয়!

উপযুক্তকালে ভগবান আগমন করিলেন। স্বর্ণভৃঙ্গার মহল্লিকাগণের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয়া মহাদেবী ব্যতীত সমস্ত অন্তঃপুরিকাগণের সহিত পট্টমহাদেবী স্বহস্তে ভিক্ষু শ্রমণগণ সহ সুগতের চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে নূতন কাষায় বস্ত্র ও পাদ্য অর্ঘ গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা যথাবিধি অর্চ্চনান্তর ভোজন কক্ষে লইয়া গেলেন। যেখানে পাত্রে পাত্রে সুস্বাদযুক্ত বহুবিধ ব্যঞ্জনাদি সহিত অন্ন পায়স পিষ্টকাদি ইতোমধ্যেই পরিবেশিত হইয়াছিল। সুবৃহৎ স্বর্ণপাত্রে অন্ন লইয়া ভারাবনত দেহা রাজবধূ পাত্র হইতে পাত্রান্তরে অন্নদান করিতেছিলেন।

আহারে বসিয়া বহুবিধ আলাপ প্রশ্নাদি চলিতে লাগিল। পুরুষ কেহই উপস্থিত ছিল না। কেবল বহুক্ষণাবধি প্রিয়ামুখ-সন্দর্শনে বঞ্চিত যুবরাজ মধ্যে মধ্যে নানা অছিলায় আজ আবার সেই শৈশব কালেরই ন্যায় বহুদিনের পরিত্যক্ত এই মাতৃমন্দিরে গতায়াত করিতে করিতে প্রেমপাত্রীর মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিয়া লইতেছিলেন। পট্টমহাদেবীর চক্ষে এ দৃশ্যও অজ্ঞাত ছিল না। একে তো তাঁহার বিলাস ব্যসনে একান্ত আসক্ত লঘুচেতা পুত্রের এ বিবাহের পর হইতেই অসাধারণ পরিবর্ত্তনে বধূর প্রতি তাঁহার চিত্ত স্বতঃই কৃতজ্ঞ ছিল, তদুপরি সেই যুবরাজপদবৃত্ত যুবককে এইরূপে

অনন্যানুরাগী দেখিয়া এবং বিশেষতঃ বধূর উপলক্ষে তাঁহারও কাছে কাছে ঘুরিতে ফিরিতে দেখিয়া সে কৃতজ্ঞতা বহু পরিমাণেই আজ বর্দ্ধিত হইয়া গেল। মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভাবিলেন 'ইহারই জন্য উচ্চবংশীয়া কন্যা লোক-প্রার্থিতা! এই ভগবানের বংশ শোণিত ইহারও শরীরে রহিতেছে,—এরূপ না হইবে কেন?'

এক সময়ে পট্ট মহাদেবী চাহিয়া দেখিলেন এক সঙ্গেই প্রায় অনেক গুলি ভিক্ষু শ্রমণের পাত্রস্থ অন্ন ফুরাইয়া আসিয়াছে। তিনি যুবরাজ্ঞীকে অন্ন আনিতে আদেশ করিবা মাত্র অন্তরালে লুকাইয়া অপলক নেত্রে স্বীয় পত্নীর শ্রমরাগযুক্ত সুন্দরতর বদন সুধাপান-বিভোর যুবরাজ গোপন স্থল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিলেন,—"মা, এক-জনের দুইটি হস্তের দ্বারা এত লোকের অন্ন পাত্র পূর্ণ করিতে হইলে তো সত্বর হইবে না; আদেশ করেন তো আমি বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া উহাকে সাহায্য করি।"

মহাদেবী অতিমাত্র বিস্মিতা হইয়া কহিয়া উঠিলেন,—"সে কি? তুই কি করিবি?"

"কেন মা, ভিক্ষু শ্রমণকে পরিবেশন করিলে অনেক পুণ্য হয় শুনিয়াছি, তা তোমার বধূ একাই সেই সমস্ত পুণ্যই অর্জ্জন করিবে আর আমি কিছুই করিব না? এ যে তোমার বড়ই অবিচার, মা!"

আনন্দাতিশয্যে রুদ্ধকণ্ঠা মহাদেবী আদেশ প্রদান করিলে সমস্ত অন্তঃপুরিকাগণ চাহিয়া দেখিল ক্ষৌম সূচিবস্ত্রে কোশল যুবরাজ সপত্নীক শ্রমণ ভিক্ষুগণের শূন্যপাত্র ভরিয়া দিতেছেন। সকলে সবিস্ময়ে ভাবিল, ভগবান তথাগত অথবা তাঁহারই বংশোৎপন্না যাদুকরী শাক্য কন্যা,—কাহার এ প্রভাব? এই ভীষণ আরণ্য ব্যাঘ্রকে কে এমন নিরীহ মেষ-শাবকে পরিণত করিল?

বিবিধ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ও কুশল প্রশ্নাদিতে আহার সমাপ্ত হইলে,

আচমনাদি শেষে পট্টমহাদেবী সুগত চরণে ভক্তিভরে প্রণতি পূর্ব্বক সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার বধূ আপনার আত্মীয়া কিরূপ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়াছেন? আপনার তৃপ্তিকারক হইয়াছে তো?"

রাজবধূ নিশ্বাস নিরোধ পূর্ব্বক উত্তর শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, উত্তর হইল,—"বালিকা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা স্বরূপা। ভোজনে ভিক্ষু সমূহ তৃপ্ত হইয়াছেন।"

"দেব! আমরা বহুদিন যাবৎ ভগবৎমুখনিঃসৃত সুমধুর উপদেশাবলী শ্রবণে বঞ্চিতা। কৃপা পরবশ হইয়া আজ আমাদের কিছু শ্রবণ করান।"

ভগবান কহিলেন,—"তোমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য পতি পরায়ণতা। পতি সেবা এবং পতির সহিত একাত্মতাই সতীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। অতিথি ভিক্ষু শ্রমণ এমন কি একজন অর্হৎ প্রত্যেক বুদ্ধ বা বুদ্ধের অপেক্ষাও স্বীয় পতিকে সাধ্বী অধিকতর শ্রদ্ধা সম্পন্না হইয়া পূজা করিবেন। তাঁহার নিকট কোন বিষয়ই গোপন রাখিবেন না। নিজ পতিকে যে নারী প্রতারিত করিয়া রাখে ইহলোকে সে তুষানলে দগ্ধ হয় এবং পরলোকে কালসূত্র নামক নরকে গমন পূর্ব্বক অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে। আর যে নারী স্বামীকে ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহ দান করিয়া তাঁহাকে অধোগতি হইতে রক্ষা করে সেই স্বামীর সহিত নিত্য সঙ্গিনী রূপে সেই সাধ্বী স্বীয় অর্জ্জিত পুণ্যরথে আরোহণ পূর্ব্বক রূপ-ব্রহ্মলোকে সপ্তকল্পাবধি অক্ষয় জ্ঞান ও আনন্দের অধিকারিণী হয়।"

যুবরাজ্ঞী সেই মহা-অতিথির চরণে পড়িয়া সকল হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি সহকারে প্রণতি পূর্ব্বক সুপবিত্র পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

I could na tell, I moun na tell,
I dare na for your anger,
But this secret will break my heart,
If I conceal it langer.

—*Burns.*

সশিষ্য সুগত বিদায় গ্রহণ করিলে কোশলের পট্টমহাদেবী অন্তঃপুরিকাবৃন্দের সহিত অন্তঃপুর দ্বার অবধি তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা প্রস্থিত হইবার পর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহাদেবী বধূর পানে চাহিয়া দেখিলেন তাহাকে যেন অত্যন্ত শ্রমকাতরা দেখাইতেছে। নিকটে আসিয়া মাথায় মুখে স্নেহভরে হাত বুলাইয়া কহিলেন,—"যাও মা, কোশল কুললক্ষ্মী, এইবার তোমার যজ্ঞ সমাপ্ত হইল, বিশ্রামাগারে গিয়া একটু বিশ্রাম কর। আহা মা! আমার কত সৌভাগ্যেই পুষ্প তোমায় লাভ করিয়াছিল, তোমারই জন্য আজ আবার বহুদিন পরে ভগবানের পাদপদ্ম সন্দর্শন ঘটিল।"

রাজবধূর আরক্ত অধর আজ শববৎ বিবর্ণ, তথাপি সেই পাংশু-অধরকেই মৃদু মধুর হাস্যরঞ্জিত করিয়া সে কহিল,—"বিশ্রামের কি প্রয়োজন মা, আজ আমি আপনাদের পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়া তারপর ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করিব।"

"তোমার আজ অনেক পরিশ্রম হইয়াছে, আজ আর নয়; আর একদিন তখন আমাদের খাওয়াইও। আজ তুমি এক্ষণে আপন মন্দিরে গমন কর। নতুবা পুষ্প কি ভাবিবে?"

"না মা, আজই সব কায সারিয়া রাখিতে সাধ হইতেছে, তিনি কিছুই ভাবিবেন না।"

"তবে এসো, মা তুই যেন পুষ্প সাগরের চেয়েও আমার আদরের হইয়া উঠিতেছিস্! কত ভাগ্যেই তোকে পাইয়াছিলাম।" পট্টমহাদেবী এই বলিয়া বধূর ক্ষুদ্র ললাট স্নেহভরে চুম্বন করিলেন।

"মা আপনি আমায় বড় স্নেহ করেন, তাই এসব কথা বলিতেছেন।"

"না মা কিছু বাড়াইয়া বলি নাই। তোমায় পাইয়া আমি আমার পুত্রকে খুঁজিয়া পাইয়াছি, নতুবা সে তো রাজধানীর বিলাস সাগরে বহু পূর্ব্বেই ভাসিয়া গিয়াছিল।"

এমত কালে দ্বার খুলিয়া, "মা আমি বুঝি আর একটু আদর পাই না" এই কথা বলিতে বলিতে যুবরাজ সহাস্য আননে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

"সে কি বাপ্ তোমরা দুজনেই আমার সমান।" এই কথা বলিয়া মহাদেবী আনন্দ হাস্যে পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিলেন।

যুবরাজ হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন, "না মা; তা নয়। তুমি এইমাত্র বলিতেছিলে, আমাদের অপেক্ষা ও-ই তোমার বেশী আদরের। এখন আবার সে কথা ঢাকা দিয়া বলিতেছ সমান?"

রাজেন্দ্রাণী মহানন্দে উভয়কেই উভয়করে নিজের বক্ষে টানিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "দুই কথাই সত্য, সমানও বটে আবার এক হিসাবে বেশীও বটে। মনে করে দেখ্ দেখি সত্য কি না!"

যুবরাজ লজ্জা পাইলেন, প্রীতও হইলেন। সকলেই হাসিল।

অপরাহ্নে যুবরাজ্ঞী স্বামীকে কহিলেন,—"চলুন, এইবার আমরা আপনার 'নন্দনকাননে' যাই।"

"আজ তুমি বড় ক্লান্ত হইয়াছ, আজ আর কোথাও গিয়া কাজ নাই।

আগত কল্য হইতে 'নন্দনে'র অধিষ্ঠাত্রীকে তাঁহার স্বস্থানেই প্রতিষ্ঠিত করিব।"

"আমি কিছুমাত্র ক্লান্ত হই নাই, আজই আমার যাইতে একান্ত ইচ্ছা হইতেছে। কি জানি যদি কল্য কোন বাধা পড়ে।"

"তবে চল, কিন্তু তোমার মুখে আজ যেন একটুও রক্ত নাই। উঃ, তোমায় আজ কি প্রকার বিবর্ণ ও ম্লান দেখাইতেছে।"

"নূতন স্থানে নূতন দৃশ্যের মধ্যে হয়ত শরীর মন ভালই থাকিবে।"

"তবে এসো যাই।"

"'নন্দন কানন' বাস্তবিক নন্দন কল্পনাকেও পরাজিত করিত। ইহার শুভ্র মর্ম্মর রচিত হর্ম্ম্য রাজি ধবলাগিরি সন্নিভ গগনস্পর্শী, কক্ষভিত্তি ও হর্ম্ম্যতল বিবিধ বর্ণখচিত প্রস্তর-শিল্প দ্বারা বিভূষিত, আর ঐশ্বর্য্যেও ইহা অলকাপুরীকে পরাভব করিতে সমর্থ। এই দ্বিতীয় ইন্দ্রপ্রস্থ সদৃশ রাজভবন এতদিন বিলাসীর বিলাসকুঞ্জ ছিল। আজ আর ইহার মধ্যে সেই সকল বিলাস ব্যসন সজ্জা বিদ্যমান নাই। বিগত পাপপঙ্ক ধুইয়া আজ সে পুরী পবিত্র শুচি শরীরে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতীক্ষা করিতেছিল।

যুবরাজ প্রিয়তমার হস্তধারণ করিয়া ইহার সুসজ্জিত উপবেশন কক্ষের রত্নসিংহাসন সন্নিধানে তাহাকে লইয়া আসিলেন। গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "—আজ আমার নন্দন প্রতিষ্ঠা সার্থক হইল! নন্দনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-রূপে তুমি এইস্থানে চির অচলা হও।"

ইহার উত্তরে নারীর অধরে রহস্যময় হাসি মাত্র দেখা দিল।

রজনীর বিশ্রামবাসরে শয্যাতলে বসিয়া যুবরাজ-মহিষী কহিলেন, —"আজ আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের সর্ব্বাপেক্ষা পরিণতির দিন। আমার মত সুখসৌভাগ্যের অধিকারিণী আজ এ সংসারে আর কে আছে? আজ আপনাকে তাই একটি কথা জিজ্ঞাসা

করিতেছি দোষ লইবেন না।—আপনি এক্ষণে আমায় যথার্থই ভালবাসেন ?”

“একথাও তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ অমিতা ?” যুবরাজের এই সাভিমান কণ্ঠস্বরে সুপ্রচুর বেদনা ব্যক্ত হইল।

“জানি বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি প্রিয়তম,—আমাকে অদেয় তো আপনার কিছু নাই ?”

“কিছুই না।

“তবে আজ আমায় একটি ভিক্ষা দিন—”

“অমিতা! প্রাণাধিকা আমার! বারেবারে আমায় আজ বিঁধিতেছ কেন ?”

“জানি প্রভু, এ কাঙ্গালিনীকে আপনি কত দিয়াছেন তা যদি তার অবিদিত থাকিত, তবে যে ভিক্ষা আজ চাহিতেছি, তাহা চাওয়া আরও কঠিন, যে আশা করিতেছি তাহা করা দুরাশা মাত্রই হইত। আপনার অপরিসীম ভালবাসার বলেই আজ আমি সবলা, সেই বলে সেই সাহসেই আজ এই ভিক্ষা,—রাখিবেন তো ? হয় তো এই আমার শেষ ভিক্ষা !”

“বল অমিতা, বল কি বলিবে ? এই তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—তোমার অনুরোধ প্রাণ থাকিতে অন্যথা হইবে না। কিন্তু ‘শেষে’র কথা কেন বলিতেছ ? আমাদের জীবনের এই তো প্রভাত কাল মাত্র, এখনও সুদীর্ঘ সারাদিন আমাদের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে। আর সে কি অনাবিল আনন্দ ও গৌরবের আলোকে সমুজ্জ্বল দিবস !”

“কে জানে কখন কাহার জীবনে সন্ধ্যা দেখা দেয়, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই! আমার এই ভিক্ষা যে আমার বর্ত্তমানে এবং অবর্ত্তমানে অপরিহার্য্যরূপে আপনি শাক্যবন্ধুত্ব পালন করিবেন। তাহারা আপনার

নিকট মহা অপরাধে অপরাধী হইলেও তাহাদের অনিষ্ট ঘটিতে দিবেন না। বলুন এ আশা আমার পূর্ণ হইবে কি ?"

যুবরাজ এতক্ষণকার কণ্ঠনিরুদ্ধ গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া দিয়া আশ্বস্ত স্বরে কহিলেন,—"যাঁরা আমায় পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া এই সুবর্ণ পঙ্কজ প্রদান করিয়াছেন তাঁরা আমার চিরপূজ্য। তুমি না বলিলেও আমার বিবেক নিজেই ইতঃপূর্ব্বে এ শপথ গ্রহণ করিয়াছিল। আজ তাহা অধিকতর দৃঢ় হইল মাত্র।"

সুগভীর মুক্তির নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকার পর সহসা যুবরাজ্ঞী স্বামীর কণ্ঠবাহুবেষ্টিত করিয়া তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিলেন। "তবে আর কেন ? আজই আমার জীবনের যে রহস্য আপনার নিকট এতদিন সযত্নে লুক্কায়িত রাখিয়াছি তাহা জানাইয়া প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করি—তার পূর্ব্বে নাথ, একবার আপনি আমায় তেমনি করিয়া আদর করুন, আমি আপনাকে একবার প্রাণ ভরিয়া—"

পুষ্পমিত্র সবলে তাহাকে বক্ষমর্দ্দিত করিয়া গভীর আবেগস্পন্দিত সজল স্বরে কহিয়া উঠিলেন,—"অমিতা, অমিতা, কেন তুমি আজ বারে বারে এমন হতাশার কথা কহিতেছ ! তোমার মনে আজ কি হইয়াছে ? কি তোমার জীবনের রহস্য,—কে তাহা শুনিতে চায় ? আমি কিছুই শুনিব না। রহস্য তোমার জীবনে যদি কিছু থাকে, সে থাক, আমার সে বিষয়ে কিছুমাত্র কৌতূহল নাই। এখন এসো, ওসব কাল্পনিক ভয় চিন্তা ভুলিয়া আমরা এই আশাদীপ্ত অমর বর্ত্তমানকে উপভোগ করি। রজনী গভীরা, তুমি শ্রমকাতরা—"

"না না প্রভু, আমায় বাধা দিবেন না ! এ কথা না বলিয়া আর যে আমার গতি নাই, প্রভু ! কি করিব, এই সুখের কুলায় আমার, আমার স্বহস্তেই আগুন জ্বালিয়া দিতে হইবে।"

পুষ্পমিত্র পত্নীকে অধিকতর নিকটে টানিয়া লইয়া সভয়ে কহিয়া

উঠিলেন,—"তবে কিছু বলিও না, আমি সে সহিতে পারিব না। কিন্তু তোমার এই পবিত্র জীবনে এমন কিছু রহস্য থাকা সম্ভবই নয়; বৃথা কেন ও সকল প্রলাপবাক্য বকিতেছ, শান্ত হও।"

"যদি থাকে?"

"থাকে থাক, আমি শুনিব না।"

"কিন্তু আমায় যে বলিতেই হইবে, প্রভু!"

"শুনিলে কি সত্যই আমার এদিন আর থাকিবে না?"

"সে শুধু আপনার ইচ্ছাধীন প্রভু।"

"আমার ইচ্ছাধীন! আঃ তবে বলো, যদি না বলিয়া তুমি তৃপ্ত না হও, বলো, আমি শুনিব।"

শুক্লা স্বামীর বক্ষে নীরবে মুখ রাখিয়া স্থির হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে যেন বড় অনিচ্ছার সহিত উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া অতি অস্ফুট স্বরে কহিল,—"সে দিনের ঘটনা আপনার এখনও স্মরণ আছে কি, যেদিন আপনি আমায় দস্যুহস্ত হইতে বন্ধন মুক্ত করিয়াছিলেন?"

"যে মহামুহূর্ত্ত এই মনুষ্যত্ব বিহীন মানব নামধেয় পশুকে মানবত্বের অধিকারী করিয়াছে, তাহার জীবনের সে যে সর্ব্বাপেক্ষা শুভতিথি, সে দিন কি ভুলিবার অমিতা?"

"সে দিন দস্যুহস্ত হইতে যাহার লজ্জা সম্ভ্রম নারীধর্ম্ম এবং আরও কিছু,—আপনার দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল, যাহার চিরজন্ম-জন্মান্তর শুদ্ধ সেদিনের সেই মহোপকারের মূল্যে আপনারই চরণে বিক্রীত, সেদিনের সেই কৃতজ্ঞতার মূল্যে চিরবিক্রীতাই কি সে দিনে আপনার প্রার্থিতা ছিল না?"

"কি যে তুমি আজ বলিতেছ অমিতা? আমিতো সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকেই চাহিয়াছি এবং জানিনা কোন্ অজ্ঞাত মহাপুণ্য তোমা হইতে আমায় বঞ্চিতও করে নাই। এজন্য ভাগ্য-নিয়ন্তাকে আমি সহস্রবার

প্রণিপাত করি।”—এই বলিয়া কোশল যুবরাজ ভক্তিভরে আপনার কর-যুগল উত্তোলন পূর্ব্বক স্বীয় ললাটদেশে স্পর্শ করিলেন।

শুক্লা সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। “আপনি সেদিনে আমাকেই দস্যুকবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন, আমাকেই চাহিয়াছেন, কিন্তু তথাপি হায়—তথাপি আপনি আমায় চাহেন নাই,—আপনি আমায় যাহা বলিয়া জানেন আমি তাহা নই ; এ দীনার নাম অমিতা নয়, শুক্লা।”

পুষ্পমিত্র প্রিয়তমাকে আপনার বক্ষতলে অতি নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে এক্ষণে ঈষৎ ব্যঙ্গের হাস্য প্রকটিত হইল,—“শুক্লা! তা এ অভিধান তো তোমারই উপযুক্ত সখি! অমিতার চেয়ে এনাম শতগুণেই শ্রেষ্ঠ!

শুক্লার শুভ্র অধরে বড় দুঃখের মৃদুহাস্য ক্রীড়া করিয়া ফিরিয়া গেল,—“শুধু তাহাই নহে, আপনি যে রাজকন্যাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমি সে নই।”

পুষ্পমিত্র ঈষৎ বিস্ময়ানুভব করিতেছিলেন, তথাপি পত্নীর শীতল ঘর্ম্মাক্ত মুখ অতি আদরে চুম্বন করিয়া কৌতুকভরে কহিলেন, “কে বলিল যে আমি তোমাকেই চাহি নাই? এই তো সেই আমার হৃদয়াঙ্কিত মোহিনী মূর্ত্তি! যিনি আমার উপাসিতা আমি তাঁহাকেই পাইয়াছি। তাঁহারা হয়ত যমজা হইতে পারেন, আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আমি বসন্তশ্রীর বাগ্‌দত্তার পরিবর্ত্তে অপরাকে লাভ করায় বরং আজ আপনাকে সমধিক সুখীই বোধ করিতেছি।”

শুক্লার অন্তরের অন্তর মধ্য হইতে যে ক্ষুধিত ব্যাকুলতা ছুটিয়া বাহির হইয়া উদ্দামবলে তাহার মুখ প্রাণপণে চাপিয়া ধরিতে চাহিতেছিল, তাহার প্রলোভন, লাঞ্ছনা, পীড়ন সমস্ত নিষেধ শক্তিকে প্রাণপণ বলে দূরে সরাইয়া দিয়া হত্যাকারীর আত্মাপরাধ স্বীকারের আশাহীন উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে সে আকুলকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “না না নাথ, আত্মসুখেচ্ছায় আর আমি

আপনাকে বঞ্চনা করিয়া রাখিতে পারিব না। ইহাতে আমার ভাগ্যে যাহা ঘটে আমি সহিব—রাজকুলে এ হতভাগিনী জন্মগ্রহণ করে নাই, আমি অজ্ঞাত-কুলশীলা অনাথা নারী মাত্র।”—বলিতে বলিতে ব্যাকুলা হইয়া আবার সে স্বামীর বক্ষলগ্ন হইতে গেল, যেন স্বামীকে হারাইবার মহাভয়ে ভীতা হইয়াই তাঁহাকে আকুল আগ্রহে আশ্রয় করিতে গেল, কিন্তু তাহাতে সক্ষম হইল না। যুবরাজের দৃঢ়বদ্ধ আলিঙ্গন পাশ অকস্মাৎ ঘোর বিতৃষ্ণ ঘৃণাভরে শিথিল হইয়া পড়িয়া তাহাদের উভয়কে পরস্পর হইতে তৎক্ষণে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে।

সুবর্ণাধার বিলম্বিত দীপ শিখা আকস্মিক পবনবেগে কম্পিত হইয়া উঠিয়া বারেক শেষ হাসি হাসিয়াই চিরদিনের জন্য গভীর অন্ধকারগর্ভে বিলীন হইয়া গেল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

I know not, I ask not, if guilt's in that heart.
I but know that I love thee, whatever thou art.

—*Moore.*

“ভগবান! লোকে বলে আপনি সকলের সকল সমস্যার সমাধান করিয়া থাকেন, আমার এই অন্ধকারময় জীবনের প্রহেলিকা দূর করিতে পারিবেন কি?—এই সবে মাত্র আমার জীবনকুঞ্জে বসন্ত-সমাগম ঘটিয়াছিল, পিকরব এই ত্তো সে দিন শুনা গিয়াছে মাত্র, এখনও এ জীবন নাট্যশালায় উৎসবের বাতি সব জ্বলিয়া উঠে নাই, আর এরই মধ্যে ভোজবাজির ন্যায় আমার সব ফুরাইয়া গেল! আমি মানুষ ছিলাম না; আমার সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগিয়া উঠিয়াছিল কি শুধু এই এমন করিয়া

আহত হইয়া মরিবার জন্য? যাহার স্পর্শে এই নিদ্রিত প্রাণ জাগিল আজ জানিয়াছি যে সে স্পর্শ দেবতার নয়, তবে কি তাহা যাদুকরের যষ্টি? আপনার আত্মীয় জনেরা প্রতারণা পূর্ব্বক শাক্যকন্যার পরিবর্ত্তে কোশল যুবরাজকে একটা নগণ্যা দাসীর সহিত পরিণীত করিয়া চির সম্মানিত শ্রাবস্তির সিংহাসনে কালিমা লিপ্ত করিয়াছে, সে কলঙ্ক শাক্যশোণিতে ধৌত করিবারও আজ আমার পথ নাই। আমি তাঁহাদের ক্ষমা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আপনি জানেন, ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা কোন কারণেই লঙ্ঘিত হয় না। যাহার জন্য এ কলঙ্ক তাহাকে সেই ক্ষণেই জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু তাহার প্রতি আমার এই গভীর প্রেম আমি যে কোন ক্রমেই ফিরাইয়া লইতে সমর্থ হইতেছি না! আমার মনে হইতেছে তাহার সহিত আমার সমস্তই আজ আমি হারাইয়াছি, শুনিয়াছি আপনার নাম লোকবিদ্, অনেকের জীবনের ভ্রষ্টপথ আপনি খুঁজিয়া দিয়াছেন, প্রভু! আমার এই মহা সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন কি?"

সবে মাত্র ঊষাগমে নিদ্রিত জগৎ নিমীলিত নেত্র উন্মীলন করিতেছিল। জেতবন বিহারের মধ্যস্থ বিশাল চৈত্য সান্নিধ্যে তখনও ধ্যানাবস্থিত ভিক্ষুর দল একত্রিত হয় নাই। জেতবন বিহারের উত্তর পূর্ব্বে আপ্ত নেত্রবন-বিহার নামক মহাবিহার মধ্যে ভগবান তথাগত তখন একক ছিলেন।

যুবরাজ পুষ্পমিত্র সারারজনী প্রাসাদশীর্ষে অলিন্দে উদ্যানে উন্মাদের ন্যায় পরিক্রমণ ও কখনও ক্রোধে অভিভূত কখন মোহে অধীর হইয়া বিলাপ পরিতাপাদি দ্বারা, সন্তাড়িত হইতে ছিলেন। একবার নিদারুণ ক্রোধের জ্বালায় মনে হইল এই মুহূর্ত্তে পিতার নিকট ছুটিয়া গিয়া সকল কথা প্রকাশ করিয়া এই নিদারুণ অপমানের কঠোর প্রতিশোধ লওয়া উচিত। কিসের প্রতিজ্ঞা? প্রতারক সঙ্ঘের সহিত সত্য রক্ষার সম্বন্ধ কি? কিন্তু হায় তখনি আবার একখানি ছলছল জলেভরা বিশালনেত্র

সংযুক্ত কাতর মুখচ্ছবি অনিন্দ্যসুন্দর মুখ—হৃদয়পটে ফুটিয়া উঠিয়া অতি করুণ স্বরে মিনতি করিয়া কহিতে লাগিল, 'এই শেষ ভিক্ষা!'—উঃ এ কি শেষ! এ কি নিষ্ঠুর নির্ম্মম সমাপ্তি। যুবরাজ বালকের ন্যায় পাষাণ অলিন্দে লুটাইয়া পড়িয়া মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাযুক্ত রোদন করিতে লাগিলেন। "পাষাণী, পাষাণী, কেন আমার এ অবস্থা করিলি? কে তোকে এ রহস্য প্রকাশ করিতে বলিয়াছিল? আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আজ আবার আমায় এমন করিয়া ত্যাগ করিতে তোর পাষাণ হৃদয়ে একটুও কি মমতা হইল না?"

আবার পরক্ষণে উঠিয়া বসিয়া উন্মত্ত ক্রোধে দীপ্ত হুতাশনবৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিতে করিতে কহিলেন, আমার "প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ করিব না। যাহাদের জন্য তুই আমায় এমন করিয়া জন্মের মত ডুবাইয়াছিস্; তারা সেই ছলনাময় ঘৃণ্য জীবনভার বহন করিয়া বাঁচিয়া থাক,—কিন্তু তুই যে আমায় ছাড়িয়া আবার তাহাদের নিকট ফিরিয়া গিয়া আমার এই লজ্জার কথা অপমানের কথা লইয়া তহাদের সহিত আলোচনা করিবি, সে আমি কোন ক্রমেই ঘটিতে দিব না। আমি এ জন্মে তোকে আর গ্রহণ করিতে পারি না;—কিন্তু, কিন্তু তোমায় ছাড়িয়া আমি বাঁচিব কি লইয়া? আমার জীবন ধারণের আর কি সম্বল রহিল? কেন তুমি আমার এমন দশা করিলে, আমি তো একবারও শুনিতে চাই নাই!"

যুবরাজ এক সময় কি ভাবিয়া উঠিলেন। অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া বাছিয়া বাছিয়া এক তীক্ষ্ণধার শাণিত-কৃপাণ হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে আপনার শয়ন কক্ষে, যে কক্ষে শুক্লার সহিত এই কতক্ষণ পূর্ব্বে আশা-সুখময় পুষ্পবাসরে শয়ন করিয়াছিলেন, যে কক্ষে এই কিছুক্ষণ মাত্র পূর্ব্বেই এক অচিন্ত্য-পূর্ব্ব রহস্যোদ্ভেদে তাঁহার জীবন আজ ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবৎ অস্থির অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। কক্ষ মধ্যে এক্ষণে

তাঁহার অন্তরেরই ন্যায় ঘোর অন্ধকার, সহসা সে স্থানে মনুষ্যাবাস জনিত কোন শব্দই পাওয়া গেল না। তবে কি প্রতারিকা প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছে? প্রাণভয়ে পলায়ন করিল! হা ধিক্, ধিক্ তাঁহাকে, এই তাঁহার প্রণয়-মন্দার মাল্যে প্রাণান্তপণে অর্চ্চনা করা দেবী! এত ক্ষুদ্র সে? অথবা দাসীর মূল্য আর কতটুকুই হইবে?

অনলবর্ষী রুদ্রস্বরে পুষ্পমিত্র ডাকিলেন,—"শুক্লা!"

"প্রভু!"

"তুমি আছ?"—যুবরাজ শব্দানুসরণে অগ্রসর হইলেন। সেই পর্য্যঙ্ক, এই খানেই তিনি তাঁহার প্রিয়তমাকে অকস্মাৎ চিত্তজ্বালার সহস্র বৃশ্চিক দংশনে অস্থির হইয়া ছাড়িয়া গিয়াছিলেন।

"তবে তুমি এখনও পালাও নাই? কেন, কেন ওঃ, কেন পালাইয়া গেলে না?"

যুবরাজের কণ্ঠে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হইল।

"কেন পালাইব, স্বামিন্? আমি কোথা পালাইব?"

"কোথা?—কেন, শাক্যালয়ে! পালাইলে হয় তো বা প্রাণে বাঁচিতে পারিতে।"

অতি স্নিগ্ধ মধুর জ্যোৎস্না ছটার ন্যায় হাসি হাসিয়া শুক্লা উঠিয়া সেই অস্ফুট অন্ধকারে স্বামীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—"বাঁচিবার আর প্রয়োজন কি প্রভু? এ জীবনের কোন সাধই তো আর আপনার কৃপায় অ-পূর্ণ নাই! হতভাগ্য দেবগড় আমার দ্বারা একদিন পুত্রহারা সর্ব্বহারা হইয়াছিল, তাহার সে ঋণ আমি আজ পরিশোধ করিয়াছি, আপনাকে সে আজ চিরসহায়রূপে পাইয়াছে। এ দীনহীনা শুক্লাকে তার আর কিসের প্রয়োজন?"

"তোমার নিজের জন্য কি বাঁচিবার কিছুই সাধ যায় না? জীবনের কোন আকাঙ্ক্ষাই কি আর বাকি নাই?"

"অনাথা অভাগিনী শুক্লার আশার অতিরিক্তই সে পাইয়াছে। নাথ! সত্য জানিবেন আপনাকে এই দুদিনের জন্য পাইয়া তাহার এ ক্ষুদ্র জীবন সে আজ চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছে। আপনাকে প্রাণ ভরিয়া পূজা করিয়াছি, আপনার অতুলনীয় স্নেহাদর পাইয়াছি, আর কিসের আকাঙ্ক্ষা, প্রভু? আর তো কই কিছুই বাকি নাই।"

"শুক্লা! শুক্লা! অনায়াসে তুমি আমায় ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছ! ওঃ, ওঃ, কি পাষাণী তুমি? কি তোমার কঠিন প্রাণ! কিন্তু আমার যে এখনও শত বাসনা কামনার জালে সারা অন্তর বিজড়িত। সহস্র অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা যে আজও এই হৃদয়ের কানায় কানায় ভরিয়া আছে। কেমন করিয়া আমি তোমায় বিদায় দিব?"

সেই অকলুষিত মুক্ত কৃপাণ হস্তে পুষ্পমিত্র ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়া সে কৃপাণ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। আবার তাহা কুড়াইয়া লইয়া বাতায়ন পথে নিম্নে ফেলিয়া দিলেন। যেন সে প্রলোভন রোধ করা তাঁহার মনের সে অবস্থায় বড় সহজ হইতেছিল না।

তথাগত কহিলেন,—"একের অপরাধে অন্যা দণ্ডনীয়া নহে, বিশেষতঃ তোমার পরিণীতা অতি বিশুদ্ধ চরিত্রা, সরলা এবং ধার্ম্মিকা, তাঁহার গ্রহণে তোমার কুলে কলঙ্ক স্পর্শিত হইতেই পারে না।"

যুবরাজের সংশয় সঙ্কুল চিত্ত অনুকূল যুক্তি শ্রবণে জলধারা প্রাপ্ত পরিপূর্ণ-বক্ষ নদীর ন্যায় সঘনে দুলিয়া উঠিল, আবেগ ব্যাকুল কণ্ঠে তিনি কহিয়া উঠিলেন,—"কিন্তু সে যে অজ্ঞাত কুলশীলা, কোন্ জাতি কোন্ গোত্র, তাহার কিছুই যে স্থিরতা নাই। হয় ত—" বলিতে বলিতে দারুণ অপমানিত লজ্জায় তাঁহার সুগৌর মুখমণ্ডল অরুণবর্ণ ধারণ করিল। সেই লজ্জাজনক শব্দ তাঁহার জিহ্বা উচ্চারণে সমর্থ হইল না।

সুগত সুপ্রসন্ন হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার বাক্যে শ্রদ্ধা করিতে পারিবে?"

অনুপায় যুবক অধীর স্বরে উত্তর করিল,—"সেই আশাতেই তো আপনার সমীপে আসিয়াছি।"

"তবে বিশ্বাস কর তোমার পত্নী ক্ষত্রিয়া,—অতি পবিত্রা এবং সুজাতা।"

তথাগতের চরণ ধারণ করিয়া উত্তরাপথের মহাসম্মানিত সম্রাট্ পুত্র পরমভট্টারক পুষ্পমিত্র শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। শিশু ভয় পীড়াদিদ্বারা অত্যন্ত ক্লেশ ভোগান্তে মায়ের অভয় কোলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যে কান্না কাঁদে, ইহাও সেই গভীর আশ্বাসের ক্রন্দন।

মার্ত্তণ্ডদেব তখনও স্বকীয় রূপে গগনে সীমান্তে দেখা দেন নাই, নবোঢ়া উষার সীমন্ত সিন্দূরের বিন্দুটির ন্যায় পূর্ব্বাকাশের শেষ প্রান্তে রক্তনেত্রে উঁকি দিয়াছেন মাত্র। রাজ মার্গ তখনও প্রায় জনহীনা; পৌরজন নিদ্রামগ্ন; নগ্নপদ বিস্রস্ত বেশ-বাস যুবরাজ নিজগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সারা রজনীর জাগরণ ও অন্তরের এই ঘাত প্রতিঘাত তথাপি কি অতুলনীয় সৌন্দর্য্য প্রতিমাই তাঁহার সম্মুখে। যুবরাজ দেখিলেন সে মূর্ত্তি বুঝি প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার! তাঁহার নেত্রে ললাটে চিবুকে অধরে সর্ব্বত্র হইতে যেন অন্তরের অফুরন্ত প্রেমের নির্ঝর ঝরিয়া পড়িতেছে। ভয় নাই ভাবনা নাই দীনতা নাই, আবার উপেক্ষাও নাই! পূজা পরায়ণ চিত্তে সংসারের সমুদয় অমঙ্গলকে মুছিয়া লইয়া সে আজ নির্ব্বিকার হৃদয়ে এই যে নাট্যান্তের প্রতীক্ষা করিয়া আছে কে তাহাকে এই সর্ব্বংসহ মহা শক্তি দান করিল? কর্ণকুহরে কে বলিয়া দিল প্রেম প্রেম প্রেম! স্বদেশ প্রেম ইহাকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিল, আর আজ স্বামী প্রেম তাহার সে সাধনায় আত্মবলি দ্বিতে শিক্ষাদান করিয়াছে।

যুবরাজ ভাবিলেন,—"অজ্ঞাত কুলশীলা? হইলই বা অজ্ঞাত কুলশীলা দাসী? দাসী কি মানবী নহে? দাসীর কি হৃদয় নাই? ওরে নির্ম্মম! কেমন করিয়া এই সুবর্ণ প্রতিমা তুই বিচূর্ণিত করিতে চাহিয়াছিলি? হা ধিক্ তোকে!"

গভীর আবেগ ভরে অনাদৃতা প্রিয়তমাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে পুষ্পমিত্র কহিয়া উঠিলেন,—"আমি তোমায় ছাড়িব না শুক্লা; রাজকন্যা হও, দাসী হও, তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী,—তুমি আমারই!"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

I will pluck it from the bosom, this my heart be at the root.

—*Tennyson.*

সুখের স্বপ্ন অকালে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কে ভাঙ্গিল? এ সুখের এ সাধের এ আশার স্বপ্ন কোন্ নিষ্ঠুর জাগরণ কাড়িয়া লইয়াছে? জীবনের ইন্দ্রজাল কোন্ পাষণ্ড ঐন্দ্রজালিক ছিন্ন করিয়া দিয়াছে? ফলে ফুলে সুশোভিত উদ্যান কোন্ প্রখর সূর্য্যতাপে ঝলসিয়া গিয়াছে? সুবর্ণ পিঞ্জরের পোষাপাখী কোন্ নির্ম্মম ব্যাধ চুরি করিয়া লইয়াছে? বক্ষের হীরক হার কোন্ প্রবল দস্যু কাড়িয়া লইয়াছে?—কে এমন করিল? সাধের ইন্দ্রাসন বিস্তৃত করিয়া আশা কাননের মাঝখানে যে সুখ শান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে প্রেম পুষ্পাঞ্জলি দানে জীবন যৌবন উৎসর্গ করা হইয়াছিল, সহসা কোন্ প্রবল দৈত্য আসিয়া সে উদ্যান ছিন্ন ভিন্ন সিংহাসন চূর্ণ বিচূর্ণ এবং হৃদয়াধিষ্ঠাত্রীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল? প্রতিমা মন্দিরচ্যুতা হইলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ভক্তেরও যে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল! যাহা তাঁহাকে সমর্পণ করা হইয়াছিল তাহা তো তিনি ফিরাইয়া দিয়া গেলেন না। শূন্য মন্দির পূর্ব্বস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তাহার ক্রোধ দেবীর প্রতিই অধিক, দেবী কেন অচলা হইয়া তাহার মন্দির আলো করিলেন না? কেন দৈত্যের আহ্বান শুনিলেন?

দৈত্য—সে তো দৈত্য ! তাহার কার্য্য তাহার কার্য্যেরই উপযুক্ত।—দেবী বুঝি ঐ দ্বারে দণ্ডায়মানা ! ওই বুঝি তিনি দৈত্যকবল হইতে মুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন ! সাধক ঘোর অভিমান ভরে মুখ তুলিল না, দারুণ সন্দেহে দেবীর মুখপানে অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিল মাত্র। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, তাহার সঙ্কীর্ণ চিত্ত সঙ্কীর্ণতর হইল। সে দেখিল দেবীর মুখমণ্ডল অবিকৃত ! ঈর্ষায় প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল। মন্দির দ্বার সে সেই ঈর্ষাজ্বালায় রুদ্ধ করিয়া দিল। যাহা সাধনায় মিলিয়াছিল তাহা হতাদরে পরিত্যক্ত হইল।

মূঢ় রুদ্ধদ্বারের মধ্যে বসিয়া ভাবিল, যদি দেবী তাঁহার স্বর্ণবীণা ঝঙ্কৃত করিয়া আর একটিবার মাত্র তাহাকে আহ্বান করেন ! কিন্তু দেবী ডাকিলেন না। বুঝি এ ডোর ছিন্ন করিতে না পারিয়াই তথাচ ক্ষুব্ধ অবলাঞ্ছিত চিত্তভার বহন করিয়া নত মস্তকে মন্দির দ্বারেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুজনে কাছা কাছি থাকিয়াও আজ তাই দূরে দূরে। দুজনের মাঝখানে এক অনন্ত অভেদ্য সুদূর ব্যবধানও রহিয়া গেল। তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া দুজনের আবার মিলিত হইবার একটি মাত্র পথরেখা দিগন্তের কোলে মহাসমুদ্রের তীর-লেখার ন্যায় অস্পষ্ট সুদূর। সে সেই মহাসমাধি শয়নে শয়ন করিবার দিন। সেই মহাদিনে সকল সন্দেহের সকল বেদনার এই দীর্ঘ বিরহের একসঙ্গেই অবসান হইয়া যাইবে। তাই দুজনেই কেবল উন্মুখ চিত্তে সেই শুভদিনের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

দ্বিপ্রহরে যখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে নদী বন উপত্যকা শৈলশ্রেণী ও দুর্গপ্রাসাদ ঝলসিত হইতেছিল তখন কপিলাবস্তুর রাজপুরী মধ্যে একটি সুসজ্জিত কক্ষে এক রত্ন আসনের উপর একটি পরিণতযৌবনা সুন্দরী রমণী উপবেশন পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত হীনাসনে উপবিষ্ট অন্য এক ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি প্রিয়দর্শন সুকুমার-

কান্তি যুবাপুরুষ। যদিও তাঁহার মুখে নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও নেত্রে অগ্নিবৎ জ্বালা, কিন্তু স্বর তাঁহার একান্ত বিনীত এবং সুস্থির। তিনি ম্লান মুখে বলিতেছিলেন,—"কেন, মা! বারে বারে এমন আজ্ঞা করিতেছেন কেন? আমি তো আপনাকে বহুদিনাবধিই বলিতেছি যে, আমি কুমারী চিত্রাকে বিবাহ করিতে অপারগ। তবে আবার কেন পুনঃপুনঃ এ অসঙ্গত বিবাহে অনুরোধ করিয়া আমায় মাতৃচরণে অপরাধী করিতেছেন?"

এই ঋজু গৌরদেহ যুবক যাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিলেন, তিনি রাজা শুক্লোদনের দ্বিতীয়া মহিষী, ইঁহার নাম লীলাবতী। রাজা তাঁহার এই রাণীকে বড়ই ভয় করিয়া চলিতেন। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী'—এই ঋষিবাক্য এই রাজদম্পতী সম্বন্ধে অকাট্য রূপেই ফলিয়াছিল এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। বৃদ্ধ মহারাজ যুবতী সুন্দরী পত্নী পাইয়া তাঁহার কাছে একেবারে বিক্রীত হইয়া গিয়াছিলেন। বস্তুত এখন রাজ্ঞী লীলাবতীই প্রকৃত শাসন-কর্ত্রী, রাজা তাঁহার হস্তে যন্ত্র চালিতপুত্তলিকা মাত্র। তাঁহারই আদেশে রাজ্যশাসিত হইত, রাজা কেবল সিংহাসনে বসিয়া তাঁহার আজ্ঞারই পুনরাবৃত্তি করিতেন মাত্র।

রাণী লীলাবতীর অখণ্ড প্রতাপ। কিন্তু এ গৌরব এ প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায় নাই। এই আধিপত্যের কাল ক্রমশই সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে। লীলাবতীর গর্ভজাত পুত্র নাই, আর থাকিলেও সপত্নী তনয় বসন্তশ্রীই ত পৈতৃক অধিকারের ভবিষ্য অধিনায়ক। বিড়ম্বনাময় বিধিবিধানে তিনি যে পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র! এই ঈর্ষাপূর্ণ দুশ্চিন্তা রাজ্ঞীকে সর্ব্বদা পীড়াদান করিত। পুত্রার্থে কত যাগযজ্ঞ হইল, কত না জ্যোতির্বিদ জ্ঞানী গুণী মহাপুরুষ দৈবগণনা করিলেন, ঔষধ-সেবন কবচধারণ মন্ত্রপঠন ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। শেষ ফল কিন্তু সকলেই একরূপ নির্দ্দেশ করিলেন—রাণীর পুত্র স্থানে ত্রিবিধ পাপযোগ আছে,

শনি রাহু ও শিখি বিরূপাবস্থায় বিদ্যমান থাকাতে তাঁহার অদৃষ্টে সন্তান লাভ নাই। বহুবিধ চেষ্টায়াসে পুত্র জন্মিলেও তাহার জীবিত থাকা একান্তই অসম্ভব। পৃথিবীর আলোক তাহারা চোখ মেলিয়া গ্রহণ করিবে না। ক্রমে দৈবজ্ঞর গণনা ফল ফলিল। রাজমহিষী একে একে দুইটি অল্পায়ু সন্তানের জননী হইলেন। তাহারা কেবল তাহাদের অতি ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র জীবনের বিবাদ স্মৃতি মাতৃ-বক্ষে শেল সম বিঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। কুসুম কোরক দুটি না ফুটিতেই ঝরিয়া পড়িল। রাণী পুত্রলাভ আশায় হতাশ হইলেন।

লীলাবতীর একটি ভ্রাতুষ্কন্যা ছিল। পুত্রহারা হইয়া তাহাকেই তিনি আপনার হৃদয় ক্ষীরধারা দানে পোষণ করিতে লাগিলেন। সে তখন ক্ষুদ্রা বালিকা। সেই পর্যান্ত সে বালিকা অপত্য স্নেহে লীলাবতীর অঙ্কে বর্দ্ধিতা হইতে লাগিল। এখন সে পূর্ণ যৌবনা সুন্দরী। লোকে তাহাকে রাজা শুক্লোদনেরই দুহিতা মনে করিত। বসন্তশ্রী তাহাকে ভগ্নীস্নেহে ভাল বাসিতেন। সে কন্যা পিতৃষ্বসাকে মাতৃ সম্বোধন করিত। রাজ্ঞীর গর্ভ-জাতা না হইয়াও সে সর্ব্ব বিষয়ে রাজ্ঞীর গর্ভজারই ন্যায় হইয়া গিয়াছিল।

রাণীর সাধ এই কন্যার সহিত সপত্নী-পুত্রের বিবাহ দেন। কিন্তু তাহা হইবার উপায় ছিল না;—কেন তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। বসন্তের জন্মের পর যখন দেবগড়ের রাজকন্যা জন্মগ্রহণও করে নাই তখন হইতেই বসন্তের জননী ও তাঁহার বৈমাত্র ভগিনী অরুন্ধতী উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হন, যে যদি তাঁহার প্রথমে কন্যা হয় তবে শাক্যরাণী তাহার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিবেন। তারপর অমিতা জন্মগ্রহণ করিলে, রাণী অরুন্ধতী পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে পত্র লিখিলেন। তপন কুমারী সত্যপালন অঙ্গীকার করিলেন। সেই পর্য্যন্ত রাজকুমারী অমিতা বসন্তশ্রীর বাগ্‌দত্তা।

মৃত্যু সময়েও তপন কুমারী প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ স্বামীকে অনুরোধ করিয়া

গেলেন। রাজাও মৃত্যুদ্বার সমাসীনা পত্নীর করে কর রাখিয়া যে শপথ করিয়াছিলেন তাহা কনিষ্ঠা মহিষীর অজস্র মানাভিমানের আঘাতে ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রিয়তমার কাছে এই একমাত্র মহা-পরাধের অনেক প্রায়শ্চিত্তই তাঁহাকে ভোগ করিতে হইতেছিল তথাপি এই একটি মাত্র অবাধ্যতা তিনি কোনক্রমেই করিতে পারেন নাই।

রাণী ইহাতে নিজেকে বড়ই অবমানিতা বোধ করিলেন, রাজার ও রাজপুত্রের উপর অতিমাত্র কুপিতা হইয়া রহিলেন। সেই জন্য যখন দেবগড়ের রাজা সৈন্য সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তখন তৎপ্রণোদিত হইয়াই শুক্লোদন তেমন রূঢ় উত্তর দিয়াছিলেন। তারপর ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া আসিল। ভাগ্যহীন দেবগড়ের হীনতায় ঘৃণা করিয়া অমিতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বসন্তশ্রী গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, এ ঘটনায় লীলাবতীর নষ্ট আশা পুনরুদ্রিক্ত হইল। বুঝিলেন এমত সুযোগ সহজে মিলে না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী লীলাবতী অল্পদিনেই বসন্তের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন ইহা তাঁহার কার্য্যোদ্ধারেরই বিশেষ অনুকূল অবস্থা। রাজাকে নিজ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। রাজা উত্তর দিলেন, আমি বড় রাণীর সত্য হইতে মুক্ত হইয়াছি। তাঁহার পুত্র যখন সে কন্যাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, তখন আমি আর কি করিতে পারি? ভাল, সে যদি চিত্রাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয়, তবে আমার ইহাতে কোনও অমত নাই।"

রাণী পুত্রের নিকট কৌশলে কথাটা পাড়িলেন। শুনিয়াই যুবরাজ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া অবশেষে উত্তর দিলেন,—"যে শুভা, সে চিত্রা; দুজনেই আমার ভগ্নী। ইহাদের মধ্যে কাহাকেও আমি ভিন্ন ভাবি না। চিত্রাকে বিবাহ করিতে বল কোন্ হিসাবে, ছোটমা?"—শুভা বসন্তশ্রীর সহোদরা ভগিনী।

ছোটমা ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া সেদিনের মত চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু হতাশ হইলেন না।

তারপর অকস্মাৎ একদিন দেবগড় হইতে পত্র আসিল। সে পত্র পাঠ করিয়া রাজা দয়ার্দ্র হইলেন। কিন্তু রাণীর অনুমতি না লইয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তাঁহার পক্ষে সুসাধ্য নহে। সচিব স্বরূপিণী গৃহিণীকে সবকথা কাজেকাজেই বলিতে হইল, অতঃপর কহিলেন,—"বসন্তকে আমি বুঝাইয়া বলিব, তাহার স্বর্গীয়া জননীর সত্যপালনে সে বাধ্য! তাহাকে এ বিবাহ করিতেই হইবে।"

রাণী দেখিলেন সর্ব্বনাশ! তাঁহার সকল আশা বুঝি অঙ্কুরেই শুখাইয়া যায়! ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন,—"আপনি থাকুন মহারাজ! আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। আপনি সব কথা ঠিক করিয়া হয়ত বলিতে পারিবেন না। এই দেখুন না আমি এখনি গিয়া তাহাকে সম্মত করাইয়া অসিতেছি। আমায় ত সে না বলিতে পারিবে না।"

রাজা এ পরামর্শ মনে মনে পছন্দ 'না' করিলেও, রাণীর ভয়ে অগত্যাই সম্মত হইলেন।

চতুরা রাজমহিষী বসন্তশ্রীকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"দেবগড়ের রাজা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, যে তোমার মাতৃসত্য পালনে তুমি বাধ্য! রাজা জানিতে চাহিলেন তোমার ইহাতে কি বলিবার আছে বল? তিনি তো এই গর্ব্বোদ্ধত পত্র পাইয়া নিজেকে বড়ই অপমানিত বোধ করিয়াছেন। হীন ঘরের কন্যা আনিতে যে প্রধান শাক্যকুল কাহারও নিকটে বাধ্য হইতে পারে, এমন ধারণা ইতঃপূর্ব্বে এ বংশের অপর কাহারও ছিল না। এক্ষণে যেমন দিন কাল আসিয়াছে তেমনই এখন নূতন নূতন অনেক কথাই শুনা যাইবে!"

বসন্তশ্রী কালধর্ম্মের এতবড় অবিচারের সংবাদেও প্রথমতঃ বড় বিমনা ভাবে নিরুত্তর রহিলেন। ইহা দেখিয়া লীলাবতীর মনেও ভয় জন্মিল। তিনি পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন,—"বিশেষতঃ সে কন্যাও অন্য পুরুষের নামে এক প্রকার উৎসর্গিতা, ধরিতে গেলে অন্য-পূর্ব্বা।"

এবার রাণীর এই নিষ্ঠুর মন্তব্য শুনিয়া কুমার ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া উগ্রস্বরে উত্তর করিলেন,—"আমি এ সংসারে কাহারও নিকট কোন প্রকারেই বাধ্য নই। মাতার সত্য পালনে বাধ্য ছিলাম যখন—" কি কথা বলিতে যাইতেছিলেন তাহা সম্বরণ করিয়া লইয়া পুনশ্চ কহিলেন, —"সে দিন গিয়াছে। মাতা যখন সত্য করিয়াছিলেন, তখন তিনি জানিতেন না যে, বহুদূর ভবিষ্যতে কি দাঁড়াইবে, পিতাকে বলিবেন এখনকার অবস্থায় তাঁহার সে সত্য আর রক্ষা করা চলে না।"

রাণী গিয়া রাজাকে জানাইলেন যে,—"কুমার বলিয়াছেন, 'যদি পিতা আমায় এরূপ অসঙ্গত আদেশ করেন তবে আমি তদ্দণ্ডেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।' সেই কোশল যুবরাজের নামে দত্তা-কন্যাকে আমি কোনক্রমেই বিবাহ করিতে পারি না।"

লীলাবতীর লীলামুগ্ধ শুক্লোদন পত্নীর কথাই ধ্রুব মানিয়া পত্রোত্তর দিলেন—'আমার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র এ বিবাহে যখন অসম্মত, তখন আমি আর কি করিব? আমার ইহাতে কোনই হাত নাই।'

ক্রোধভরে বসন্তশ্রী যখন বাহিরে গেলেন, তখন লবঙ্গিকার শিক্ষামত মহীরাম তাঁহাকে রাজকুমারীর পত্র প্রদান করিল এবং অশেষ বিশেষে মিনতি করিয়া জানাইল অমিতা কেবল একটিবার মাত্র তাঁহার দর্শন ভিক্ষা করিয়াছেন।

এ অমিতার পত্র!—অমিতা সেই অমিতা! তাঁহার সেই ঈপ্সিতা আরাধ্যা অমিতা! সে তাঁহাকে ডাকিয়াছে? পত্র লিখিয়া ডাকিয়া পাঠাইয়াছে? লৌহ হৃদয় দ্রব হইতে লাগিল। এতদিন যে ক্ষুদ্র আহ্বান শুনিবার জন্য অস্থির হইয়া আছেন, শুনিতে না পাইয়া অভিমানের ক্রোধে জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইতেছেন, আজ এতদিনে তাহা আসিয়া পৌঁছিল?

আসিয়াছে, কিন্তু হায়, বড় অসময়েই আসিয়াছে! বিমাতার চাতুর্য্য প্রতারিত বসন্তশ্রী ক্রোধে তখন জ্ঞানশূন্য হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার

চিত্তে তাই এক্ষণেও ভালর অপেক্ষা মন্দ ভাবটাই আগে জাগিল। মনে হইল ভাবিয়া চিন্তিয়া পিতা মাতার ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে ভুলাইতে এতদিনের পর লোক পাঠান হইয়াছে। অমিতা আপনা হইতে কখনই তাঁহাকে ডাকে নাই। আরও একদিন সে শুক্লার দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্তা হইয়া এই প্রকার ছলনাভিনয় করিয়াছিল। ইহাতে সে অভ্যস্ত! এও তাই, পত্র নতুবা এমন উচ্ছ্বাস বিহীন হইত না। অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া কুমার প্রিয়তমার সেই প্রথম লিপি,—অতি ভীরু, অত্যন্ত করুণ,—সে লিপি শত খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিয়া দূত মহীরামকে অনেক অকথ্য তিরস্কার করিলেন। মহীরাম সর্ব্বত্র হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

মহীরাম প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর যুবরাজ নিজ শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া পর্য্যঙ্কে নিপতিত হইয়া বালকের ন্যায় বহুক্ষণ নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। এতদিনের রুদ্ধ অভিমান আজ তাঁহার চিত্তে শোকের মূর্ত্তিতে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল, ক্রোধের শিখা যেন সে তরঙ্গে আবার মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। আজ হৃদয়াবেগ বড় অসহ্য হইয়াছে। সেই অসহ্য হৃদয়াবেগের ঘাত প্রতিঘাতে কঠিন বীরহৃদয়ও যেন ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুক্ষণ নীরব রোদনে তাঁহার পাষাণরুদ্ধ চিত্তভার অনেকটাই লঘু হইয়া আসিল। তখন উঠিয়া বাতায়ন সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইয়া রৌদ্র ঝলসিত প্রকৃতির পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—আমার সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু কে ভাঙ্গিয়া দিল? আমার এ কষ্টের জন্য, দায়ী কে—পুষ্পমিত্র অমিতা অথবা আমি নিজে?

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

No more of that ; in silence hear my doom.—

Wordsworth.

রাণী লীলাবতী বড়ই বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"চিত্রা তোমার ভগ্নী নহে, ধরিতে গেলে সে তোমার কেহই নয়। তোমাদের কুলপ্রথায় মাতুলকন্যা বিবাহ প্রচলিত ; দেবগড়ের রাজপুত্রী তোমার মাতৃষ্বসার আত্মজা। চিত্রা মাত্র আমার ভ্রাতুষ্কন্যা তাহাকে বিবাহ করিলে কেনই যে অসঙ্গত হইবে তাহা আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হয় না। রূপে গুণে সে কি একেবারেই তোমার অনুপযুক্তা ?"

"রূপ গুণে চিত্রার মত কন্যা কাহার ঘরে ক'জন আছে ? কিন্তু মা যাহাকে ছোটবেলা হইতে কোলে করিয়া আদর করিয়াছি, সম্পর্ক থাক, নিঃসম্পর্কা হোক মনের মধ্যে আশৈশব যাহাকে সোদরা স্নেহে দেখিয়া আসিয়াছি এখন কেমন করিয়া আমি তাহাকে বিবাহ করি ? তুমি মা, বুদ্ধিমতী হইয়া কেন যে এরূপ অবুঝের মত কথা বলিতেছ ? যদি চিত্রার বিবাহকাল সমাগত হইয়াছে বিবেচনা কর তাহা হইলে সে কথা আমায় বলিলেই এখনি আমা অপেক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ বর আমি খুঁজিয়া আনিয়া দিব। চিত্রার বিবাহের ভাবনা কি ? রামগ্রামের কৌলীয়গণের মধ্যে বহু রূপ গুণ সম্পন্ন পাত্রের সংবাদ আমি জানি। তোমার চরণে ধরি, মা, আমায় আর একথা বলিয়া শ্রীচরণে বারম্বার অপরাধী করিও না।"

রাণী লীলাবতী রোষভরে উত্তর করিলেন,—"তুমি যতই কেন বল না, আমি চিত্রাকে অন্য বরে বিবাহ দিব না। চিত্রা তোমায় বড় ভালবাসে সে তোমায় স্বামীলাভ করিলে চির সুখিনী হইবে। তুমি যদি আমার এ

এ অনুরোধ রক্ষা না কর তবে আমি তোমার সম্মুখে এই মুহূর্ত্তেই আত্মঘাতিনী হইয়া মরিব। মাতৃহত্যার পাপ তোমায় অর্শিবে।”

বিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কুমার ভাবিলেন,—“ভাল, ইঁহার আদেশ পালনে অঙ্গীকার করিলামই বা, তাহাতেই বা আর আমার ক্ষতি কি?”—প্রকাশ্যে কহিলেন,—“অমন কথা বলিও না, মা! তোমার যদি এতই আগ্রহ হইয়া থাকে তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ করিব, অঙ্গীকার করিলাম।”

চিরাভিলাষ এতদিনে পূর্ণ হইতে চলিল। আনন্দে লীলাবতী সস্নেহে সপত্নী সন্তানের চিবুকস্পর্শ করিয়া তাহা চুম্বন করিলেন। বড়ই প্রসন্ন হইয়া কহিলেন,—“চিরজীবী হইয়া থাক। তবে এইবার বিবাহের দিনস্থির করি?”

“না, মা, দু’দিন অপেক্ষা কর। আমি যখন তোমায় কথা দিয়াছি তখন আর তুমি অনর্থক এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? আমি এক্ষণে একবার দেশপর্য্যটনে বাহির হইব। স্বল্পদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া তখন—”

এ অর্দ্ধোক্তির অর্থ বুঝিয়া রাণী সানন্দচিত্তে নিজ পরিজনবর্গকে শুভ সংবাদ দিতে উঠিয়া গেলেন।

রাজ্ঞী চলিয়া গেলে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া কুমার অধীরভাবে কক্ষ মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। একবার অস্ফুট স্বরে আত্মগতই তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল,—“যা হোক একপ্রকার তবু সিদ্ধান্ত হইয়া গেল, আঃ বাঁচিলাম!”

যুবরাজ দ্বারসন্নিহিত হইয়া যেমন তাহার যবনিকা উত্তোলন করিতে গেলেন, অমনি অলঙ্কার শিঞ্জিতের সহিত কেহ সেই স্থান হইতে অপসৃত হইল বুঝিতে পারিলেন। কৌতূহলী হইয়া তৎক্ষণাৎ যবনিকা সরাইয়া ফেলিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিতেই ত্রস্তব্যস্তে পলায়ন পরায়ণা চিত্রাবতীকে সেস্থানে দেখিতে পাইলেন। এ দৃশ্যে অতিমাত্র

বিস্ময়ের সহিত তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"চিত্রা, তুমি এখানে কি করিতে-ছিলে? গোপনে অপরের কথা শুনিবার অধিকার কে' তোমায় দিয়াছে?"—শেষ কথা গুলায় যথেষ্ট তিরস্কার মিশ্রিত ছিল।

চিত্রা পলাইতেছিল, কিন্তু ধরা পড়িয়া স্থিরভাবে সে দাঁড়াইল, আর পলাইল না। যুবরাজ যে কথা বলিলেন তাহারও কিছু উত্তর করিল না, ভাস্কর খোদিত প্রতিমার ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ভাব দেখিয়া বসন্তশ্রী বিস্মিত হইলেন। অকস্মাৎ তিনি দেখিলেন চিত্রা যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেখানকার ভূমির উপর বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায় বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল নীরবে ঝরিয়া পড়িতেছে। বসন্তশ্রী সে অশ্রু দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। তিনি চিত্রাকে যথার্থই বড় ভাল বাসিতেন। তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া সস্নেহে কহিলেন,—"চিত্রা ভগ্নী আমার! আমার দোষ হইয়াছে, তোমায় আর কখন আমি ভৎর্সনা করিব না। আমার শপথ, তুমি কাঁদিও না।"

চিত্রার অশ্রুপ্রবাহ দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমে উপবেশন করিল, এবং সেখানে বসিয়াই মুখে অঞ্চল চাপিয়া অধীরা হইয়া রোদন করিতে লাগিল। কুমার তখন তাহার এই ব্যবহারে একান্ত লজ্জিত ও বড়ই ব্যথিত হইয়া উঠিলেন।

ক্ষণকাল রোদন করিবার পর তাহার অশ্রুবেগ কিছু হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া-আসিলে, বসন্তশ্রী নিকটস্থ একখানি আসনে বসিয়া চিত্রার হস্ত আপন হস্তে তুলিয়া লইয়া স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন কাঁদিতেছিস্ চিত্রা?—আমি তিরস্কার করিয়াছি বলিয়া তোর মনে কি বড়ই কষ্ট হইয়াছে? তা' এর চেয়ে তো কতদিন কত অধিকতর ভৎর্সনা করিয়াছি। কখন তো তোকে এমন করিয়া কাঁদিতে দেখি নাই?"

চিত্রা বসন্তশ্রীর হস্ত মধ্য হইতে সবেগে হাত টানিয়া লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল,—"তাই বুঝি, তাই বুঝি আমি কাঁদিতেছি? এই

বুঝি তোমার মনে হইল ? বেশ বুদ্ধি তো তোমার ! না না, আমি সে জন্য তো একটুও কাঁদি নাই ।”

“তবে কি জন্য কাঁদিতেছ বোন ?”

“কেন মা বলিলেন, আমি তোমাদের কেউ নই । কেন মা তোমায় এসব কথা যখন তখন বলেন ?”—এই কথা বলিতে বলিতে চিত্রা রোদনোচ্ছ্বাসে ফুলিতে ফুলিতে ত্বরিতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া আবার বুঝি কাঁদিয়া ফেলিল !

ব্যথিত হইয়া রাজপুত্র ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরে কহিলেন,—“সব কথাই কি তুমি শুনিয়াছ ?”

মস্তক হেলাইয়া চিত্রা জানাইল সব কথাই সে শুনিয়াছে।

“মার ইচ্ছা তুমি কপিলাবস্তু-পতির পুত্রবধূ হও, ইহাতে বোধ করি তোমার অসম্মতির কোন কারণ নাই ?—শুনিয়া থাকিবে, চিত্রা, ইহাতে আমার সম্মতি আছে ।”

চিত্রার মুখে কে যেন অনেকখানি কালি মাখাইয়া দিল, সে অতি মৃদুস্বরে কহিল,—“শুনিয়াছি, কিন্তু এতক্ষণ সে কথা বিশ্বাস করি নাই, ভাবিয়াছিলাম তুমি মিথ্যা বলিয়া মাকে ভুলাইতেছ ।”

“ভুলাইতেছি ?—সে কি চিত্রা ! আমি মার নিকট যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, তাহাও তো তুমি শুনিয়াছ ?”

চিত্রার মুখে এইবার ভীতির ভাব প্রকটিত হইল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সেই ক্ষুদ্র বালিকা দৃঢ়িষ্ঠ ভাবে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া তাহার পক্ষে যেন কতকটাই অশোভন দৃঢ় স্বরেই উত্তর করিল,—“কিন্তু আমি তো আর এ প্রস্তাবে সম্মতি দিই নাই, আর কখনও দিবও না। আমি তোমায় আমার নিজের সহোদর ভাই বলিয়াই জানি, আমি চিরদিন তাহাই জানিব। অন্য কোন সম্বন্ধের কথা ভাবিলেও আমার পক্ষে মহাপাতক হয়। আমি সে কথা কোনদিন ভাবিতেই পারিব না।”

"সে কি চিত্রা, এ সম্মানিত রাজকুলের কুললক্ষ্মী এবং ভবিষ্যৎ রাজরাণীর পদ তুমি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছ? এ রাজ্য সম্পদ সকলই যে একদিন তোমার হইবে তাহা কি বুঝিতেছ না?"

"কেন বুঝিব না, সবই আমি বুঝি। কে তোমায় বলিল আমি রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছি? আমার ভাই রাজা হইলে আমি রাজভগিনী হইব। এখনও তো আমি রাজকন্যার সম্মানেই আছি। এর চেয়ে অধিকতর আর প্রার্থিত কি আছে? যদি কিছু থাকে তো সে থাক, আমার তাহাতে কিছুমাত্র লোভ নাই।"

কুমার বসন্তশ্রী এ বালিকার প্রতি মনে মনে বড়ই প্রীত হইলেন। প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিলেন,—"কি করিব চিত্রা, মাতা এ সকল যুক্তির বশীভূতা নহেন; এ সবই তো তাঁহাকে বারেবারে বুঝাইয়া হার মানিয়াছি। যা হোক আমি মাতার অনুরোধের দায়ে তোমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছি বটে, কিন্তু বিবাহ তো এখনই হইবে না। ইতোমধ্যে কিছুদিন দেশ পর্য্যটনের জন্য অবসর পাওয়া গিয়াছে। শুনিতেছি মগধে ঘোর সমর উপস্থিত। অনেক দিন যুদ্ধ করি নাই। ইচ্ছা আছে এই যুদ্ধে যোগদান করিব। যুদ্ধে যোদ্ধার জীবন মৃত্যু কিছুরই স্থিরতা নাই। তাই বলি চিত্রা, তুমি চিন্তিতা হইও না। যদি সেই সমরক্ষেত্রে আমি মরিয়াই যাই—"

কুমারের হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক ত্রস্তস্বরে বালিকা কহিয়া উঠিল,—"থামো থামো, ও কি কথা বল তুমি? ও সব কথা আমার একটুও ভাল লাগিতেছে না।"

কুমার হাসিয়া বলিলেন,—"ধরিয়া লও, তোমার ভাল না লাগা সত্ত্বেও যদি আমি মরিয়া যাই, তা হইলে তো আর তোমায় আমাকে বিবাহ করিতে হইবে না। হয়ত—হয়ত কেন, যুদ্ধে মৃত্যুর সম্ভাবনাই অধিক, আমার মৃত্যু হওয়ারই ত অধিকতর সম্ভব।"

কুমার মনে মনে কহিলেন,—"মৃত্যু ব্যতীত সে মুখ যে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। তখন মৃত্যু ভিন্ন আর আমার উপায়ই বা কি? তাহার পাপ স্মৃতি দহন জ্বালা বিস্মৃত হইবার এই একমাত্র পথ খুঁজিয়া মিলিয়াছে, ইহাকে ত্যাগ করিতে পারি কি?"

চিত্রা একটুখানি কি ভাবিল, তারপর বলিল,—"তবে তুমি যুদ্ধে যাইও না।"

"তাহা হইলে ছোটমার আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে। আমি যেমনই নিষ্ঠুর হই না, তাঁর এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বারে বারে কেমন করিয়া লঙ্ঘন করিব বল? বিশেষ, তিনি যখন আমার মাতৃস্থানীয়া।"

চিত্রা কাতরা হইয়া কহিল,—"আমি একবার তবে মাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলি।"

"বলিতে হয় বলো, কিন্তু বৃথাই বলিবে, কোন ফল হইবে না।"

"আচ্ছা, যুদ্ধে মৃত্যুর সম্ভাবনা অধিক এ কথা আজ কেন বলিতেছ? তুমি তো আরও কয়েকবার যুদ্ধে গিয়াছিলে, সে সময় আমায় কাঁদিতে দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া কত হাসিয়াছিলে, মনে নাই? আমায় বলিয়াছিলে, 'আমি না হয় যুদ্ধে যাইতেছি মরিয়া যাইতে পারি, কিন্তু শয্যাশায়ী হইয়াই তো অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হয়, তবে কোন ভরসায় তোরা শয্যায় শয়ন করিস্?' তবে আজ আবার এ কথা কেন বলিতেছ ভাই?"

সবিষাদে বসন্তশ্রী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, কহিলেন,—"সে এক দিন ছিল চিত্রা! সে দিন এখন আর নাই। তখনকার যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা ছিল বীর্য্য পরীক্ষার কেন্দ্ররূপে, আর আজিকার এ সমরস্পৃহা কেবল সেই সকল আশার পরিসমাপ্তি জন্য! তুমি বালিকা, তুমি এ সকল কথার কি বুঝিবে।"

চিত্রা তাহার পদ্মপলাশ সদৃশ চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিল, —"আমার বয়স সপ্তদশ বৎসর আর আমি বালিকা? আমি লঘু-

কৌমুদীর সমুদয় সূত্র বুঝিতে পারি, আর আমি তোমার দুইটা মুখের কথা বুঝিতে পারিব না?"—তাহার মনে বড়ই অভিমান হইল; বসন্তশ্রী তাহাকে এখনও এমন অবজ্ঞেয় ঠাহরিয়া রাখিয়াছেন? ছি!—বস্ত্রাঞ্চলের সূত্র ছিন্ন করিতে করিতে সেই মানসিক অভিমানটুকু মৌনাবলম্বন দ্বারা সে বিজ্ঞাপিত করিতে চাহিল।

কিন্তু এ সকল ছোট খাট ব্যাপার দেখিবার তখন আর বসন্তশ্রীর অবসর ছিল না। তাহার চিত্ত তখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া আর আপনাকে আপনি সংবরণ করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। যে মেঘ এতদিন ধরিয়া আকাশে জমিয়া উঠিয়া ছিল, আজ আর তাহা বৃষ্টি সংবরণ করিতে পারিল না। সম্মুখে একখানি ছোট ক্ষেত্র দেখিয়া তাহারই উপর তাহার বারি-প্রত্যাশী তপ্তমরুর প্রার্থিত অজস্র সলিল ধারা অপ্রয়োজনেও ঢালিয়া দিল। যুবরাজ তখন সমধিক গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিতে লাগিলেন,—"শুন চিত্রা, আমি তোমায় বিবাহ করিব না; শুধু তোমাকেই কেন, এ পৃথিবীর কাহাকেও নহে। আমার সঙ্কল্প দৃঢ় অবিচল। সহস্র অনুরোধেও এ সঙ্কল্প এক তিল টলিবে না। কিন্তু আমার মনে বাঁচিবার সাধও আর বড় বেশী নাই। তা যখন আমার মৃত্যুই আকাঙ্ক্ষিত তখন আর ছোটমাকে কেন অনর্থক এমন করিয়া মনক্ষুণ্ণ করি? তাঁর কাছে আজ যে অঙ্গীকার করিলাম, যদি বাঁচিয়া থাকি তবে আমায় তাহা একদিন না একদিন পালনও করিতে হইবে। কিন্তু সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি। আমি জানি, আমি এই যে দেশপর্য্যটনে বাহির হইতেছি সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিব না।"

চিত্রার ক্ষুদ্র মুখ রজনীগন্ধার শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল। সে চমকিত হইয়া ভীতি বিহ্বল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"ফিরিবে না? সে কি! তবে তুমি কোথায় যাইবে ভাই?"

কুমার উত্তর করিলেন,—"তোমাকে বলিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু

বলায়ও এমন কিছু ক্ষতি দেখি না, বরং বলাই ভাল। আমি মরিব, মরিবার আশাতেই যাইতেছি। বাঁচিয়া আমার অণুমাত্র সুখ নাই। আমায় মরিতেই হইবে।—আমার মৃত্যুর পর আমার জন্য এক ফোঁটা অশ্রুজল ফেলিও বোন! অভাগা ভাই বলিয়া শুধু একটি ফোঁটা—" প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাসে অকস্মাৎ তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

চিত্রা চিত্রার্পিতের ন্যায় চাহিয়া রহিল। কুমার বসন্তশ্রী কোন সময় তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন তাহাও সে বুঝি জানিতে পারিল না।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

That well-known name awakens all my woes.

—*Pope.*

সন্ধ্যা সমাগত। শ্রাবস্তি মহানগরীর প্রান্তভাগে কোশল সেনাপতির সৌধঃদীপমালায় সুশোভিত হইয়াছে। পুরী মধ্যে একটি সুপ্রশস্ত কক্ষে গন্ধদীপ ও পুষ্পমাল্যের সুরভি বায়ুমণ্ডলকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। পরিচারকগণ ইতস্ততঃ গৃহকার্য্যে রত; কেবল গৃহাধিষ্ঠাত্রী এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী তরুণী কক্ষ বাতায়ন সমীপে দণ্ডায়মানা হইয়া সম্মুখ প্রসারিত অদূরস্থ রাজপথের দিকে চাহিয়াছিল। বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেলে রাজপথে চাহিয়া চাহিয়া সেই বালা একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সহসা আত্মগত কহিয়া উঠিল,—"আজ ইহারই মধ্যে ফিরিতেছেন নাকি?"

বাস্তবিকই ততক্ষণে সেই সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্মের উপর দুজন অশ্বারোহীকে পাশাপাশি অশ্বসঞ্চালন করিতে দেখা গিয়াছে। সুদক্ষিণা,

চিনিল ইঁহার মধ্যে একজন সেনাপতি অম্বরীষ; অপর ব্যক্তিকে সে দূরত্ব প্রযুক্ত চিনিতে পারিল না। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই যুবরাজ পুষ্পমিত্র অম্বরীষের হস্তধারণ পূর্ব্বক গৃহ প্রবিষ্ট হইয়াই বলিয়া উঠিলেন,—"মহারাজ কুমারী, আপনার নিকট আমি অন্য একটি আবেদন লইয়া আসিয়াছি।"

"মহারাজ কুমারী!"—সুদক্ষিণার প্রতি আজ একি উপহাসপূর্ণ সম্ভাষণ! ভিখারিণী অপেক্ষাও যে দীনাবস্থা, বারনারী হইতেও ঘৃণ্যা, বিচারাধীন দস্যু তস্করাদি হইতেও পরতন্ত্রা, সেই পরগৃহ-প্রবাসিনী নাম-পরিচয়-বিহীনা সুদক্ষিণা মহারাজ নন্দিনী!

নির্ব্বিকার নারীচিত্ত অর্দ্ধমুহূর্ত্তের সেই মানসিক বিদ্রোহ দমন করিয়া আপনার স্বাভাবিক প্রশান্তমুখে রাজপুত্রের যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল। প্রতিপ্রশ্ন করিল না, করা তাহার স্বভাব নয়। চিত্ত তাহার সমস্ত মানসবৃত্তির ন্যায়ই কৌতূহলকেও বুঝি বর্জ্জন করিয়াছে?

সকলে আসন গ্রহণ করিলে ভৃত্য সুবর্ণময় পানপাত্র এবং সুস্বাদু কাদম্বী আনয়ন করিল। যুবরাজ হাসিয়া তাহা অস্বীকার করিলেন। পরিচারকগণ সবিস্ময়ে দৃষ্টি বিনিময় করিয়া আনীত উপহার সকল ফিরাইয়া লইয়া গেল। অম্বরীষও বারেক চকিত কটাক্ষে রাজপুত্রের পানে চাহিয়া দেখিলেন। বাস্তবিকই শাক্যকন্যারা বশীকরণ বিদ্যায় অতুলনীয়া! গৃহস্বামী এবং সুদক্ষিণাকে নির্ব্বাক দেখিয়া যুবরাজ নিজেই প্রসঙ্গাবতারণা করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"অমন করিয়া নীরব হইয়া থাকিলেই তো ছাড়িয়া দিব না মহাসেনানায়ক মহাশয়! রামগড়ে এবার তোমায় আমাদের সহিত যাইতেই হইবে। মনে করিয়া দেখ দেখি কতদিন হইতে তোমায় আমি নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছি। সেই যখন আমার বিবাহের ঘটকালি করিবার জন্য তোমায় ধরিয়াছিলাম, এ সেই তখনকার কথা।"—

বলিতে বলিতে সুখময়ী পূর্ব্বস্মৃতির উদয়ে যুবরাজের ওষ্ঠপ্রান্তে গভীর আনন্দের উজ্জ্বল হাস্য রশ্মিচ্ছটার ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া উঠিল। সেই সঙ্গে নিজের পূর্ব্বজীবনের কথাও মনে পড়িল। এখনকার তুলনায় যেন অর্দ্ধমানব এবং অর্দ্ধ পাশবতায় সে অতীত জীবন গঠিত এবং পুষ্ট হইয়াছিল। অশান্ত তৃষ্ণায় হৃদয় তখন ওই পরিচারকের হস্তস্থিত সুরাপাত্রেরই ন্যায় কানায় কানায় ফেনাইয়া উছলিয়া পড়িতে থাকিত। ভোগের সে নিদারুণ কণ্ঠশোষ ভোগবৃদ্ধির সহিত দিনের পর দিন তো বাড়িয়াই চলিয়াছিল, নিবৃত্তির স্থখ ধারণার মধ্যেই ছিল না। উঃ! কি রক্ষাই বিধাতা তাহাকে করিয়াছেন! মনে মনে সেই অজ্ঞাত বিধাতৃ-শক্তিকে এবং সুপরিজ্ঞাত অপরা এক দেহধারিণী দেবীকে সে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করিল। যদি তাহাকে সে নিজের জীবনের মধ্যে আজিও না পাইত?

অম্বরীষ আজও বড় বিমনা; তথাপি বাহ্যদর্শনে তাহার অন্তরের সে অশান্তি ঝটিকার কোন চিহ্ন কেহ দেখিতে পাইতেছিল না। হাস্য করিয়া কহিল,—"এ যে বড়ই বিষম ঘটকালি দেখিতে পাই! ঘটকরাজ বিবাহ দিয়াও কি নিষ্কৃতি লাভ করিবে না? এখনও তাহাকে লইয়া টানাটানি!"

"বর কন্যাকে কি তুমি এমনি স্বার্থপর ঠাহরাইয়া রাখিয়াছ ঘটক-চূড়ামণি? 'বিবাহ হইলে বেদীতে পদাঘাত' বলিয়া একটা যে কথা আছে আমরাও তাহাই করিব নাকি?"

"আমি বলি কি সেইরূপই করা ভাল, আমার ঘটক বিদায়ের দাবী আমি বরং তুলিয়া লইতেছি। দোহাই যুবরাজ, গরীবকে এই রাজধানীর ভিড়ের মধ্যেই একটি পার্শ্বে পড়িয়া থাকিতে দিন, অতটা জল হাওয়া এ ধাতুতে সহিবে না।"

"ও সব আপত্তি টিঁকিবে না, এবার তোমায় যাইতেই হইবে। আমার বিবাহের সময় তো রাজকার্য্যে অবসর করিয়া উঠিতে পারিলে না, তা

এক্ষণে তো আর কোথাও যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয় নাই। এবার আর কি ছল বাহির করিবে?"

অম্বরীষ কিয়ৎক্ষণ অবনতমুখে কি চিন্তা করিল, তাহার পর এ সমস্ত ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মানা সুদক্ষিণার অন্বেষণে প্রশস্ত কক্ষের ইতস্তত দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া কহিয়া উঠিল,—"সুদক্ষিণা যাইবে কি?—ও তো সেখানে যাইবে না।"

যুবরাজও এই কথা শুনিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া সেই মৌন প্রতিমাখানির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, সসম্ভ্রমে কহিলেন,—"এই কথাই তো আমি মহারাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে তোমরা উভয়েই আমাদের আতিথ্য গ্রহণ কর।"

"তাহাতে তোমাদের লাভ?"

"হয়ত কিছু থাকিতে পারে, তোমার ক্ষতি কিসের?"

"থাকিলেও ত থাকিতে পারে?"

"কি?"

"সকল কথাই কি বলা যায়?"

"কি এমন গোপন কথা যে বন্ধুর নিকট বলা যায় না? আপনিই বলুন দেখি মহারাজকুমারি, সেনাপতির এ বড় অন্যায় না? কেন উনি বন্ধুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিবেন?"

যুবরাজ যে ভাবে যেমন অনায়াস-সহজে সুদক্ষিণাকে তাঁহাদের কথোপকথনের মধ্যে টানিয়া আনিতেছিলেন, যেমন করিয়া সেনাপতির নামের পরেই তাহার নাম যোগ করিতেছিলেন, তাহাতে—বিশেষতঃ সুদক্ষিণার প্রকৃত অবস্থা যখন তাঁহার অজ্ঞাত নয়; তখন তাহাদের মধ্যে কোন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াই যে যুবরাজ তাঁহাকে এরূপ সম্ভাষণ করিতেছেন ইহা বুঝিয়া কোশল-সেনাপতির সুপ্রশস্ত ও উন্নত ললাটতলে অশ্বস্তির বিরক্তি জমিয়া কালো হইয়া উঠিতে লাগিল।

অথচ লোকের মনে এ হীন গ্লানিকর ধারণা বদ্ধমূল করিয়া তুলিবার হেতু তিনি নিজেই ইহা স্মরণ করিয়া সে বিরক্তিকে ক্রোধে পরিণত হওয়া হইতেও সযত্নে দমন করিতেই হয়। দশনে অধর চাপিয়া রাখিলেন।

এবারও সুদক্ষিণার প্রতি প্রশ্ন ব্যর্থ হইল দেখিয়া দুঃখিতান্তকরণে পুষ্পমিত্র আবার কহিলেন,—"আমাদের যখন এতই ইচ্ছা, তখন কেন যাইবে না অম্বরীষ? শুক্লার বড় সাধ বহু সম্মানিত লিচ্ছবি-রাজকন্যা সুদক্ষিণা দেবীকে তিনি তাঁর যোগ্যপদে স্থাপন করিবেন এবং—"

অকস্মাৎ তড়িৎ সন্তাড়িত হইয়া কোশলের প্রবল প্রতাপান্বিত মহা-সেনানায়ক বীরবর অম্বরীষ একলম্ফে আসন ছাড়িয়া উত্থিত হইলেন এবং যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য উদ্ভ্রান্ত উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাহার, কাহার, কাহার ইচ্ছা? ও—কি নাম আপনি উচ্চারণ করিলেন?"

"আমার বলিবার ভুল হইয়াছে, ও নাম আমার পত্নীর এক প্রিয়সখীর। উঁহারা উভয়ে সবিশেষরূপ সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধা, তাই একের নাম করিতে অন্যার নাম করিয়া ফেলিয়াছি। যুবরাজ্ঞীর ইচ্ছা তাঁহার কুটুম্বিনী ও সুবিখ্যাত প্রাচীন রাজবংশীয়া রাজকন্যার প্রতি তুমি সমুচিত সম্মাননা প্রদর্শন পূর্ব্বক গত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, আর—"

"রামগড় যাইতে আমি প্রস্তুত আছি জানিবেন।"

"কোশল-যুবরাজ্ঞীর আদেশ অমান্য করিবার শক্তি দেখিতেছি শুধু কোশল-যুবরাজেরই নয়, কাহারও নাই!"

* * * *

উঃ এখনও ও নামে এত জ্বালা! এখনও ও নামে এত আশা।

কৃষ্ণানবমীর শেষ জ্যোৎস্নায় ধরণীবক্ষ সে সময়ে রোগ পাণ্ডুর মুখের ন্যায় অত্যন্ত করুণ দেখাইতেছিল। বায়ু শীতল, তারকা মলিন, চন্দ্রমা দীপ্তিহীন। অম্বরীষের অন্তর মধ্যে প্রলয়ের ঝড় তুফান চলিতে ছিল,

তাহা হইতে বহুলায়াসে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিলে পর সন্ধ্যার সেই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়া তিনি ডাকিলেন,—"সুদক্ষিণা !"

"প্রভু ?"

"যে বন্যা প্লাবনে সারাদেশ ধ্বংস হয়, নিজে সে কত বড় বেগবান তাহার পরিমাণ করিতে পার কি সুদক্ষিণা ?"

আনতাননা সুদক্ষিণা ধীর কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল,—"না প্রভু !"

"তোমার ওই শান্ত মৌন বক্ষতলে কোন তীব্র কামনার অনির্ব্বাণ অগ্নিজ্বালা কখন ও কি অনুভব কর নাই ?"

"না প্রভু !"

"তবে এ জগতে একমাত্র তুমিই সুখী, সুদক্ষিণা !"

বদ্ধপাণি সেবিকা কহিল,—"হাঁ প্রভু ।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

And kind as kings upon their coronation day.

—*Dryden*.

প্রবীণ বয়সে নবীনার প্রেমে পতিত হইলে যে অবস্থা হয়, এ বয়সে এক তরুণ যুবকের প্রণয় ফাঁদে পতিত হইয়া মহারাজাধিরাজের ঠিক সেই অবস্থাই ঘটিয়াছে। তরুণীর চিত্তে যেমন কখন যে কি খেয়ালের খেলা জাগে, কিছুই বুঝিয়া উঠা যায় না, তাহার চলচ্চিত্তের অনুসরণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রবীণের প্রাণান্ত হয়; এই নবীন কোশল-সেনাপতি ও মহানায়ক সম্বন্ধে মহামহিমান্বিত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজও আজ তদবস্থ। অম্বরীষ আর এক্ষণে রাজাধিরাজের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত নহে; সভাসদ শ্রাবস্তির অভিজাতবর্গ জ্বলন্ত ঈর্ষানলে প্রায় দগ্ধ হইয়া দেখেন, সেনাপতির

উড়ন্ত মন প্রাণপণে ফিরাইয়া আনিয়া নিজের পুরাতন পিঞ্জরে ধরিয়া রাখিবার জন্য এক্ষণে কোশলের পরমমহেশ্বর মহারাজাধিরাজ বিরূঢ়ক দেবই ব্যতিব্যস্ত!

অপরাহ্ণে বিশ্রামাগারে বিশ্রম্ভালাপ চলিতেছিল। অম্বরীষ আজ আবার বহুদিন পরে নিজের সেই ঘোর তন্দ্রামগ্নতা হইতে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কোন আবেদনের উত্তরে সহাস্যবদনে মহারাজাধিরাজ কহিতেছিলেন,—"আহা অম্বরীষ! সূর্য্যবংশীয় রাজন্যবর্গের গুণগাথা কীর্ত্তনকারী বাল্মীকির ন্যায় কবিত্ব শক্তিতেও যে তুমি অতুলনীয়! আমায় বল দেখি সখা, গোপনে গোপনে কি তুমি কাব্য রচনা করিয়া থাক?"

অম্বরীষ সস্মিত মুখে কাব্য রচনায় নিজের অক্ষমতা জানাইল, কহিল,—"কবি গুরুর ন্যায় শক্তি ধারণ করিলে সে শক্তি কি এত দিন এমন করিয়া ব্যর্থ করিতাম, রাজাধিরাজ! আমার এই আরাধ্য দেবতার পাদপদ্মেই এতদিনে সে শক্তি আহরিত গন্ধ পুষ্প সম্ভারে রাশি রাশি অর্ঘ বিরচিত করিয়া ঢালিয়া দিতাম না কি?"

মহারাজাধিরাজ প্রসন্নতার সহিত সমপরিমাণে মিশ্রিত ক্ষোভের দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিয়া উঠিলেন,—"আহা শ্রীরামচন্দ্রই আমাপেক্ষা সমধিক্ ভাগ্যবান! ধিক্, শতধিক, এই আমার আশ্রিতগণকে!"

সভাজন এ ধিক্কার শ্রবণে অধোমুখে আতঙ্কে অস্থির হইয়া উঠিল। মনের মধ্যে থাকিলেও কাহারও মুখ ফুটিয়া বলিতে শক্তি হইল না, যে, সেই বাল্মীকি মুনি শ্রীরামচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন না,—তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ শক্তি ধারণ করিয়া জন্মাইতে না পারায় এই কোশল-সাম্রাজ্যের রাজধানীস্থ রাজসভার অমাত্যবর্গের বস্তুতই কোন অপরাধ ঘটে নাই। কিন্তু এমন কথা কে বলিবে?—যে বলিতে পারিত তাহার বলিবার কোন আগ্রহই নাই। অম্বরীষের বিদ্বেষ্টাগণ ঘোর বিরক্তি ভরে তাহার নিশ্চেষ্ট

মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এতটুকু সামান্য উপকার ও আর তাহার দ্বারায় হয় না!

অবশেষে বৃদ্ধ মহামন্ত্রী সাহসে ভর করিয়া কথা কহিলেন। অশেষ বিশেষ স্তুতি মিনতিপূর্ব্বক তিনি জানাইলেন, তাঁহার তরুণবয়স্ক পুত্র প্রিয়দর্শী কবিতা রচনায় সক্ষম; রাজ উৎসাহ লাভ করিলে নিশ্চয়ই সে যুবক ভবিষ্যতে একজন মহাকবি হইতে পারিবে। ইহা শ্রবণে রাজ-সচিবৃন্দ মনে মনে প্রমাদ গণনা করিলেন। রাজানুগ্রহ সেই তরুণ কবিকে সাম্রাজ্যের যে কোন প্রধান পদে এই দণ্ডেই অভিষেক করিতে সমর্থ! সে জন্য কাহারও যোগ্যতা বিচারেরও কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না।

এ দিকে এই সুসংবাদে হর্ষগদ্‌গদচিত্তে রাজাধিরাজ আকর্ণ হাস্য রঞ্জিতাধরে পরম আগ্রহভরে প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন,—"আঃ, এমন সংবাদ এতদিন আমায় কেন দাও নাই তুমি মহামন্ত্রি! দাও এখনি প্রতিহার প্রেরণ করিয়া তোমার সেই কাব্য-রসিক রসরাজ পুত্রটিকে আমাদের এ সমাজে সত্বর আনায়ন কর। আমার যে আর তিলমাত্র বিলম্ব সহ্য হইতেছে না। কবে সে আমার যশোগাথা কবিতা-পুষ্প দিয়া গ্রথিত করিবে? তার কবিতার ভাষা সুললিত তো? স্মরণ রাখিও যে, শ্রুতিকটু দুরক্ষর কবিতা মহাকাব্যের উপযোগী হইবে না।"

রাজাধিরাজ! এই সে দিন মাত্র সে যে চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি রচনা করিয়াছে তেমন শ্রুতি সুখকর রচনা ইদানীং অতি অল্পই কর্ণগোচর হয়।"

কবিকে রাজ-আহ্বান জানাইবার জন্য দ্রুতগামী প্রতিহার প্রেরিত হইল। অম্বরীষ এই সময় প্রশ্ন করিয়া বসিল, "সে কবিতাটি কাহার উদ্দেশ্যে বিরচিত মহামন্ত্রী মহাশয়?"

মহামন্ত্রী সুবন্ধু শর্ম্মার শতহস্ত স্ফীতবক্ষ দশহস্ত নাবিয়া গেল।

"কাহার উদ্দেশ্যে।"—তিনি কাশ কুসুম বিনিন্দী মস্তক ঘন ঘন

কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বক্তব্যকে বেশ গুছাইয়া লইতে না পারিয়া, একরকম করিয়া বলিয়া ফেলিলেন,—"উদ্দেশ্যে, মহারাজাধিরাজ, উহা আমার উত্তমরূপ স্মরণ হয় না; যেন মনে হইতেছে উহা শাক্য বুদ্ধের গুণ কীর্ত্তন করিয়াই বিরচিত হইয়া থাকিবে।"

উচ্চহাস্যে সভামণ্ডপ বিকম্পিত হইয়া উঠিল। "আমারও সেই সন্দেহ হয়। আমি উত্তম রূপেই জানি প্রিয়দর্শী 'ত্রিরত্নের' শরণাগত; গৌতমের পাদ-পূজক। শুনিয়াছি তাহার পাদোদকও নাকি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে, একটু করিয়া সেই জল প্রত্যহ মুখে না দিয়া সে অন্নাহার করে না।"

সুযোগ বুঝিয়া মহানায়ক জয়সেন এই সঙ্গে যোগদান করিলেন,—"আহা, ভিখারীর দাস ভিক্ষুকের স্তবগান না করিয়া আর অধিক কি করিবে? শিক্ষা সংসর্গ প্রবৃত্তি অনুসারেই তো কার্য্য হইয়া থাকে। রাজকবি হওয়া ও সকল হীন সংসর্গীর কর্ম্ম নহে।"

আবার অট্টহাস্যে রাজসভা কম্পিত হইয়া উঠিল। এবার স্বয়ং রাজাধিরাজও সেই অট্টহাস্যে যোগদান করিলেন।

বৃদ্ধ সুবন্ধু শর্ম্মা কৃতি পুত্রের জন্য এখানে একখানি উচ্চাসনের সন্ধান বহুদিনাবধিই করিতেছিলেন, পুত্র যদিও এ সমাজে প্রবিষ্ট হইতে সম্মত নয় তথাপি তাঁহার চেষ্টা যত্নের ত্রুটি নাই। মনে আশা সুশীল সন্তান পিতার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। হতাশা ও ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তীব্র প্রতিবাদ তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল,—"মহাকবি বাল্মীকি নিজে সাম্রাজ্যেশ্বর ছিলেন না, বল্কলধারী মুনি ঋষি ছিলেন।"

"তিনি বল্কলধারী ছাড়িয়া দিগম্বর হউন না কেন তাহাতে আপত্তি নাই, তাঁহার কাব্যে তো আর ভিক্ষুকের প্রাধান্য লাভ ঘটে নাই। তিনি বন্দনা করিয়াছিলেন লোকপাল রাজার।"

"ভাল কথা বলিয়াছ অম্বরীষ! আজি কালিকার এই হীনচিত্ত বিকৃত-

রুচি লোকগুলার জন্য আমার মনে বড়ই দুঃখ বোধ হয়। সেকালের লোকেদের এমন ক্ষুদ্র দৃষ্টি ছিল না। তুমি ঠিকই বলিয়াছ! ওই নীচতা গুলা আমার ও দুই চক্ষের বিষ! মহাপ্রতিহার, প্রিয়দর্শীকে আনিতে বারণ করিয়া অবিলম্বে দ্বিতীয় প্রতিহার প্রেরণ কর।—সখে অম্বরীষ, বাস্তবিকই কি তোমায় একবার রামগড় যাইতেই হইবে?"

"দেব! প্রসন্নমুখে আদেশ করুন।"

"প্রিয় সখা, কেন যাইতে চাও? রাজাকে কি আর তোমার ভাল লাগে না?"

"অশেষমহিমার্ণব কৃপানিধে! এই কীটস্যকীট কোশল-সম্রাটের পরিহাস যোগ্য নয়। বহুদিন রাজধানীতে আবদ্ধ আছি। মাত্র স্বল্প কালের জন্য অবসর ভিক্ষা চাহি।"

মহারাজাধিরাজ ক্ষণকালের জন্য মনে মনে কি চিন্তা করিলেন তারপর মুখ তুলিয়া প্রিয়পাত্র মহাসেনাপতির উৎকণ্ঠা রক্তিম মুখে কোমল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"তোমায় বিদায় দিতে আমি অক্ষম অম্বরীষ; তবে তুমি যেমন আমাদের মর্ম্মব্যথা বুঝিলে না, আমরা শক্তি সত্বেও নিজ নিজ মহত্ব দ্বারা সংযত হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইব না। তোমার বাসনা আমি পূর্ণ করিব, আমিও মনে করিতেছি যে, তোমার সহিত রামগড়ে যাইব, ইহাতেই উভয়তঃ সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। আমায় লইয়া যাইবে তো বন্ধু?"

বাহ্যাড়ম্বরের সমস্ত কৃত্রিমতা বিসর্জ্জন দিয়া অকৃত্রিম ভক্তি আবেগের ভরে ঝাঁপাইয়া সেই গর্ব্বিত যুবক সেনাপতি প্রৌঢ় মহারাজাধিরাজেব চরণে পতিত হইল, অশ্রু আবেগে স্পন্দমান কণ্ঠে কহিল,—"রাজাধিরাজ! দুর্ভাগাকে যথার্থই আপনি এত ভাল বাসেন!"

সে রাত্রে গৃহে ফিরিবার পথে অন্তরর্বিবেকের মহাসমরে কোশল-সেনাপতি একান্ত জর্জ্জরিত শোণিতাক্ত ও প্রায় পরাজিত হইয়াই

ফিরিলেন। অঙ্কুশাহত ব্যথাজর্জ্জর প্রাণ তাহার দারুণ বিদ্রোহ জাগাইয়া তুলিয়া রোষরক্ত লোচনে চাহিয়া বলিতে লাগিল,—'কিসের জন্য এমন করিয়া দগ্ধ হইয়া মরিতেছ তুমিই জানো। এত পাওনা এজগতে পায় কে? এই সব মহাধনে ধনী হও, ধন্য হও। অর্থ রাজ্য নাম কীর্ত্তি কিছুই তো তোমার অপ্রাপ্য নাই। এমন কি অকৃত্রিম প্রেমও হয়ত ইচ্ছা করিলেই লাভ করিতে পারিবে। ভোগ কর, মানব জন্ম সফল হোক।' কিন্তু না, প্রতিজ্ঞা পালনের বাড়া অপর কোন সুখ শান্তি অন্য কোন মহৈশ্বর্য্যের স্পৃহাই যে তাহার এ জগতে প্রার্থিত নাই। সে থাকিতে দেয় নাই। আজও দিতে পারে না।

গৃহে ফিরিয়া সেবা সম্ভার মধ্যবর্ত্তিনী ক্লান্তিহীনা সেবিকার যূথিকা শুভ্র নির্ম্মল সৌন্দর্য্য আজ অন্ধকার মানস নেত্র ভরিয়া উঠিতে চাহিল। কিন্তু না, আবার যে বহুদিন বিশ্রুত সেই অগ্নিযজ্ঞের মহামন্ত্র কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। সে মন্ত্র নির্ব্বাপিত প্রায় যজ্ঞানলকে পুনঃ ধূমাইত করিয়া তুলিতেছে, যজ্ঞ অসমাপ্ত রাখিলে তো চলিবে না। শেষ চাই, ইহার যত বড় নির্ম্মম অকরুণই হোক, যাহোক একটা শেষ চাই!

আত্মসংবরণ সচেষ্ট অম্বরীষ সুদক্ষিণাকে কহিল, "আগত কল্য আমি রামগড় চলিলাম। ইচ্ছা হয় এস্থানে থাকিও, ইচ্ছা হয় তুমি পিত্রালয়ে গমন করিও। তোমারই জ্যেষ্ঠ এক্ষণে আমারই বিশেষ চেষ্টায় বৈশালীর মহাসামন্ত পদাভিষিক্ত। স্বেচ্ছায় না হোক আমার আদেশে সেখানে তোমার স্থানাভাব ঘটিবে না। যদি এস্থানে থাক, আমার এই গৃহ এবং ইহার যাবতীয় ধনসম্পত্তি আমি তোমাকেই দান করিলাম। এক্ষণে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীনা।"

সুদক্ষিণার সৌম্য মুখে কোনই পরিবর্ত্তন ভাব লক্ষিত হইল না। অকম্পিত বীণাধ্বনিবৎ শুধু উত্তর আসিল,—"আমি রামগড়ে আপনার সঙ্গিনী হইব।"

ইহা আবেদন, অনুরোধ, অথবা আদেশ, তাহা ভাল করিয়া বুঝা গেল না। বিস্মিত সেনাপতি সাশ্চর্য্যে কহিয়া উঠিলেন,—"স্বাধীনতাও লইবে না?"

"না।"

"সুদক্ষিণা, সুদক্ষিণা তুমি দেবী না রাক্ষসী? বলো বলো বলো—সত্যই কি তুমি,—সত্যই কি তুমি আমাকে, এই পিতৃঘাতী স্বদেশবৈরী—এমন কি, তোমার নারী মর্য্যাদার পরেও জঘন্য অবমাননাকারী এই আমাকেই,—এই আমাকেই—না না এ আমি কি বলিতেছি?—একি আত্মবিস্মৃতি আমার?—কিন্তু যাই হোক, বিষই হোক, আর অমৃতই হোক কি তোমার দেয়; সে তুমিই জানো, আমি আজ আর তাহা ফিরাইতে সক্ষম নই। চল, তবে তুমিও চলো।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

Hope like the gleaming taper's light, adorns and cheers
the way,
And still, as darker grows the night, emits a brighter
ray.

—*Goldsmith.*

প্রেমিক যখন প্রেমের পথে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন সেই প্রথম অঙ্কুরিত প্রণয়ের নবোন্মেষ তাঁহার অন্তর মধ্যে উদ্দাম উন্মুক্ত চঞ্চল ঝটিকাবেগে প্রবাহিত হয়। হৃদয় তখন তর্ক যুক্তিকে দূরে ঠেলিয়া ফেলে। বাধা বিঘ্ন কিছুই মানিতে চাহে না, কেবল উধাও উন্মত্ত

হইয়া প্রণয়াস্পদের প্রতি ধাবিত হইতে চাহে। ইহার মধ্যে অন্তরায় স্বরূপে আসিয়া পড়িলে গজরাজ ঐরাবতকেও ভাসিয়া গিয়া পথ মুক্ত করিয়া দিতে হয়। কিন্তু এ অবস্থা চিরদিনের নয়। এই ব্যাকুলতার, তীব্র আকাঙ্ক্ষার কিছুদিনের মধ্যেই পরিবর্ত্তন ঘটে। তখন এই বিশ্ব-নাশী এবং সর্ব্বগ্রাসী প্রণয়-ক্ষুধা কথঞ্চিৎ শমিত হইয়া প্রেমপাত্রের সান্নিধ্যলাভে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। কিন্তু তখন সে প্রণয়পাত্রকে নিরবধি জড়াইয়া রাখিতে ঘেরিয়া থাকিতে চায়, ইহাতে বিঘ্ন সংঘটন সহিতে সে একান্তই অপারগ। আবার ধীরে ধীরে পরিণতির পানে প্রেমের গতি হইতে থাকে। অতীন্দ্রিয় অবস্থায় বা চরমাবস্থায় প্রেমিকের চিত্ত আর অশান্তি অতৃপ্তি বা জ্বালাময়ী উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার প্রবলবেগে উৎক্ষিপ্ত নহে। তখন উভয়ের অন্তররাজ্যে যোগসাধন হইয়া গিয়া তাহা একাকার ধারণ করিয়াছে। পরিপূর্ণ পাত্রের ন্যায় আর তাহা বায়ু সঞ্চালনে কম্পিত হয় না। মিলনে বিরহে হর্ষশোকানুভবে আর তেমন করিয়া পাগল করিতে পারে না। আধার এবং আধেয় তখন আর পৃথক নাই। প্রাণ তখন প্রাণাধিকের সহিত একীকৃত। ইহাই এই প্রেম শাস্ত্রের অদ্বৈতবাদ!

যুবরাজ পুষ্পমিত্র এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সিদ্ধৈশ্বর্য্যের প্রতি লোভ করিয়া নিতান্তই সকামচিত্তে তমোগুণাশ্রিত বিপথে তাঁহার সাধনারম্ভ ঘটিলেও আজ সাধক নিজের একনিষ্ঠ সাধনাবলে সত্ত্বাশ্রিত উচ্চমার্গে ইহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া অবশেষে আজ সাধ্যের সহিত আপনার সত্ত্বাকে সম্পূর্ণরূপ বিলীন করিয়া দিয়া নৈষ্কর্ম্ম লাভ করিয়াছেন। আজ আর সে উন্মত্ত ব্যাকুলতায় দিশাহারা হইয়া পরিক্রমণ নাই। তীব্র আকাঙ্ক্ষা উদ্দাম মনোবৃত্তিকে উন্মাদ করিয়া তুলিতেছে না, ধীর স্থির অচপল গাম্ভীর্য্যে শুধু আপনার অন্তরস্থিত সুন্দরের মূর্ত্তিখানি ধ্যানস্তিমিত নেত্রে চাহিয়া দেখা, তাহার আপনার বাসনা মদ কলুষিত হৃদয় পাত্র প্রাণপণে ধৌত পবিত্র করিয়া তাহার পূজার উপহার-সম্ভার তাহাতে

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

He started up with more of fear
Than if an armed foe were near.
'God of my fathers ! What is here ?
Who art thou ?

—*Byron.*

সেই রাজ্যোদ্যানের অপর পার্শ্বে এক বিচিত্র মর্ম্মর সৌধে যুবরাজ-অতিথি কোশলের মহাসেনানায়কের বাসভবন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সে পুরী ও রাজপুরী সমতুল্য সুসজ্জিত এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমাবেশে ঐশ্বর্য্যময়ী। সেই সুরম্য সৌধমধ্যে একটি কক্ষে মহাসেনাপতি এবং সুদক্ষিণা দাঁড়াইয়াছিলেন। কক্ষ তখন আলোকান্ধকারের মধুর মিলনালোকে উদ্ভাসিত। পশ্চিমের বাতায়ন পথে অস্তগমনোন্মুখ তপনের একটা সুলোহিত রশ্মি বাতায়ন সমীপে অবস্থিতা সুদক্ষিণার যৌবন মাধুরীযুক্ত মুখে যেন আবীর মাখাইয়া দিয়াছিল। তাহার অনাড়ম্বর বেশভূষায় তাহাকে নবীনা ভিক্ষুণী মনে হইলেও সে মুখের শান্ত নম্র সৌন্দর্য্য যেন ইহলোকেরই নয় বলিয়া ভ্রম হয়। অম্বরীষের এতদিন পরে সহসা আজ মনে হইল এমন একখানি মুখ বুঝি সে এ জীবনে আর কখন প্রত্যক্ষ করে নাই! সে একটু বিস্ময়ের সহিত চাহিল। কিছুক্ষণ সেই যৌবন তরঙ্গায়িত রূপোন্মেষ, সেই আগুল্ফলম্বিত ঘন মেঘজাল সদৃশ কেশরাশি পলকহীন নিষ্পন্দনয়নে চাহিয়া দেখিবার পর তাহার অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল। হৃদয় কেমন যেন পরিশ্রান্ত হইয়া বলিতে লাগিল,—হয় এই মায়াময়ীর মায়ামোহে আপনাকে ভাসাইয়া দাও,

নতুবা ইহাকে নিকট হইতে অপসৃত কর। ওই মরকতপ্রভ মৌন অধর ছুটি না জানি নীরবে কি যে বশীকরণের মন্ত্রপাঠ করে, এই অনুতাপ-হীন আত্মবিশ্বাসী দ্রঢ়িষ্ঠ হৃদয় তাহারই প্রভাবে যেন কোন এক সম্পূর্ণরূপ অজ্ঞাত রাজ্যে হারাইয়া যায়। এ কুহকিনী এই কুহকমন্ত্রে আচ্ছন্ন করিয়াই বুঝি তাহার প্রতিহিংসা পূর্ণ করিবে?

সেনাপতি যতক্ষণ বিমনাভাবে এই সকল কথা ভাবিতেছিলেন, ততক্ষণে সুদক্ষিণা নিজের ভূমি সংবদ্ধ শান্ত দৃষ্টি উত্তোলিত করিয়া সুধীরকণ্ঠে কহিল,—"আমার কিছু ভিক্ষা আছে।"

"কি চাহ?"

"স্মরণ রাখিবেন ক্ষমার অপেক্ষা শ্রেয় ধন এ জগতে দ্বিতীয় কিছুই নাই।"

"একথা কেন সুদক্ষিণা?"

"যদি কোন সময় ইহার অর্থ বোধ হয় তখন স্মরণ করিবেন—ক্ষমাশীলের হৃদয় শান্তিদেবীর বিশ্রামাগার। ক্ষান্তি পারমিতা সম্পাদন করিয়া জীবন সফল করুন।"

সেনাপতি আবার কতক্ষণ বিস্ময় স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে আপনার হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক সুদক্ষিণার অতি ক্ষুদ্র পদ্মপাণি ধারণ করিয়া আবেগ কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল,—"সুদক্ষিণা!

সুদক্ষিণা সহসা উত্তর দিতে পারিল না। তাহার নেত্র তারকা অকস্মাৎ অশ্রুতে অন্ধ হইয়া আসিল। এই স্পর্শে অসংবরণীয় মানস বিদ্রোহের যৎসামান্য ক্ষণস্থায়ী একটা তরঙ্গ বহিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার তাহা শান্ত হইয়া গেল, স্থায়ী হইতে পারিল না।

"সুদক্ষিণা! বুঝিয়াছি তোমার ব্রত এই 'ক্ষান্তি পারমিতা'! তাই তোমার এই এত বড় বৈরীকেও তুমি ক্ষমা করিতে পারিয়াছ। 'ক্ষমাশীলের হৃদয় যে শান্তিদেবীর বিশ্রামাগার'—তোমায় অহোরাত্র চক্ষে

দেখিয়া এ কথা কে অবিশ্বাস করিতে পারে? কিন্তু, দেবি! জানিও এ জগতে সবাই কিছু দেবতা নয়। ক্ষমা সর্ব্ব ধর্ম্মের সার হইতে পারে, ক্ষমাশীলের শান্তিও আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু আশৈশব আমার ধর্ম্ম যে আমায় ইহার বিপরীত শিক্ষাই দিয়া আসিয়াছে। আমি ক্ষত্রিয়, ক্ষাত্র ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম পৌরুষের, জড়ত্বের নয়।"

নীলেন্দিবর তুল্য যুগল নেত্র আবার অতি ধীরে উত্তোলিত করিয়া সেই নীরব তপস্যা পরায়ণা কিশোরী আজ আবার কি উদ্দেশ্যে বলা কঠিন প্রভু বাক্যের প্রতিরোধ করিয়া ধীর স্বরে কহিল,—"ক্ষাত্রধর্ম্ম তো ক্ষমার বিরোধী নয়। প্রভু! মিনতি করি, অতীত বিস্মৃত হউন, ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলাসনে প্রতিষ্ঠিত করুন, সকল অশান্তি দূর হোক।"

অম্বরীষের সুঠাম বীরমূর্ত্তি আভ্যন্তরিক অগ্ন্যুৎপাতে সহসা যেন অগ্নিময় হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। দৃপ্ততেজে সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল,—"কি বলিতেছ, তুমি সুদক্ষিণা, অতীত ভুলিব? তবে ভবিষ্যৎই বা আমার কোথায়? আমার অনাগত যে আমার বিগতেরই ভিত্তিপরি রচিত। অতীতকে বিদায় দিলে ভবিষ্যৎকেও যে সেই সঙ্গেসঙ্গেই ধূলায় লুটাইয়া দিতে হয়!—যে সঙ্কল্পের জন্য প্রথম জীবনের সমুদয় সুখ-সৌভাগ্য,—যার জন্য করতলায়ত্ত অতুল সুখ-ঐশ্বর্য্য, অপ্রতিহত রাজসম্মান, স্নেহ প্রেম, এমন কি, আশা আনন্দ,—শান্তিময়ী তোমাকে শুদ্ধ নয়নের কোণে চাহিয়া দেখি নাই, যে সঙ্কল্প শোণিতপায়ী জীবের ন্যায় অহোরহঃ হৃদয়শোণিত শুষিয়া লইয়াছে বলিয়া আজ যে অম্বরীষ সমগ্র উত্তরাপথের একছত্রা ছত্রপতি হইতে পারিত, হয়ত যে অম্বরীষের শাসনদণ্ডতলে আসমুদ্র-হিমাচল সমুদয় আর্য্যাবর্ত্ত ও একদিন একীকৃত হইত, সেই অম্বরীষ এই ভগ্নহৃদয় নিরানন্দ দাসবৃত্ত ক্ষুদ্র অম্বরীষ,—সেই মহা সঙ্কল্পকে আজ এতদিন পরে পরিত্যাগ করিয়া, নারী ও দুর্ব্বলের অসহায় অবলম্বন আশ্রয়ে আত্ম প্রশান্তিলাভ করিতে বল?—সহজে ভীরুস্বভাবা, ক্ষুদ্রা নারী তুমি

পুরুষের এই জীবনোৎসর্গকারী মহাব্রতের তুমি কি বুঝিবে? নিষ্ফল প্রণয়ের তীব্র অভিশাপে হৃদয় তো তোমার পাষাণ হইয়া যায় নাই, অবিচারের মৃত্যু-ভীষণ তুষানলে তুমি কি জীবনে কখন পলে পলে তিলে তিলে গুমিয়া গুমিয়া পুড়িয়াছ? সমস্ত অন্তঃকরণের সার-সম্ভূত পূজার পুষ্পাঞ্জলি চরণে বিমর্দ্দিত করিয়া তোমার মাঝখানে চির আরাধনার একমাত্র দেবতা কি তোমার ও তাহার প্রতিজ্ঞার পাষাণ প্রাকার তুলিয়া ধরিয়াছে? তুমি কেন ক্ষমার কথা বলিবে না? সমুদ্রবক্ষের অশান্ত ঝটিকা-কল্লোলে তোমার হৃদয় প্রাণ তো সুদীর্ঘ দিবা রাত্রি ধরিয়া বর্ষের পর বর্ষ, মাসের পর মাস, দিনের পর রাত্রি,—অহর্নিশি এমন করিয়া আর্ত্ত-আবেগে ফাটিতে চাহিয়া মরণ-কান্না কাঁদে নাই! তুমি ক্ষমার কথা বলিবে না কেন সুদক্ষিণা?"

সুদক্ষিণা নিরুত্তর রহিল। যে অন্ধ অতি সহজ সত্যের আলোক দেখিয়াও দেখিতে পায় না তাহাকে কে বুঝাইবে? একথার উত্তর কি তাহার পক্ষে কিছুই দিবার ছিল না? এ কথা কি তাহার বলিবার ছিল না—যে, হে বীর! হে ক্ষাত্রধর্ম্মের সুযোগ্য উপাসক! সহজে দুর্ব্বলা নারীর পক্ষে যাহা সহজ-ক্ষম, এই বীরচিত্তে কি সেইটুকু সহ্য শক্তিও পড়িয়া নাই? যে অবস্থার কথা সাহঙ্কারে আজ তুমি বর্ণনা করিয়া বলিতেছ, তদপেক্ষাও অধিক, নারীর পক্ষে যাহা সহনাতীত,—ধারণাতীত, ঠিক তেমনি এক অকথ্য লজ্জাস্কর, নিষ্ঠুর অবস্থায় কি এই তুমিই এই অসহায়া অভাগিনী নারীকে একদিন নির্ম্মম কঠোর হস্তে টানিয়া আন নাই? তবে যে সে তোমার মত পৌরুষকে তুচ্ছ করিয়া ক্ষমার আশ্রয় লইয়াছে, ইহাকে তুমি ভীরুতা দোষারোপ করিতে হয়, করিয়া তৃপ্ত হও, বস্তুত ক্ষমার অপেক্ষা অধিকতর পৌরুষ প্রতিশোধের মধ্যে নাই।

তখন তাহাকে বাধ্য-বিমুখ দেখিয়া অম্বরীষ তাহাকে দুঃখিত বিবেচনায়

মনে মনে ঈষৎ লজ্জানুভব করিল। ক্ষণকাল নীরবে তাহার সেই চির অপরিবর্ত্তিত গঠিতবৎ প্রশান্তমুখ সেই স্বর্ণাভ রক্তরাগের মধ্যে স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ানুভবের সহিত প্রশংসমান কণ্ঠে পুনশ্চ কহিতে লাগিল,—"যখন তোমায় দেখি, মনে হয় তুমি বড় সুখী। অথচ, বিচার করিয়া দেখিতে গেলে আমরা উভয়েই প্রায় সমাবস্থ।—বরং নারী তুমি, এ হিসাবে তোমার অবস্থা ধরিতে গেলে সমধিকই শোচনীয়। কিন্তু তুমি তো তোমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি, চির-জীবনের জীবনাধিক প্রিয়তম প্রেম পাত্রদের দ্বারায় এ অবস্থাপন্না হও নাই! প্রাণোৎসর্গ ভালবাসার বিনিময়ে তোমার মুখে তোমার প্রেমপাত্র তো স্বহস্তে কালকূট তুলিয়া ধরে নাই!—উঃ কাহাকে—কাহাদের তুমি ক্ষমা করিতে বলো সুদক্ষিণা! তোমার ব্রত তুমি পালন কর, তোমার পুণ্য তোমার স্বর্গ অক্ষয়া হোক, স্বর্গ মোক্ষ আমার কাম্য নয়, এই পৃথিবীই আমার সব।"

এই বলিয়া সেই অদ্ভুত কর্ম্মা যুবক তাঁহার অন্তরের নিভৃত কন্দরে সঙ্গোপনে লুক্কায়িত আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নিরাশি বর্ষণ পূর্ব্বক সুদীর্ঘতর তপ্তশ্বাস পরিত্যাগ করিল,—"ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা পালনই তার পক্ষে একমাত্র ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম পালন সামর্থ ধরিয়াও যে এত দিন শত সহস্রবার অগ্রসর মুখে পশ্চাৎপদ হয়েছি, ইহাতে আমি নিজেই বিস্মিত! কেন? কে বলিবে? এ দ্বিধা কার জন্য,—কে জানে? বুঝিতে পারি না। বুঝি সব ভোলা যায়, শুধু শৈশব-জীবনের জীবনীধারা যে বক্ষতল দান করিয়াছে, তাহার স্মৃতি সপ্ত-সমুদ্রের লবণাম্বুরাশি ঢালিয়াও ধৌত করা যায় না। অথবা—" সর্ব্বজন সুবিদিত কঠোরান্তঃকরণ মহানায়ক ও সেনাপতি কি ভাবিয়া এই স্থলেই থামিয়া গেলেন, কি ভাবিয়া এ আলোচনা মধ্যপথেই বন্ধ রাখিয়া সহসা অপ্রয়োজনেও মৃদু চেষ্টা-কল্পিত হাস্যের সহিত কহিয়া উঠিলেন,—"এমন সুন্দর অপরাহ্ণ মিথ্যা অ-ফলা আলোচনায় অপব্যয় করিও না সুদক্ষিণা, তোমার সন্ধ্যা উপাসনাদি সম্পন্ন

করিতে যাও, দেবগণ অথবা তোমার উপাসিত দেব-পাদীয় শাক্যসিংহ—কে তাহা তুমিই জানো, তোমার পরে সুপ্রসন্ন হইবেন। আমিও ততক্ষণ একটু উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া আসি।"

কনকরঞ্জিত নীল সমুদ্র মধ্যে অস্তমান-রবি ডুবিয়া গেলেন। উদ্যানস্থ কৃত্রিম পর্ব্বত গাত্র ও বৃহৎ অটবী হইতে ছায়াপুঞ্জ ধরাতলে নামিয়া আসিল। মন্দানিল সংস্পর্শে তরুপল্লব ঈষৎ কম্পিত ও তৃণপুঞ্জ ঈষন্নমিত হইয়া বিষাদ-মধুর মর্ম্মর ধ্বনি করিতে লাগিল। পাপিয়ার উন্মাদকর সঙ্গীত যেন দীর্ঘ বিরহ সন্তাপিত চিত্ত প্রেমিকের বিরহবেদনাযুক্ত দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় সেই নির্জ্জন কানন-ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া রহিল,—পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা?

জলপ্রপাতের কল শব্দে অতি মৃদু মৃদু গুঞ্জন তান লতা বিতানের অভ্যন্তরভাগ হইতে শ্রুত হইল, কোন রাজকুল ললনা আপন মনে মৃদু গুঞ্জনে বড় সুখের গীত গাহিতে গাহিতে পুষ্পচয়ন করিতেছেন। তাহার শুভ্র চরণ দুইখানি হরিৎ পত্রাভ্যন্তর হইতে কোশল-সেনাপতির নেত্র-পতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে অপসৃত হইতে গেলেন; কিন্তু ততক্ষণে সেই পুষ্পচয়ন নিরতা যুবতী কুঞ্জগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া তাঁহার ঠিক সম্মুখীন হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের সারভূত সমুজ্জ্বল রত্ন-রাজি সুশোভিত মুকুট বিভূষিতা সেই মহীয়সী নারীমূর্ত্তির পানে চাহিয়া অকস্মাৎ নির্ভীক কোশল-সেনাপতি যেন প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় সেইস্থলেই অচল হইয়া গেলেন।—আর তাঁহার সম্মুখস্থা রূপযৌবনের ভারে অবনতাঙ্গী বিকশিত শতদল সদৃশী বিধাতার সৌন্দর্য্য সৃষ্টির আদর্শস্বরূপিণী সেই উজ্জ্বল দর্শনা নারী! আকস্মিক কোন প্রাপ্ত প্রচণ্ড আঘাতে এক নিমেষ মধ্যে দেহকে যেমন তেমনি রাখিয়া প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই শবদেহ যেমন পূর্ব্বাবস্থ থাকিয়া তারপর পতিত হয়, ঠিক সেই প্রকার প্রাণহীনাবৎ সেই রমণী সেই সহসা দৃষ্ট পুরুষমূর্ত্তির

দিকে পলক শূন্য নেত্রে দিকে চাহিয়া রহিল। ইহার দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে আত্মসম্বৃত সেনাপতি উচ্চারণ করিলেন,—"শুক্লা!"

তখন শুক্লার মুখ হইতেও মৃদু মৃদু উচ্চারিত হইয়া গেল,—"কুমার ইন্দ্রজিৎ!"

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

Hark ! to the hurried question of Despair :
"Where is my child ?" an echo answers—"Where ?"

—*Byron.*

"আমার সমস্ত জীবনটাই অনন্ত দুঃখে কাটিয়া গেল। জীবনের প্রথম প্রভাতে সেই যে এক মহাপাপ করিয়াছিলাম তাহারই বুঝি এই জীবন কালব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত! সুপ্রিয়া, আমি বহুদিবসাবধিই বুঝিয়াছি যে, তোমার ব্যথিত নিশ্বাসই এ রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিতেছে। বুঝি তোমার অভিশাপেই আজ আমার এ দুর্গতি! তোমায় বড় অনাদর করিয়াছিলাম, এমন কি কোথায় কি অবস্থায় যে তোমার প্রাণ বিয়োগ হইল তাহাও যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করি নাই। মৃত্যুকালে তুমি হয় ত কত যন্ত্রণাই সহ্য করিয়াছ। মর্ম্মপীড়িতা হইয়া কতই না অশ্রুপাত করিয়াছিলে, সেই অশ্রুই আজ এই দেবগড়ের উপর বন্যাধারার ন্যায় দুঃখের প্লাবন আনিয়া দিতেছে, তাহা কি আর আমি বুঝিতেছি না? কিন্তু প্রতীকারের উপায় কি? উপায় থাকিতে তো জ্ঞান হয় নাই। বুঝি তা হয় না।"

নিশাকালে চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত গৃহোদ্যানে বিনিদ্র নৃপতি চিন্তাকুল অস্থির চিত্তে একাকী পরিক্রমণ করিতেছিলেন। শয়ন-কক্ষে পর্য্যঙ্কো-

পরি মহিষী অরুন্ধতী দেবী নিদ্রিতা। গবাক্ষ মুক্ত, সেই গবাক্ষ পথে বিমল চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করিয়া রাজ-রাণীর অনিন্দ্য সুন্দর মুখে নিপতিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় মহিমময় শোভা ধারণ করিয়াছিল। রাণীর শান্ত মুখে গভীর বিষাদের ঘন ছায়া, সে ছায়া নিদ্রিতাবস্থাতেও অপসারিত হয় নাই। নেত্রপ্রান্তে একবিন্দু বিষাদাশ্রু।

রাণী ঘুমাইলেন, তথাপি রাজার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। বহুক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। একবার মহিষীর মুখের দিকে চাহিলেন। তারপর উঠিয়া দ্বারমুক্ত করিয়া প্রাণের জ্বালায় উদ্যানে বাহির হইয়া পড়িলেন। কতবারই এমন হইয়াছে। এ মুখ কত সুবিমল চন্দ্রালোকে, কত শ্যামলা সন্ধ্যায়, কত রৌদ্রোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরে এই দীর্ঘ দ্বাবিংশ বর্ষ দিবা নিশিই তো দেখিতেছেন, কই ইতঃপূর্ব্বে আর কখন তো এমনটা হইয়া উঠে নাই? আজ এই প্রসুপ্ত বিষাদিত মুখখানি হঠাৎ বহুদিনকার আর একখানি অর্দ্ধ-বিস্মৃত এমনি সকরুণ মুখ স্মরণ করাইয়া দিল। সেই শেষ দেখা! আজ এই দীর্ঘ দিবস পরে বুঝি সে মুখের স্মৃতি রাজার ব্যথিত প্রাণটাকে আবার বড়ই অস্থির বড়ই কাতর করিল। সুখের স্মৃতিতে যাহাকে মন হইতে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়াছিল, দুঃখের দিনে সে তাহার সমস্ত স্থানটাই অধিকার করিয়া বসিয়া মনের মধ্যে অনুতাপের অগ্নি বড় জ্বালাতেই তো জ্বালাইয়া দিয়াছিল। আজ আবার সে জ্বালা বড় বেশি অসহ্য বোধ হইল। ভূপতি তখন দুই হস্ত অঞ্জলীবদ্ধ করিয়া সকাতরে বলিতে লাগিলেন,—"সুপ্রিয়া দেবী তুমি, নিশ্চিত আজ তুমি তুষিতাদি প্রধান স্বর্গলোকে বিরাজিতা। আমার এ সকাতর নিবেদন আজি শুনিতেছ কি? তোমার প্রতি যথার্থতঃই ঘোর অন্যায় করিয়াছি, সেই পাপেই না আজ আমার এই অশেষ দুর্গতি! হে দেবি! তুমি এইবার প্রসন্না হও! আমার আর কিছুই তো বাকি নাই, শুধু এই এতটুকু স্নেহের পুতলী অমিতা আছে, তুমি

তার পর হইতে কোপদৃষ্টি সংবরণ করিয়া লও। সুপ্রিয়া! কৃপা করো, সুপ্রিয়া।”

বুঝি রাজার সে আকুল আহ্বান পতিব্রতা শুনিতে পাইয়াছিলেন। সহসা রাজার চিন্তাজাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল,—“মহারাজ! দুঃখিনীর গচ্ছিত ধন কোথায় রাখিয়াছেন? দুঃখিনীর ধন দুঃখিনীকে ফিরাইয়া দিন।”

স্বপ্নশ্রুত সঙ্গীতধ্বনির ন্যায় সে স্বর শ্রবণে পশিয়াছিল। বংশীরব-মুগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় রাজা সে স্বর শ্রবণে চমকিয়া মুখ ফিরাইলেন, দেখিলেন অদূরে—তাঁহার অনতিদূরে এক পীতবাস ধারিণী ভিক্ষু নারী। সে রমণী ইচ্ছা করিয়াই যেন পার্ব্বণ-বিধুর সমুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা হইতে আপনার মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছিল।

এ অসময়ে পুষ্পোদ্যান মধ্যে ভিক্ষুণী দর্শনে রাজা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে ভাব মনের মধ্যে সঙ্গোপন করিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন,—“ভগবতি! এরূপে অসময়ে আগমনের হেতু কি তাহা এ দাসের নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনার গচ্ছিত ধন কে অপহরণ করিয়াছে? নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। এবং আপনার ধন আপনি প্রাপ্ত হইবেন।”

“মহারাজ! অসময়ে আসিয়া আপনাকে বিরক্ত করিলাম ক্ষমা করিবেন। আমার যে ধন আমি বহু পূর্ব্বে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম আজ এই দীর্ঘ কালান্তরে আবার তাহাকে একবার দেখিতে আসিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে এ রাজপুরীতে কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। হয় তো বা আমি তাহাকে চিনিতেই পারি নাই। সে যখন নিতান্তই শিশু তখনই তাহাকে এই অঙ্কচ্যুত করিয়াছিলাম, এখন এতদিন পরে কেমন করিয়াই বা চিনিব? তাহার বাম বাহুমধ্যে এক ত্রিপত্রাকৃতি রক্তবর্ণ জটুল চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, সে চিহ্ন কোনদিনই মুছিবার নয়; ভরসা

করিয়াছিলাম ইহারই বলে আমার পরিত্যক্ত শিশু আমি চিরদিন পরেও বাছিয়া লইতে পারিব। কিন্তু সে চিহ্ন তো কোথাও দেখিলাম না, মহারাজ! সে কি তবে জীবিত নাই?”

সহসা বিস্ময়ে হর্ষে রাজা ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন,—“দেবি! তবে কি আপনি শুক্লার জননী? সেই তো অত্যন্ত শিশুকালে এই পুরী দ্বারে পড়িয়া ছিল। কে আপনি? আপনাকে কখন দেখি নাই। কিন্তু—কিন্তু ও স্বর যেন আমার বড় পরিচিত! জানিনা ও কণ্ঠস্বর কবে কোথায় কতদিনে শুনিয়াছিলাম। স্বপ্নে কি জাগরণে তাহাও ভাল স্মরণ হয় না। দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায়, সুদূর-শ্রুত নদীর কলনাদের ন্যায় ও স্বর কিন্তু আমার মর্ম্মের মধ্যভাগে যেন বিঁধিয়া আছে।”

রাজা ক্রমেই বড় বিমনা হইয়া পড়িতেছিলেন। আবার বুঝি উন্মাদ লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতেছে, নতুবা এ সকল অঘটন ঘটনা সত্য মনে হয় কেন?

ভিক্ষুণী রাজার এই সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া আগ্রহভরে বলিয়া উঠিলেন,—“সে-ই তবে আমার কন্যা মহারাজ! সে বালিকা আমারই কন্যা! কোথায় সে আমার, দয়া করিয়া বলুন সে কোথায়? একবার, একবার মাত্র তাহাকে দেখিয়া আবার হয় ত জন্মের মতই চলিয়া যাইব। ভাবিয়াছিলাম, আর দেখিব না, যাহা পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহা আবার ফিরিয়া কুড়ান কেন? কিন্তু হায় রাজন! মায়ের প্রাণ আর কতই সহ্য করিতে পারে? সব ছাড়িয়াছি কিন্তু এইটুকুই পারি নাই। মহারাজ! সম্পূর্ণ রূপে এ মায়া আজও যে আমি ত্যাগ করিতে পারি নাই। হায়, বৃথাই এ সারা জীবন-ধরিয়া সাধনা করিলাম। চতুরার্য্য সত্যের তত্ত্ব শিক্ষা মাত্রই সার হইল, শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের অধিকারিণী হইলাম কই? বুঝি এই জন্যই ভগবান বলিয়াছিলেন, ‘তুমি শত বন্ধনে জড়িতা।”

ভিক্ষুণী আপন মনের উচ্ছ্বাস সহসা এইরূপে ব্যক্ত করিয়া ফেলিলে, নৃপতি সমধিক বিস্ময়ানুভব করিতে লাগিলেন। তিনি দারুণ সন্দেহে তাহার আপাদ মস্তক পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবতি! আপনার কন্যার জন্য আপনি চিন্তিতা হইবেন না। ইহা যদিও গোপন কাহিনী;—তথাপি আপনাকে অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখি না, সে কন্যা এক্ষণে উত্তরাপথের বিশাল সাম্রাজ্যের সম্মানিতা যুবরাজ্ঞী। কিন্তু আপনি কে বলুন? যে আজ দ্বাবিংশ বৎসর পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছে—আপনি তাহার রূপ ধরিয়া কেন আসিয়াছেন? সুপ্রিয়া, সুপ্রিয়া! না না তুমি সুপ্রিয়ার ছায়া কিম্বা হয়ত তাহারই অশরীরি মূর্ত্তি হইবে!"—এইকথা বলিতে বলিতে সর্ব্বশরীর মনে কম্পান্বিত রাজা সুরজিৎ বাতাহত কদলী বৃক্ষবৎ মূর্চ্ছিত হইয়া সেই ভিক্ষুণীর পাদমূলে নিপতিত হইলেন। তখন সেই তাপসী বড়ই ব্যস্ত হইয়া রাজাকে ধরিয়া তুলিল। তাঁহার মস্তক সযত্নে নিজ অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক আপনার কাষায়াঞ্চলে তাঁহাকে বীজন করিতে করিতে মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে সে রমণী ডাকিল,—"মহারাজ! মহারাজ!"

রাজার চৈতন্যসঞ্চার হইল। তিনি অল্পক্ষণ পরেই চাহিয়া দেখিলেন কে তাঁহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া শুশ্রূষা করিতেছে। রাজা ডাকিলেন,—"অরুন্ধতি!"

অপরিচিত মধুর স্বরে উত্তর হইল,—"মহারাজ! আমি ভিক্ষুণী।"

"ভিক্ষুণী!"—আবার সেই কণ্ঠ! আত্মবিস্মৃত সুরজিৎ সবেগে উঠিয়া বসিয়া নিমেষ মধ্যে সেই অপরূপ রূপবতী প্রৌঢ়া ভিক্ষুণীর আনত বদন তুলিয়া ধরিলেন, দেখিলেন—নশ্বর পদার্থ মাত্রেই বিতৃষ্ণ চিত্তা বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের উপাসিকা সেই সংসার-ত্যাগিনীর গণ্ডপ্রবাহী দরদর অশ্রুধারায় তাহার মুখের বিভূতিপ্রলেপ ধৌত হইয়া যাইতেছে। আর সে মুখ কাহার?—তখন দুই হস্তে ভিক্ষুনারীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রাজা

বলিলেন,—"হয় আবার আমি উন্মাদ হইয়াছি, না হয় তুমি সুপ্রিয়া। জীবন ধারিণী প্রাণময়ীই হও, অথবা সুরলোক বিহারিণী দেব-দেবীই হও; তুমি সুপ্রিয়া। শতযুগ অতীত হইলেও এ মুখ ভুলিবার নয়, তুমি সুপ্রিয়া!"

কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল অবসন্ন এবং চিত্ত দ্বার সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। বিঘূর্ণিত মস্তকে কম্পিত কলেবরে সুরজিৎ ভিক্ষুণীর স্কন্ধে স্বীয় মস্তক ভার নিজেরও অজ্ঞাতে রক্ষা করিলেন। আর ভিক্ষুণী? ভিক্ষুণীরও তখন শরীরে যেন সংজ্ঞা মাত্র ছিল না। সে রমণীও নিশ্চেষ্ট পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় রাজার আলিঙ্গনে নিবদ্ধ থাকিয়া নীরবে অবিরল অশ্রুরাশি বর্ষণ করিতেছিল। এই কি তাহার এই দীর্ঘ দিবসের কঠোর তপঃ সাধনার ফল? কিন্তু হায়, সে-যে নারী! নারী কি কখন তাহার নারীত্বকে বিসর্জ্জন করিতে পারে? যার জন্য সর্ব্ব-ত্যাগিণী হইয়াছে তাঁহাকে কি ত্যাগ করা যায়? তা সে যতদিনেরই অদর্শন হোক।

এমনি করিয়া কিছুক্ষণ গত হইলে সহসা ভিক্ষুণী সচেতন হইয়া উঠিয়া তড়িৎবেগে রাজার শিথিল আলিঙ্গন হইতে আপনাকে ছিন্ন করিয়া লইয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে বলিয়া উঠিল,—"হায়, অদম্য হৃদয়!"—

রাজার দিকে চাহিয়া বলিল, "কি বলিলে মহারাজ? সে এখন শ্রাবস্তির যুবরাজ্ঞী?—হায়, হায়, বিধিলিপি তবে পূর্ণ হইতেই চলিল?"

নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলে প্রথমটা স্বপ্নকেও বাস্তব বলিয়া মনে হইতে থাকে, রাজারও তেমনি তখন পর্য্যন্ত যেন স্বপ্নঘোর টুটে নাই। তিনি বিস্মিত ভীত ও কাতর নেত্রে সেই আশ্চর্য্য আগন্তুকার প্রতি চহিয়া রহিলেন। তাঁহার অন্তরে কত যে ভাবেরই আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছিল, তাহা গণিয়া বুঝি শেষ করা যায় না। বহুক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া আবার আত্মগতই কহিলেন,—"সেই সব, শুধু সময়ের পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত

মাত্র। এ মুখ কি ভুলিবার, এ যে বজ্রানল দ্বারা বক্ষে খোদিত! হায় সুপ্রিয়া! এতদিন পরে এ কি ছলনা? আমি তোমার নিকটে ঘোর অপরাধী, তথাপি আমি তোমার স্বামী। তুমি ত দেখিতেছ যে আমি অনেক যন্ত্রণা পাইতেছি, আর আমায় তুমি যন্ত্রণা দিও না। তোমার সন্তানকে চাহিয়া দেখি নাই, তাই বুঝি আমার এক মাত্র স্নেহাধার আজ যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতেছে। আমিও এ দীর্ঘ জীবনব্যাপী বড় যন্ত্রণাই ভোগ করিতেছি সুপ্রিয়া, আর আমায় তুমি কষ্ট দিও না। তোমার পায়ে ধরি, তোমার এই ছায়ামূর্ত্তি অপসারিত করো—"

রাজা সত্য সত্যই ভিক্ষুণীর পদতলে পতিত হইলেন। তখন অতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাপসী কিয়দ্দূরে সরিয়া গেল, স্বয়ং রাজার পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া বলিল,—"কি করিতেছেন মহারাজ! কেন আমায় নরকে নিক্ষেপ করেন। প্রভো, যদি আসিয়াছি তবে আর লুকাইব না। সত্যই আমি আপনার সেই ভূতপূর্ব্বা দাসানুদাসী সুপ্রিয়া। এ আমার ছায়া মূর্ত্তি নহে জীবিত দেহ,—আমি মরি নাই।"

"সুপ্রিয়া! সুপ্রিয়া! তুমি বাঁচিয়া আছ? কেন তবে এতদিন লুকাইয়া ছিলে? কেন তবে আমায় দেখা দাও নাই?"—বলিতে বলিতে আনন্দে বিস্ময়ে রাজার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল।

বাস্তবিকই তিনি আজ সুপ্রিয়াকে জীবিতা জানিয়া অত্যন্তই আনন্দিত হইয়াছিলেন। দরিদ্রা সুপ্রিয়াকে প্রথম যৌবনোন্মেষের মোহবশে যখন গোপনে বিবাহ করেন, তখন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দেখেন নাই। কিন্তু পরে যখন মন হইতে রূপের নেশা ছুটিয়া গেল যখন তাঁহার চিত্ত প্রেম ভোগাপেক্ষা ঐশ্বর্য্য ভোগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিল; তখন তিনি বুঝিলেন তিনি স্বেচ্ছায় কণ্ঠে ফণীহার ধারণ করিয়াছেন। যাহা অবশ্য প্রাপ্য তাহা তাঁহার নিজ কর্ম্মদোষেই হস্তচ্যুত হইতে বসিয়াছে। শাক্যেতর বংশীয়া এই দরিদ্রা নারীকে বিবাহ করিয়া এ বিপুল ধনৈশ্বর্য্য হইতে তিনি আপনাকে

বঞ্চিত করিয়া ফেলিয়াছেন। শাক্য বংশের চিরপদ্ধতি শাক্যবংশ ব্যতীত বিবাহে সামাজিক সম্মান ও রাজ্যাধিকার বিনষ্ট হয়। সুরজিৎ গভীর বিষাদ সমুদ্রে ভাসমান রহিলেন। তাঁহার অন্তরস্থ ক্রোধ তাঁহাকে জ্বালাইয়া সেই দুর্ভাগা নারীর উপরেই অংশতঃ পতিত হইল। তিনি আর তেমন করিয়া তাহার মুখে সকল সুখের সমাবেশ করিতে পারিলেন না। বিতৃষ্ণায় ক্রমশঃ হৃদয়ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতে লাগিল। এখন আর অবসরের অভাবে সুপ্রিয়ার নিকট সদা সর্ব্বদা যাতায়াত করাই ঘটিয়া উঠে না।

এদিকে রাজমাতা কেমন করিয়া সকল সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। ক্রোধে ক্ষোভে অধীরা হইয়া তিনি পুত্রকে ডাকাইয়া সত্যাসত্য নিরুপণ করিলেন। যুবক নৃপতি মাতার ভয়ে কিছুই অস্বীকার করিতে পারিলেন না। শুনিয়া রাজমাতা পুত্রকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন এবং পরিশেষে তিনি তাঁহাকে পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ নিষেধ করিয়া দিলেন। যদিও রাজা সুপ্রিয়ার প্রতি মনে মনে আর ততদূর প্রসন্ন নহেন, যদিও তাহার সঙ্গ এক্ষণে তাঁহার বিষতুল্যই বোধ হইত, কিন্তু তথাপি তিনি তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতেও চাহেন নাই। সুপ্রিয়া তাঁহার সিংহাসনের কণ্টক, সেইহেতু সুপ্রিয়া তাঁহার বড় যন্ত্রণারই কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এ মহা অপরাধে অপরাধিনী তো সে নয়, তিনি নিজেই যে অপরাধী। তাই মাতার আদেশে তাঁহার মনে অভাগিনীর প্রতি একটু করুণার সঞ্চার হইল। একদিন গোপনে তাহার কুটিরে গমন করিলেন। দেখিলেন রোগশয্যা শায়িতা অতি শীর্ণকায় শিশুর পার্শ্বে দুঃখিনী সুপ্রিয়া অশ্রুজলে অভিষিক্তা হইতেছে। রাজাকে দেখিয়া সে আর হৃদয়াবেগ প্রশমিত করিতে পারিল না, অধীরা হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাজাও মনের মধ্যে দুঃখিত হইলেন। আশ্বাসদানে তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন। অভাগিনী চক্ষু মুছিল। রাজা তখন সরলাকে আশা দিয়া

মিথ্যা স্তোক দ্বারা ভুলাইতে লাগিলেন। বলিলেন, রাজকার্য্যের জন্য আসিতে পারেন না। সে সকল কষ্ট মুহূর্ত্ত মধ্যেই বিস্মৃত হইয়া গেল। সন্তানটির পীড়া, সে আবার চক্ষু মুছিল। তাহার ঘোর দারিদ্র সে স্বামীকে অনেক চেষ্টা করিয়াও জানাইতে পারিল না। সে ত ভিখারিণী নহে। যাঁহার সর্ব্বস্বের সে অধিকারিণী, তাঁহারই কাছে একমুষ্টি অন্ন ভিক্ষা! ছিঃ, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল। রাজা আপনার চিন্তাতেই মগ্ন, এ সব তুচ্ছ কথা আর তাঁহার স্মরণেও আসে না। তিনি কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলেন। বৃথা আশ্বাসে তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া আসিলেন মাত্র। ইচ্ছা থাকিলেও মাতৃ-আদেশ ও তাঁহার বিপদ বার্ত্তা সেই মর্ম্মপীড়িতাকে সুস্পষ্টরূপে প্রদান করিতে পারিলেন না। কিন্তু ভাবভক্তিতে তাহা অপ্রকাশও ছিল না। সুপ্রিয়া সবই বুঝিয়াছিল।

ইহার পর এক মাস গত হইল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে একবারও রাজা পত্নী বা নিজ সন্তানের সংবাদটুকু পর্য্যন্ত লইলেন না। একদিন সহসা কর্ত্তব্যবোধের উদয় হইলে তাহাদের কুটিরে গিয়া দেখিলেন সে ভগ্নকুটির শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। একমাত্র প্রতিবাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, অভাগিনী সুপ্রিয়া সন্তানটির মৃত্যুতে উন্মাদিনী হইয়া ঐ অদূর প্রবাহিতা রোহিনী-নদীগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। সেও আজ প্রায় পক্ষাধিক কাল গত হইয়া গেল।

সুপ্রিয়া মরিয়াছে?—আজ তাঁহার সিংহাসনারোহণের পথ মুক্ত! কিন্তু তথাপি এ দুঃখের সংবাদে রাজার মন অত্যন্ত বিচলিত হইল। তিনি সেই ভগ্নকুটিরে পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া বহুক্ষণ একাকী সেখানের ভূমিতলে বসিয়া পড়িয়া অতীতের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

সেই প্রথম সাক্ষাৎ! সেও এই পার্ব্বত্য উপত্যকায়। সে তাহার রুগ্না অন্ধ জননীর জন্য অতি-সামান্য আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছিল। সেই সময় মৃগয়াক্লান্ত রাজা তৃষ্ণায় আকুল হইয়া এই ভগ্ন কুটির

দ্বারে আসিয়া জল চাহিয়াছিলেন। মাতা অন্ধ রুগ্না শয্যাশ্রয়ী, অগত্যা কিশোরী কুমারী তাহার শতছিন্ন পরিধেয় দ্বারা যথা সাধ্য অঙ্গাবরণ পূর্ব্বক মৃন্ময় পাত্রে জল লইয়া আসিয়া রাজার হস্তে প্রদান করিতে গিয়া সহসাই থমকিয়া দাঁড়াইল। বুঝি তরুণ কন্দর্পের ন্যায় ঐ দিব্যকান্তি বিশিষ্ট মহামূল্য পরিচ্ছদধারী যুবা পুরুষের পদ্ম হস্তে তুচ্ছ মৃন্ময়পাত্র প্রদান করিতে সে মনে মনে কুণ্ঠানুভব করিতেছিল। রাজা তাহা বুঝিলেন; হাসিয়া সুন্দরীর হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিয়া জলপান পূর্ব্বক বলিলেন,—"কি সুস্বাদু শীতল জল! পান করিয়া শরীর যেন জুড়াইয়া গেল। তা ইহা আর বিচিত্র কি এমন হস্তে জল যদি না শীতল হইবে তবে হইবে কোথায়?" সে কথা রাজার আজ বারে বারেই স্মরণ হইল। তারপর যখন সুরজিৎ রাজার একজন ক্ষুদ্র সৈন্যাধ্যক্ষ পরিচয়ে তাহাদের কুটিরে সর্ব্বদা যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন এবং অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন, তখন সেই দরিদ্রা নারীদ্বয় কিছুতেই তাঁহার সে দান গ্রহণ করিতে চাহিত না। সে নির্লোভ স্বভাব তাঁহাকে তাহার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করিয়া ছিল। সে কথা স্মরণে আসিল। শেষে একদিন নৃপতি তাহাকে তাঁহার নবযৌবনের অদম্য হৃদয়োচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ প্রেম ব্যক্ত করিয়া জানাইলেন, প্রকাশ করিলেন যে তিনি তাহার একান্ত অভিলাষী। তখন সে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দে কৃতজ্ঞতায় অভিভূতাবৎ কি অপূর্ব্বভাবেই তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল! কিন্তু মুগ্ধ রাজা যেমন আত্ম বিস্মরণ হইয়া তাহার হস্ত ধারণ করিতে গেলেন, অমনি সে ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে বলিয়াছিল,—"বিবাহ ব্যতীত আপনি আমার ছায়াও স্পর্শ করিতে পাইবেন না, ইহা স্থির জানিবেন।" সেই তেজোদৃপ্তা গরিয়সী মূর্ত্তি রাজার আজ আবার মনে পড়িল।

আবার একদিনের কথা,—বিবাহের পর যখন সে তাঁহাকে রাজ্যেশ্বর

বলিয়া জানিতে পারিল, তখন সে কি নিদারুণ আতঙ্কে কি মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া সে তাঁহার নিকট হইতে শত হস্ত দূরে সরিয়া গিয়া মর্ম্মবিদারী হতাশায় বলিয়া উঠিয়াছিল,—“তবেই আমার সকল আশা ভরসা ফুরাইল!”

সে সব কথা ফিরিয়া ফিরিয়া পুনঃ পুনঃই রাজার মনে পড়িতে লাগিল। তিনি জীবিতে যাহাকে ফিরিয়াও চাহেন নাই, তাহার উদ্দেশ্যে অসংবরণীয় অসহ্য ব্যথায় আকুল হইয়া আজ কতক্ষণই রোদন করিলেন। সুপ্রিয়ার মৃত্যুর হেতু যে তিনিই, ইহা ভাবিয়া মনের ভিতরে বড়ই অনুতপ্ত হইয়া রহিলেন। বাহিরে অতি সহজেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া গেল।

তারপর সুপ্রিয়ার স্মৃতি শুধু স্বপ্নের ন্যায় কখন কখন স্মরণে আসিত মাত্র,—ক্ষতের দাগ না মিলাইয়া গেলেও ব্যথা জ্বালা ঘুচিয়াছিল। সৌভাগ্যের মাঝে দুর্ভাগ্যের কথা কে কোথায় মনে করিয়া রাখে? তবে ইদানীং সেই বিপদারম্ভ হইতে এই বড় বড় বিপৎকালে কেবলই মনে হইত বুঝি সে মর্ম্মপীড়িতার মর্ম্মান্তিক অভিশাপের ফলেই তাঁহার এ দুর্গতি! মনের মধ্যে অনুতাপাগ্নি বড়ই প্রবল হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাই রাজা সুরজিৎ দ্বাবিংশ বর্ষ পরে তাঁহার প্রথম যৌবনের সঙ্গিনীকে জীবিতা দেখিয়া বড় আনন্দেই আজ উল্লসিত হইলেন।

সুপ্রিয়া রাজার কথার উত্তরে কহিল,—“ফিরিয়া আসিয়া কি করিতাম মহারাজ? ফিরিব বলিয়া তো যাই নাই! দেখিলাম আপনি আমার জন্য ঘোরতর অসুখী হইয়া পড়িয়াছেন, আপনার সিংহাসনের কণ্টক বলিয়া এদিকে রাজমাতাও আমায় গোপনে উৎপাটিত করিতে চাহিতেছেন, তাই স্বেচ্ছায় কুটির ছাড়িয়া পলাইয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিলে তো আপনার সুখের অন্তরায় হইতাম মাত্র।”

রাজা গদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—“সুপ্রিয়া তুমিই ধন্যা! যে নারী স্বামীর মঙ্গলাশায় তাহাকেও ত্যাগ করিতে পারে সে-ই যথার্থ সাধ্বী!

আমি মহাপাতকী তাই এমন মনস্তাপ পাইতেছি। এতদিন তুমি কোথায় ছিলে সুপ্রিয়া ?”

“আমার কাহিনী আর কি শুনিবেন মহারাজ ? এক গভীর রাত্রে প্রাণের জ্বালায় অধীর হইয়া কুটির ও গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেলাম ও এক মহাপুরুষের কাছে গিয়া আশ্রয় ভিক্ষা চাহিলাম। কিন্তু তিনিও আমায় কৃপা করিতে ইচ্ছুক হইয়াও আমার ভাগ্যহীনা কন্যাটিকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন আমার নিকট সমস্ত বিশ্ব পৃথিবীই বিষ-তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিছুতেই আর বিন্দুমাত্র স্পৃহা নাই। তাই অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাকেও পরিত্যাগ করিব বলিয়াই স্থির করিলাম। সবই যখন ত্যাগ করিয়াছি তখন কন্যাতেই বা আমার কি প্রয়োজন ? ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাকেও আপনার দ্বারে ফেলিয়া গেলাম। ভাবিয়াছিলাম আপনি তাহাকে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিবেন, যতই হোক সে তো আপনারই সন্তান ! বিশেষ তাহার হস্তস্থ জতুক-চিহ্ন দেখিলে নিঃসংশয় হইবেন। নিশ্চয়ই উহা আপনার অগোচর ছিল না। অবশ্য আমি এখানে ভুল করিয়াছিলাম। বাস্তবিক আপনি তাহার পানে কোন দিন ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখেন নাই। তার পর এই দীর্ঘ দ্বাবিংশ বৎসর বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্ম্মের শরণাগত হইয়া পরহিতার্থে আত্মোৎসর্গ করিয়াছি। কিন্তু হায় দুর্ভাগিনী আমি, চিত্ত জয় করিতে পারি নাই। পরার্থে আত্মনিয়োগ করিব কি, আমার নিজ চিত্ত এখনও ঘোর মায়াপাশে বদ্ধ। আপনার প্রেম আমি অনায়াসে ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু হায়, অপত্যস্নেহ যে কি বিড়ম্বনার পাশ, সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া বাহির হওয়া বুঝি মায়ের সাধ্য নয় ! এই দীর্ঘকাল ধরিয়া সেই পরিত্যক্ত শিশুর আর্ত্ত ক্রন্দন আজিও আমার এই দুই কর্ণ বধির করিয়া অসহ্য বজ্রনাদে যেন রাত্রে দিনে অনিবৃত্ত তানে বাজিতেছে। সেই ক্ষুদ্র মুখ—যাক্ সে সব কথার আলোচনায় কাজ নাই।—মহারাজ !

আজ এত কাল পরে আমি আপনার কাছে আসিয়াছিলাম, বড় আশা করিয়াই আসিয়াছিলাম। সে আশাও আমার আজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম আমার সেই পরিত্যক্ত ধনকে জন্মের শোধ চক্ষু ভরিয়া দেখিব। মনে করিয়াছিলাম বিধিলিপি পূর্ণ হইতে দিব না, আমি তাহাকে সম্ভব হইলে আমার সঙ্গেই লইয়া যাইব। ভিক্ষুণী-সুতা ভিক্ষুণীব্রতই গ্রহণ করিবে। এখন বুঝিতেছি বিধাতার নির্ব্বন্ধ একান্তই অখণ্ডনীয়! পতিগৃহে অকাল মরণ সে কন্যার অদৃষ্টলিপি। সে লিপি মুছিবার সাধ্য কার আছে? বুঝিলাম এই জন্যই ভগবান জ্যোতিষ বিদ্যা অনুশীলনের বিরোধী।"

সুরজিৎ সুপ্রিয়ার সকল কথা শুনিতেও পান নাই, তাঁহার চিত্ত তখন অপর এক মহা চিন্তায় সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। সহসা তিনি ক্ষিপ্ত ব্যাকুলতায় উচ্চ কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"সুপ্রিয়া, সুপ্রিয়া, আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, সত্য,—কিন্তু তুমি—তুমি তাহার ভীষণ হইতেও ভীষণতর প্রতিশোধ লইয়াছ! তুমি আমার সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া আত্ম-নির্ব্বাসন না করিলেই হয়ত ভাল করিতে। তাহা হইলে আমায় অহর্নিশি তুষানল দাহে দগ্ধ হইয়া পলে পলে আজ এমন করিয়া মরিতে হইত না। তুমি তোমার কন্যাকে যদি ত্যাগ করিয়া গেলে, তবে তাহার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ রটনা করিয়া তাহাকে অমন অজ্ঞাত কুলশীলা রাখিয়া গেলে কেন? কেন আমায় প্রকৃত তথ্য জানিতে দিয়া গেলে না? ওঃ তা যদি করিতে,—তা যদি করিতে—তবে আজ—তবে আজ, আমায় এমন করিয়া পুত্রহারা সর্ব্বহারা হইতে হইত না। আমার হৃদয়ের নিধি নয়নের মণি আমায় স্বহস্তে উৎপাটিত করিতে হইত না। ওঃ কেন তা করিলে না। কেন, কেন, —কেন করিলে না সুপ্রিয়া! কেন করিলে না?"

এ আকস্মিক উত্তেজনার কারণ বহুদিন দূর-প্রবাসিনী সুপ্রিয়া বুঝিল

না। সে ক্ষণকাল বিস্মিত চকিত বিহ্বলভাবে নৃপতির সেই উন্মাদবৎ বিঘূর্ণিত রক্তনেত্র, বিশৃঙ্খল বেশ বাস সন্দর্শন করিল। সহসা ত্যাগ সংযত চিত্ত তাহার ব্যথিত অভিমানে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ সহকারে সে অশ্রু নিরুদ্ধ বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে গাঢ় স্বরে কহিল,— "তবে এই আমার প্রাণোৎসর্গের পুরস্কার?"

"কে তোমার এই উৎসর্গ চাহিয়াছিল? কেন ও বৃথা ভারে ভারাক্রান্ত করিয়া আমায় অতল জলে ডুবাইয়া গেলে? জানো না কি, কি অগ্নিময়ীকে তুমি আমার পুরদ্বারে আগুন জ্বালাইতে রাখিয়া গিয়াছিলে? তুমি তো জানো না সুপ্রিয়া! সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গটুকু আজ দাবানলে পরিণত হয়ে আমার ঘর দ্বার পুত্র কন্যা সর্ব্বস্ব তার গ্রসিষ্ণু জিহ্বা দ্বারা গ্রাস করে নিয়ে এখন আমার এই বক্ষে অনির্ব্বাণ হয়ে জ্বলছে! জানো না তো তুমি, যে রাজ সিংহাসন রক্ষা করবার জন্য তোমার এই তাপসী-বেশ, সেই রাজ সিংহাসন দণ্ড মুকুট সমস্তই সেই আগুনে ধু ধু করে পুড়ে গিয়ে আজ শুধু তার ছাইগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে। জানো না তো তুমি সুপ্রিয়া, সেই আগুনে—সেই আগুনে আমার সারা দেবদহ—"

সহসা সেই মধ্যরজনীর গাঢ় অন্ধকাররাশি কঠোর হস্তে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া কোথা হইতে এক সঙ্গে সহস্র সহস্র উল্কালোক রোহিণী তীরে জ্বলিয়া উঠিয়া সমস্ত উদ্যান ভূমি রাজপ্রাসাদ, উপরে প্রায় অর্দ্ধাকাশকে পর্য্যন্ত দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট করিয়া তুলিল। সেই আকস্মিক অতি তীব্র লোহিতাভ আলোকমালাতে অমঙ্গল সূচনা বুঝিয়া শত শত বিহরমান নিশাচর পক্ষী কর্কশ কণ্ঠের আর্ত্ত চীৎকারে স্তব্ধ নিশিথিনীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিয়া ভীত ত্রস্ত পক্ষে আশ্রয় অন্বেষণে দিক বিদিকে উড্ডীয়মান হইল। নীড়-সুপ্ত পক্ষীবর্গ সভয় বিস্ময়ে জাগিয়া উঠিল। এই সঙ্গে সহসা সেই আলোক মণ্ডলীর মধ্যভাগে অদূর নদী তীরাভিমুখ হইতে দিক্ দিগন্ত প্রপূরিত করিয়া সুগম্ভীর নিঃস্বনে ভেরি বাজিয়া

উঠিয়া শত শত নিদ্রাকাতর দেবগড়বাসীকে চমকিত ও জাগরিত করিয়া তুলিল।

ভীতা বিস্মিতা ব্যাকুলা ভিক্ষুনারী চমকিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—"এ কি? এ কি—মহারাজ?"

রাজোন্মাদ করতালি দিতে দিতে প্রলয়-ঝঞ্ঝার ন্যায় উচ্চহাস্য সহকারে উত্তর করিলেন,—"আর কি সুপ্রিয়া, সেই যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গটুকু তুমি বহু দিন পূর্ব্বে প্রাসাদ দ্বারে লাগাইয়া গিয়াছিলে না? সেই আগুনে আমার সারা দেবদহ পুড়িয়া,—এইবার ঐ চাহিয়া দেখ,—ভস্ম হইয়া গেল!"

চতুর্স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

Again I say—that turban tear
From off thy faithless brow, and swear
Thine injured country's sons to spare,
Or thou art lost—

—*Byron.*

গর্জ্জিত স্রোত তরঙ্গিণী পথশায়ী প্রতিবন্ধক বিধ্বস্ত করিয়া মুক্ত পথে দর্পিত বেগে বহিয়া চলিয়া যায়। তাহার গতিবেগে বাধা দিয়া মহা গজেন্দ্র ঐরাবতও তৃণগুচ্ছের অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। দুঃসাধ্য কঠোরতা ক্লান্তিহীন ধৈর্য্য, বহু ক্লেশ, বহু ত্যাগ ও অনেক কালের তীব্র আকাঙ্ক্ষাময় উন্মত্ত বাসনার রাশি দ্বারা যে কঠিন বিরাট পাষাণ-সৌধ বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা যদি আকস্মিক কোন কারণে ভাঙ্গিয়া পড়ে তবে শুধু নিজেই ধ্বংস হয় না। সমীপবর্ত্তীকেও অনুগামী করে।

এই মুকুট মণ্ডিতা কোশলের যুবরাজ্ঞীই শুক্লা! সেই শুক্লা আজ পুষ্পমিত্রের! হীন বিলাস ব্যসনের স্রোতে নিমজ্জিতাঙ্গ অর্দ্ধশিক্ষিত মধুকরবৃত্ত যুবরাজ পুষ্পমিত্রের। ইন্দ্রজিতের সর্ব্বশরীরের অসংখ্য শিরা উপশিরায় উন্মাদনার বহ্নি শিখা ছুটিয়া গেল। তাহার নিদারুণ অঙ্গ-জ্বালার অসহনীয় দাহ প্রতি রোমকূপ পথে প্রজ্বলিতবেগে বহির্গত হইবার জন্য পথ খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। অসহ্য, অসহ্য, অসহ্য এ! কি অন্ধ মোহে কি স্বপ্নঘোরে সে এতদিন ধরিয়া পশ্চাতে চাহিয়াছে? করতলায়ত্ত জয়ধ্বজা কি ক্ষুদ্র দ্বিধায় স্বীয় মস্তকোপরি উন্নীত করিয়া ধরে নাই। এখন এই সেই অবিবেচনার প্রতিফল!

ক্ষুদ্র দেবগড়—কোশল-সেনাপতির এক নেত্রেঙ্গিতের পরে যাহার সমুদয় ভবিষ্যৎ একান্তই অনিশ্চিত, তাহারই সেই দুর্ব্বল ক্ষীণ হস্ত হইতে সেই প্রবল পরাক্রান্ত কোশল-মহাসেনানায়কের এই এত বড় পরাভব? এ যে একান্তই অসহ্য!

শুক্লা এই অকস্মাৎ দৃষ্ট পুরুষের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া পলাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু দীপাকৃষ্ট পতঙ্গবৎ অয়স্কান্ত মণিদ্বারা আকর্ষিত অয়ঃখণ্ডের ন্যায় সে সেই অপ্রত্যাশিত-দর্শন চিরপরিচিত মূর্ত্তির পানে নির্নিমেষে চাহিয়া অচলা হইয়া রহিল। তাহার স্নায়ুকেন্দ্রের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রলয় সংঘাত বাধিয়া উঠিল।

আবার সেই অতীত দিনেরই মত তাহার অবশ হস্ত স্খলিত চয়িত পুষ্প সকল তাহাদের উভয়েরই পদপ্রান্তে ঝরিয়া পড়িল, প্রমোদমত্ত মধুকর আবার তেমনি লীলাচ্ছলে তাহাদের আশে পাশে গুঞ্জরিয়া ফিরিয়া গেল। বসন্ত-মারুত মৃদু মর্ম্মরে ফুলদলে তেমনি মধুরালাপ করিতে লাগিল। কিন্তু আজ আর সেই লোকবিমোহিনী মূর্ত্তি শরতের পরিপূর্ণ শশী কলা সেদিনের মত দ্রষ্টার হৃদয়-সমুদ্র উত্তাল আনন্দের আবেগে উচ্ছ্বাস-স্ফিত করিল না। বরং ঊর্দ্ধমুখী লেলিহান-শিখ চিতাবহ্নির নির্ম্মম

অট্টহাস্যেরই মত এক প্রকার জ্বালাময় উত্তপ্ত হাস্যস্রোত যেন বজ্‌্রুৎপাতের ন্যায় কোশল-সেনাপতির ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনীর উপরে নিপতিত হইয়া তাহার মূর্চ্ছাবসন্ন চিত্তকে মুহূর্ত্তে জাগ্রত করিয়া দিল।

ইন্দ্রজিৎ কহিলেন,—"শুক্লা, তোমারই জয়!"

এই কথা কয়টির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রজিতের আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ চিত্ত মহাবিদারণে সহস্রধা হইয়া ফাটিয়া পড়িল। ইন্দ্রজিতের পরাভব! তবে পৃথিবীতে এখনও প্রলয়ারম্ভ হইল না কেন?

প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ সেই বীরমূর্ত্তির পদতলে ঝটিকা-বিচ্ছিন্ন স্বর্ণ-লতিকার ন্যায় লুটাইয়া পড়িয়া চরণযুগল মৃণালভুজে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া সকাতরে শুক্লা কহিল,—"এ রহস্য প্রকাশে তোমার দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। আমায় তুমি ক্ষমা না কর এইখানে স্বহস্তে হত্যা করিয়া যাও, দেবগড় ধ্বংস করিও না।"

"তোমায় স্বহস্তে হত্যা করাই আমার উচিত ছিল। কিন্তু সে সুসময় আজ বহুদিন পূর্ব্বে অতীত হইয়াছে।"

ইন্দ্রজিৎ সবেগে চরণ মুক্ত করিতে চাহিলেন। তাঁহার রোষ-পাংশু অধর চেষ্টা কম্পিত স্বরে কহিয়া উঠিল,—"শাক্য-রাজপুত্র পুষ্পমিত্রের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে না, আমার চরণ ছাড়িয়া দাও।"

তখনি ক্রোধোত্তেজিত ইন্দ্রজিতের চরণ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া শুক্লা কহিল,—"আমায় আপনি ঘৃণা করিতেছেন! কিন্তু কে আজ এই ভাগ্যহীনার ভাগ্য ইহাঁদের সহিত বিজড়িত করিয়াছে, কুমার? নির্জ্জন পর্ব্বতারণ্যে দস্যুবেশে দস্যুবেশী স্বীয়-সৈন্য সাহায্যে কে স্বীয় কুলকন্যার অবমাননা ঘটাইয়া তাহাদের পরপুরুষের কৃপা বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল? কে দুর্দ্ধর্ষ কোশল-সম্রাটের কালান্তক দৃষ্টি একান্তে অবস্থিত একান্ত অসহায় আত্মকুলের প্রতি আকর্ষিত করিয়া তাঁহাদের জাতি ধর্ম্ম সমাজ

মধ্যে ঘোরতর বিপ্লব বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল ? স্ব-কুলপূজ্য কপিলাবস্তু-পতির অবমাননা, আপন সহোদরা প্রতিমা নিষ্পাপ-হৃদয়া বালিকার সর্ব্বনাশ, পিতৃসম প্রতিপালকের মর্ম্মান্তিক মনস্তাপ,—এমন কি, একত্র এই সমষ্টিভূত মহাবিপদে তাঁহার উন্মাদ পর্য্যন্ত সংঘটন, এ সকল কাহার হৃদয়হীন প্রতিহিংসার ফল, যুবরাজ ? সেই বিপদ সমুদ্র হইতে মাতৃভূমির রক্ষার্থ যদি কেহ আপনাকে এই অকূল সাগর তরঙ্গ মধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহাকে আপনি ইচ্ছা হইলে ঘৃণা করিতে পারেন, কিন্তু তাহার সে চেষ্টাকে উপেক্ষা করিবেন না বা সে চেষ্টা ব্যর্থ করিবেন না। যত হীন কার্য্যই হোক জানিবেন ইহা আপনারই অনাদৃতা মাতৃভূমির জন্য।”

ইন্দ্রজিতের চিত্ত ক্ষণেকের জন্য এ কঠোর তিরস্কারে স্তব্ধ হইয়া রহিল, কিন্তু ইহা নিতান্তই ক্ষণিক। পরক্ষণেই বজ্রানলের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া রোষ-কম্পিত কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—“মাতৃভূমির জন্য ?—আমার মাতৃভূমি ? আমার আবার মা কোথায় ? আমার যদি মাতৃভূমি থাকিত, তবে আজ কিসের দুঃখে আমি পরান্নভোজী পর-পদসেবী পরের দাসানুদাস ? আমার দেশ মাতা এ পৃথিবীতে কিছুই বর্ত্তমান নাই জানিও।”

“যুবরাজ! ভাই! তোমার এই সকল বাক্যে বুক আমার বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তুমি শক্তিমান্, শক্তি কখনও ক্ষুদ্রকে আশ্রয় করে না, বাস্তবিক তুমি ক্ষুদ্র নও, কাল্পনিক উত্তেজনার নির্ম্মম আঘাতে নিজের সেই মহদন্তঃকরণ নিষ্করুণ চিত্তে রুধিরাক্ত করিয়া অগৌরবের রক্তরাগে তাহাকে রঞ্জিত করিয়া রাখিতে চাহিতেছ কেন ভাই ? ক্ষমা করো ভাই, অতীত বিস্মৃত হইয়া যাও। যত অপরাধীই হোক মাতৃ-সম্বন্ধ কি কেহ কখন মুছিতে পারে ? মা কাহারও পর হয় না। জন্মভূমি জননী; জননীকে দাসী করিও না।”

“শুক্লা! আমি মা চিনি না,—জন্ম মুহূর্ত্তে মাতৃহীন; আমি স্পষ্টই বুঝিয়াছি, পরের মা কখন মা হইতে পারে না। আমার মনে ক্ষমা নাই,

বিস্মৃতি নাই, কিছু নাই, শুধু প্রতিহিংসা মাত্র অবশিষ্ট পড়িয়া আছে। আর কিছু না। কেমন করিয়া থাকিবে? মাতৃভূমি আমায় কি দিয়াছে? কিসের ঋণে আমি তাহার নিকট ঋণী? আমার দত্ত গৌরব-মুকুট সে তো শিরে ধারণ করিতে চাহে নাই। বরং লঘুতম পাপে মহাপাপীর ন্যায় ঘৃণিত লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত করিয়া চিরদিনের মতই সে আমায় বিদায় দিয়াছে।—তবে তার কাছে আমার কিসের ঋণ? কিসের মমতা? তবু এতদিন যে আমি তাহার অপরাধের দণ্ড দিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছি আমার নিজের নিকটেই তাহা যেন প্রহেলিকা! আর তুমি? তোমায় ক্ষমা?—অসম্ভব! জানিতাম, বিশ্বাস ছিল তোমায় আমি না পাই, তোমার হৃদয় আমারই। তুমি আমার না হও অন্যেরও হইবে না। আজ সে সামান্য এতটুকু ভ্রান্তির সুখও তুমি আমার জন্য অবশিষ্ট রাখিলে না! শুধু বাহিরে নয়, অন্তরেও আজ তুমি অপরের! শুক্লা! শুক্লা! স্থির জানিও তুমি আমার পরে' জয়লাভ করিয়াছ বটে, কিন্তু এ বিজয়লব্ধ ফলভোগে কখনই সক্ষম হইবে না। আমার দেহে প্রাণ থাকিতে আমি তোমায় অন্যের অঙ্কাশ্রয়ী দেখিতে পারিব না।

"আমি আপনার নিকট নিজের জন্য কিছুমাত্র ক্ষমা ভিক্ষা করি নাই। শুধু দেবগড়—"

"কিসের দেবগড়? প্রতিশোধ ব্যতীত এই বিরাট বিশ্বে আমার জন্য আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।"

"তবে যাও! মাতৃঘাতী মহাপাপী! নরশোণিত পিপাসী রাক্ষসেরও অধম নারী মাংসলোলুপ পিশাচ! তোমার হস্তে ক্ষমা লাভাপেক্ষা দেব-গড়ের পক্ষে ধ্বংসও শ্রেয়!"

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

One kind kiss before we part,
drop a tear, and bid adieu,
Though me sever, my fond heart,
till we meet shall pant for you—

—*Robert Dodsley*.

ঘন নীল মেঘস্তর সদৃশ বিশাল হ্রদবক্ষ বাসন্তীমন্দ মলয়মারুত সংস্পর্শে উপজাত বীচি-বিক্ষেপে আনন্দ চপল, দূরে তালবৃক্ষের শীর্ষদেশ গোধূলির তিরোধানোন্মুখ স্বর্ণরশ্মিরেখায় তখনও সমুজ্জ্বল। উত্থানে বসন্তের প্রমোদ লীলা অশোকে-কিংশুকে মালতী-মাধবীকায় সুব্যক্ত হইতেছিল। সেই উত্থান মধ্যস্থ প্রমোদকক্ষে শুক্লা স্বামীর প্রতীক্ষায় মুহুর্মুহুঃ দ্বার পানে চাহিতেছিল। ক্রমে শান্তভাবে বসিয়া প্রতীক্ষা করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য বোধ হওয়ায় সে অধীরভাবে পদচারণ আরম্ভ করিল। শরীর অথবা মনে কোন গভীর উদ্বেগ বা যন্ত্রণা থাকিলে স্থির হইয়া বসিয়া চিন্তা করিবার শক্তিও বুঝি মানুষের মধ্যে থাকে না? তখন মস্তিষ্ক অতিশয় ঘূর্ণন বেগে কার্য্য শক্তি হীন, অন্তর বিকল এবং স্নায়ুমণ্ডল অবশ হইয়া পড়ে। তাহার সেই উদ্বেগ শঙ্কিত অন্তরের অন্তঃস্থলে কেবল আশাহীন সুরে ধ্বনিত হইতেছিল—'হতভাগ্য দেবগড়! আর তোমায় রক্ষা করিতে পারিলাম না! আজ তোমার সব শেষ!'

তাহার চঞ্চল পাদক্ষেপ জনিত অধীর ও মুখর মঞ্জীর রব তাহারই কর্ণে সৈনিকের অস্ত্রঝণাৎকার ভ্রমোৎপাদন পূর্ব্বক তাহাকে সহসা সর্ব্ব শরীরে

মনে চমকিয়া তুলিতেছিল। এমন করিয়া কিছুকাল অধীর প্রতীক্ষায় কাটাইবার পর সহসা এক সময় তাহার কর্ণে অতি দ্রুত গুরু পদশব্দ প্রবেশ করিল। এ ব্যগ্র আগমন ঘোষণা আর কাহার? তবে এখনও তাহার সব শেষ হইয়া যায় নাই? আর একবার তবে সে তাহার সেই অতি প্রিয় মুখ সন্দর্শন করিবে? জীবনে আর একবার তাঁহার সেই অগাধ সমুদ্র সদৃশ প্রণয়ের অমৃতাস্বাদ উপভোগ করিতে পাইবে?—তিনি আসিয়াছেন, তিনি আসিয়াছেন!

"মায়াবিনি! এ কি মায়াপাশে আমায় বাঁধিয়াছিস্ বল্ দেখি? আমি যে কোন কার্য্যেই আর এক মুহূর্ত্ত মন দিতে পারি না।"

উভয়ে উভয়ের দৃঢ় বাহুপাশে আবদ্ধ হইল। বিবশা বেপমানা পত্নীর তৃষিত চুম্বনের প্রতিদান করিয়া হাসিয়া পুষ্পমিত্র কহিলেন,—"আদরিণি! এই আদরের ফাঁস দিয়াই বুঝি তুই এই অশান্ত হৃদয়-মৃগকে আবদ্ধ রাখিয়াছিস্? এ ইন্দ্রজাল ছিঁড়িয়া বাহির কি হওয়া যায়?—হৃদয়ের রাণী আমার! এমনি করিয়াই তুই চিরজীবন আমায় তোর এই স্নেহ-তপ্ত বক্ষে বাঁধিয়া রাখিয়া দিস্। এ বন্ধন যেন আমার—"

"দেব, প্রসন্ন হউন! অশেষ সম্মানিত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ যুবরাজ ভট্টারককে এই মুহূর্ত্তেই তাঁহার স্মরণ বিজ্ঞাপিত করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন।"

যুবরাজ দ্বার সমীপস্থ প্রতিহার মুখনিঃসৃত এই আদেশ বাক্য শ্রবণে সসব্যস্তে পত্নীকে বক্ষচ্যুত করিতে গেলেন। অমনি শুক্লার শুষ্ক কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া একটা অর্দ্ধস্ফুটব্যক্ত কাতরোক্তি নির্গত হইয়া গেল। সে স্বামীর কণ্ঠ দৃঢ়রূপে বাহুবদ্ধ করিয়া তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইল।

যুবরাজ হাসিয়া রহস্য করিয়া কহিলেন,—"তুমি যে আমাকেও পরাস্ত করিলে দেখিতেছি? অয়ি সাহসিকে! প্রেমার্ণবে ডুবিয়া আমরা দুই-জনেই কি এক্ষণে সমাবস্থাপন্ন হইলাম না কি? এ কি, সখি!—চোখে

তোমার জল কেন? এখনই আমি পিতার আদেশ শুনিয়াই ফিরিয়া আসিব। এরই জন্য এত অধীরতা?—”

শুক্লা নির্ব্বাক মুখে শুধু তেমনি করিয়া স্বামীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

“ছাড়িয়া দাও,—শুনিতেছ পিতার আদেশ—আজ তুমি এমন করিতেছ কেন?”

শুক্লা তখন বাহু বন্ধন শিথিল করিয়া স্বামীকে মুক্তি দিল। তারপর আবার অশ্রু প্লাবনে অন্ধ দৃষ্টি স্বামীর মুখের দিকে ফিরাইতে গিয়া তাহার অবসন্ন মস্তক স্বামীর বক্ষস্থলে সহসা ঘুরিয়া পড়িল, অশ্রুরুদ্ধ করুণস্বরে সে কহিল, “আর একটু আমায় দেখিতে দাও;—হয়ত এই শেষ দেখা;—এ জীবনে আর আমাদের দেখা হইবে না—”

“শুক্লা! শুক্লা! কি হইয়াছে? কি অলীক জল্পনায় আজ—”

“দেব! অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। মহারাজাধিরাজ অবিলম্ব গমনের আদেশ করিয়াছেন।”

“এখনি চলিলাম।—সখি! শান্ত হও, অতি সত্বর ফিরিয়া আসিয়া এই দুঃসহ বিচ্ছেদ ব্যথা প্রশমিত করিব।”

যুবরাজ ত্রস্তগতিতে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন। যতটুকু দেখা যায় চাহিয়া চাহিয়া দৃষ্টি বহির্ভূত প্রিয়তমের গতিপথ হইতে অবশেষে অপরিতৃপ্ত অশ্রু-আবিল দৃষ্টিকে টানিয়া জোর করিয়া ফিরাইয়া সেই দৃঢ় চিত্তা নারী আজ আসন্ন বিচ্ছেদভীতা বিহ্বলা নববধূর ন্যায় দুই হস্তে মুখাবরণ পূর্ব্বক যন্ত্রণার্ত্ত বক্ষে ধূলি শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার বিদায় কাতর ম্লানমুখ রজনীর কৃষ্ণ বসনাঞ্চলে আবৃত হইয়া গেল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

He stood alone—a renegade
Against the country he betrayed.—

—*Byron.*

মন্ত্রণা কক্ষ। কক্ষের বহির্ভাগে অমাত্য সভাসদমণ্ডলী রাজার সহিত আগত কোশলের মহাপ্রতিহার দণ্ডনায়ক এবং এই সকল অভিজাত সম্প্রদায়কে বেষ্টন করিয়া প্রতিহারবর্গ দণ্ডায়মান। সকলেই শঙ্কা বিবর্ণ উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব চিত্ত। যুবরাজ কাহাকেও কোন প্রশ্ন না করিয়া কক্ষ প্রবিষ্ট হইলেন। অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁহার বিস্মিত চিত্ত এবং নেত্রদ্বয় পুনঃ পুনঃই স্পন্দিত হইল।

মদোদ্ধত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মহারাজাধিরাজ রত্নসিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদভরে মেদিনী প্রকম্পিত করিয়া কক্ষ মধ্যে পরিক্রমণ করিতেছিলেন। পুত্রকে দেখিয়াই বজ্রনির্ঘোষের কঠোর স্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন—"তুমি যাঁহাকে দস্যুহস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলে তিনিই তোমার পত্নী কি না?"

আকাশের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য সমেত যদি এক সঙ্গে খসিয়া সম্মুখে পতিত হইত, অথবা সহসা যদি মহাপ্রলয়ের বারিরাশি সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত করিয়া তাঁহাকে নিমজ্জনোন্মুখ করিত তথাপি বোধ করি শ্রাবস্তি-যুবরাজ এরূপ বিহ্বল চিত্ত হইতেন না। কিছু বলিতে গেলেন, কিন্তু জলমধ্যে নিমগ্ন ব্যক্তির শব্দ যেমন বাহিরে আইসে না তেমনি তাঁহারও কণ্ঠস্বর কণ্ঠনালী মধ্যভাগে চাপিয়া রহিল। বৈখরীরূপে তাহার বহিঃপ্রকাশ ঘটিল না।

রাজাধিরাজ বারেক পুত্রের মুখে ভীষণ কটাক্ষ করিয়া পূর্ব্বস্বরেই কহিলেন,—"বুঝিয়াছি,—তোমার এই পত্নী রাজকন্যা নহেন।"

"হাঁ, তিনিই আমার ঈপ্সীতা।"

"সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা!"

"কি!—কে বলিল 'মিথ্যা কথা'?"

যুবরাজ তড়িৎবেগে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন বক্তা কোশলের মহাসেনানায়ক অম্বরীষ।

রাজকীয় কক্ষ সজ্জার সমস্ত আলোক দীপ্তি নিষ্প্রভ করিয়া অম্বরীষের নেত্র হইতে অগ্নিকণা ঠিকরিয়া পড়িতেছিল, সে আবার বিদ্যুৎকষার ন্যায় তীক্ষ্ণস্বরে কহিয়া উঠিল,—"উহাঁর কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা!"

"মহানায়ক অম্বরীষ! তুমি কি উন্মাদ হইয়াছ?"

"হইতে পারে,—কিন্তু তুমি কোশলের যুবরাজ! তুমি ভণ্ড প্রতারক মিথ্যাবাদী!"

"রাজাধিরাজ! ক্ষমা করিবেন, রাজবয়স্যের নিকট হইতেও এরূপ ধৃষ্ট অভিনয় রাজপুত্রের পক্ষে অসহনীয়! সেনাপতি! তোমার তরবারি কোষমুক্ত করিলে বাধিত হইব—"

"যাহোক এতদিনে তবু কোশল-যুবরাজের মুখ হইতে একটা পুরুষোচিত বাক্য শ্রবণ করা গেল এবং শুনিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম।"

উভয়ের উলঙ্গ কৃপাণ এক সঙ্গে শত শত দীপালোকে ঝলসিয়া উঠিল, উভয়েই উভয়ের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইলেন।

মহারাজাধিরাজ উচ্চ গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, "প্রতিহার!"

দুইজন প্রতিহার প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল। রাজাধিরাজ তাহাদিগকে ইঙ্গিতে অপেক্ষা করিতে বলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"আপনা হইতে নিবৃত্ত না হইলে প্রতিহারগণ আসিয়া এখনি

উভয়কেই নিরস্ত্র করিবে। অম্বরীষ! তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন কর, বন্ধু! তোমার সম্রাটের হস্তে তুমি বিচারের ভার ফেলিয়া দিয়া নিরুদ্বেগে বিশ্রাম করিতে থাক। এই আসনে উপবেশন কর দেখি, তোমায় বড়ই উত্তেজিত দেখাইতেছে।”

ইহা বলিয়া রাজা সেনাপতিকে হস্তেঙ্গিতে আসন প্রদর্শন করিলেন।

মহাসেনানায়ক আদেশ মান্য করিল না। যেমন তেমনি সেই ক্ষুধা-কাতর মুক্ত কৃপাণ হস্তে সেই স্থলেই সে দণ্ডায়মান রহিল। আলোক প্রতিফলিত শাণিত কৃপাণ ফলকেরই মত তাহারও বক্ষের মধ্যে তখন দুরন্ত শোণিত পিপাসা উদ্দাম অশান্ত হইয়া উঠিতেছিল।

যুবরাজ পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তখনি রত্নখচিত অসি-কোষ-মধ্যে নিজের অসি সংস্থাপিত করিলেন।”

রাজাধিরাজ তখন আবার পুত্রের দিকে চাহিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ ক্রোধ-সংযত স্বরে সেই প্রশ্নই ফিরাইয়া করিলেন,—“তোমার পত্নী যথার্থই দেবগড়ের শাক্য-রাজার কন্যা কি না?—ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য। গোপন চেষ্টা বৃথা, কোন রহস্যই শেষ অবধি গোপন থাকে না। ইহাও গোপন নাই। এ ক্ষেত্রে সত্য কথা বলাই ভাল বলিয়া আমার মনে হয়। এখন তোমার যেরূপ অভিরুচি হয় দেখ!”

যুবরাজ দেখিলেন পৃথিবীটা অতিবেগে ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ক্রীড়া-গোলকের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্য-সমীপস্থ হইতেছে, আবার এদিকে চন্দ্রমাও বুঝি তেমনি বেগবান গতিতে পৃথিবীর অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে? পরস্পর সংঘর্ষে এখনি বুঝি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা পৃথিবী সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই বিচূর্ণিত হইয়া যাইবে! তিনি ভাবিলেন—‘আহা তাই হোক, তাই হোক।’ কহিলেন,—“মিথ্যা বলি নাই;—আমি ইঁহাকেই দস্যু হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তখন জানিতাম না যে ইনি রাজ কন্যা নহেন।”

রাজার বৈশাখী গগনতুল্য মেঘাবৃত মুখমণ্ডলে সঘন বিদ্যুৎ স্ফুরিত

হইল। বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল,—"প্রবঞ্চক! হীনচিত্ত বালক! একটা গণিকার রূপমোহে কুলমান আত্মসম্ভ্রম সমস্তই অনায়াসে বিসর্জ্জন দিলি! তোর প্রাণদণ্ডই বিধেয়।"

বলিতে বলিতে ক্রোধে সংজ্ঞাহীনবৎ তিনি দাঁড়াইতে অক্ষম হইয়া সবেগে আসনোপরি বসিয়া পড়িলেন। আর ঘোর তুফানের মুখে দিক্‌ভ্রষ্ট তরীর ন্যায় যুবরাজ ঘূর্ণিত মস্তক নত করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন —"এ জীবনে আর দেখা হইবে না!"

ক্ষণকাল সে কক্ষ গভীর নিস্তব্ধতায় ভরিয়া রহিল। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্তব্ধ স্থির যুবরাজের প্রতি সেনাপতির অনলবর্ষী যুগ্মনেত্র সর্ব্বক্ষণ তেমনি অচঞ্চলে সংস্থাপিত; তদ্‌ভিন্ন তাহারও সর্ব্বশরীর গঠিতবৎ স্তব্ধ স্থির। ক্রুদ্ধ কেশরীর গর্জ্জন শব্দে আবার সে ঘোর নীরবতা ভঙ্গ হইল।

"জানিয়া শুনিয়াও যৌবনের অন্ধমোহে যে নরাধম বংশমর্য্যাদার শিরে পদাঘাত করিয়া পবিত্র কুলে কলঙ্ক কালিমা লেপন করে, মৃত্যুই তাহার উপযুক্ত দণ্ড, কিন্তু রাজপুত্রের মরণ দণ্ড বিধেয় নয়। তদপেক্ষাও তোমায় আমি ভীষণতর দণ্ড দিতে চাই। তোমার সেই স্বৈরাচারিণী পত্নীর ছিন্ন শির তোমার বন্দী গৃহে জহ্লাদ রাখিয়া দিবে। যে মুখের মায়াজালে বদ্ধ হইয়া এই অনপমেয় কলঙ্ক তুমি স্বেচ্ছায় ক্রয় করিয়াছ, সেই মুখের গলিত বিকৃত মূর্ত্তি দর্শনে হৃদয়ানন্দ দিনের পর দিন প্রবর্দ্ধিত করিও।"

আকাশের সমস্ত জ্বলন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ কৃষ্ণ সর্পের ন্যায় অতি তীব্র বিষোদ্‌গীরণ পূর্ব্বক যুবরাজকে দংশন করিতে যেন এক সঙ্গে সহস্র সহস্র মুখব্যাদান করিল। যন্ত্রণার্ত্ত উচ্চৈঃস্বরে তিনি কহিয়া উঠিলেন,—"পিতা! পিতা! রাজাধিরাজ! কৃপা করুন, কৃপা করুন, ইহা অপেক্ষা আমায় বরং প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হোক।"

অমঙ্গলজনক উচ্চহাস্যের ভীষণ রোলে গৃহ বহির্ভাগে উৎসুক অমাত্য

মণ্ডলীর সর্ব্বশরীরে রোমহর্ষণ হইল। রাজাধিরাজ জলদগম্ভীর নিঃস্বনে উত্তর করিলেন,—"তুমি প্রাণদণ্ডের যোগ্য হইলেও প্রাণদণ্ড তোমায় দিব না। দয়া চাহিতেছ?—আচ্ছা বরং আরও একটু দয়া করিব, মস্তকের পরিবর্ত্তে তোমাকেই সেই প্রতারিকা শাক্য-সুন্দরীকে হত্যা করিয়া সেই রক্তে তোমার কলঙ্কিত হস্ত ধৌত করিতে দিব।—আর ও কিছু দয়া চাহিবে না?"

পৃথিবীর সমস্ত আলোক রেখা এক সঙ্গে যুবরাজের নেত্র সমক্ষ হইতে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। পদতলের অবলম্বন কক্ষভূমি মহা ভূকম্পনে সঘনে দুলিয়া উঠায় স্খলিতপদ পুষ্পমিত্র দুই নেত্র পরিপূর্ণ অন্ধকার লইয়া গৃহ প্রাচীরে পৃষ্ঠ রক্ষা করিলেন। "রাজাধিরাজের রাজ্যে ঘাতুকের অভাব নাই—"

"রাজ্যে ঘাতুকের অভাব নাই, সে কথা সত্য, কিন্তু যে পাপিষ্ঠা কোশলের পবিত্র রাজবংশ, রাজপুরী এবং রাজপুত্রকে কলঙ্ক-সাগরে নিমগ্ন করিয়াছে, আর যে পাপিষ্ঠ নারী মুখের মিষ্ট হাসিতে ভুলিয়া ঊর্দ্ধ এবং অধঃস্তন বংশীয়, রাজ্য এবং নিজের ঘোরতর অবমাননার এই পোষকতা করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই, ইহাতে তাহারা উভয়েই এক-সঙ্গে দণ্ডিত হইবে। আর—"

সহসা অলঙ্কার সিঞ্জিত ধ্বনির সহিত দ্বারান্তর পথে কোশলের পট্টমহাদেবী কক্ষ প্রবেশ করিয়াই কহিয়া উঠিলেন,—"শুনিলাম রাজাধিরাজ গুরুতর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, কিন্তু অন্তরাল হইতে অপর কেহ এস্থলে উপস্থিত নাই দেখিয়া আমি একক্ষে আগমন করিয়াছি। আজ আমি ও আমার লক্ষ্মী-স্বরূপিণী বধূমাতা উভয়ে মিলিয়া সারাদিন বিবিধ মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়াছি, রাত্রি অনেক হইয়া গেল, যদি সম্ভব হয় আজিকার মত কার্য্য স্থগিত রাখিয়া রাজাধিরাজ ও পুষ্প তুই আহার করিতে আয়। আমি—এ কি? পুষ্প তুই অমন করিয়া আছিস্ কেন? কেন রাজাধিরাজ! বাছাকে কি আপনি ভর্ৎসনা করিয়াছেন?"

রাজা পট্টমহাদেবীর এই অসময়ে আগমনে মনে মনে গর্জ্জিতে ছিলেন, অশনিভরা বিদ্যুতের ন্যায় তীক্ষ্ণ ক্রূর বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সেকি, মহাদেবি! তোমার সুযোগ্য সন্তানের কীর্ত্তি কাহিনী এখনও কি তোমার কর্ণগোচর হয় নাই? তবে শুনিয়া ধন্যা হও,—ইনি যে কন্যাকে ইক্ষাকু বংশীয়া শাক্য কন্যা পরিচয়ে বিবাহ করিয়া আনিয়া,—যাঁহার স্পৃষ্ট অন্ন জল দ্বিধাহীন চিত্তে তোমার মুখে তুলিয়া দিতেছেন, সে কন্যা যথার্থতঃ শাক্য-কন্যা নহে, দেবগড়ের এক কুলটা নারী মাত্র!"

অদূরে কোশল-সেনাপতির হস্তস্থিত কৃপাণ ঈষৎ চঞ্চল হইয়া শব্দ উৎপাদন করিল। পুষ্পমিত্রের আনত মুখ অধিকতর অবনত হইয়া গেল। শুধু মহাদেবী অবিশ্বাসের হাস্য করিলেন,—"কোন্ হতভাগ্য কুচক্রী এ মিথ্যা রটনা করিল রাজন্? এখনও কি সে ব্যক্তি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয় নাই?"

"সত্য মিথ্যা তোমার গর্ভজাত সুপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াই নিরূপণ করিলে সুখী হইব। আমি কিছুই বলিতে চাহি না।"

পট্টমহাদেবী তখন পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া আপন কপালে করাঘাত করিলেন। "হায় হায়, শত সাম্রাজ্ঞীর গুণ যাহাতে, সে কন্যা—না মহারাজাধিরাজ! বধূমাতা আমার পুষ্পের ন্যায় নির্ম্মলা। তাঁহার বংশ হীন হইতে পারে, নিজে তিনি কখনই হেয় নহেন।"

"তবে তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া মাতা পুত্র উভয়ে তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহার পূজা কর।"

ব্যথা-কাতর চক্ষে চাহিয়া মহাদেবী কহিলেন,—"এই বহু প্রাচীন এবং সম্মানিত রাজবংশে তাহা কেমন করিয়া হইতে পারে। তাঁহাকে দেবগড়েই প্রতি-প্রেরণ করা হোক এবং—"

"মহাদেবি! আজ শুধু তুমি বলিয়াই একথা উচ্চারণের পরও জীবিত রহিলে। সখে, সেনাপতি! কয়দিনের মধ্যে শাক্যকুল নির্ম্মূল করিয়া

সমগ্র শাক্য প্রদেশের রাজ্যাধিকার তুমি স্বহস্তে গ্রহণ করিবে আমার সম্মুখীন হইয়া সেই কথা আমায় একবার শুনাইয়া দাও দেখি। এই শাক্য-কুটুম্বগণও তাহা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া বিশেষ রূপ আনন্দলাভ করুন।"

"তৃতীয় দিবসের সূর্য্যাস্ত সহিত শাক্যগৌরব অস্তমিত করিব, ইহা স্থির।"

"ধন্য অম্বরীষ!—অম্বরীষ, কে জানিত যে, ইহাই তোমার ব্রত! বাস্তবিক এত বড় মহৎ ব্রতধারণ এ যুগের পাপ-ভীত ক্ষুদ্রপ্রাণ অতি অল্প লোকেই করিতে পারে। সমস্তই শুনিলে তো মহাদেবি! এক্ষণে অনায়াসেই স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া নির্ব্বিঘ্নে নি[illegible] যাইতে পার। পুষ্প! রজনী প্রভাতের পূর্ব্বেই তোমার তরবারি যেন তোমার দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা ক্ষালন করিতে সক্ষম হয়। যাও, যে যাহার নিজ নিজ স্থানে গমন কর। আর সেনাপতি! তুমি, একমাত্র প্রিয়তম বান্ধব আমার, অদ্য রজনীর অবসানেই সমুদয় কোশল-সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া আমার এই ঘোরতর অবমাননার প্রতিফল শাক্যবংশের শোণিত তরঙ্গে ধৌত করিতে যাও।"

"রাজাধিরাজ! রাজাধিরাজ! এ কি করিতেছেন? এ মহাপাপে যে এ রাজ্য ছারখার হইয়া যাইবে! জন-পূজ্য পবিত্র শাক্যকুলের পরে এ অমানুষিক অত্যাচার ঘটিতে দিবেন না। আর পিতা হইয়া নারীরক্তে বাছাকে আমার ডুবাইবেন না।"

"তোমার বাছা যখন কলঙ্ক-সাগরে আমার এবং আমার বংশাবলীর চির সম্মান ডুবাইতেছিলেন, তখন এ বুদ্ধি তোমার কোথায় ছিল মহাদেবি? কেন তোমরা অনর্থক আমার ক্রোধ বর্দ্ধিত করিতেছ? অম্বরীষ! এই মুহূর্ত্তেই ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক মহাপাপিষ্ঠ নরাধম শাক্যকুলের সমূল উচ্ছেদ জন্য আমার অর্দ্ধ সৈন্য সজ্জিত করিয়া তুমি দেবগড় যাত্রা কর। আর জয়সেন! রত্নাকর! অর্দ্ধ সৈন্যের অধিকার গ্রহণ পূর্ব্বক

কপিলাবস্তু ধ্বংস করিতে আমার সহিত তোমরাও অদ্য রজনীযোগে যাত্রা করিবার উদ্যোগ কর। সেই নরাধম বৃদ্ধ শৃগাল মহানামটাকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া অথবা—যতদূর যন্ত্রণায় মানুষের মৃত্যু ঘটিতে পারে তাহার ভাগ্যে আমি তাহারই বিধান করিব। আমার এ অবমাননা তাহারই কুপরামর্শজাত। ইহার জন্য সেই সম্পূর্ণ দায়ী। আর অম্বরীষ! সুরজিৎ সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা জানিও। তদ্ভিন্ন তাহার সেই অলোক সামান্যা রূপসী কন্যা প্রভৃতিকে আমার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম দাসের উপভোগ জন্য ধরিয়া আনিবে। অতঃপর এ পৃথিবীতে যেন শাক্যপুরুষ জীবিত এবং শাক্যনারী পবিত্রা বিদ্যমান না থাকে।"

সুসভ্য আর্য্য জাতি কোন কারণেই কখনও নারীর অবমাননা করেন না। কোশলেশ্বরের এই অনার্য্যোচিত ভীষণ আদেশে তাঁহার শত অত্যাচার দর্শনে অভ্যস্ত সমস্ত রাজামাত্য মণ্ডলী ঘোরতর ভয়-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিল।

"কি এতদূর স্পর্দ্ধা! শাক্যনারীর পবিত্রতা সম্বন্ধে এরূপ কথা!"

দণ্ডাহত কেশরী অকস্মাৎ প্রচণ্ড ক্রোধে কেশর ফুলাইয়া যেমন করিয়া গর্জ্জিয়া ফিরে, বহুদিনের সুষুপ্ত আভিজাত্য গৌরব যেন আজ পদাহত প্রসুপ্ত কালসর্পবৎ তেমনি বিস্তৃত ফণা ধরিয়া জাগিয়া উঠিল। কাষ্ঠস্থিত অগ্নি কাষ্ঠ সঞ্চালনে যেমন করিয়া প্রজ্বলিত হয় তেমনি করিয়া আঘাত প্রাপ্ত বিবেক জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল,—'এ জগতে অনেক হিংস্র জন্তু আছে, কিন্তু কেহই আত্মশোণিত পান করে না। তুই কি তাহাদেরও অধম!'

"আমার এ দেহে জীবন থাকিতে আমি কখনই শাক্যমহিলার অবমাননা ঘটিতে দিব না।"

বিস্ময় বিমূঢ়তায় বিহ্বল গৃহবাসিগণ আবার নূতন কোন অঘটন ঘটনার আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কিন্তু অতি বিস্ময়ে কেহ কোন শব্দ পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইল না।

ক্ষণপরে কোশলেশ্বরই সর্ব্ব প্রথম সে নীরবতা ভঙ্গ করিলেন। "অম্বরীষ! কিছু দোষ নাই! রামগড়ের কাদম্বী বড়ই উগ্রবীর্য্য। তোমারও ওসব তেমন অভ্যস্থ নয়। যাই হোক সুরজিতের সুন্দরী কন্যা সমেত সুরজিৎকে জীবিত আমার নিকট উপস্থিত করিবে। নিতান্ত না হয় উভয়ের ছিন্ন মস্তক—"

"তৎপূর্ব্বে তোমার ছিন্ন মুণ্ড শাক্যসমাজে উপহার দিতে পারিলে হয়ত বা এ মহাপাতকের যৎসামান্য প্রায়শ্চিত্ত হইলেও হইতে পারে!"

"কি সর্ব্বনাশ!"—"কি স্পর্দ্ধা!"—"কি সাহস!" "মহারাজাধিরাজের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত!"

"আঘাত কি গুরুতর?"

"না না, না, লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়াছে। ভগবান মার্ত্তণ্ডদেব রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু উঃ, কি দুঃসাহস!"

"কি ভয়ঙ্কর কালসর্পই আমি এতদিন দুগ্ধ দানে পোষণ করিয়া আসিতেছি! জয়সেন! পুণ্ডরীক! উহাকে অবিলম্বে বন্দী কর।"

কিন্তু কে সেই কালন্তক কালের সম্মুখীন হইবে?

শিকারলোলুপ হিংস্র পশুর লেলিহান জিহ্বার ন্যায় সুদীর্ঘ কৃপাণ মস্তকোপরি সঞ্চালন করিতে করিতে অনুতাপলেশ শূন্য নির্ম্মম কঠোর হাস্য সহকারে ইন্দ্রজিৎ কহিল,—"পুষ্পমিত্র! কাপুরুষ! পিতৃ-আততায়ীর পরে প্রতিশোধ লইবার এতটুকু চেষ্টা পর্য্যন্ত করিলি না? ওরে, ঘৃণিত ক্লীব! ও ছার জীবনধারণে জননী ধরিত্রী বক্ষের বৃথা ভার বৃদ্ধি করিয়া আর ফল কি?"

এই কথা বলিতে বলিতেই চিন্তা শোক বিস্ময় বিমূঢ় অবিচল মূর্ত্তি কোশল-যুবরাজের উপর সেনাপতি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রবৎ ঝাঁপাইয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার তীক্ষ্ণ কৃপাণফলক, আকস্মিক আক্রমণে আত্মরক্ষায়

নিশ্চেষ্ট পুষ্পমিত্রের শোণিতধারায় রঞ্জিত হইয়া যাইত, কিন্তু কোশলের প্রৌঢ়া পট্টমহাদেবী শাবক অপহরণোদ্যত আততায়ীর প্রতি ব্যাঘ্রীর ন্যায় তীব্ররোষে ফিরিয়া অসি বিঘূর্ণিত সেই অপরাজিত হস্ত অকুতোভয়ে নিজের উভয় করে ধারণ করিলেন।

"মহানায়ক অম্বরীষ! আমার রক্তপান ব্যতিরেকে তুমি আমার পতি-পুত্র বধ করিতে পারিবে না।"

সেই বীরহস্ত কম্পিত হইয়া অতৃপ্ত কৃপাণ ঝণ-ঝণা ধ্বনি সহকারে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল।

"মহাদেবি! ইন্দ্রজিৎ কোন কার্য্যেই ভীত নহে, শুধু তাহাকে মাতৃহত্যায় অক্ষম জানিবেন। যাও, পুষ্পমিত্র! সুবোধ বালক, পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া ধন্য হও গিয়া। বড় দুঃখ তোমার সেই রাগ রঞ্জিত আরক্ত হস্তের অনুপম শোভা আমার এই তৃষিত নেত্র সন্দর্শন করিতে পাইবে না।—তবে আর কেন?—ইন্দ্রজিৎ আজ সর্ব্বত্রই পরাভূত! তাহার আর এ জীবনের আবশ্যক কি? এস জয়সেন! পুণ্ডরীক! ঘৃণ্য ভেক দল! এস, আর তোমাদের পশ্চাৎপদ হইবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আর আমি কোশলের মহাসেনানায়ক নই, নিরস্ত্র নির্ব্বান্ধব দেবগড়ের নির্ব্বাসিত হতভাগ্য রাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ মাত্র। এসো, আমায় তোমরা বন্দী কর।"

এই বলিয়া কুমার ইন্দ্রজিৎ আপনার সেই শত্রুবিমর্দ্দন অজেয় বাহুযুগল ভয়সন্ত্রস্ত মহাপ্রতিহার ও কোশলের ভূতপূর্ব্ব মহাসেনানায়কের দিকে বাড়াইয়া দিল।

———

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

O dark, dark, dark, amid the blaze of noon !
The sun to me is dark, and silent as the moon.

—*Milton.*

পুষ্পমিত্র মহাসমুদ্রে ভাসমান নাবিকশূন্য ভগ্নতরীর ন্যায় অকুলের দিকে আকুলচিত্তে ছুটিয়া চলিয়াছেন। সহসা কে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া মৃদু মৃদু স্বরে ডাকিল,—"যুবরাজ !"

স্বর অপরিচিত, বিস্ময় সন্দেহে ফিরিয়া চাহিতে অন্ধকারমধ্যে এক মনুষ্যমূর্ত্তি নেত্রগোচর হইল ; কিন্তু আলোক হীনতা প্রযুক্ত সে ছায়ামূর্ত্তির অবয়ব সকল সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইল না। ইহাতে বিস্ময় এবং বিরক্তি বর্দ্ধিত হইল, চিত্তের অস্থৈর্য্যতা প্রযুক্ত কিছু ক্রোধোদ্রেকও হইয়া গেল। তখন সেই সহসা উৎপন্ন রোষভরে যুবরাজ উদ্ধত কর্ক্‌শ কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"কে তুই, আমার অঙ্গ স্পর্শ করিলি ?"

তখন রজনী প্রায় দ্বিপ্রহর। রাজ-অন্তঃপুর গভীর নিস্তব্ধতা মগ্ন। স্থানে স্থানে দুএকজন প্রহরী মাত্র জাগ্রত। মন্ত্রণা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া শত শত দীপালোক ও সহস্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টি পরিহার ইচ্ছায় যুবরাজ এই জনশূন্য এবং নিরালোক পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার অগ্নিজ্বালাময় চক্ষে এবং ততোধিক বহ্নিজ্বালাদিগ্ধ বক্ষস্থলে এসকল সহিবার শক্তি মাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

অভূতপূর্ব্ব ঘটনা পরম্পরা সকল অপ্রত্যাশিতরূপে কত অল্পকালের মধ্যেই ঘটিয়া গেল। সে সব যেন ভোজবাজির ন্যায় মিথ্যা বোধ হইতেছে, অথচ কিছুই মিথ্যা নহে। ঐ মেঘগর্জ্জন স্বরে কোশলেশ্বরের মুখ হইতে

শাক্যবংশ ধ্বংশের আদেশ পুনঃপুনঃ প্রচারিত হইতেছে। 'ঐ ষড়ানন তুল্য রূপ-বীর্য্যবান্ কোশলের মহানায়ক সেনাপতি মন্ত্র নিরুদ্ধবীর্য্য কাল ভুজঙ্গমের ন্যায় নতশিরে ভয়বিহ্বল রক্ষীগণের মধ্য ভাগে দণ্ডায়মান। এ সবই সত্য!—সব সত্য!—আবার এ হইতেও আরও এক ভীষণ সত্য এখনও ঘটিতে বাকি রহিয়াছে! আর সেই সত্যপালনের বৃথা বিলম্ব কোশল-সম্রাটকে ক্রমশঃ অধীর করিয়াই তুলিতেছিল। শোণিত গন্ধে তিনি যেন আবার মাতিয়া উঠিয়াছিলেন।

যুবরাজ সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেই তাঁহার গর্ভধারিণী পট্টমহাদেবীর সকরুণ বিলাপোক্তি তাঁহার কর্ণপটহে পুনঃ পুনঃ অগ্নিতপ্ত শেলাঘাতের ন্যায় প্রহৃত হইল। সে আপেক্ষ বাক্য শ্রবণে তাঁহার আহত অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া দীর্ঘশ্বাস উঠিতে গেল কিন্তু ভাগ্যহীনের ভাগ্যে সে সুখও ঘটিল না। অনিশ্বসিত দীর্ঘশ্বাসের গুরুভারে বক্ষ তাঁহার পাষাণের ন্যায় চাপিয়া রহিল। একবিন্দু অশ্রুপাত কামনা করিলেন, কিন্তু হায় নেত্র স্থিত সলিল যে ততক্ষণে আভ্যন্তরিক বহ্ন্যুত্তাপে শুখাইয়া তপ্ত শোণিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে! নেত্র দিয়া জ্বালাময় রক্তধারা ঝরিয়া পড়িতে গেল, জল আসিল না। এই নিশিথ রাত্রে জনহীন অন্ধকারে নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় নিষ্পীড়িত এ রাজ্যের ভাবী অধিকারী রাজ্যের ঘোরতর অমঙ্গল সূচনার দিনে এ রাজ্যের রাজলক্ষ্মী স্বরূপিণী জননী মহাদেবীর মুখ নিঃসৃত—'এ পাপে যে এ রাজ্য ছারখার হইয়া যাইবে'—এই হতাশোক্তি স্মরণ করিয়া যেন অন্তরে বাহিরে শিহরিয়া উঠিলেন। দৈববাণীর ন্যায় সে ভয়ানক বাণী বারংবার তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল,—'এরাজ্য ছারখার হইয়া যাইবে, এরাজ্য ছারখার হইয়া যাইবে,—এ রাজ্য যাইবে,—এ রাজ্য যাইবে!' তিনি সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। মনে হইল যেন রক্তবসনা সুবর্ণোজ্জ্বল-গৌরী রাজপুরাধিষ্ঠাত্রী তাঁহার মাতৃবেশ ধারণপূর্ব্বক রাজপুরী পরিত্যাগ করিতে করিতে ঐ ভীষণ অভিসম্পাত প্রদান

করিয়া যাইতেছেন। আবার সেই ভীষণ অশরীরী বাণী, সেই ঘোরান্ধকারে হৃদয়ের প্রতি কন্দরে কন্দরে ভয়াবহ শব্দে শব্দায়মান হইয়া উঠিল—'এ পাপে—ছারখার হইয়া যাইবে, রাজ্য ছারখার হইয়া যাইবে।'—পুষ্পমিত্রও মনে মনে বলিলেন,—

"তবে তাই যাক্!"

অমানিশার জমাট্ মেঘে গগন আবৃত থাকিলে সেই ভীষণ অন্ধকার প্রবাহ যেমন ঘনীভূত স্থচিভেদ্য বিরাট ও বিশ্বব্যাপী মনে হয়, পুষ্পমিত্রের হৃদয়ও এক্ষণে সেইরূপ আলোক-রেখাপাত শূন্য অনন্ত অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত। কোথা যাইতেছেন কেন যাইতেছেন সে কথাও বুঝি আর তাঁহার স্মৃতিপথে পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল না। স্রোতের মুখে শুধু দেহ ভাসাইয়া দিয়া সেই স্রোতবেগেই ভাসিয়া চলিয়াছেন। হায় যথার্থই যদি এ পথের শেষ না থাকিত!

সহসা মানব করস্পর্শে লুপ্ত চৈতন্য যেন অচেতন শরীরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। যে সকল মনোবৃত্তি মহাঝড়ে লুটাইয়া পড়িয়াছিল মন্দানীল সংস্পর্শে তাহারাই আবার ক্ষণমধ্যে উত্থিত হইয়া দাঁড়াইল। প্রবলের স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইলে দুর্ব্বলের পরে প্রতিশোধ লওয়া মানবের স্বভাবসিদ্ধ। যুবরাজও তাই তাঁহার অন্তরস্থ অফুরন্ত অগ্নিদাহের কথঞ্চিৎ জ্বালামাত্র তাঁহার অজ্ঞাত দেহস্পর্শকারীর প্রতি ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

সেই আঁধার প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি এ তিরস্কারের আঘাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, তেমনি মৃদু শান্তকণ্ঠে সে কহিল,—"এই কাষায় বস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছি, উহা ধারণপূর্ব্বক উভয়ে দুর্গস্থিত গুপ্তপথ অবলম্বন করুন। তরণী গুপ্তস্থানে রক্ষিত আছে অনায়াসেই আপনারা এস্থান হইতে পলায়ন করিতে পারিবেন।"

সহসা নিবিড় অন্ধকার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিলে সমস্ত স্থান একবার মাত্র আলোকিত হইয়া আবার পরমুহূর্ত্তেই দ্বিগুণ অন্ধকারে ডুবিয়া যায় এই

অপরিচিতের পরামর্শ যুবরাজের চিত্তকেও তেমনি বারেকমাত্র আশালোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া পুনরায় দ্বিগুণ অন্ধকার-সাগরে ডুবাইয়া দিয়া নিবিয়া গেল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন,—"কণ্ঠস্বরে মনে হয় আপনি নারী। ভদ্রে! আপনার এ সুপরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। দুর্গের কোন গুপ্তপথই আমি অবগত নহি। তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রই আজ সশস্ত্র প্রহরী ও সৈনিকগণ প্রহরা নিযুক্ত। সে কথা সম্ভবতঃ আপনি বিদিতা নহেন? যাহা হউক আপনার এই অযাচিত সাহায্য চেষ্টার জন্য আপনাকে শত শত ধন্যবাদ। আমাদের রক্ষা সম্ভবতঃ বিধাতার অভিপ্রেত নহে।"

গভীর নৈরাশ্যে দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্ব্বক যুবরাজ চলিতে উদ্যত হইয়া পুনশ্চ পশ্চাতে উচ্চারিত হইতে শুনিলেন,—"গুপ্তপথের সন্ধান আমি বলিয়া দিতেছি। আপনার বিশ্রামকক্ষের ঈশান কোনে শকুন্তলা চিত্র সম্বলিত গৃহপ্রাচীরে সজোরে আঘাত করিলেই তাহার মধ্যস্থিত গুপ্তদ্বার মুক্ত হইবে এবং তন্মধ্যে এক অপ্রশস্ত স্বল্পালোকিত পথ দেখিতে পাইবেন। সেই সুড়ঙ্গ পথ যথায় শেষ হইয়াছে তথায় অপর এক ক্ষুদ্র দ্বার আছে দেখিবেন, সেই দ্বার মুক্ত হইলে সেই স্থানে দুর্গচ্ছায়ায় ক্ষুদ্র তরণী দৃষ্ট হইবে। 'সুদক্ষিণা'-এই নাম উচ্চারণ করিলেই কর্ণধার অতি সত্বর আপনাদের নিরাপদে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে। আপনি জানেন সন্দেহের কারণ বর্ত্তমান না থাকায় প্রহরী কেহ ঐ দিকে প্রহরা দেয় না। সকলেরই বিশ্বাস দুর্গের ঐ পশ্চাৎ ভাগ রন্ধ্র মাত্র বিহীন থাকায় সর্ব্ব প্রকারেই নিরাপদ।"

"বুঝিয়াছি আপনি বৈশালী কুমারী সুদক্ষিণা। দেবী! আজি বুঝিলাম আপনি যথার্থই স্বর্গচারিণী দেবী;—কখনই এই ঈর্ষা দ্বেষ বিদ্বিষ্ট মলিন মর্ত্ত-মানবী নহেন! আবার আমার চিত্তে আশালোক জ্বলিয়া উঠিতেছে।"

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

Lo ! there once more—
this is the seventh night ;
Yon grimly glaring,
treble-brandished scourge.

—*Tennyson.*

যে নিশিথ রাত্রে শ্রাবস্তি সৈন্য অকস্মাৎ দেবদহ আক্রমণ করিল সেই রাত্রের প্রথম যাম শেষে দুইজন দেবগড়বাসী নাগরিক গ্রীষ্ম প্রযুক্ত বীত নিদ্র থাকায় আপনার গৃহাঙ্গণে উপবিষ্ট হইয়া পরস্পরে কথোপকথন করিতেছিল।

প্রথম নাগরিক বলিল,—"এই সবেমাত্র বসন্তের মধ্যভাগ ইহারই মধ্যে কি দারুণ গ্রীষ্ম দেখা দিয়াছে দেখিতেছ।"

দ্বিতীয় অর্দ্ধবয়স্ক নাগরিক আকাশের পানে উর্দ্ধনেত্রে চাহিয়াছিল। সে তদবস্থাতেই উত্তর করিল,—"দেখিতেছি বই কি ! ইহার মূলতত্বানু-সন্ধানই তো এতক্ষণ করিতেছিলাম।"

"সন্ধান মিলিয়াছে ?"

"ভায়া হে, তামাসা করিও না, এ সকল তুচ্ছ করিবার বিষয় নহে। আকাশের ঐ পশ্চিম দিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য কর দেখি।"

এই পরম গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আদেশের অর্থবোধ করিতে না পারিয়া বিস্মিত যুবা নাগরিক তথাকথিত স্থানে নেত্রপাত করিতেই তাহার মুখ হইতে বিস্ময় সূচক ধ্বনি নিঃসৃত হইল,—"উঃ, কি প্রকাণ্ড ধূমকেতু !"

"হাঁ ভাই, ধূমকেতু। ধূমকেতু কিসের লক্ষণ তাহা জানা আছে তো?"

"দেবতার ক্রোধ চিহ্ন বলিয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূর্খলোকের বিশ্বাস।"

"মূর্খ বলিতে হয় বলো, উহাই যথার্থ।"

"তা দেবতা সহসা এমন চটিলেন কেন? আর তাঁদের ক্রোধের পাত্রটাই বা এক্ষেত্রে কে? বলুন দেখি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করা যাক্।"

"ভায়া, তোমরা নিতান্তই আধুনিক, এ সকল কথা বিশ্বাস করিতে চাহ না,—কিন্তু এসব যে মিথ্যা নয় তার সহস্র সহস্র প্রমাণ পুরাণ গ্রন্থে লিখিত আছে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণেরও অভাব নাই।"

"বেশ, এবার প্রত্যক্ষেই প্রমাণ হইবে। ধূমকেতু দেখা দিলে কোন্ কোন্ প্রকার অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে পুরাণ শাস্ত্রে তাহা কিছু লেখে কি?"

"লেখে বই কি। বন্যা মহামারী ভূমিকম্প রাজ্যবিপ্লব এ সমস্তই একে একে অথবা একসঙ্গেও ঘটিতে পারে।"

"তবে তো খণ্ড প্রলয়েরই ব্যাপারে পৌঁছিল!"

"হাসিও না ধর্ম্মকীর্ত্তি! বাস্তবিকই ঐ প্রকাণ্ড ধূমকেতু দর্শনে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। দেখ উহার দীর্ঘ ভীমকান্ত পুচ্ছ—"

"দেখিতেছি বই কি! সেই কথাই তো ভাবিতেছি, যে, দেবগণের ক্রোধবহ্নিতে ঐ পুচ্ছটা যোগ হইবার অর্থ কি?"

এই সময় একজন দিব্যাকৃতি পাত্র-চীবরধারী শ্রমণ ও একজন সুসজ্জ তরুণ নাগরিক কণ্ঠস্থিত পুষ্পমাল্য দোলাইয়া মৃদু মৃদু গীত গাহিতে গাহিতে পথ চলিতেছিল। প্রথম নাগরিকের উত্তেজিত কণ্ঠ শ্রবণে চাহিয়া দেখিয়া সে ব্যক্তি অঙ্গনোপরি উঠিয়া আসিল। তখন সেই শ্রমণবেশধারী দিব্য-কান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিও কি ভাবিয়া তাহারই এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে তখন কেহ লক্ষ্য করিল না।

"কিসের পুচ্ছ মাতামহ?"

"ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখ।"

"এঃ, প্রকাণ্ড একটা ধূমকেতু না? কই আমরা তো এতক্ষণ উহাকে দেখিতে পাই নাই! কতদিন এ দেখা দিয়াছে?"

"মাত্র এই তিন দিন। চতুর্থযাম ছাড়িয়া আজই প্রথম যামার্দ্ধে দেখা দিয়াছে। দিসম্পতি! ঐ কম্পমান-শিখ দীর্ঘপুচ্ছ ধূমকেতুর কি উদ্দেশ্য কিছু আন্দাজ করিতে পার?"

"মাতামহ, আমি তো জ্যোতির্ব্বিদ্ নহি।"

স্থবির এতক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গগনাঙ্গনের সেই নূতন অতিথিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, সে এই সময় কহিয়া উঠিল,—"উদ্দেশ্য যাহাই হউক তাহা যে আদৌ মঙ্গলজনক নহে, ইহা সুনিশ্চিত।"

যুবা নাগরিক একথা শ্রবণে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। কহিল,—"মাতামহের এইবার একজন উপযুক্ত বন্ধু মিলিয়াছে! আমি বলিতেছি শুন, আকাশের গায়ে অনেক দিনের ধূলা মাটি জমিয়াছিল, সেইজন্য উহারা একজন পরিচারক নিযুক্ত করিয়াছে মাত্র, সে ব্যক্তি ঐ দীর্ঘ সম্মার্জ্জনী দ্বারা আকাশটাকে পরিষ্কার করিয়া দিবে। আমি শপথ লইয়া বলিতে পারি যে, এ পৃথিবীর সহিত উহার কোনই যোগাযোগ নাই।"

যুবকের এ বিদ্রূপ বাক্য তখন আর ভিক্ষু বা প্রৌঢ় কাহারও কর্ণে প্রবেশ অথবা চিত্তে স্থানলাভ করিতে পারিল না, তাঁহারা ততক্ষণে নিজ নিজ চিন্তায় অন্যমনা হইয়া গিয়াছিলেন। ক্ষণপরে মহাস্থবির অনিরুদ্ধ একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন,—"হে সুগত! তোমার বংশীয়গণের এ ঘোর অমঙ্গল তুমি দূর না করিলে আর কে করিবে?"

প্রৌঢ় সভয় চকিত নেত্রে সেই কাষায়ধারী ভিক্ষুর চিন্তা-কাতর মুখপানে চাহিলেন। সে মুখে যে লেখা পাঠ করিলেন তাহাতে তাঁহার সদ্য অমঙ্গল চিহ্ন দর্শনে ভীত প্রাণ শতগুণেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভদন্ত! কি হেতু আপনি ঐ সাঙ্ঘাতিক বাক্য উচ্চারণ করিলেন?"

স্থবির অনিরুদ্ধ তাহার স্বপ্নপূর্ণ বিষাদ-দৃষ্টি ধীরে ধীরে সেই দীর্ঘ পুচ্ছ রহস্যময় জ্যোতিষ্কের উপর হইতে টানিয়া আনিয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়াই সখেদ ভগ্নকণ্ঠে কহিল,—"জগতে এ পর্য্যন্ত যে সকল ভয়াবহ মহাঘটনা ঘটিয়াছে, আমার এই দুঃখজনক ভবিষ্যৎবাণীও তাহারই অন্যতম। বহু-পূর্ব্বেই ভগবান তথাগত বলিয়াছেন,—'যখন আত্মকলহে সুসংযত চরিত্র আত্মনির্ভরশীল শাক্য-লিচ্ছবিকুল বল হারা হইবে,—তখনই জানিও তাহাদের ধ্বংসের বীজ মৃত্তিকা নিম্নে প্রোথিত হইল। যে দিন রোহিণী নদীর জলভাগ লইয়া কোলিয়দিগের সহিত শাক্যদিগের বিবাদ উপস্থিত হয় এবং শাক্যগণ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার জ্ঞান হারাইয়া লোভ এবং মোহবশে ঐ নদীজলে বিষ মিশ্রিত করিতে পরাঙ্মুখ হয় না, তখনি সেই বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে। স্মরণ রাখিও।—তার পর সেই বিষ-বীজোৎপন্ন পাপদ্রুমের শাখা প্রশাখা নানাবিধ অনাচার মিথ্যাচারের দ্বারা বর্দ্ধিতায়তন হইতে হইতে একদা যেদিন কোন এক শাক্য সিংহাসনের ঊর্দ্ধভাগে বিশালকায় ধূমকেতুরূপে ফলনোন্মুখ কর্ম্মফল দৈব কোপ প্রকাশ্যে দেখা দিবে,—সেই দিনই বিশ্বাস করিও যে সেই ধ্বংসবৃক্ষের ফল সুপক্ক হইয়াছে। বৃজি-লিচ্ছবি পরাজয়ে দেবদহের মর্য্যাদাহানিতে ইহার আরম্ভ, আর—"

"একি দাবানল! অকস্মাৎ চারিদিক এরূপ আলোকিত হইয়া উঠিল কিসের জন্য? এও কি বিমানমার্গ হইতে শাক্যকুলের প্রতি বর্ষিত দৈব-রোষাগ্নি অথবা—"

বিদ্রূপকারী যুবা মাতামহ-সম্বোধনকারীকে সভয়ে জড়াইয়া ধরিল,—"এইবার বুঝি মরিলাম, মাতামহ! রাজার পাপে রাজ্য ভস্ম হইল!"

"ধর্ম্মকীর্ত্তি! ওরূপ বাক্য মুখেও উচ্চারণ করিও না। ব্যষ্টির পাপে কখনই সমষ্টি নষ্ট হইতে পারে না। আমাদের রাজা অতি ধর্ম্মশীল। জানিনা এ কাহার কোন্ অজ্ঞাত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে!"

ভিক্ষু ততক্ষণে রাজপথে অবতরণ করিয়া দ্বিতীয় আর এক দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক আত্মগত কহিয়া উঠিলেন,—"শাক্যকুল-প্রদীপ! এ কি অন্ধকার-সাগরে তোমার আত্মকুল নিমজ্জিত প্রায়?—কই দেব! তোমার রক্ষা-হস্ত কই?"

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

O let me think we yet shall meet.

—*Burns*.

জ্যোৎস্না-সমুজ্জ্বল সুপ্তি-শান্ত মধ্যরাত্রি। রামগড়-হ্রদে নিথর জলরাশি চন্দ্র-কিরণ-সম্পাতে সুবর্ণরেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। উদ্যানের নিবিড় পত্রপুঞ্জে আবৃত পাদপশ্রেণী ভেদ করিয়া শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূমে স্থানে স্থানে সেই তপ্ত কাঞ্চনাভ আলোক আপনাকে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে। চারিদিক স্তব্ধ শব্দশূন্য। কেবল অদূর-প্রবাহিতা কৃত্রিম নির্ঝরের মৃদু সঙ্গীত এবং এক মাত্র জাগ্রত কোকিলের পঞ্চম স্বর কদাচিৎ শ্রুত হয়। প্রকৃতি-সুন্দরী সুসজ্জা সানন্দা, মানবের দুঃখ সুখে সম্পূর্ণ-রূপেই উদাসীনী।

পুষ্প পরিমল বাহিয়া মন্দ মলয় যে কক্ষে অতি ধীরে প্রবেশ করিতে-ছিল, পূর্ণচন্দ্রের ষোড়শ কলার অতি উজ্জ্বল অত্যন্ত স্নিগ্ধ আলোক-সম্পাতে সেই রাজকীয় সুসজ্জিত কক্ষ পূর্ণরূপেই আলোকিত। আর সেই শীতল

বায়ুসেবিত গন্ধামোদিত জ্যোৎস্না-স্নাত কক্ষ মধ্যে সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াছিল শুক্লা। তাহার নেত্র নিমীলিত। কিন্তু সে নিদ্রিতা নহে। অতীত এবং ভবিষ্যতের বিবিধ চিত্র তাহার মানস-নেত্র-পটে তখন ক্ষণে উদিত ও ক্ষণে অস্তমিত হইতেছিল। যেদিন দেবগড় প্রাসাদের চিত্র-শালায় সেই ভীষণ শপথ গৃহীত হয়, যেদিন পর্ব্বত কান্তারে দস্যুবেশী ইন্দ্রজিতের হস্তে বন্ধন লাভের পরক্ষণেই সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষ কর্তৃক উদ্ধার ঘটে, সেই পুরুষের প্রতি তাহার চিত্ত সেই অনুপমের কি যে ক্ষণেই কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া যায়—তারপর ?—তারপর ইন্দ্রজালবৎ কতই না বিচিত্র ঘটনাবলী ঘটিয়া গেল! অনাথিনী রাজেন্দ্রাণী হইল, শত সম্রাজ্ঞী অপেক্ষাও অধিকতর লাভ করিল।—তারপর ?

কক্ষ বহির্ভাগে সহসা শব্দহীনা প্রকৃতির নীরব নিস্পন্দতাকে খণ্ডিত করিয়া, "কে যায় ?"—এই সতর্ক সম্বোধন অকস্মাৎ ত্রস্ত-বিস্ময়ে জাগিয়া উঠিল। প্রহরায় নিযুক্ত প্রতিহারের কোষ মধ্যে অসি ঝনৎকার সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন রজনীর নিঝুম মধ্যযামে অধিকতর কর্কশ শুনাইল। ধীরে উত্তর আসিল,—"নিশ্চিন্ত থাক।" বারেক ধাতব পদার্থের সংঘর্ষণ ধ্বনির সহিত আবার সেই মুহূর্ত্ত সজাগ ঘুমন্ত প্রকৃতি গভীর নিদ্রাভরে এলাইয়া পড়িলেন। রামগড়ের কুঞ্জকাননে সেই জাগ্রত কোকিলটাও বুঝি এতক্ষণের পর তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল ? আর তাহার সেই বেদনা বেগ রুদ্ধ সুরের ঝঙ্কার শুনা যায় না; রজনী গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল।

কোথা হইতে আকাশের গায়ে পুঞ্জ পুঞ্জ রৌপ্য-মেঘ আসিয়া দেখা দিল। তাহাদেরই এক খণ্ড অকস্মাৎ সেই অমল শুভ্র জ্যোৎস্না বিতরণকারী পূর্ণচন্দ্রকে পৃথিবী হইতে আবৃত করিয়া দিল। জগতের সমস্ত আলোক তরঙ্গ সহসা যেন প্রাণহীনতায় প্রভাহীন ধূসর হইয়া গেল। যে ব্যক্তি দ্বিধাপূর্ণ চিত্তে কক্ষ প্রবেশ করিয়া সন্দেহ-কুণ্ঠিতচরণে অগ্রসর

হইতেছিল, সে সহসা প্রকৃতির এই নিরানন্দ ম্লানতায় তাঁহার সভয় শিহরণ অনুভব করিয়া যেন থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার হস্ত হইতে ঝন্‌ঝনা ধ্বনি সহকারে যে বস্তু হর্ম্ম্যতলে পতিত হইল তাহারই শব্দে শয্যোপরি উঠিয়া বসিয়া স্মিত মাধুরী বিকশিত প্রসন্ন মধুর হাস্যের সহিত শুক্লা কহিয়া উঠিল,—"আসিয়াছ ?—এসো, এসো, আমি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকচ্ছটা প্রতিভাসিত পদ্মরাগমণি দীপ্তির মত মনোহর স্বর্গীয় হাসি! সে হাসি আত্মদুঃখ জয়কারী, অন্যের তাহা হৃদয়তাপ বিস্মৃতিকারক। সে তাঁহাকে তাঁহার জীবনের সেই সর্ব্বাপেক্ষা সুখের দিনে, এই হাসি এই স্বরে সম্বোধন করিয়াছে, আজি জীবনের এ ঘোর অমানিশায়ও এ সেই হাসি সেই স্বর !

কোশল যুবরাজের অন্তরের মধ্যে এই করুণা কিরণ উদ্ভাসিত উজ্জ্বলায়ত গভীর কৃষ্ণতারক যুগ্ম নেত্রের সপ্রেম দৃষ্টিও অকুণ্ঠ বিশ্বস্ত নির্ভরতায় উদ্দাম বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। বেদনার বিদ্যুৎ ক্ষণিক সন্দেহের তরল অন্ধকার কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া বলিতে লাগিল, 'অধর্ম্ম কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে না। পাপ সে সর্ব্বাবস্থাতেই পাপ।' তিনি নীরবে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া একটিও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তখন রক্তোজ্জ্বল অধর-ওষ্ঠ সেইরূপ স্নিগ্ধ মধুর হৃদিবিমোহিনী হাস্যচ্ছটায় সমুজ্জ্বল করিয়া শুক্লা পুনশ্চ কহিতে লাগিল,—"তুমি অমন করিয়া রহিলে কেন ? পিতৃ-আজ্ঞা, রাজ-আজ্ঞা পালনে দ্বিধা কিসের ?"

সহসা যেন ঘোর তন্দ্রাচ্ছন্নতা হইতে জাগিয়া উঠিয়া পুষ্পমিত্র ত্বরিত-পদে তাহার নিকটস্থ হইলেন, বেদনাক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন,—"অম্বরীষ যে কে' সে সংবাদে তুমিও হয় তো অজ্ঞ নও ? কিন্তু জগতে পিশাচ আছে বলিয়া দেবতারও এখানে অভাব নাই। সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপিণী সুদক্ষিণা

দেবী আমাদের সহায়; এসো আমরা তাঁহার সহায়তায় গুপ্তপথে পলায়ন করি।”

“পলায়ন?—সে কি প্রভু? আমি মরিলেও তোমার শত শুক্লা মিলিবে, এ অতুল ঐশ্বর্য্য কোথা পাইবে দেব?”

“তুমিই আমার শত সাম্রাজ্য শুক্লা! এ শোণিত-স্নাত রাজ্যধনে আমার আর বিন্দুমাত্রও স্পৃহা নাই, এ রাজ্যের কণ্টকময় রাজমুকুট শিরে ধারণাপেক্ষা বরং আমরা উভয়ে ভিক্ষান্নে উদরপূরণ করিব, সেও শ্রেয়।”

“রাজনীতিতে দয়াধর্ম্মই তো প্রধান নয় প্রভু! রাজাধিরাজপুত্র তুমি আপনার গৌরবান্বিত রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হইও না। প্রজা হিতার্থে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যে সাধ্বীপ্রধানা সীতাদেবীকেও বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই রাজনীতির সমক্ষে আমি কতটুকু?”

“শুক্লা, তিনি দেবতা। দেবতায় মানবে তুলনা করিও না। বিলম্বে বিপদ বর্দ্ধিত হইবে মাত্র। আমার সঙ্কল্প টলিবে না।”

শুক্লা তথাপি উঠিল না। সে তাহার পদ্মকোরক সহ তুলনীয় ক্ষুদ্র কর দুইটি যুক্ত করিয়া করুণা মথিত শান্তপ্রসন্ন কণ্ঠে কহিতে লাগিল, —“প্রভু আমার! তুমি যে এ দাসীকে তাহার অপ্রত্যাশিত অধিকার দিয়াছিলে, সে যে সত্যসত্যই তোমার সেই প্রসাদ পুরস্কারে কৃত-কৃতার্থা হইয়াছে। তারপর, সেই অতুলনীয় মহা প্রাপ্তির এই প্রতিদান কি আমি তোমায় ফিরাইয়া দিব? তোমায় ধর্ম্মচ্যুত, রাজ্যচ্যুত, স্বজন-বিচ্যুত করিব?”

যুবরাজ দ্রুতপদে বাতায়ন সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক অধীর দৃষ্টি নিক্ষেপে হ্রদ বক্ষে কি যেন পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, তৎপরে পত্নীর নিকট পুনঃ প্রত্যাগত হইয়া কহিলেন,—“দুর্গচ্ছায়ান্ধকারে ক্ষুদ্র তরণী লুক্কায়িত আছে দেখিলাম, সুদক্ষিণা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন।—তোমার হৃদয়-শোণিতে এ হস্ত কলুষিত করার পরিবর্ত্তে

অপর সমুদয় মহাপাতক স্বীকারেই আমি প্রস্তুত আছি জানিবে, তুমি এক্ষণে বিলম্ব ব্যতিরেকে উঠিয়া এস। রজনী এদিকে তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়।"

এই কথা বলিতে বলিতে মত্ত উত্তেজনায় উত্তেজিত যুবরাজ বনিতার হস্ত আকর্ষণ করিলেন। প্রচ্ছন্ন বিষাদের নম্রকরুণ হাস্যরেখায় তারুণ্য-পূর্ণ সুন্দর মুখ রঞ্জিত করিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র শুক্লা স্থির হইয়া রহিল, তারপর কি ভাবিয়া উঠিয়া সে দাঁড়াইল সে কথা সেই জানে, কিন্তু তখন কোন গোপন মানসিক বিপ্লবের উগ্র আতিশয্যে উদ্ভ্রান্ত ব্যাকুলতায় কণ্ঠ ও করযুগল তাহার সঘনে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

"এ কি! তোমার অসি লইলে না?"—এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীর হস্ত হইতে নিজ হস্ত মুক্ত করিয়া ভূতলপ্রসারিত যুবরাজের হস্তচ্যুত কৃপাণ সে নত হইয়া কুড়াইয়া লইল।

"ভাল বলিয়াছ, এই অসিই এক্ষণে আমাদের একমাত্র সহায়। এই অসি সহায়েই আজ সংসার-সমুদ্রে অসহায় আমরা ঝাঁপ দিলাম। কিন্তু শুন, শুক্লা! তুমি আর মুহূর্ত্ত কালও বিলম্ব করিও না—" হস্ত প্রসারিত করিয়া যুবরাজ অস্ত্র গ্রহণ করিতে গেলেন।

"না, আর না—"

সেই সমুজ্জ্বল কৃপাণ-ফলক মুহূর্ত্ত মধ্যে মেঘকবল-বিমুক্ত বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃ চন্দ্রালোকে ঝকিয়া উঠিল, যেন অকস্মাৎ কক্ষমধ্যে তড়িল্লতা চমকিয়া গেল। পরক্ষণেই সেই সূচ্যগ্র-তীক্ষ্ণ উষ্ণ শোণিত পিয়াসী ক্ষুরধার অসি শুক্লার পুষ্প-বিনিন্দিত কোমল বক্ষে বিদ্ধ হইল এবং সেই ক্ষণেই ছিন্নমূলা কনকলতার ন্যায়, স্বর্গচ্যুতা সৌদামিনীর ন্যায়, কেন্দ্রচ্যুত তারকাটির ন্যায়, বিদ্যুৎ-বরণী শুক্লা বর্ষাবিদ্ধ মৃগশিশুর ন্যায় তাহার জীবনাধার স্বামীর প্রতি বারেক বিহ্বল করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়াই শোণিতাপ্লুত দেহে স্বামীর পাদমূলে লুটাইয়া পড়িল।

এঘটনা চক্ষের নিমিষে ঘটিয়া গেল। যুবরাজ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন,—"শুক্লা, শুক্লা! কি কর! কি কর,—এ কি করিলে?"

তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শুক্লার হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু—হায়! ততক্ষণে সবই যে শেষ হইয়া গিয়াছে!

পুষ্পমিত্র ভূমে বসিয়া পত্নীর ধরালুণ্ঠিত মস্তক আপন অঙ্কে অতি সাবধানে তুলিয়া লইলেন। যে অনির্ব্বচনীয় গভীর যন্ত্রণা বাড়বানল শিখার ন্যায় তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল।—তাহার অনুভূতি তাঁহার নিজের সেই মন্থিত সমুদ্রের ন্যায় উন্মত্ত তরঙ্গাকুল হৃদয় মধ্যেই ছিল না, মানব জীবনের সেই সদ্য প্রলয় সঞ্জাত অপরে কি বুঝিবে?

শুক্লার রক্তজবার ন্যায় শোণিতাপ্লুত বদনমণ্ডলে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে করিতে হাহাকার করিয়া পুষ্পমিত্র কহিলেন,—"পাষাণী! এ কি করিলি? এ জগতে আমার জন্য আর কিছুই রাখিলি না?"

গভীর শোকোচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। ধারাকারে বর্ষিত তাঁহার শোকাশ্রুজলে শুক্লার শোণিত সিক্ত দেহ ধৌত হইয়া যাইতে লাগিল।

আঘাত যে আহতার মর্ম্ম ভেদ করিয়াছে,—শোণিতস্রাব দেখিয়াই যুবরাজ তাহা বুঝিয়াছিলেন। উত্তপ্ত রক্তধারার সুলোহিত রাগে তাঁহার শুক্ল পরিচ্ছদ ও শ্বেত মর্ম্মর বিরচিত শুভ্র হর্ম্ম্যতল রঞ্জিত হইয়া ধারাকারে তাহা বহিয়া গেল। তখন শুক্লা তড়িৎ স্ফূর্ত্তির ন্যায় উজ্জ্বল হাসিমুখে মৃণাল বিনিন্দিত দুই হস্তে স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিল। তাহার প্রবাল রক্ত ক্ষুদ্র অধরোষ্ঠে যে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল সে হাসি বড় সুখের হাসি। এ সংসারে সকল নর বা নারী মরণ সময়ে তেমন করিয়া হাসিতে পারে না। শুক্লা সেই শান্ত মধুর হাসি হাসিয়া বলিল,—"নিজের প্রাণ দিয়াও স্বামীর ধর্ম্মের সহায়তা করাই যে সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য। সেই বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিলাম। প্রভু! তোমার এ অকৃতজ্ঞা চিরদাসীকে ক্ষমা করিও। বড় অপরাধই

যে তুমি একদিন ক্ষমা করিয়াছিলে—তোমার স্নেহের তো অন্ত নাই। তোমায় ছাড়িয়া যাইতে কি আমারই সাধ? তবে এই যে যাইতেছি এ শুধু কর্ত্তব্যের অনুরোধে, তোমার ধর্ম্ম, তোমার রাজ্য, তোমার সম্মান রক্ষার্থ। তা আমি তো মরণের দ্বারেই বসিয়া ছিলাম। আমার জন্য দুঃখ কি নাথ? তোমার দাসীর অভাব হইবে না। আমাপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠা সেবিকা পাইবে। সংসার-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে কত লোকেরই সহিত সাক্ষাৎ ঘটে, সবার কথাই কি চিরদিন স্মরণে রাখিতে হয়? আমায়ও তেমনি দুদিন পরে ভুলিয়া যাইও। ভাবিও ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়াছিলে মাত্র—নিদ্রাভঙ্গে দুঃস্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছে।"

ক্লান্তিভরে শুক্লা ক্ষণকাল নীরব রহিল; শোণিত ক্ষয়ে তাহার জীবনীশক্তি ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল।

যুবরাজ সেই শোণিত সিক্ত অর্দ্ধশীতল শিথিল দেহ আলিঙ্গন করিয়া অব্যক্ত যন্ত্রণায় শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"এ জীবনে শুক্লা, তোমায় কখনই ভুলিতে পারিব না। যাহার জন্য তুমি আমার এমন সর্ব্বনাশ করিলে, আমিও এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, যে, সে রাজ্য আমার পরিত্যাজ্য। স্থির জানিও আমিও তোমার অনুগামী হইব। তোমায় ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া বাঁচিব, শুক্লা? আমার আর এ জগতে কি রহিল?"

শুক্লার বাক্যস্ফুরণের আর বড় বেশি শক্তি ছিল না; তথাপি সে কুণ্ঠিত করুণ স্বরে, ঘন কম্পিত কৃচ্ছ্র-শ্বাসে, ভগ্নকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"এখনও যে তোমার অনেক কাজ বাকি রহিয়াছে—তোমার জননী আছেন, তদ্ভিন্ন দেবগড়—যদিও হতভাগ্য দেবগড় রক্ষা পাইবে না বুঝিতেছি। কিন্তু তুমি আমার স্নেহ পুতলী প্রাণাধিকা অমিতাকে রক্ষা করিবে;—অন্ততঃ তাহার নারী-মর্য্যাদা তোমার দ্বারা রক্ষিত হইবে।—এই

আশ্বাসটুকুকে তুমি আমার শেষের সম্বল করিয়া দাও? আর যদি কখন সম্ভব হয়, তবে কুমার বসন্তশ্রীকে বলিও।—”

জীবন-মৃত্যুর শেষ দ্বন্দ্ব-দোলায় মৃত্যুর অতি ভীষণ আক্রমণ বেগে অপগত শক্তি শুক্লার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

“তোমার ইচ্ছা পূরণার্থ আমায় কিছুদিন বাঁচিতেই হইবে। কিন্তু—কিন্তু ওঃ, শুক্লা, কেন এমন করিলে! রাজ্যহারা হইয়াও আমরা কত সুখে থাকিতে পারিতাম! কেন আমায় এমন করিয়া ফাঁকি দিয়া তুমি ফেলিয়া পালাইলে? প্রাণাধিকে! কেন এমন করিলে?”

“ছিঃ তুমি কাঁদিও না, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাজপুত্রের পক্ষে তো অসহায় রোদন শোভা পায় না। এখন শান্ত হইয়া একবার প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ কর, আমার স্বহস্তঘাতী আত্মা যেন শান্তিলাভ করে। আর কিছুই সে চাহে না, শুধু যেন জন্ম জন্ম তোমার দাসী হইবার অধিকারটুকু তার নষ্ট না হয়। সেই স্বর্গ, সেই মোক্ষ, সেই আমার পরিনির্ব্বাণ। আমি স্বর্গ মোক্ষ কিছুই চাহি না নাথ! যেখানে গেলে তোমায় পাইব,—সেই মহাপীঠ স্থানই আমার একমাত্র কাম্য! দেবতা আমার! যেন অনন্তকাল আমি—তোমারই,—তোমারই দাসানুদাসী থাকি।”

শুক্লার মুখে সেই শুভ্রবর্ণের উপর কে যেন আরও অনেক খানি শুভ্রবর্ণ লেপন করিয়া দিল। মৃত্যুর ছায়া সে মুখে নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইতে লাগিল। বক্ষের শোণিত-স্রাব সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল। স্বামীর অঙ্ক হইতে মস্তক তাঁহার পদ প্রান্তে ঈষৎমাত্র হেলিয়া পড়িল। শুক্লার শেষ নিশ্বাসবায়ু তাহার স্বামীর উত্তপ্ত নিশ্বাসে মিশিয়া গেল।

পুষ্পমিত্র সযত্নে শুক্লার মস্তক স্বীয় অঙ্কে সন্তর্পণে তুলিয়া লইলেন। তাহার তুষারশীতল হিম-হস্ত আপনার দাহজ্বালাপূর্ণ হস্তে ধারণ করিলেন। তারপর অশ্রুশূন্য শুষ্ক জ্বালাময় উভয় নেত্র তাহার নিমীলিত-পক্ষ্ম মুদিত কমলকোরকের ন্যায় নেত্র দুটির উপর স্থির রাখিয়া

ভাস্কর খোদিত শিলামূর্ত্তির ন্যায় অচল হইয়া বসিয়া রহিলেন। সব ফুরাইল।

কপোত যেমন ব্যাধ-শরবিদ্ধা উদ্‌ভিন্ন-হৃদয়া কপোতীকে স্বীয় পক্ষপুটে ঢাকিয়া গভীর মর্ম্মভেদী যাতনার অসহনীয় বহ্নিদাহের মধ্যে তাহাকে ছাড়িতে চাহে না, লুটাইতে থাকে, সেই গভীর রজনীতে এই হতভাগ্য রাজকুমার—কোশলের মহাসম্মানিত অরিন্দম ভট্টারক-পাদীয় যুবরাজ সেই চিরপরাগত প্রিয়তমাকে ধরিয়া রাখিবার একবিন্দু উপায় নাই জানিয়াও তেমনি বিদ্ধ অন্তঃকরণে তাঁহার ইহজীবনের প্রিয়তমার প্রাণশূন্য দেহ অঙ্কে লইয়া অব্যক্ত যন্ত্রণায় তেমনি অধীর হইয়া সেই জনশূন্য শব্দশূন্য স্তব্ধ গৃহে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল এবং হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। জগতের সকল সুখের আধার,—সকল শান্তির স্থল সর্ব্বদুঃখের বিরাম তাঁহার এই একমাত্র জীবন-সঙ্গিনী আজ তাঁহাকে চিরদিনের মতই নিঃসঙ্গ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর সে মহাযাত্রা শুধু তাঁহারই সুখের জন্য!

শোকাহত যুবরাজ বিগতপ্রাণা বনিতার দেহ কোলে লইয়া তেমনি বসিয়া রহিলেন, স-চন্দ্র নক্ষত্রাবলী, উন্মুখ প্রকৃতি বিস্ময় বিষাদে স্তব্ধ হইয়া ব্যথাকাতর দৃষ্টিতে তাঁহাদের উভয়ের পানে মৌন মুখে চাহিয়া রহিল। আর তাঁহাদের ঘেরিয়া অসীম মহাশূন্য নীরবে মর্ম্মভেদী বিলাপ হাহাকার করিতে লাগিল। সে রোদন পুষ্পমিত্রের সেই শোক শেলাহত রুধিরাপ্লুত অন্তঃস্থল হইতে উত্থিত হইতেছিল, তাই তাহা অমন ভাষাহীন শব্দহীন এবং বুঝি সীমাহীনও!

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

But soft ! what messenger of speed
Spurs hitherward his panting steed ?

—*Scott.*

পার্ব্বত্য উপত্যকা সবে মাত্র নবোদিত সূর্য্য-রশ্মিচ্ছটায় আলোকিত হইয়াছে। তখনও গুহা-গহ্বরে পুঞ্জ-পুঞ্জ অন্ধকার বিশ্রাম-শায়িত। অদূরস্থ শালবন পর্ব্বত পদতলে অস্পষ্ট ছায়াময়। বায়ু তখনও সেই পার্ব্বত্যভূমে শৈত্য বহন করিতেছিল। শৈল-অঙ্গ-জাত নানাবিধ বন্যলতা ও অরণ্যবৃক্ষে রাশি রাশি বন্যপুষ্প বায়ুভরে সানন্দচিত্ত শিশুর ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে ক্রীড়া করিতেছিল। গিরিগাত্র প্রবাহিতা নির্ঝর-ধারার গম্ভীর কলকল নাদ যেন ব্রহ্মবাদীর সুগম্ভীর বেদধ্বনি বলিয়া ভ্রমোৎপাদন করিতেছিল। বহুদূর দূরান্তর ব্যাপিয়া ধূসর বিশাল ভীমকান্ত পর্ব্বতশ্রেণী নীলাম্বুধি সমতুল্য মহিমময় প্রভাত গগনের অঙ্গস্পর্শ করিয়া উচ্চাবচ ভাবে তরঙ্গিত হইয়া রহিয়াছে। সেই সকল গিরিমালার অঙ্গে কোথাও মেঘপুঞ্জ সূর্য্য-করোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্মণ্ডিত মূর্ত্তিতে ভাসমান। কোথাও চিরতুষার রাশি বহু বহু উর্দ্ধে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে বীচিবিক্ষেপ-কারিণী অস্থিরগতি রোহিণী নদী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিতরঙ্গিণী সকলের সংমিশ্রণে প্রশস্ততা লাভ করিতে করিতে অকস্মাৎ সুপ্রশস্তাকারে রাপ্তির সহিত সম্মিলিতা হইবার জন্য দেবদহের রাজধানী দেবগড়াভিমুখে প্রস্থিতা হইয়াছেন।

এই অনির্ব্বচনীয় প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্যে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া কৃষ্ণবর্ণ তেজস্বী অশ্বারোহণে এক তরুণ আরোহী সেই সকল পার্ব্বত্য

ভূমি অতিক্রম পূর্ব্বক ক্রমশঃ রোহিণী-নদীর কূলে কূলে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। যুবকের চিত্ত সুখলেশহীন। মুখের ভাব তাঁহার তরুণ বয়সের উপযোগী তারুণ্যময় নহে, বড় বিষাদময় বড়ই গম্ভীর। তিনি কোন দিকে না চাহিয়া চিন্তামগ্ন ভাবে ধীরে ধীরে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। ক্রমে বহুপথ অতিক্রান্ত হইলে অদূরে দেবগড়ের দুর্গশীর্ষে শাক্য-পতাকা অশ্বারোহীর নেত্রপথে পতিত হইল। তখন সেই যুবক যেন সমধিক বিমনা হইয়া সেইদিকে চাহিতে চাহিতে অধিকতর শ্লথ গতিতে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। যেন আর অধিকদূর অগ্রসর হওনের ইচ্ছা নাই। অথচ প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টাও যেন তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইতেছিল না।

একদিকে কানন-প্রহ্লাদিনী গিরিনদী অপর পার্শ্বে দূর হইতে দূরান্তরে সুবিস্তৃত সমুন্নত শৈল-প্রাকার। এতদুভয়ের মধ্যস্থিত পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ। এইরূপ সঙ্কটময় স্থলে উপস্থিত সেই আত্মবিস্মৃতি-বশে ঘোর অন্যমনস্ক চিত্ত অশ্বারোহীর কর্ণে অকস্মাৎ কোথা হইতে এক উচ্চ আবেদন প্রবেশ করিল।

"মহাশয়! কৃপা করিয়া পথ ছাড়িয়া দিন, আমি আর মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব করিতে পারিতেছি না।" এই জনহীন গিরিপথে সহসা এই ভাবে সম্বোধিত হইয়া ঈষৎ বিস্ময়ভরে অশ্বারোহী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, একব্যক্তি অতি বেগে অশ্ব-সঞ্চালনপূর্ব্বক তাঁহারই অভিমুখে আগমন করিতেছে। পর্ব্বতগাত্রে অশ্ব-পদাঘাত-ধ্বনি চতুর্দ্দিকে শব্দায়মান করিয়া শ্বেতবর্ণ মহাহয় যেন পবনবেগে উড়িয়া আসিতেছিল। ইহা দেখিয়াও যুবক আপনার মৃদু গতিশীল অশ্বের গতিবেগ বর্দ্ধিত বা তাহা সংযত করিলেন না।

এদিকে সেই বেগবান অশ্ব চক্ষের নিমেষে তাহার আরোহী সমেত সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। উত্তেজনাপূর্ণ আদেশের স্বরে পশ্চাৎ

হইতে পুনশ্চ মৃদু গতিশীল পথিকের কর্ণে আসিল,—"ভদ্র! পথ মুক্ত করুন।"

যুবক তথাপি পথ ছাড়িল না।

"যদি আপনার মধ্যে কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে, তবে তাহারই শপথ—সত্বর পথ মুক্ত করুন, নতুবা—"

"প্রথম অশ্বারোহী এইবার বক্তার অভিমুখে বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া ক্রোধপূর্ণ কটুকণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন,—"নতুবা, কি?"

অসহিষ্ণু আগন্তক পার্শ্ববিলম্বিত কৃপাণ কোষমুক্ত করিতে করিতে নিরুপায় রোষে অসহিষ্ণু তিক্তস্বরে কহিলেন,—"নতুবা, মরিবে।"

"শুনিয়া বিশেষ বাধিত হইলাম। এক্ষণে উহাই আমার একমাত্র অন্বিষ্য, এ স্থলে লাভ করিলে আর অধিকদূর যাইতে হয় না।"—এই কথা বলিয়া সেই কন্দর্পকান্তি তরুণ পুরুষ আপনার অসিও ক্ষণমধ্যে নিষ্কাসিত করিলেন।

তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজ কৃপাণ যথাস্থানে আবদ্ধ রাখিয়াই অশ্ববল্গা পুনর্গ্রহণপূর্ব্বক কথঞ্চিৎ সংযত ভাবে কহিলেন,—"ভাই, ক্ষমা করিও, বুঝিয়াছি তুমি আমারই ন্যায় এক হতভাগ্য। নিতান্ত দুর্ভাগ্য নহিলে মরণকে কেহ খুঁজিয়া বেড়ায় না, সচরাচর মৃত্যুই জীবকে অন্বেষণ করে। কিন্তু মরণের পথ বড় দূরও নহে। যদি মরিতেই চাহ, তবে এখানে এই নির্জ্জন কাননপথে লোক-লোচনের অন্তরালে বৃথা মরণে লাভ কি? দেবগড়ের প্রশস্ত যুদ্ধক্ষেত্র মরিবার পক্ষে বোধ করি নিতান্তই মন্দ স্থান হইবে না? চল, তবে একসঙ্গে সেই স্থলেই যাই, মরণের পূর্ব্বে হয়ত বা কোন কিছু সম্বলও করিয়া যাইতে পারিবে।"

এই বলিয়া সেই ব্যক্তি অশ্ব চালনার জন্য আবার একান্ত চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

শ্রোতার হৃদয়াভ্যন্তরে অকস্মাৎ এই ভীষণ শব্দাঘাতে যেন নির্ঘাত

বিদ্যুৎ ক্রুশা বাজিল! অতীত গর্ভাঙ্কের অনেক খানি স্মৃতি-লিপি তাহার জীবনের অন্ধকার গহ্বর তল হইতে ভাসিয়া উঠিয়া যেন সেইক্ষণেই বর্ত্তমানকে অন্তরাল করিয়া দাঁড়াইল, তন্মুহূর্ত্তেই সচমকে তিনি কহিয়া উঠিলেন,—"দেবগড়!"

"হ্যাঁ, দেবগড়ই। সেখানে এখনও হয়ত নরমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হয় নাই। যুবক,! ক্ষমা করিও, আর আমায় তুমি কোন প্রশ্ন করিও না; তোমার সমুদয় কৌতূহল চরিতার্থ করিতে গেলে হয়ত অমিত পরাক্রম কোশল-সৈন্য হইতে শাক্য-ললনাকুলের মর্য্যাদা রক্ষার যেটুকু অবসর এখনও ঘটিতে পারে, সেটুকুকেও হারাইয়া ফেলিতে হইবে। তুমি পথ না ছাড় আমি এই নদীমধ্য দিয়া পথ করিয়া লইয়া চলিলাম। ইচ্ছা হয় পশ্চাতে আসিও।"

ইহা বলিতে বলিতে সেই সহসাগত সাহসী দ্বিতীয় অশ্বারোহী তাঁহার সুশিক্ষিত বাহনকে কূলপ্লাবিনী বেগবতী তরঙ্গিণীর শীতল সলিল মধ্যে অবগাহিত করিয়া কিয়দ্দূরান্তরে পুনর্ব্বার উপকূলে উত্থানপূর্ব্বক সবেগে তাহার অঙ্গে কশাঘাত করিলেন। তখন সেই অশ্বরাজ আরোহী সমেত যেন চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এদিকে ততক্ষণে আকস্মিক অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদের ঘোর বিস্ময় উপজাত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা হইতে জাগিয়া উঠিয়া প্রথম অশ্বারোহী উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়া বলিতেছিলেন,—"তোমার এ কথা সত্য কি? যথার্থই কি দেবগড় আজ শ্রাবস্তিপতির দ্বারা বিপন্ন? নতুবা এই বিশাল আর্য্যাবর্ত্তে নারী-মর্য্যাদার পরে আর কে হস্তক্ষেপ করিতে পারে? নিশ্চয়ই বহিঃশত্রুর কলুষ স্পর্শ আর্য্যভূমিকে কলঙ্কিত করে নাই?"

কিন্তু ঝটিকাবেগে উড্ডীয়মানবৎ অতি বেগে সঞ্চালনশীল অশ্বের আরোহী সেই দূরপ্রস্থিত সম্বোধিতের কর্ণে সে বাক্য কতকগুলা দুর্ব্বোধ্য অস্পষ্ট শব্দমাত্ররূপে অর্দ্ধ প্রবিষ্ট হইল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

The city is sleeping ; the more to deplore, it
May dawn on it weeping : Sullenly, slowly.

—*Byron.*

নদীর উভয় কূলে কোশলের অগণিত শ্বেত স্কন্ধাবার শোভা পাইতেছে, অসংখ্য পরিমাণ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের সমাবেশে নদীতীরস্থ ভূমিভাগ প্রায় নয়নগোচর হয় না। রজনীর দ্বিতীয় যামার্দ্ধে অন্ধকারময় রোহিণী-তীর অকস্মাৎ সহস্র সহস্র উল্কালোকে উজ্জ্বল ও নৈশ নীরবতা সুশিক্ষিত কোশল-সেনার রণ হুহুঙ্কারে শব্দায়মান হইয়া উঠিলে, সদ্য নিদ্রোত্থিত দেবগড়বাসী প্রথম মুহূর্ত্তে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় এবং দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে আত্মকর্ত্তব্যে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। এই আকস্মিক বিপৎপাতের হেতু এখানের কাহারও অবিদিত নয়। যে রাজা প্রজার জন্য নিজের কুলধর্ম্ম বিসর্জ্জনেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন সেই ন্যায়পর নৃপতির জন্য সকলেই আজ প্রাণ বিসর্জ্জনে স্বেচ্ছাসম্মত। অতঃপর সেই দুর্দ্ধর্ষ কোশলবাহিনীর সহিত ক্ষুদ্র জনপদবাসিগণের ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। দুর্গবাসী বৃদ্ধ বালক ও নারী ব্যতীত সমস্ত পুরুষ প্রাণপণ শক্তিতে কোশল-সেনার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র শূল ভল্ল বর্ষা দুর্গপ্রাকার হইতে কোশল-সেনার প্রতি বর্ষা-ধারাকারে বর্ষিত হইতে লাগিল। ইহাতে শত শত ব্যক্তি হত এবং সহস্র সহস্র আহত হইলে অপ্রতিহতবেগ কোশল-সেনা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। এই ক্ষুদ্র দুর্গ মধ্য হইতে এরূপ প্রচণ্ড বাধা তাহারা কল্পনাও করে নাই। বিশেষ এই

প্রকার অতর্কিত আক্রমণে তখন তাহাদের ছত্রভঙ্গ হইতে দেখিয়া দুর্গ-বাসিগণ নবীন উদ্যমে দুর্গরক্ষায় যত্নবান্ হইলেন।

রজনীর তিমিরান্ধকার রাশি সহস্র কিরণ রূপ মহাচক্রদ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া শত শত বিধবার করুণ অশ্রুপাত সমতুল্য শিশিরাশ্রু-রাশি বিসর্জ্জন করিতে করিতে ঊষাগম হইল। সেই বালারুণ দ্যুতি ক্রমে আবার চক্ষু ঝলসিতকারী মধ্যাহ্ন-কিরণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। পক্ষী সকল ঊর্দ্ধপক্ষে শাবক সম্ভাষণে কুলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। রৌদ্রতেজে গিরিগাত্রস্থ প্রস্তরখণ্ড হীরকখণ্ডবৎ, কোথাও দীপশিখার ন্যায় শুভ্র বা রক্তরাগে উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতে লাগিল। যুদ্ধের বিরাম হইল না। ক্ষুদ্র দুর্গ অভেদ্য, অপ্রতিহতবেগ সহনে সক্ষম, ক্ষুদ্র সৈন্যদল অকুতোভয়, চেষ্টা প্রাণপণ। কোশলের অগণ্য হয় হস্তী অসংখ্য সৈন্য সেনাপতি দুর্গ-প্রাকার হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শর শেল জাঠা দ্বারা হতাহত হইতে লাগিল। দুর্গের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিছুমাত্র জানা গেল না, বাহিরে তাহার সেই ক্ষুদ্র পাষাণ মূর্ত্তি যেমন তেমনি অবিচল দাঁড়াইয়া রহিল।

সায়ংকালের ক্ষীণালোকে যুদ্ধক্ষেত্র ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করিল। অশ্ব হস্তী ও মনুষ্যের শব রাশিতে দুর্গের চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কোথাও আহত সৈনিক ক্ষীণকণ্ঠে 'জল' 'জল' করিতেছে, কোথাও যাতনার্ত্ত অঙ্গহীনের মর্ম্মভেদী বিলাপ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতেছে, কোথাও উল্কা হস্তে দু'একজন স্বীয় আত্মীয়ের দেহ খুঁজিয়া ফিরিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে পেচকের কর্কশ রব ও আনন্দমত্ত শিবাদলের ঘোরতর কোলাহল শুনা যাইতেছে।

নদীতীরে সহস্র সংখ্যক কোশল-শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তথায় শত শত উল্কালোক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া সেই আলোকচ্ছটায় ভীষণ রণক্ষেত্র ভীষণতর রূপে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতেছিল। অদূরে

সঙ্গম-তীর্থ, রোহিণী ও রেবতী নাম্নী বেগবতী নদীদ্বয় কলকল নাদে প্রবাহিতা। নদীর তীরভূমি শোণিতপঙ্কে পিচ্ছিল ও আরক্ত, নদীজল অকলঙ্ক নির্ম্মল। নদীবক্ষ শান্ত সুশীতল এবং সচন্দ্র তারকালোকে সমুজ্জ্বল। আশ্রিতবর্গের এই আসন্নপ্রায় মহাবিপদে কি কিছুমাত্র উদ্বেগও সেই প্রশান্ত বক্ষস্থলে তরঙ্গিত হইয়া উঠে নাই? এতদিনের এই চির-সঙ্গিগণের সুখ দুঃখ জয় পরাজয় সত্যই কি মানবত্বের বহির্ভূত তাহার এই জড় সঙ্গিগণকে এতটুকুও বিচলিত করিতে পারিবে না?

দুর্গাভ্যন্তরের দৃশ্য বহির্ভাগের দৃশ্য অপেক্ষাও অধিকতর বিষাদপূর্ণ সমধিক শোচনীয়। সেই জনাকীর্ণা আনন্দময়ী নগরীতুল্যা রাজদুর্গ আজ শ্মশানবৎ স্তব্ধ স্থির তেমনি ভয়প্রদ। দুর্গ-প্রাকারের নিম্নে তাহার বহিরংশেরই ন্যায় তেমনি বর্ষা উদ্ভিন্ন, শূল বিভক্ত রাশীকৃত শবদেহ। বিপক্ষ-হস্ত-নিক্ষিপ্ত তীরবিদ্ধ যোদ্ধার মৃত শরীর ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকেই ভূলুণ্ঠিত। দুর্গমধ্যে এক্ষণে অতি অল্পসংখ্যক সুস্থদেহ যুবক বা প্রৌঢ় জীবিত আছে। যে কয়জন বাঁচিয়া আছে তাহাদেরও সকলেই প্রায় বিকলাঙ্গ আহত অনেকেই মুমূর্ষু। তথাপি যুদ্ধেরও বিরাম নাই। শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় অবিরাম শরবৃষ্টি, বিপক্ষের সিংহনাদ, আহতের মৃত্যু-যন্ত্রণাপূর্ণ শ্রবণ-বিদারী আর্ত্তনাদ, দুর্ব্বল দুর্গবাসীর আত্মরক্ষার্থ প্রাণপণ চেষ্টা সমভাবেই চলিতেছিল।

অদ্য রাত্রে যখন বিশ্রামশীল কোশল-সৈন্য আক্রমণ বন্ধ রাখিয়াছিল, সেই সময় দেবগড় দুর্গমধ্যে ধীরে ধীরে এক অতি শোচনীয় অভিনয় অভিনীত হইতেছিল। মন্ত্রী সেনানায়ক রাজার পার্শ্বচর প্রতিহার সামান্য দৌবারিক চৌরোদ্ধরণিক তরুণ ও প্রৌঢ় নাগরিক সকলেই একে একে দুর্গরক্ষার্থ প্রাণ দিয়াছে। এক্ষণে শিশু পশু বৃদ্ধ এবং নারীই শুধু এ রাজ্যে অবশিষ্ট আছে, আর আছে তাহাদের উন্মাদগ্রস্ত অভাগা রাজা সুরজিৎ।

রজনী বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। চরাচর ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইয়া

দুর্গমধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, দেবালয়ে আরাত্রিকের মঙ্গল বাদিত্র বাদিত হইল না। রাজবর্ত্ম জনশূন্য, বিপণির দ্বার রুদ্ধ, নাগরিক গণের গৃহ নিস্তব্ধ, রাজপ্রাসাদ অন্ধকারময়। দেবগড়ে আজ যেন মানুষের দেহে প্রাণ নাই, দেবগড় আজ মহা শ্মশান।

সেই অতীতের গৌরব, বর্ত্তমানের বিভীষিকা এবং ভবিষ্যের শ্মশান সমতুল্য দেবগড়ে, রাজপ্রাসাদে রাজকুললক্ষ্মী অরুন্ধতী দেবী তাঁহার উন্মাদগ্রস্ত স্বামীর পরিচর্য্যায় একাগ্র চিত্তে ব্যাপৃতা। মস্তকোপরি যে ভীষণ বিপদ মেঘে পতনোন্মুখ বজ্র গর্জ্জিতেছিল, তাহাতে সেই শোক-সংযত হৃদয়াভ্যন্তরকে ভীতি-ব্যাকুলতা মাত্র প্রদান করিতে পারে নাই। স্বামীর অসুস্থতা ক্লেশ এই আসন্ন বিপদকেও সতী চিত্ত হইতে মুছিয়া দিয়াছিল।

রাজা ক্ষণে ক্ষণে পূর্ব্বানুভূতি লাভ করিলেও অধিকক্ষণ কিছুই স্মরণ রাখিতে পারিতেছিলেন না। এত বড় বিপদেও আজ আর তাঁহার অন্তরে তাই এক বিন্দু চিন্তারেখা পতিত হয় নাই। তিনি জটিল কঠিন বর্ত্তমানকে বহুদূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া সুদূর অতীতে আশা মরীচিকাময়ী নবযৌবনে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। পার্শ্বে তাঁহার নবীনা প্রেয়সী! সে কি সুখের—কি সুখেরই সে কাল! কিন্তু কে সে নারী?—অরুন্ধতী কি? না— সে তাঁহার প্রথম জীবনের এক মাত্র প্রেমপাত্রী কৌমার হৃদয়ের প্রণয় মন্দারমাল্যে সুপূজিতা সুপ্রিয়া দেবী! অরুন্ধতী সকলই শুনিয়াছিলেন, সকলই শুনিতেছিলেন, শুধু সহানুভূতিপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ব্যতীত সেই পতিগতপ্রাণা সতীচিত্ত আর কিছুই অনুভব করে নাই।

গৃহে দীপশিখা ক্ষীণালোক বিতরণ করিতেছিল। রাজা এই মাত্র অজস্র প্রলাপ থামাইয়া ঈষৎ তন্দ্রামগ্ন হইয়াছেন। তিনটি উৎকণ্ঠিতা নারী তাঁহারই শয্যাপার্শ্বে সঘন স্পন্দিত বক্ষে অবসন্ন চিত্তে জাগিয়া বসিয়া

আছে। এই যে অতি ক্ষীণশিখা জীবনদীপ তাহারা প্রাণপণ চেষ্টায় জ্বালাইয়া রাখিতেছে, ইহাকে নির্ব্বাপিত হইতে দেওয়াই কি ইহার পরে আজ যথার্থ করুণা করা নয়? এই প্রশ্নই ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া—সুরজিতের প্রথমা ধর্ম্মপত্নীর হৃদয়ে উত্থিত হইয়া নিজের এ যুক্তিকে ক্রমশঃই বলীয়ান্ করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়া পত্নী—মহারাণী অরুন্ধতী মুহূর্ত্তকালের জন্যও এমন পাপ-চিন্তার প্রশ্রয় দান করিতে পারেন নাই। এ চিন্তার শক্তি তাঁহার মধ্যে কোথায়?

গৃহ বহুক্ষণ গভীর স্তব্ধ থাকিবার পর সহসা সচিন্তিত মৃদুস্বরে মহারাণী কহিয়া উঠিলেন,—"দেবি! শ্রাবস্তিপতির এ অনর্থক পরপীড়নের কারণ তো কিছুই বুঝিতে পারা গেল না? তাঁহার নিকট আমরা কি অপরাধে অপরাধী,—আপনি তো সর্ব্বজ্ঞা, আপনি কি ইহার কারণ কিছু বলিতে পারেন?"

তপস্বিনী কহিলেন,—"মহাদেবি! নিজ কন্যার সম্মান রক্ষার্থ তোমরা যাহাকে উৎসর্গ করিয়াছ, সেই বলি দেবতার মনঃপূত হয় নাই, ইহাও কি আপনি এতক্ষণ বুঝিতে পারেন নাই?"

মহারাণীর পদনখ হইতে মস্তকের কেশগুচ্ছ অবধি শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল,—"দেবি! দেবি! তবে তো শুক্লাকে—আমার শুক্লাকেও ইহারা—উঃ ভগবান্ সূর্য্যদেব! বাছাকে আমার রক্ষা করিও!"

ত্যাগ-কঠিন ভিক্ষু ব্রতাবলম্বিনীর কঠিন নেত্রদ্বয় অকস্মাৎ অশ্রু-পরিপ্লুত হইয়া আসিল, তিনি অশ্রু গোপন সচেষ্ট গাঢ়স্বরে কহিয়া উঠিলেন,—"সরলে! তুমি কি এখনও তাহার জীবিতা থাকা আশা করিতেছ?"

"দেবি! সেই পুণ্যপ্রতিমা যে দেশের জন্য রাজার জন্য আত্মবলি দিয়াছে—সে ত্যাগের কি এই পুরস্কার? না, না, দেবি! জগতে এখনও ধর্ম্মের জয় পুণ্যের পুরস্কার বন্ধ হয় নাই।"

"পিতামাতার পাপে সন্তানকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, ইহা বিশ্বাস হয় কি ?"

"দেবি ?"

"চমকিত হইবেন না, মহারাণি ! যে জন্মদাতা পিতা নিজ সন্তানকে স্বার্থের ব্যাঘাতক বোধে ফিরিয়া চাহে নাই, নিকটে রাখিয়াও নিজ সন্তানের পরিচয় হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারে নাই, অথবা বুঝিয়াও বুঝে নাই বলিয়া তাহাকে জগৎ সমক্ষে গভীর লজ্জার কালি মাখাইয়া রাখে, যাহার গর্ভ-ধারিণী জননী সন্তানের বিধিদত্ত অধিকারে বঞ্চিত করিয়া নিজের হৃদয়ের অপহৃত শান্তি অন্বেষণ লোভে লুব্ধ হইয়া পথের ধূলায় তাহাকে ফেলিয়া যায়, সেই উভয়ের মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কি একা তাহাকে করিতে হইবে না ?—এও কি তুমি আশা কর ?"

"দেবি ! কিছুই তো বুঝিলাম না ; আমার প্রভু যে দেবতার মত নির্ম্মল, দেবি ?"

"পুণ্যচরিতে ! তোমার দেবতা সত্য সত্য দেবতাই। আমি মহা-পাপিনী, তাই এই পাপ সংস্পর্শে ঐ পবিত্র দেবতাও এক মুহূর্ত্তের জন্য একদিন ভ্রান্তিপঙ্কে পঙ্কিল হইয়াছিলেন।—সে কথায় আর এই শেষদিনে, তোমার নিষ্ঠাপূর্ণ সতীচিত্তে ব্যথা দিতে চাহি না,—ভগিনি ! বিধিলিপি অখণ্ডনীয় জানিও, দোষ কাহারও নয়, দোষ শুধু নিয়তির।"

"কিন্তু দেবি !—" অরুন্ধতীর বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই দাসী আসিয়া জানাইল, মহামন্ত্রী রাজ-দর্শনেচ্ছুক।

ভিক্ষুণী কহিলেন,—"মহারাজ নিদ্রিত, এসো আমিই তাঁহার আবেদন শুনিব।"

ভিক্ষুণী গাত্রোত্থান করিলে কি ভাবিয়া অমিতাও তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিল। কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া সে শশি-লেখার ন্যায় ক্ষীণ তনু নত করিয়া সুপ্রিয়ার পদধূলি মস্তকে লইয়া ডাকিল,—"মা !"

ব্রতোপবাস-শীর্ণা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনে তেজোময়ী ভিক্ষুনারী এই অশ্রুত-পূর্ব্ব 'মা' সম্বোধনে সর্ব্ব কায়মনে কণ্টকিত, শিহরিত হইয়া সেই মাতৃ-সম্বোধনকারিণীকে অননুভূতপূর্ব্ব গভীর স্নেহে আপন স্নেহতপ্ত বক্ষে মর্দ্দিত ও নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া প্রগাঢ় স্বরে উত্তর করিলেন,—"মা!"

অমনি দেখিতে দেখিতে তাঁহার সন্ন্যাস-কঠোর নেত্র দিয়া চির বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয়ের জ্বালাময় অশ্রুবিন্দু মুক্তামালার ন্যায় ঝরিয়া পড়িল।

শুক্লকেশ লোলচর্ম্ম শাক্যবংশীয় বৃদ্ধমন্ত্রী শুদ্ধান্তঃপুরদ্বারে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সন্ধ্যালোকে তাঁহার ক্ষীণ দৃষ্টি আগন্তুকার পীতবাস বা ভিক্ষুণী-চিহ্ন বুঝিতে পারিল না। তিনি তাঁহাকেই রাণী অরুন্ধতী বোধে অভিবাদন ও আশীর্ব্বাদ পুরঃসর সকাতরে কহিলেন,—"মাতা! দেবগড় রক্ষার আর ত কোনই ভরসা দেখি না। শক্তি-মদমত্ত নীচাশয় কোশলেশ্বরের অনার্য্যোচিত প্রতিজ্ঞার বিষয় আপনার ত অবিদিত নাই? স্বামীপুত্র যখন রক্ষায় অসমর্থ হয়, তখন আর্য্যনারীর মর্য্যাদা রক্ষার আর যে একমাত্র উপায় তাঁহাদেরই হস্তে আছে, সেই শেষ উপায় তাঁহারা নিজে নিজেই অবলম্বন করিয়া কুলগৌরব ও আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষা করুন, এ বৃদ্ধের এই একমাত্র শেষ নিবেদন।"

রাজকার্য্যে পলিতকেশ শাক্যকুলসম্ভব এই অশীতিপর বৃদ্ধ রাজমন্ত্রীর উক্তিমধ্যে কি যে ভীষণ ইঙ্গিত ব্যক্ত হইল তাহা শ্রবণ মাত্রে বনচারিণী নির্ভীকচিত্তা তাপসীও অন্তরমধ্যে কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু আজন্ম সুখৈশ্বর্য্য-লালিতা কিশোরী এ সংবাদে একবিন্দুও বিচলিতা হইল না। বরং তাহার বহুদিন হাস্যবিস্মৃত শীর্ণ অধরপার্শ্বে আজ আবার নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় এক ফোঁটা বড় সুখের হাসি দেখা দিল।

ক্ষণকাল নীরবে কি চিন্তা করিয়া ভিক্ষুণী প্রস্থানোদ্যত রাজ-

মন্ত্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দুর্গ রক্ষার আর কি কোনই উপায় নাই ?"

মন্ত্রী এ প্রশ্নে ঈষৎ বিস্ময় বোধ করিয়া উত্তর করিলেন,—"না, মা !" —কোশল-সৈন্য-লহরীর প্লাবন হইতে দুর্গরক্ষা যে কোনমতেই সম্ভব নয় ইহা দুর্গবাসী সকলেই প্রথমাবধি বিদিত আছে দুর্গের তোরণদ্বার ভগ্নপ্রায়—"

"কয়দিন উহা শত্রুসেনার আক্রমণ সহ্য করিতে পারে ?"

"কয়দিন কি, মা ! এবারের প্রথম আক্রমণেই দেবগড় শত্রু-হস্তগত হইবে। তাই বলিতেছি মা, সময় থাকিতে কুলমর্য্যাদা—"

অন্ধকারে অর্দ্ধাবরিত চরাচর তখনও গভীর নিদ্রামগ্ন। দুর্গমধ্যে আসন্ন মরণ কোলে লইয়া দুর্গবাসী শুধু এই শেষবারের জন্য বিনিদ্র রাত্রি অতিবাহন করিল। কোশল স্কন্ধাবারে সৈনিক সেনানায়ক সকলেই বিশ্রাম-শয়ান, কেবল স্থানে স্থানে এবং মণ্ডপের দ্বারদেশে সশস্ত্র প্রহরি-বৃন্দ জাগিয়া আছে, আর গগনপটে চির বিনিদ্রিত অযুত জ্যোতিষ্কনেত্রও তেমনি অনিমেষ-জাগ্রত।

এমত কালে উত্তর দ্বারের প্রহরী দেখিল দুর্গ-তোরণের গর্ভদ্বার নিঃশব্দে খুলিয়া গেল এবং একমাত্র মানবমূর্ত্তি সেই ক্ষুদ্র দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্রে পুনশ্চ সেই দ্বার ভিতর হইতে তেমনি নিঃশব্দে রুদ্ধ হইয়া গেল। তাহারা সেই স্তিমিত নক্ষত্রালোকে সবিস্ময়ে দেখিল যে সেই মূর্ত্তি নারীর এবং আরও চিনিল তাহা ভিক্ষু রমণীর।

প্রহরী চতুষ্টয় তৎক্ষণাৎ আসিয়া ভিক্ষুনারীকে বেষ্টন করিল।

ভিক্ষুণী সহাস্য মুখে কহিলেন,—"বৎস দেখিতেছ আমি অহিংসক-ব্রত সন্ন্যাসিনী, আমাতে তোমাদের কোন প্রয়োজন সিদ্ধির সম্ভাবনাই নাই। আমায় ছাড়িয়া দাও, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রোহিণী-নীরে স্নানপূর্ব্বক আমি অসুস্থ মহারাজের আরোগ্য কামনায় বিজয়াদেবীর উপাসনা করিব।"

প্রহরিগণ তাহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে কোশল-সেনাপতির শিবিরোদ্দেশে বন্দিনী করিয়া লইয়া চলিল। সেনাপতি তখন গভীর নিদ্রাসুখে নিমগ্ন। কিন্তু এ সংবাদ কর্ণে পশিবামাত্রে তাঁহার তন্দ্রাঘোর কাটিয়া গেল। উল্কাধারী ও প্রহরী বেষ্টিতা সুপ্রিয়াকে দেখিয়া অকস্মাৎ তাঁহার উন্নত ও দর্পিত মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। শশব্যস্তে উঠিয়া আসিয়া তাহার চরণ বন্দনা পূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এতদিন পরে এ অবস্থায় দর্শন দান কি উদ্দেশ্যে মাতা ?"—

প্রহরিগণকে ভৎর্সনা করিয়া কোশলের নবীন মহাসেনানায়ক তাহাদিগকে বিদায় দান করিলে, সুপ্রিয়া কহিল,—"পুত্র! আপনার নিকট আমার কিছু ভিক্ষা আছে।"

"সে কি মাতা! ভিক্ষা কি, আদেশ করুন। আপনি আমার আসন্ন-মৃত্যু একমাত্র পুত্র দণ্ডধরের জীবন-দাত্রী, সে কথা আমি মুহূর্ত্ত জন্য বিস্মৃত হই নাই। তারপর বিদ্রোহী অঙ্গুলী মালগণের দমন কালীন ক্ষুদ্র যুদ্ধে সেই বিষাক্ত তীর যখন আমার দেহে প্রবিষ্ট হয়, আপনি জেতবন বিহার হইতে সে দৃশ্য দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ কোন্ অপূর্ব্ব বিশল্যকরণী প্রয়োগে সেই উৎকট যন্ত্রণাযুক্ত তীব্র বিষক্রিয়ার প্রতিরোধ করিলেন।—আমি আপনার চরণে এই দুইবারের জীবন মূল্যে চির বিক্রীত। আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।"

"তবে আমার এই অনুরোধ যে আমি যাবৎকাল রোহিণী জলমধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়া জপে নিযুক্ত থাকিবে, তাবৎকালের জন্য দেবগড়বাসী যথেচ্ছ গমনাগমনের জন্য স্বাধীনতা লাভ করিবে। জলের মধ্যে মানুষ কতক্ষণই বা ডুবিয়া থাকিতে পারে? সে আর কতটুকু সময়?—তুমি নিজেকে আমার নিকট যেরূপ ঋণগ্রস্ত বোধ করিতেছ আমিও ঠিক উহাদের নিকট সেই একই ঋণে ঋণী, কথঞ্চিৎ ঋণমুক্ত হইতে চাই। পুত্র

নীরব কেন?—তোমারই সমুখে স্বীকৃত সেই জীবনের মূল্যে এই এতটুকু উপকারও কি আজ বিক্রীত হইতে পারিবে না?"

সেনানায়ক ঋষিদত্ত ক্ষণকাল নত মস্তকে চিন্তা করিলেন, তাঁহার বদনমণ্ডল গম্ভীর হইল। কিছুক্ষণ পরে তিনি কহিলেন,—"যত কঠিনই হোক আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু মাতা, আপনিও আমায় ক্ষমা করিবেন। রাজা বা রাজকন্যা ব্যতীত অপর সমস্ত দেবগড়বাসীকে আমি আপনার আদেশ মত উক্ত কালের জন্য স্বাধীনতা প্রদান করিলাম। ঐ দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে আমি নিজেই স্বাধীন নহি।"

ভিক্ষুণীও এই প্রত্যুত্তর প্রাপ্তে ক্ষণকাল বাক্য স্ফুরণ করিতে সমর্থা হইলেন না, তৎপরে গভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন,—"ভাল, তবে তাই হোক!"—

পরে, পুনশ্চ কহিলেন,—"আর এক অনুরোধ, এই লিপি সম্রাটের পুত্র বা মহাদেবীর হস্তে আপনি স্বয়ং প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিবেন যে, যাহাকে অজ্ঞাতকুলশীলা বলিয়া তাঁহারা ঘৃণাপূর্ব্বক নৃশংস হত্যা করিয়াছেন, বস্তুত সে হীনসম্ভূতা নহে, সে এই দেবগড়েরই ইক্ষাকুবংশীয়া রাজকন্যা।"

অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই ভীষণ ঝন্‌ঝনা শব্দে দেবগড় দুর্গের ভগ্নপ্রায় তোরণদ্বার খুলিয়া গেল। ভীষণ জলকল্লোল বেগে জনস্রোত সেই মুক্ত দ্বারপথে ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতে লাগিল। জীবন-রক্ষার এই একমাত্র স্বল্লাবসর! সকলেই এই অবসরকে সফল করিয়া লইতে চায়। তবে এই প্রাণরক্ষার প্রাণান্ত চেষ্টার ভিতরেও একটা সুশৃঙ্খলা ছিল। দুর্গমধ্যে যুবাবয়স্ক কেহ প্রায় জীবিত নাই বলিলেই হয়। যে দু দশজন আছে তাহারা এই আত্মরক্ষার্থী দলে মিশ্রিত হয় নাই। বালক নারী এবং ইহাদের পরিচালক জীবনে একান্ত বিতৃষ্ণ অনিচ্ছুক শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিগণই দুর্গত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন। তদ্ভিন্ন প্রাণভয়ে ভীত বহু

সংখ্যক অনার্য্য জাতীয় নরনারী পলায়নপর হইয়াছিল। তখন কোশল সেনাপতির আদেশে কোশল-সৈন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় রোহিণী-তীরে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিল। গজসেতু পূর্ব্ববৎ নদীবক্ষে প্রসারিত। পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় জনস্রোত সেই সেতু সাহায্যে নিরাপদে নদীপার হইয়া চলিয়া যাইতেছে। বালক বৃদ্ধ শিশু অপত্যবতী নারী।— নিরপত্যা বা অপত্যহারা মাতৃগণ দুর্গত্যাগে স্বীকৃতা হয়েন নাই।

কোশল-সেনাপতিও নিজের এই আশ্চর্য্য মহত্ত্বলব্ধ অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য অপলক নেত্রে দর্শন করিতে করিতে অন্তরের অন্তর মধ্যে যেন কি এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিতেছিলেন। চিরদিন যাহার নরশোণিত-পাতে অতিবাহিত হইয়াছে আজ প্রাণভয়ভীত অসংখ্য নরনারীর জীবন-দানে কি যে আনন্দ ও অনির্ব্বচনীয় শান্তি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া চিত্ত তাঁহার সেই ক্ষণেই তিতিক্ষাভরে নিজের অতীত ও বর্ত্তমান জীবনকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল। জীবন নশ্বর, সম্মান প্রতাপ অচিরস্থায়ী এবং সৎকর্ম্মে একমাত্র সুখ জ্ঞান হইবামাত্রে স্মরণ হইল কর্ত্তব্য পালনও তাঁহার পক্ষে তুচ্ছ নহে, তাহা তাঁহার স্বধর্ম্ম—ক্ষাত্রধর্ম্ম। অমনি সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণ হইল, ভিক্ষুণীর নদীজলে নিমগ্ন হওনের পর প্রায় দুইদণ্ড কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অনুদিত সূর্য্যদেব এক্ষণে গগনের অনেক ঊর্দ্ধভাগে উঠিয়া পড়িয়াছেন। দুর্গতোরণ হইতে বহির্গত প্রবল জনতরঙ্গ এক্ষণে মন্দীভূত বেগে ক্ষীণধারে প্রবাহিত হইতেছে। তখন তাঁহার চিত্ত সংশয়দোলায় দোদুল্যমান হইয়া উঠিল।

নদীজলে ভিক্ষুণীর চতুর্দ্দিকে প্রহরা নিযুক্ত প্রহরিগণকে জলমধ্যে অন্বেষণে আদেশ প্রদান করিলে, তাহারা নদীর নির্ম্মল জল পঙ্কিল করিয়া তুলিয়া সম্ভব মত সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিল, কোথাও ভিক্ষুণীর সন্ধান মিলিল না। তথাপি সেনাপতি নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না। নগর হইতে জালিক আনয়নে আদেশ প্রদান করিলেন। জালিকের সন্ধানে

কয়েকজন প্রহরী দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিল, এক অশীতিপর বৃদ্ধ তোরণপার্শ্বে যেন কাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। বৃদ্ধের মস্তক পশ্চাৎভাগে ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়াছে, তাহার সর্ব্বশরীর একান্ত শিথিল, স্নায়ুকেন্দ্র অস্পন্দ অসাড়, যেন সেই পুরাতন জীর্ণ দেহ-পিঞ্জরের প্রস্থানোদ্যত প্রাণপক্ষীকে কোন অমানুষী চেষ্টা বলেই শুধু সে দেহে দেহী ধরিয়া রাখিয়াছে। নতুবা এতক্ষণ এই শীর্ণ বিবর্ণ দেহ শীতল শবদেহে পর্য্যবসিত হইয়া যাইত।

বৃদ্ধের অম্লান শুভ্র পরিচ্ছদ, বহুমূল্য শিরস্ত্রাণ, রত্নখচিত অসিকোষ তাঁহার আভিজাত্য ও উচ্চপদ নির্দ্দেশ করিতেছিল। প্রহরী চতুষ্টয় দেখিল তিনি তাহাদের নিকটে আসিবার জন্য অতি ক্ষীণ ইঙ্গিত করিতেছেন। তাহারা বিস্ময়ের সহিত সন্নিকটবর্ত্তী হইলে, মুমূর্ষু নিজের শিথিল কম্পিত করধৃত একখণ্ড ভূর্জ্জপত্র তাহাদের দিকে প্রসারিত করিয়া ধরিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। এই শেষ চেষ্টার ফলে শক্তিহীন দুর্ব্বল হস্ত দুই পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গেই—'দেবগড়' এই শব্দ একটা সুগভীর শেষ নিশ্বাসের সহিত উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবগড়ের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মহামন্ত্রী তাঁহার শেষ কর্ত্তব্যটুকু সম্পাদনপূর্ব্বক ইহলোক হইতে চির বিরাম লাভ করিলেন।

প্রহরিগণ যে ভূর্জ্জপত্র কোশল সেনাপতির নিকট আনিয়া দেয়, তাহাতে এই কথাগুলি লিখিত ছিল,—"আমার অন্বেষণ করিও না। আমার এই ছলনাটুকু ক্ষমা করিও। দেবগড়বাসীর প্রাণরক্ষার অবসরটুকু কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইবে এই আশায় আমি জলমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া আত্মবিসর্জ্জন স্থির করিয়াছি। এই শেষ মুহূর্ত্তে আমার পরিচয় জগৎ সমক্ষে প্রচার করিয়া যাই। আমি দেবগড় অধীশ্বরের পরিণীতা ধর্ম্মপত্নী।

সর্ব্বত্যাগের উদাস মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়াও আমি স্বামী সন্তানের মমতা

বিসর্জ্জন করিতে পারি নাই।—তাঁহার সুখের দিনে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু আজি এ দুঃখের দিনে পারিলাম না। এ দেহ আমার আর ভিক্ষুণী-ব্রতের উপযুক্ত নহে, সেইজন্য এই প্রাতিমোক্ষ গ্রহণ করিলাম। কিন্তু বড় দুঃখ রহিল, ইহাতেও আমার প্রভুর আমি জীবন রক্ষা করিতে পারিলাম না। তবে এইটুকু সান্ত্বনা যে তাঁহার সন্তান—আমার স্নেহপুত্তলী অমিতা এতক্ষণে সুরক্ষিতা হইয়াছে। তাহারই মুখে অদ্য রাত্রে আমার চির কাঙ্ক্ষিত 'মা' ডাক আমি শুনিয়াছি। আমার দুরন্ত স্নেহ-তৃষা সে আজ নিবৃত্ত করিয়াছে। এখন অনায়াসে মরিতে পারিব। আর আমার পতি বীর, বীরধর্ম্ম রক্ষা করিয়াই তিনি স্বর্গগত হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা
"ভিক্ষুণী।"

দেবধর এই লিপি দুইবার পাঠ করিলেন। তাঁহার কঠিননেত্রে সহসা অশ্রু দেখা দিল। সেই গলদশ্রু মোচন করিয়া গদগদ স্বরে তিনি কহিলেন,—"মাতা, এমন করিয়া সন্তানকে অপরাধী করিয়া গেলে? সাধ হয় তোমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করি, কিন্তু আমি যে পরের দাস।"

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

And is she dead ?—and did they dare
Obey my frenzy's jealous raving ?
My wrath but doomed my own despair ;
The sword that smote her's o'er me waving.—
But thou art cold, my murdered love !
    And this dark heart is vainly craving
For her who soars alone above,
    And leaves my soul unworthy saving.—

—*Byron.*

ঘোর দুর্য্যোগময়ী প্রকৃতি। ঝড় ঝঞ্ঝার বিরাম নাই। গগন অন্ধকারময়। পৃথ্বী অন্ধকারে আবৃতা। ভূগর্ভে সে অন্ধকার নিবিড় এবং প্রগাঢ়। সেই সূচিভেদ্য বিরাট অন্ধকারে পাতালগর্ভে পতিত ইন্দ্রজিতের অবস্থা অবর্ণনীয়। এই ভূগর্ভ মধ্য হইতে তাহার আর পরিত্রাণ নাই। ইহাই তাহার সমাধি-কন্দর।—এমনও সন্দেহ তাহার চির নির্ভীক চিত্তে ক্ষণে ক্ষণে উদিত হইতেছিল। ইহা কোন্ স্থান ?—আপনা আপনি এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া তাহার সবল হৃদয় অবসন্নবৎ হইয়া উত্তর প্রদান করিল,—হ্রদ-গর্ভস্থিত রামগড়ের ভিত্তিমূল !

প্রহরী সহ রামগড়ের অন্ধকূপ কারামধ্যে সদর্প চরণে প্রবিষ্ট হইবামাত্রে তাহার সঙ্গী প্রহরিগণ সবিস্ময়ে দেখিল, বন্দী সমেত কারাগার কক্ষভূমি ক্রমশঃ নিম্নাবতরণ করিতেছে। ইহা দর্শন মাত্রে তাহারা লম্ফ প্রদানে সভয়ে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া পলাইল। কিন্তু প্রহরী বেষ্টিত বন্দীর

পক্ষে সে সুযোগ না ঘটায় তাহাকে সেই কক্ষেই অবস্থিতি করিতে হইল। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত এ অবস্থায় পতিত হইয়া প্রত্যুৎপন্নমতি ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এরূপ আকস্মিক রহস্যময় অবতরণের ভীষণ ফল উপলব্ধি করিয়া অতি সত্বরই তাহার লুপ্ত বুদ্ধি বিহ্বল অন্তঃকরণে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইল। বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক কোন একটা কিছু অবলম্বনার্থ তিনি ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে তাঁহার ব্যগ্র বাহুমূলে অতি শীতল আর্দ্রতাময় কোনও কঠিন বস্তুর স্পর্শ লাভ ঘটায় প্রাণপণ শক্তিতে তাহাকেই চাপিয়া ধরিয়া তিনি নিজের সেই অজ্ঞাতলোকে গমন নিবারণ করিলেন।—বহুদিনের অব্যবহারের ফলেই সম্ভবত সেই অবতরণশীল কাষ্ঠ-খণ্ডের গতি ক্ষিপ্র নয়। এক্ষণে এইরূপে বাধিত হইয়া তাহা মধ্য পথেই স্থির হইয়া রহিল, আর নামিল না। সৌভাগ্যক্রমে সেই গুপ্তহত্যা গৃহের কক্ষভূমি যে স্থান দিয়া তাঁহাকে চির সমাহিত করিতে নিম্নাবতরণ করিতেছিল তাহারই নিকটে একটা পাষাণ স্তম্ভ থাকায় ইন্দ্রজিৎ তখনকার মত আত্মরক্ষায় সক্ষম হইলেন। নতুবা অপরাধীকে পাতাল গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া ইহা আবার এতক্ষণে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইত। বুঞ্জি দুর্গের এ কৌশল কোশলগণের অজ্ঞাত থাকায় এ বিভ্রাট ঘটিতেছিল, অবশ্য জ্ঞাত থাকিলেই যে ঘটিত না এমন শপথ কে করিবে? তখন কুমার ইন্দ্রজিৎ কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নিজের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কারণ চারিপাশের অন্ধকার এতই গাঢ় যে তিনি নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না। নিম্নে মাত্র অনতিদূরে মৃদু মৃদু জলোচ্ছ্বাস শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। বায়ুহীনতা প্রযুক্ত এবং দূষিত বাষ্পের আঘ্রাণে তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। তদুপরি সমস্ত শরীরের শক্তি দ্বারা শূন্যগর্ভ দুর্গের আলম্বন কয়েকটা বিশালকায়

পাষাণ-স্তম্ভের মধ্যে অন্তরকে চাপিয়া ধরিয়া থাকার শ্রমে ক্রমশঃ সেই অমিত শক্তিও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে মূর্চ্ছাবিসন্নবৎ অবসাদগ্রস্ত করিবার উপক্রম করিল। তথাপি তিনি আপনাকে আপনি সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এমন করিয়া মরিবার জন্য তোমার জন্ম নয়। তাহা যদি হইত তবে পতনকালেই মরিতে। নিশ্চয়ই এখনও তোমার বাঁচিবার পথ আছে।"

এমন করিয়া কত সময় গত হইল বলা যায় না। ইন্দ্রজিতের মনে হইতেছিল যে শত শত যুগ এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া তিনি এখনও জীবিত রহিয়াছেন। কত মাস কত বর্ষ বুঝি কত কল্প মহাকল্পও অপগত হইয়া গিয়াছে, তিনি এই জালবদ্ধ মূষিকের অবস্থায়।

সহসা এক সময় সেই দিবারাত্রের প্রভেদশূন্য ঘোরান্ধকার তলে, শব্দমাত্রবিহীন মহা গুহামধ্যে সহস্র সহস্র প্রতিধ্বনি দশদিক হইতে প্রতিধ্বনিত করিল,—"মহাসেনাপতি! জীবিত কি?"

কাহার বা কাহাদের এ অশরীরী বাণী? নিশ্চয়ই উহা জাগতিক নয়? তথাপি সেই অকুতোভয় ইন্দ্রজিৎ উত্তর করিলেন,—"জীবিত।"

"তবে এই কয়েকটি রজ্জু নিক্ষেপ করিলাম একটিও যদি আপনার অঙ্গ স্পর্শ করে সুদৃঢ়রূপে কটিদেশে বন্ধন করুন।"

"করিলাম।"

"খুব সাবধানে দৃঢ় হস্তে রজ্জু ধারণ করিবেন, স্খলিত হইলে সহস্র সহস্র হস্ত নিম্নে পতিত হইয়া চূর্ণিত হইতে হইবে।"

"সাবধানেই ধরিয়াছি"—ইন্দ্রজিৎ মনে মনে করিলেন,—"আমার হস্ত দুর্ব্বল নয়, স্খলিত হইবে না। আমি জানি আমি মূষিকের ন্যায় মরিব না, মানুষের মত মরিতে পাইব।"

বহু আয়াসে ঊর্দ্ধদেশ হইতে প্রাণপণে কেহ বা কাহার সেই রজ্জু

টানিয়া টানিয়া উঠাইতে লাগিল। অনেকক্ষণের চেষ্টার পর কুমার ইন্দ্রজিৎ রন্ধ্র মধ্য হইতে উত্থিত হইলেন।

"সুদক্ষিণা! তোমায় আমি কি বলিব?"

"কিছু না, কুমার! পুরাতন দুর্গস্বামীর এই বিশ্বাসী ভৃত্য বৃজিবংশীয় সুদর্শন আপনাকে রক্ষা করিয়াছে। সুদর্শনের তরণী আপনার প্রতীক্ষা করিতেছে, আপনাকে নিরাপদে হ্রদের অপর কূলে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে। আসুন, প্রভু!"

"আর আমি তোমার প্রভু নহি, সুদক্ষিণা! এ পৃথিবীতে ইন্দ্রজিৎ আজ শুধু এই একমাত্র তোমার কাছে নূতন করিয়া ঋণগ্রস্ত হইল; এই অসামান্যা তোমাকে না চিনিয়া আমি যে পাপ করিয়াছি আমার সকল পাপের ন্যায় তাহারও প্রায়শ্চিত্ত নাই।

"আমি তো বহু পূর্ব্বেই আপনাকে ক্ষমা করিয়াছি, বীর!"

"না না ক্ষমা করিও না, ক্ষমা করিও না সুদক্ষিণা! তোমার ক্ষমা আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমি তো জীবনে কাহাকেও কখন ক্ষমা করি নাই।"

মহারাজনন্দিনী নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই অনুতপ্ত মহাপাতকীর অনিবার্য্য মহাযন্ত্রণার শান্তি কোথায়?—তাহার প্রশান্ত চিত্তাভ্যন্তর হইতে উত্তর বাহির হইল,—আছে, আছে, আছে—সেই খানেই ইহার অশান্ত প্রাণটাকে টানিয়া লইয়া ফেলিয়া দাও, কালে একদিন এ দাবানলও নির্ব্বাপিত হইয়া জুড়াইয়া আসিবে।

ইত্যবসরে যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শুক্লা কোথায়, সুদক্ষিণা?"

সুদক্ষিণা নিজের সেই ছায়াময় সুশীতল দৃষ্টি সুধীরে উর্দ্ধে উত্তোলন করিল।

"আঃ এতদিনে তবে সে আমায় নিশ্চিন্ত করিয়াছে! কিন্তু—স্বর্গ কি সত্য?"

"সত্য বই কি, কুমার।"

"তবে নরকও মিথ্যা নয়?"

"না।"

"আঃ বাঁচা গেল! এই প্রায়শ্চিত্ত বিহীন মহাপাতকের রাশি যে এ জীবনের সহিতই ভস্মীভূত হইবে না, এ চিন্তাতেও আজ যেন আনন্দ বোধ হইতেছে!—পুষ্পমিত্র?"

"তিনি শাক্যনারীর ধর্ম্মরক্ষার্থ বিগত রজনী শেষেই দুর্গত্যাগ করিয়াছেন।"

"পুষ্পমিত্র?"

"হাঁ যুবরাজ পুষ্পমিত্র!"

ইন্দ্রজিৎ গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

"বাহিরে ভীষণ ঝটিকা, পুরী অরক্ষিতা,—সকলেই প্রায় শাক্যবিজয়ে চলিয়া গিয়াছে। একমাত্র তরী অবশিষ্ট, চলুন আমরাও এই সময় রামগড় ত্যাগ করি।"

"সুদক্ষিণা! আজ কত দিন—?"

এ প্রশ্নের বিশদার্থ বুঝিয়া সুদক্ষিণা ধীর কণ্ঠে উত্তর করিল,—"তৃতীয় দিবস মাত্র।"

"তুমি যাও সুদক্ষিণা, তোমার দ্বারা সকলই সম্ভবে। যাও আমার জননীকে,—এই মাতৃহীনের মাতাকে, স্নেহের পুতলী অমিতাকে রক্ষা করো গে। আমি যাইব না।"

"আমি যাইব, রাজকুমার! আপনিও চলুন।"

"আমি?—না সুদক্ষিণা! আমি আমার মাতৃভূমি হইতে চির-নির্ব্বাসিত। সে দেশে আমার আর প্রবেশাধিকার কোথায়?"

এ কথার পর উভয়েই বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন,—এ দুৰ্দ্ধর্ষ অভিমানের প্রচণ্ডবেগ অনুভবে শান্তিময়ী রাজকন্যা আশ্চর্য্যানুভব করিলেন। হায় মানবের বিচিত্র চিত্ত!

ইন্দ্রজিৎ কহিতে লাগিলেন,—"তুমি নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক শক্তি-সম্পন্না—আমি আর ফিরিব না। তুমি যাও, যদি এখনও কোন উপায়ে আমার জননী ও ভগ্নীর সম্মান রক্ষিত হয় তবে সে তোমার দ্বারাই সম্ভব। এতক্ষণ সেখানে হয়ত—ওঃ, ওঃ সুদক্ষিণা! দেবি! জননি! সন্তানের অনুরোধ রক্ষা কর। যাও মা,—যাও মা, যাও!"

এ সঙ্কল্প অপরিবর্ত্তনীয় বুঝিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বৈশালী-কুমারী বৃথা কালক্ষয় অবিধেয় বোধে তাঁহার নিকট বিদায় লইল। পুরাতন দুর্গরক্ষককে ডাকিয়া বলিল,—"তুমি ইঁহার সহায় থাকিও সুদর্শন! আমি তবে চলিলাম।"—

আর একবার শেষ চেষ্টা চ্ছলে সে ইন্দ্রজিতের দিকে ফিরিয়া আবার সান্ত্বনা-শীতল কণ্ঠে কহিল,—"গত কার্য্যের প্রতিবিধান নাই রাজকুমার, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত আছে। কৃপাময়ের চরণাশ্রয়ী হইলে আপনিও এই দেহে পুনশ্চ হৃত শান্তির অধিকারী হইতে পারিবেন।"

উচ্চহাস্যে তাহার এই সুযুক্তিকে খণ্ডন করিতে চাহিয়া ইন্দ্রজিৎ কহিয়া উঠিলেন,—"আমি আমার আত্মকুল বিনষ্ট করিয়াছি,—তিনিও তো কই বাধা দেন নাই? তবে কিসের জন্য তাঁহার শরণ লইতে বলো সুদক্ষিণা? কিসে তিনি আমাপেক্ষা বড়?"

সুদক্ষিণা মনে মনে বলিল,—"বিশ্বকর্ম্মা তাঁহারই নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব-নিয়মকে খণ্ডন চেষ্টা করেন না।"—

প্রকাশ্যে আর কিছুই সে বলিল না। কেবল বিষাদপূর্ণ বিদায় অভিবাদন জানাইয়া ধীর গমনে বাহির হইয়া গেল।

সুদক্ষিণা চলিয়া গেলে ইন্দ্রজিৎ আত্মগতই কহিলেন,—"শুক্লা, শুক্লা!

—ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তুমি আমার হইতে পারিতে। আমার হইলে না তাই অপরেরও হইতে পাইলে না। এক্ষণে আমার হীন জিঘাংসা-বৃত্তি তোমায় তোমার সেই নবপ্রেমের স্বর্গরাজ্য হইতে নিষ্ঠুর অকাল বিদায় লইতে বাধ্য করিয়াছে। আমায় তুমি একদিনের জন্যও ভালবাস নাই, কিন্তু যাহাকে বাসিয়াছিলে, আমায় মমতাহীন প্রত্যাখ্যান করিয়া যাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলে, সেই বিশ্বস্ত হস্ত তোমার নিষ্পাপ শোণিতে আজ অভিষিক্ত। হয় তো একদিন সেই হস্ত উত্তরাপথের সর্ব্ব সমাদৃত সম্মানিত রাজদণ্ড ধারণ করিবে! তোমার অভাব তাহার জীবনে এতটুকু রেখাপাতও করিবে না। কিন্তু আমি,—আমি আর এক তিলার্দ্ধও যে বিলম্ব করিতে পারিতেছি না! আমি,—যদি মৃত্যুর পর যথার্থ কোন স্থান থাকে শীঘ্রই তথায় যাইব। সেখানেও কি তোমার হৃদয় আমার অভিমুখী হইবে না? কি বলিতেছ?—শাক্য-শোণিতের দুস্তর সাগরে এক্ষণে আমাদের উভয়কে পূর্ব্বাপেক্ষাও দূরবর্ত্তী করিয়া গিয়াছে?—ইহা সত্য!—এ সমুদ্র পার হইয়া উভয়ের সম্মিলন কোন সুদূর কালেও আর সম্ভব নয়?—তাহাও সত্য!—তবে সেখানেও কি আবার তুমি এই রাজমর্কট পুষ্পমিত্রেরই প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া থাকিবে? ওঃ, ওঃ কেন মৃত্যুতেই সব শেষ হয় না!”

—কুমার ইন্দ্রজিৎ ডাকিলেন,—“সুদর্শন!”

“কুমার!”

“দাসত্বের মরুপ্রান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বৃজি শোণিত কি তোমার শিরা ধমনী মধ্যে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? তোমার বংশপতির—তোমার প্রভুর শোচনীয় হত্যা, তোমার বংশজাতা কন্যার অবমাননা, কেমন করিয়া তোমায় জিঘাংসা-বৃত্তি বিহীন শত্রুপদানত করিয়া রাখিয়াছে, একথা যে আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এই দীর্ঘ—দীর্ঘকাল সেই

ভীষণ দৃশ্যের দ্রষ্টা হইয়াও তুমি সুখ-শীতল শরীরে সেই জাতিদ্বেষিগণেরই পদসেবা করিতেছ! আমাপেক্ষাও তুমি হীন? অথবা তুমিও বোধ করি বুদ্ধ সেবক? হায় গৌতম! কি জড়তা, কি কাপুরুষত্বই তুমি এই মানব রাজ্যে পৌরুষ ধর্ম্ম ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচার করিতে আসিয়াছিলে? ইহার ফলে,—ইহার ফলে শুধু ধার্ম্মিকেরই নির্য্যাতন, দুর্ব্বৃত্ত পরপীড়ক এ ধর্ম্মকে কোনদিনই স্পর্শ করিবে না।"

কুমার! আমায় অযথা তিরস্কার করিতেছেন! বৃদ্ধ লোলচর্ম্ম একক আমি প্রবল প্রতাপান্বিত সমগ্র উত্তরাপথ ও বিদেহ প্রদেশের একছত্রা ছত্রপতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে পারি, আমার এমন কি সাধ্য? তথাপি এই দীর্ঘকাল শুধু ঐ একটি মাত্র সাধনাতেই এ হতভাগ্য বৃজি পুত্রের দিন অতিবাহিত হইয়াছে জানিবেন। এ অসম্ভবকে সম্ভব করিতে এক মাত্র পথ আছে। কিন্তু সে পথে অগ্রসর হওনের সুযোগ ঘটে নাই। সেই সুযোগের অন্বেষণে দিনের পর দিন রাত্রের পর রাত্রি অস্থির আগ্রহে যাপন করিতে করিতে প্রৌঢ় সুদর্শন আজ বৃদ্ধত্বের শেষ সীমানায় উপনীত হইয়াছে। যতদিন বাহুতে বল ছিল,—সেও বড় অসামান্য বল নয়, প্রায় মত্ত হস্তীর বল!—ততদিন এ অবসর তাহার ভাগ্য তাহাকে দেয় নাই। আজ যখন সামান্য শ্রমেও তাহার হস্ত কম্পিত শ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া আইসে, তখন—তখন তাহাকে উপহাস করিয়াই সে এই—"

"কোথায় সে পথ সুদর্শন?"

"সেই পথ দেখাইবার জন্যই অপর এক ব্যক্তির সন্ধানে উন্মাদপ্রায় হইয়া এতদিন ভ্রমিতেছিলাম। আপনাকে সেই সহায় বোধেই ঐ ভীষণ অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছি। এখন সেই কথাই বলিব। কিন্তু তার পূর্ব্বে আরও এক আশ্চর্য্য কাহিনী আপনাকে শুনাইতে চাহি। ইতঃপূর্ব্বে আর একবার এতবড় সুযোগ না ঘটিলেও এক সামান্য অবসর আমার অদৃষ্ট

আমায় আনিয়া দিয়াছিল। সেই দিনে তদপেক্ষা অধিক প্রাপ্তির আশা না থাকায় মনের মধ্যে বড়ই লোভোদয় ঘটে। কিন্তু সে ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। তাহার কারণ?—কারণ একদিন কার্য্য ব্যপদেশে উদ্যান মধ্যে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য অকস্মাৎ নেত্রে পতিত হইয়া গেল! আমার প্রতিশোধের পাত্রী শ্রাবস্তির যুবরাজ্ঞীকে সেখানে জিঘাংসার পাত্র তাঁহারই স্বামীর কণ্ঠলগ্না দেখিতে পাইয়া, আমার চির সাধনা আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম। সেই ক্ষণ দর্শনেই এক পূর্ব্বস্মৃতি আমার চিত্তপটে সজীব হইয়া উঠে! সে ঘটনাটি এই;—বহুদিন গত হয়, যখন আমার রাজা আমার বৃজিরাজ এ রমণীয় রাজত্বের রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন, তখন তাঁহার ভক্তিবলে সেই লোকবিশ্রুত পুরুষপ্রবর যাঁহাকে আপনি এই কতক্ষণ মাত্র পূর্ব্বেই 'গৌতম' বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন, সেই করুণাবতার ভগবান শাস্তা এবং সারিপুত্র থের, আনন্দ থের, ভদ্দিয় থের, অনিরুদ্ধ থের প্রভৃতি তাঁহার অশিতি প্রধান শিষ্য মহাস্থবিরগণ এবং আরও অনেকগুলি ভিক্ষু ভিক্ষুণী প্রভৃতি আমাদের অতিথি হইয়াছিলেন। এক অনিন্দ্যসুন্দরী পরিণত-যৌবনা ভিক্ষুণীর প্রতি কে জানে কেন আমার হৃদয়ে বড়ই শ্রদ্ধার উদয় হয়। ভিক্ষুণী সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াও সর্ব্বদা বিষাদিনী। সদাই মৌনা-বলম্বিনী ও অন্যমনা। কথায় কথায় আমায় প্রগল্ভ আগ্রহে একদা তিনি মাতৃসম্বোধনকারী আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া আমার নিকট স্বীয় পূর্ব্বকাহিনী বিবৃত করিয়া ফেলেন। তাহারই ফলে আমি জানিতে পারি যে তিনি দেবদহের শাক্যরাজমহিষী। তাঁহার—"

কুমার ইন্দ্রজিৎ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ বক্তার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া কহিয়া উঠিলেন, "বাতুল, মিথ্যা প্রলাপ রচনা করিও না। তোমার ন্যায় আমার শারীর রক্ত এখনও হয় ত শীতল হইয়া যায় নাই। তুমি প্রতিহিংসার সাধনায় কি পথ পাইয়াছ? শুধু ঐ একটি মাত্র কাহিনী শুনিবার জন্য আমি ব্যগ্র। এ পৃথিবীতে তদ্ভিন্ন অপর আর কোন কিছু

আমার জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট নাই। মহারাণী অরুন্ধতী দেবী কখনই ভিক্ষুণী ব্রত অবলম্বন করেন নাই।"

বৃজি উত্তর করিল,—"সে কথা খুব সত্য, তিনি ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ইনি অরুন্ধতী দেবী নহেন। ইঁহার নাম সুপ্রিয়া দেবী। ইনি রাজার গোপন বিবাহে বিবাহিতা প্রথমা পত্নী এবং সিংহাসন-চ্যুতি ভয়ে পরিত্যক্তা স্ত্রী। ইনি শাক্যা নহেন।"

"অসম্ভব!"

"হইলেও ইহা সত্য! দেবী সুপ্রিয়া মিথ্যা-চারিণী নহেন। তিনি নিজের মুখে আমায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্বামীর মানসিক বেদনা লক্ষ্যে নিজের মিথ্যা মৃত্যু রটনা করিয়া স্বেচ্ছায় তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছেন। ব্রতচ্যুতির ভয়ে একমাত্র সন্তানটিকেও পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে অন্যত্র ফেলিতে পারেন নাই। রাজপুরদ্বারেই রাখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস নিশ্চয়ই তাঁহার স্বামী নিজ সন্তানকে চিনিয়া সযত্নে পালন করিবেন। যতই হোক তাঁহারই তো কন্যা সে! কুমার! পুষ্পমিত্রের মহিষী কোশলের ও উত্তরাপথের যুবরাজ ভট্টারিকাই সেই সুপ্রিয়ার মাতৃত্যক্তা কন্যা, তাহাতে বিন্দুমাত্রও ভুল নাই! বিশেষ সুপ্রিয়ার মুখে শুনিয়াছিলাম এবং সচক্ষেই দেখিলাম তাহার অনাবৃত বামবাহুতলে ত্রিপত্রাকৃতি রক্তবর্ণ জতুকচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহার মৃত শরীরেও সে চিহ্ন আমি সেদিন লক্ষ্য করিয়াছি।"

"সুদর্শন! সুদর্শন! একথা কেন আমায় আগে বল নাই? হতভাগ্য বৃদ্ধ! কেন ইহা এতদিন তুই গোপনে রাখিয়াছিলি?—আমার হাতে তোর মৃত্যু ছিল বলিয়া?—"

"কুমার, ইন্দ্রজিৎ! কাহাকে আমি একথা বলিব? কেন বলিব?—এ রহস্য প্রকাশের কারণ তো ঘটে নাই।"

ইন্দ্রজিৎ বজ্রমুষ্টি শিথিল করিয়া বৃদ্ধকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিলেন।

তাঁহার যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয় আবার এক নূতন প্রাপ্ত হবির্তেজে তীব্রতর মহা-জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। শুক্লা, শুক্লা তাঁহার ভগ্নী? রাজকন্যা সে? সম্ভব এ? কিন্তু কেনই বা অসম্ভব? মহারাজার শেষ কথা গুলা, সেই বিদায় সম্ভাষণ স্মরণ হইল,—তাহা তবে অর্থহীন বিলাপমাত্র নহে? এতদিনে এত অসময়ে এ রহস্য প্রকাশ পাইল!—এখন ইহার আর সার্থকতা কি? কিন্তু হায়, পূর্ব্বে জানিলেই বা কি হইত?—সেত কখনই তাহাকে ভালবাসে নাই!

ইন্দ্রজিৎ ডাকিলেন—"সুদর্শন!"

"দেব!"

"রামগড় ধ্বংসের সেই একমাত্র পথ তোমার অজ্ঞাত নয়, তাহা বুঝিয়াছি। আমায় দেখাও সে কৌশল,—আমায় বলিয়া দাও সে ধ্বংসের উপায়। উঃ আর যে আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিতেছি না! বৃদ্ধ, বৃদ্ধ তোমারই বা আর বাঁচিয়া লাভ কি?"

"কিছু না,—আসুন, দেখাইব।"

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

The wild dove hath her nest, the fox his cave,
Mankind their country—Israel but the grave.

—*Byron.*

যুবরাজ পুষ্পমিত্র যখন নদীসঙ্গম উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গ সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রথমতঃ সেখানে বুদ্ধমান কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইলেন না। নদীতীরে কোশলের স্কন্ধাবার-শ্রেণী শুভ্রপক্ষ অসংখ্য বকশ্রেণীর ন্যায়

সুদূরাবধি বিস্তৃত রহিয়াছে। শ্রাবস্তির শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি-লাঞ্ছিত ধবল পতাকা শিবির মণ্ডলীর মধ্যভাগে শোভা পাইতেছে। নদীজল রৌপ্যময়, তীরে শোণিতলেখা পিপাসাতুর হয় হস্তীর পদতাড়নে পঙ্কমিশ্র হইয়া এক্ষণে বিলুপ্ত-চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। যুবরাজ বিস্ময়ের সহিত মনে মনে হৃষ্ট হইলেন; তবে হয়ত যুদ্ধ এখনও বহুদূর অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু একি দুর্গপ্রাকার পার্শ্বে রাশি রাশি শবদেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সেই সকল শবদেহ হইতে অসহ্য পূতি গন্ধ উত্থিত হইতেছে, শকুনি ও শিবাগণ উল্লাস সহকারে সেই দেহ সকল ছিন্নভিন্ন করিতেছে। শোণিত কর্দ্দমে সে পথ পিচ্ছিল।

পুষ্পমিত্র শিহরিয়া উভয় করে উভয় নেত্র আচ্ছাদন করিতে গেলেন। এ দৃশ্য যোদ্ধার পক্ষেও অসহ্য! যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। তবে, তবে,—তবে কি শুক্লার শেষ অনুরোধটুকু রক্ষিত হইল না? পথ ভ্রান্ত হইয়া বিপথে গিয়া পড়িয়া তাঁহার কি এতখানি সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে? এতক্ষণে সুরজিৎ অমিতার ভাগ্যলিপি কি অলঙ্ঘনীয় বজ্রাক্ষরে লিখিত হইয়া গেল? কোথায় কোশল সৈন্য, কোথায় দুর্গবাসী? জন মানবের চিহ্নও তো দেখা যায় না। না না এখনও হয় ত যুদ্ধ শেষ হয় নাই! সুরজিতের ও অমিতার সম্মান এখনও রক্ষিত হইতে পারিবে।

মুক্ত দুর্গ তোরণে প্রবল বিপক্ষ সেনার প্রতিরোধ করিয়া জনকয়েক শাক্যবীর শেষবারের জন্য অমিত প্রতাপে যুঝিতেছিল। এই ক্ষুদ্রদলের অধিনায়ক স্বয়ং মহারাজা সুরজিৎ।

সুরজিতের মনের মধ্যে এখন আর উন্মাদ লক্ষণ নাই। জীবনের এই সন্ধিক্ষণে জীবন মধ্যাহ্নেরই ন্যায় আর একবার তাঁহার অপগত ক্ষাত্রশক্তি ক্ষত্রিয়বীর্য্য দীপ্ততেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আজ আর তাঁহাতে শোক নাই, মোহ নাই, পলে পলে জীবনী-শোষক সেই তীব্র হতাশা পর্য্যন্ত

যেন আজ দীর্ঘ দিনান্তর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইলে তবেই কি হৃদয়ে এত শান্তি লইয়া মরিতে পারা যায়?

ক্ষুদ্র চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া শত্রুগণ তাঁহার সমীপস্থ হইতে পারিতেছিল না। কিন্তু তখন সকলের লক্ষ্যস্থল একমাত্র তিনিই। তাঁহার সর্ব্বশরীর অস্ত্রাঘাত জর্জ্জরিত। আহত স্থান সকল হইতে উত্তপ্ত শোণিত ক্ষরিয়া পড়িয়া ক্রমশঃই তাঁহাকে বলহীন করিতেছিল। তথাপি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। কেবল উন্মত্ত প্রতাপে শত্রুসৈন্যের উৎসাদন!—নতুবা, আর ত অবসর নাই!

আর বুঝি রক্ষা হয় না! বিপক্ষহস্ত-নিক্ষিপ্ত মহাশূল বুঝি রক্তপাত দুর্ব্বল শত্রু-বেষ্টিত আত্মরক্ষায় চেষ্টাবিরহিত সুরজিতের বক্ষে এইবারে বিদ্ধ হয়।

পুষ্পমিত্র দুর হইতে এ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তাঁহার কণ্ঠমধ্য হইতে অমনি একটা অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইল, পরক্ষণে আত্মসংবৃত হইয়া অনুজ্ঞা জ্ঞাপক উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া কহিলেন,—"অস্ত্র সম্বরণ কর, রাজ-অঙ্গে কেহ আর অস্ত্রাঘাত করিও না।"

কিন্তু তাঁহার সে আদেশ কেহ শুনিতে পাইল না, দূরত্ব প্রযুক্ত সে উচ্চৈঃস্বরও রণকোলাহলে ডুবিয়া গেল। তিনি তখন দ্রুত অশ্ব সঞ্চালন চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই অশ্ব বহুদুর হইতে আগত, বিপথে চালিত হইয়া অতিশয় শ্রমকাতর।

শক্তির অতিরিক্ত পরিশ্রম-জাত প্রবল ঘর্ম্মশ্রুতিতে তাহার শ্বেত অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, ফেনপুঞ্জে গ্রীবাদেশ প্লাবিত। বিশ্বস্ত বনায়ুজ তথাপি প্রভুর এই সাগ্রহ প্রচেষ্টা সফল করিতে প্রাণপণেই চেষ্টিত হইল। কিন্তু সফলপ্রযত্ন হইল না। তাই শেষ চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই অতিশয় ক্লান্তিতে সে স্খলিতপদে ভূমিশায়ী হইল। পুষ্পমিত্র কোন মতে পতন হইতে আত্মরক্ষা করিলেন।

সেই কালান্তক কাল-সদৃশ মহাশূল রাজদেহে বিদ্ধ হইল না। যে মুহূর্ত্তে পুষ্পমিত্র অশ্বসমেত ভূপতিত হইলেন, সেইক্ষণে তাঁহারই ন্যায় অপর এক সহসাগত তরুণ অশ্বারোহী সুরজিতের বিপদ নিশ্চিত বুঝিয়া, বিদ্যুৎ-বেগে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন, তখন সেই ভীষণ শূলাগ্র তাঁহারই বক্ষে বিদ্ধ হইল।

রাজা রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা যে মরণাহত হইয়াছিল তাহা তাঁহার সঘন কম্পিত পতনোন্মুখ দেহ লক্ষ্যেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। একান্ত বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই, তাহার কণ্ঠমধ্য হইতে একটা মর্ম্মবিদারী কাতর আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া পড়িল। এক লম্ফে অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পতনোন্মুখ আহত যুবককে নিজের ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক গভীর শোকপূর্ণ বিলাপ স্বরে কহিয়া উঠিলেন,—"পুত্র, পুত্র! প্রাণাধিক! সময়ে এসো নাই আজ এ অসময়ে কেন আসিলে? এ মরণ প্রতীক্ষিত বৃদ্ধের জন্য ও অমূল্য জীবন বৃথা অপব্যয়ের ত কোনই প্রয়োজন ছিলনা! প্রিয়তম! বৎস! কেন এমন করিলে?"

প্রত্যুত্তরে কুমার বসন্তশ্রী পরিতৃপ্ত বেদনার ঈষৎ বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"তাত! মার্জ্জনা করিবেন। অনেক অপরাধে অপরাধী আছি; অতি সামান্যই প্রায়শ্চিত্ত করিলাম।"

বসন্তশ্রীর উষ্ণ শোণিতে সুরজিতের সর্ব্বশরীর ভাসিয়া গেল। কুমার মূর্চ্ছিত হইলেন।

রাজা সুরজিৎ যখন গভীর শোকভরে স্থান কাল সমস্তই বিস্মৃত হইয়া তাঁহার সেই জাগতিক শেষ ছিন্ন বন্ধনটুকু বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া স্তম্ভিত বিষাদে ভূমে বসিয়া ছিলেন। ইহা ব্যতীত আর সমস্তই যখন তাঁহার নিকট হইতে কুহেলিকাময় হইয়া গিয়াছিল। ততক্ষণে দেবদহের শেষ সূর্য্য অতি দ্রুতগতিতেই অস্তমিত হইতেছিলেন। তোরণ দ্বার ভগ্ন;

সেই ক্ষুদ্র দুর্গ প্লাবিত করিয়া লক্ষ লক্ষ বিজয়ী কোশল সৈন্য মহোল্লাসে শোক-ভারাতুর গগনের বক্ষ চিরিয়া চিরিয়া সদর্প জয়ধ্বনি করিতেছিল। রাজার চিরবিশ্বস্ত পার্শ্বচরগণ একে একে সকলেই তাঁহারই পার্শ্বে চিরবিরাম লাভ করিয়াছে। বিজয়োন্মাদে মত্ত কোশলগণ একমাত্র জীবিত মুহ্যমান রাজার প্রতি লক্ষ্য করে নাই; তাঁহার অশ্বপৃষ্ঠ শূন্য দেখিয়া হয়ত বা তাহারা তাঁহাকে আহত বা মৃত মনে করিয়া থাকিবে।

ধীরে ধীরে কেহ আসিয়া প্রায় বীতসংজ্ঞ মহারাজের বাহুমূল স্পর্শ করিয়া ব্যথা-বিজড়িত সঙ্কোচের সহিত বলিল,—"রাজন্! আত্মরক্ষার চেষ্টা করুন; আপনি শত্রুবেষ্টিত। ইঁহাকে শুশ্রূষা দ্বারা যদি জীবিত করিতে পারি চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহি।"—

এই বলিয়া সে ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট নির্ব্বাক সুরজিতের অঙ্ক হইতে বসন্তশ্রীর মূর্চ্ছিত শরীর সযত্নে উঠাইয়া আপনার অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক নিজেও তদুপরি একপার্শ্বে আরোহণ করিল, তারপর তখন পর্য্যন্ত সেইভাবে উপবিষ্ট সুরজিৎকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনশ্চ ডাকিয়া কহিল,—"মহারাজ! শোক-সম্বরণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করুন। শত্রুনাশ করিতে করিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন দানই বীরের পক্ষে শ্লাঘনীয়।"

সুরজিৎ চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাঁহার দেহ শক্তিহীন, চিত্ত বলশূন্য, তাঁহার হৃৎপিণ্ড পুনশ্চ এই নূতন প্রত্যাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার নেত্র ঘূর্ণায়মান চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার সমুদ্র দর্শন করিল।

সহসা কোথা হইতে আসক্ত একটা তীক্ষ্ণধার শর আসিয়া তাঁহার ললাট ভেদ করিয়া বিদ্ধ হইল। পুষ্পমিত্র এখনও কোশলীয় সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিয়া নির্গত হইতে সক্ষম হন নাই। রাজাকে ভূ-পতিত হইতে দেখিয়া নিকটবর্ত্তী এক কোশল সেনার হস্তে আহতের ভারার্পণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনশ্চ মহারাজের নিকটবর্ত্তী হইলেন।

শর নৃপতির মস্তিষ্ক ভেদ করিয়াছিল। পুষ্পমিত্র তাঁহার শরবিদ্ধ মস্তক অঙ্কে তুলিয়া লইলে শোণিতান্ধ নেত্র অর্দ্ধ উন্মীলন চেষ্টা করিয়া সুরজিৎ স্খলিতকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন,—"ইন্দ্রজিৎ ?"

সেই ক্লিষ্টকাতর স্বরে অকস্মাৎ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া করুণকণ্ঠে পুষ্পমিত্র উত্তর করিলেন,—"মহারাজ! মৃত্যুকালে স্বদেশ-দ্রোহীর অপবিত্র নামোচ্চারণ করিবেন না। ভগবানের নাম গ্রহণ করুন।"

ইহা শ্রবণে মুমূর্ষু যথাসাধ্য গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"প্রসুপ্ত সর্পশিশু যদি পদমর্দ্দিত হইয়া আঘাতকারীকে দংশন করে তাহাকে বিদ্রোহী বলিও না! তুমি কে ?"

"আমি পুষ্পমিত্র।"

"জামাতা! আমার শুক্লা ?"

"যেখানে উচ্চনীচের প্রভেদ নাই, প্রতিহিংসা জিঘাংসা নাই—"

"অতি উত্তম স্থান! এখানে একদিনের জন্য যে অবশ্য প্রাপ্য অধিকার তাহাকে দিতে পারি নাই, মন প্রাণ নিয়ত যাহার প্রকৃত পরিচয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেও লোকলজ্জার ভয়ে—যাহাকে অপরিচয়ের লজ্জা দিয়া জগতের চক্ষে হেয় করিয়া ঠেলিয়া রাখিয়া, আজ যাহাকে সেই পিতৃকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তে নির্ম্মম মৃত্যুর হস্তে তুলিয়া দিয়াছি, এইবার সেই সমস্ত ভুল ভ্রান্তি সংশোধন—সেই সমুদয় অনাদর হতাদরের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিব। সে জন্য আর চিন্তা নাই।—এখন শুধু এই ভাবিতেছি, পাঁচ বৎসর ত আজি পূর্ণ হইল, নির্ব্বাসিত ইন্দ্র যদি আজ ফিরিয়া আইসে—আমার দেবদহ ত নাই, সে আজ কোথায় আসিবে ?"

"এ কি শুনিতেছি মহারাজ! শুক্লা আপনার আত্মজা ?"

"জামাতা! নতুবা এতদিন ধরিয়া এ কিসের প্রায়শ্চিত্ত করিলাম ?"

"আর্য্য! আর্য্য! এ কথা কেন পূর্ব্বে জানি নাই ?"

"কেন?—কেমন করিয়া জানিবে?—তখন তো প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হয় নাই।"

"শুক্লা! শুক্লা! কোথা তুমি?—আজ কোথা তুমি? তাত! তাত!—এ কি?—সব শেষ হইয়া গিয়াছে!"

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

No power in death can tear our names apart,
As none in life could rend thee from my heart,
Yes, Leonora! it shall be our fate—
To be entwined for ever—but too late.—

—*Byron.*

রোহিণীর সুশীতল বায়ুস্পর্শে ও পুষ্পমিত্রের শুশ্রূষায় কুমার বসন্তশ্রীর মুমূর্ষু দেহে একবার চৈতন্য-সঞ্চার হইল। তিনি মুদিত নেত্রে থাকিয়াই অবসাদ-খিন্ন ক্ষীণস্বরে কহিলেন,—"জল,—জল দাও।"

পুষ্পমিত্র আপন উষ্ণীষ ভিজাইয়া আনিয়া তাঁহার ক্ষত স্থান ধৌত ও নবীন দুর্ব্বা তৃণ পেষণ পূর্ব্বক ক্ষতস্থানে প্রদান করিয়া ক্ষত সকল উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে কুমারের মস্তকাবরণ হইতে বস্ত্রাদি ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া তাহা নদী হইতে সিক্ত করিয়া আনিলেন এবং সেই জলসিক্ত বস্ত্র হইতে সলিল সেচনান্তর বসন্তশ্রীর মুখে প্রদান করিলে সেই জল পানান্তে কুমার কিছু সুস্থবোধে ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর পুনশ্চ অতি ধীর মৃদু মৃদু স্বরে উচ্চারণ করিলেন,—"অমিতা! অমিতা!"

পুষ্পমিত্র মরণাপন্নের সে মর্ম্মান্তিক ব্যথা-বিজড়িত আকুল আহ্বান বুঝিলেন। তিনি সেই ক্ষণেই আরও বুঝিলেন এই দুর্দ্ধর্ষ অভিমানী রাজপুত্র কি প্রচণ্ড অভিমানের বশেই ইঁহার জীবন সর্ব্বস্বকে জীবনে গ্রহণ করিতে না পারিয়া মরণ খুঁজিয়া ফিরিতেছিলেন। প্রেমহীনতায় নয়, গভীর অথচ আগ্রহময় তীব্র ভালবাসায় পরিপূর্ণ চিত্ত প্রণয়ী প্রেমপাত্রীর জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ বিন্দুমাত্র ত্রুটি সহনে সক্ষম হয় না, সে ত্রুটি বস্তুতঃ তাহারই অথবা সে হতভাগিনীর দুর্ভাগ্যের, ইহা খুঁজিয়া দেখারও অবসর এ সকল প্রেমোন্মাদগণের থাকে না। তবু এই সর্ব্বস্বদানকারী প্রেম তুচ্ছ নয়;—ক্ষুদ্রতা ইহাতে সম্ভবে না, অবজ্ঞা করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইবার অধিকার ইহার পরে কাহারও নাই।

পুষ্পমিত্র গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন। সে যাহাই হউক, এক্ষেত্রে এ সব বিচারের অধিকার তাঁহার নাই—তিনিই এই সুর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তরুণ কুমারের এইরূপ হতাশা-ভগ্নচিত্তে অকাল মৃত্যুর মূল।

"কে?—অমিতা কি?—অমি, অমিতা!—আবার আমাদের দেখা হলো তবে?—আজ বুঝিলাম,—কিন্তু বড় অসময়েই মনে হইতেছে, আমারই সকল অপরাধ—তুমি নিরপরাধিনী।—আমার জন্য তুমিও বড় দুঃখ সহিয়াছ—কই তুমি, কোথা তুমি অমিতা?—"

কুমারের সাগ্রহ প্রসারিত কর সযত্নে নিজ হস্তে ধারণ করিয়া শঙ্কাকুণ্ঠিত বচনে পুষ্পমিত্র কহিলেন, "—রাজকন্যার অন্বেষণে বিশ্বস্ত চর নিযুক্ত রাখিয়া আসিয়াছি, সন্ধান পাইলে তাঁহাকে এই স্থলেই লইয়া আসিবে। তিনি ছদ্মবেশে প্রত্যূষেই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, অনুসন্ধানে কেবল এই সংবাদটুকু মাত্র পাইয়াছি।"

বসন্তশ্রী তখন কষ্টে মুখ ফিরাইলেন।—"তবে কে তুমি?—অসময়ের এমন উপকারী বন্ধু এ হতভাগ্যের এ দেবদহে আর কে আছে?"

"কুমার! কেমন করিয়া আপনাকে বলিব আমি কে? আমার

পরিচয়ের লজ্জা আজ কি দিয়া জগৎ সমক্ষ হইতে ঢাকা পড়িতে পারে তাহা আমিই যে খুঁজিয়া পাইতেছি না। এ অভিশপ্তের ভয়াবহ নাম যদি এই নিগৃহীতা শাক্যভূমি সহিতে না পারিয়া আকস্মিক ভূ-কম্পনে সর্ব্বংসহা সে অসহিষ্ণুতা প্রচার করিয়া ফেলেন! এই স্তব্ধ পার্ব্বত্য প্রকৃতি বক্ষে আনন্দ বিচরণশীল পশু পক্ষী সে নামের ভীষণতায় বিদ্ধ হইয়া যদি সহসা মূর্চ্ছিয়া পড়ে, তাই আজ এ নাম উচ্চারণে নিজের মনেই যেন ভীষণ আতঙ্ক হইতেছে কুমার!"

"সে কাহার নাম?—কে এমন তুমি?—কেন আপনাকে এমন অসঙ্গতির কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জন করিয়া বর্ণিত করিতে চাহিতেছ?—বিপন্নের প্রতি তোমার এই প্রীতিমধুর ব্যবহার ত বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে না—কে তুমি?"

"এখনও কি বুঝিতে পারেন নাই—কে আমি? নির্ব্বিরোধী শাক্য-সমাজের অহেতুক বৈরী, শাক্যগগনের করাল ধূমকেতু, ক্ষমতা মদান্ধতায় অপ্রাপ্য বস্তুতে তীব্র লোভ পরবশ,—আজ শাক্য মধ্যাহ্নরবি যে রাহুগ্রস্ত করিয়াছে, অনন্তকালের সেই বিশ্ব-ঘৃণিত ধিক্কারজনক পরিচয় কেমন করিয়া স্বমুখে উচ্চারণ করিব?—অথবা কিসের লজ্জা?—আমার দ্বারা বুঝি সকলই সম্ভবে,—আমি—"

"কে?—পুষ্পমিত্র?—সম্ভব!—অমিতার জন্য আসিয়াছ?—তার পর এই যে মহত্ত্বের খেলা, এও এক ঘৃণিত অভিনয়!—এ সবই তোমার নীচ ছলনা? পথে তোমার সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ ঘটে, শত্রুনিপাত মানসে সেই জন্যই পরম আগ্রহভরে যুদ্ধক্ষেত্রে আমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছিলে, পাছে কোন ক্রমে বাঁচিয়া উঠি, সেই উদ্দেশ্যেই এক্ষণে এই স্থলে আনিয়াছ,—আমি মরিলে অমিতা সম্ভোগে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে,—এই উদ্দেশ্য তোমার? কিন্তু এ উদ্দেশ্য কখনই সফল হইবে না। এখনও বসন্তশ্রীর দেহে প্রাণ আছে—"

বলিতে বলিতে ক্রোধোত্তেজিত বসন্তশ্রী সবেগে উঠিয়া বসিতে গেলেন কিন্তু শোণিত ক্ষয়ে দুর্ব্বল দেহ তাঁহার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিল না, মাত্র ক্ষত স্থান হইতে বেগে শোণিত ক্ষরণ আরম্ভ হইল।

"হায় হায়, কি করিলেন?—এ কি করিলেন?"—বলিয়া ভয় ব্যথিত ব্যস্ততার সহিত তৎক্ষণাৎ—তৎকৃত অবমাননায় লক্ষ্যমাত্র না করিয়াই পুষ্পমিত্র ক্ষতবন্ধনী পুনশ্চ সাবধানে ধীরহস্তে জলসিক্ত করিয়া দিল।

অতিশয় ক্লান্তি বশতঃ বসন্তশ্রী মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া ঘুরিয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার পিপাসা-শুষ্ক মৃত্যু-বিবর্ণ অধর ভেদ করিয়া ক্ষীণ শব্দ বহির্গত হইল,—"জল, জল, জল!"—

অমনি সুশীতল স্নিগ্ধবারি সেই নিদারুণ কণ্ঠশোষ নিবারণ করিল।

তখন সুদীর্ঘতর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কুমার যেন অতীব বিস্ময়ভরে কতকটা আত্মগতভাবেই মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিলেন,—'পুষ্পমিত্র!'

যুবরাজ পুষ্পমিত্র তাঁহার মুখপানে চাহিয়া উদ্বেগ ব্যাকুলকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"আমার উপর আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না। অনেক কষ্টে শোণিত-স্রাব রুদ্ধ হইয়াছে, চঞ্চল হইলে হয়ত এখনি আবার রক্ত ছুটিবে—"

একি স্বর! কি এই অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠভরা এই কাতর মিনতি! এই আবেদন সত্যই কি বসন্তশ্রীর মহাশত্রুর? যাহার জন্য তাঁহার জীবনের সুখের প্রদীপে সৌভাগ্যের সমুজ্জ্বল আলোক শিখা চিরনির্ব্বাপিত হইয়াছিল, যাহার জন্য আজ এই নবীন যৌবনে তেজ বীর্য্য ঐশ্বর্য্যবান সম্মানিত এই জীবন তাঁহার অতি ভারগ্রস্ত, আর সেই জীবনও অকাল আকস্মিক মরণের দ্বারে সমাগত। সত্যই কি সে এমন?

আর একটা তেমনি গভীরতর সুদীর্ঘতর দীর্ঘশ্বাস মরণাপন্নের ভার সহনে একান্ত অক্ষম ক্লান্ত বক্ষের প্রচণ্ড তাপ তপ্ত ব্যথা বাহিরে আনিয়া বহিয়া গেল। বিস্ময় বিতাড়িত ক্ষীণস্বরে তিনি কহিলেন,—"আমার ক্রোধ বিরক্তির

সমন্বই বা আর কোথায়?—কিন্তু সত্যই কি তুমি এত মহৎ?—অথবা এও আমার শক্তিহীন দুর্ব্বল মস্তিষ্কের বিকার মাত্র?—তুমি কি আমায় মারিতে চাহ না?—অমিতার জন্য কি তোমাদের এ অভিযান নয়?—এ সব কি তবে? সেই কথা আমায় বুঝাইয়া বলিবে কি?"

"আপনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন কি না জানি না, তথাপি সবই আমি বলিব। প্রথমতঃ এই কথা বলা উচিত মনে করিতেছি, যে; আমি অজ্ঞতা বশতঃ যাঁহাকে রাজকন্যা বোধে যাচ্ঞা করিয়াছিলাম, তিনি অমিতা নহেন; শুক্লা। তবে লোকে না জানিলেও বস্তুত পক্ষে তিনিও অমিতারই ন্যায় রাজকন্যা এবং আপনিও ইহা বিদিত আছেন যে, যে কোন প্রকারেই হোক—আমার এই পথভ্রষ্ট পঙ্কিল জীবন সেই আমার আরাধ্যারই পবিত্র জীবনের সহিত সম্মিলিত হইয়া ধন্য হইয়াছিল।"

"তুমি অমিতাকে চাহ নাই?"

"না, দস্যুবেশী ইন্দ্রজিতের হস্তে শুক্লাই সেদিন বন্দিনী হইয়াছিল।"

"তবে অমিতা তোমার কাঙ্ক্ষিতা নহেন?"

"বিশ্বাস করুন কুমার! কুমারী অমিতাকে আমি সেদিন হয়ত লক্ষ্য পর্য্যন্ত করি নাই। অবশ্য আমি জানিতাম না যে আমার প্রার্থিতা সে সময়ে পরিচয়হীনা, আমি উঁহাকেই রাজকন্যা স্থির করি—"

"ওঃ কি পরিতাপ! আমায় প্রথমাবধি সকল কথা খুলিয়া বলিবেন কি?"

"বলিবার জন্যই আগ্রহে হৃদয় আমার ফাটিয়া পড়িতেছে।" এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত অনুতাপ-তপ্ত করুণকণ্ঠে পুষ্পমিত্র কহিতে লাগিলেন—

"যে সময়ে লিচ্ছবি-সৌভাগ্য-সূর্য্য মেঘাবৃত হয়, ঠিক তাহারই পরবর্ত্তী কতিপয় দিবস মধ্যে মৃগয়া ব্যপদেশে আমি একদিন কোশলাধিকৃত প্রদেশ ছাড়াইয়া নিজের অজ্ঞাতসারে কোন্ সময় দেবদহ ভুক্তির

সীমানা মধ্যে প্রবিষ্ট হই। সেদিন সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে দেবগড়-বাসিনী কুলকন্যাগণ সেই নির্জ্জন কান্তার মধ্যে রক্ষক সমভিব্যাহারে দুর্গম পর্ব্বত সানুদেশে অবস্থিত সুবিখ্যাত সবিতৃ-মন্দিরে মানসিক পূজা পরিশোধ উপলক্ষে সমাগতা হইয়াছিলেন। উক্তা দেবীগণ তখন আমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিতা। আমার সহিত ইঁহাদের পরিচয়ের উপলক্ষ এক দৈবদুর্ঘটনা।

রমণীর অসহায় আর্ত্তনাদে অন্বেষিত মৃগ চিন্তা বিস্মৃত হইয়া শব্দানুসরণে দেখিতে পাইলাম, বহুসংখ্যক সশস্ত্র দস্যু কয়েকটি নারীকে আক্রমণ করিয়াছে। তাঁহাদের রক্ষিগণের অধিকাংশই তখন সেই দস্যু-অস্ত্রাঘাতে কাল-কবলিত। ক্ষত্র হইলেও তখন আমি ক্ষাত্রধর্ম্মের ঠিক উপাসক ছিলাম না। পশু মৃগয়া ভিন্ন মনুষ্য মৃগয়ায় একপ্রকার অনভ্যস্তই ছিলাম। সত্যকথা স্বীকারে লজ্জা নাই। আসব ও বিলাসিনী নারী সঙ্গই সেদিনে আমার জীবন যাত্রার প্রধান অবলম্বন।

"বলিয়াছি ক্ষত্র সন্তানের উপযুক্ত শৌর্য্য বীর্য্য তখন আমাতে ছিল না, অথবা থাকিলেও তাহা কুক্রিয়াসক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল আলস্যাদি দ্বারা বাধিত হইয়াছিল। তথাপি নারীনিগ্রহ সহিতে পারিলাম না। নিরস্ত্র অবস্থায় সাহসে ভর করিয়া শস্ত্রপাণি দস্যুমধ্যে নিপতিত হইলাম। ইহার পরে—"

"ইহার পরে যাহা ঘটিয়াছিল, আপনার সে অসমসাহসিকতার কথা আমি ইতঃপূর্ব্বেই শুনিয়াছি।"

"অসম সাহসিকতা!—না না কুমার! আজ আর ইহাকে এই গৌরবান্বিত আখ্যায় আখ্যায়িত করা চলে না। একদিন হৃদয়নিহিত প্রচণ্ড গর্ব্বের দ্বারায় সেই বিস্ময়কর ব্যাপারের ওইরূপই এক হাস্যকর মীমাংসা করিয়াছিলাম বটে। এক্ষণে বুঝিয়াছি কিসের জন্য আমার কণ্ঠস্বর সেই শতাধিক দস্যুর শালপ্রাংশুভুজ বিশাল দৃঢ়কায় অধিনায়ককে মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হওনে বাধ্য করিয়াছিল! সে আমার ভয়ে নয়, মাত্র

রহস্যভেদের আশঙ্কা! তখন কে জানিত সেই দস্যুরাজ কোশলের মহাসেনাপতি অম্বরীষ নামে পরিচিত দেবগড়ের রাজকুমার ইন্দ্রজিৎ।”

“ইন্দ্রজিৎ! তুমি নির্ব্বাসিত :শাক্যকুমার ইন্দ্রজিতের কথা বলিতেছ কি?”

“হাঁ, সেনাপতি অম্বরীষই সেই স্বদেশদ্রোহী রাজপুত্র।

“পরমারাধ্যা ভগবতী মায়াদেবী ও মহাপ্রজাবতী দেবীর ভ্রাতুষ্পৌত্র, ভগবান শাক্যসিংহের মাতুলবংশীয় শাক্যপুত্র যথার্থই কি এত হীন প্রবৃত্তি-শালী হইতে পারে? ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বংশশোণিতে চণ্ডালের জন্ম হইল?—”

“কুমার! এ সংসার অতি বিচিত্র স্থান।”

“কুমার বসন্তশ্রী নিরুত্তরে সেই ধরণী-শয়নে শায়িত রহিলেন। তাঁহার আহত বক্ষ-নিম্নে বলহীন হৃদয়ের মধ্যে এই সংবাদে কি ঝড় বহিয়া গেল পুষ্পমিত্র তাহার কোন সংবাদই রাখিলেন না। তিনি আপনার বর্ণিত কাহিনীর অবশিষ্টাংশ ফিরিয়া আরম্ভ করিতে যাইতেই তাঁহার চিন্তামগ্ন শ্রোতা ঈষৎ অধৈর্য্যের সহিত ঘৃণাপূর্ণ অবজ্ঞা ভরে কহিয়া উঠিলেন,— “দেবদহবাসীরা শাক্য বটে, কিন্তু আমাদের সেরূপ নিকট জ্ঞাতি নহে। ইন্দ্রজিৎ যাহা করিল কপিলাবস্তুর কোন রাজপুত্র এ কার্য্য করিত না।”

এই কথা একান্ত বিশ্বাসপূর্ণ চিত্তে উচ্চারণ করিয়া বংশাভিমানী রাজকুমার পরম আশ্বস্ততার দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন।

‘কপিলাবস্তুর দেবদত্তও বড় কম অকর্ম্ম করেন নাই’—এই সত্য কথাটা জিহ্বাগ্রে আসিয়া পৌঁছিলেও কোশল যুবরাজ মুমূর্ষুর শেষ তৃপ্তি-সুখে বাধা জন্মান অনুচিত বিধায় আপনার জিহ্বা সংযত করিয়া অন্য কথা পাড়িলেন।

“দস্যুহস্তে বন্দিনী যে নারীরত্নের বন্ধন মোচন করিয়া সেই আমার চিরস্মরণীয় দিনে আমার এই কলুষিত হস্ত পবিত্র হইয়াছিল, কি শারীর

সৌন্দর্য্যে, কি মহিমা-দৃপ্ত ভঙ্গিমায় তিনি সেই নারী-সমাজের অগ্রগণ্যা ছিলেন। তাঁহাকেই রাজকন্যা স্থির নিশ্চয় করিয়া আমি সেই ক্ষণেই তাঁহার পদতলে আমার বলিতে যাহা কিছু সে সবই উজাড় করিয়া দিয়া আসিলাম। আমি তখন গুণের মর্য্যাদা বুঝিতাম না। রূপের উপাসনাতেই আমার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া থাকিত। কিন্তু এবার আমার চক্ষু-পতঙ্গ শুধুই সেই আলোকময়ীর রূপবহ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে নাই। আমার অন্তর পুরুষও সেই সঙ্গে তাঁহার প্রকৃত আপনার জনকে চিনিয়া লইয়া তাহাতেই তন্ময় হইয়া ছিলেন।

"গৃহে ফিরিলাম, কিন্তু তখন সমস্ত বিশ্ব সংসার আমার চক্ষে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত হৃদয় উদ্ভ্রান্ত, পরিচিত যাহা কিছু তিক্ত বিস্বাদ এবং জীবন একান্ত ভারাক্রান্ত অনুভব হইল। স্নেহ প্রেম শ্রদ্ধা প্রভৃতি মানবীয় উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ হৃদয় বৃত্তিগুলির বিকাশ আমার মধ্যে ইতঃপূর্ব্বে হয় নাই বলিলে অন্যায় বলা হয় না। সেদিন হইতে যতই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল ততই ঐ অপরিচিত অন্তরবৃত্তিগুলির অসংশয়িত তীব্র পরিচয়ের সংঘাতে আমার চিত্ত শুধুই বিস্ময়ে নয়, ব্যথায়ও ভরিয়া উঠিতে লাগিল।—কিসের সে ব্যথা?—ঠিক করিয়া তাহাকে কোন দিনই বিশ্লেষণ করিতে পারি নাই? হয়ত চির স্বাধীন যূথপতির পাদবন্ধন রজ্জু যে ক্লেশ দান করে আমারও অসংযত প্রবৃত্তি এই নবীনাগত হৃদয়ভাবকে তেমনি ত্রাস-ব্যাকুল বিস্ময়ে দ্বিধাভরেই বরণ করিয়া লইয়াছিল।

"শাক্য বিবাহের জটিলতা আমার অজ্ঞাত ছিল না। ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের পুত্র মহারাজা কুশের সন্ততিবর্গ অত্যধিক জাত্যভিমান বশে নিজ সমাজের বহির্ভাগে কুটুম্ব সম্বন্ধ স্থাপন করেন না, ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের সিংহাসনাসীন আমাদের বংশীয়গণ বিশেষ করিয়াই অবমাননা বোধ করিয়া থাকেন। ইঁহাদেরই ন্যায় মর্য্যাদাশালী লিচ্ছবিগণ রাজগৃহে কন্যাদান

করিয়াছেন, অথচ কোশল এই সম্মান লাভে বঞ্চিত। আমার আত্মাহঙ্কারে দর্পিত চিত্ত দুর্ব্বলের এ আভিজাত্য গৌরবটুকুকে ঘোরতর অপরাধ দৃষ্টিতেই দর্শন করিল। তাই অপ্রাপণীয়া জানিয়াও দেবগড় কুমারীর আশা পরিত্যাগ—"

"অমিতার আশা? এই না তুমি নিজ মুখে এখনি বলিলে যে তুমি তাহাকে প্রার্থনা কর নাই! আবার এখন ঐ কি বলিতেছ?—এ যে বিষম সংশয়—"

"আমার ভ্রান্তি মার্জ্জনা করিবেন। আমি শুক্লাকেই অমিতা বোধ করিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে মহারাজের কন্যা জ্ঞানে প্রার্থনা করা হইয়াছিল। শুক্লা রাজা সুরজিতের কন্যা হইয়াও সে সময় অজ্ঞাতকুলশীলা ছিলেন।"

"মহারাজার কন্যা হইয়াও!—এ আবার কি প্রলাপবাক্য বলিতেছ?"

"তিনি রাজার প্রথম বিবাহের সন্তান। উক্তা মহিষী শাক্যা ছিলেন না।"

"এক্ষণে বুঝিয়াছি, সেই জন্য দুই ভগ্নীর মধ্যে প্রায় অভেদ মূর্ত্তি ছিল!"

"অভেদ মূর্ত্তি! ওঃ এতদিনে আর একটা সন্দেহও আমার নিরাকৃত হইয়া গেল। বন্ধন মোচনের পর দস্যুদল পলায়ন করিলে আমি যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন সেই বন্দিনীকে মুকুটাদি রাজকীয় চিহ্নে বিভূষিতা দেখিয়াছিলাম। তবে হয়ত তিনিই অমিতা! সাদৃশ্য বশতঃ আমার উভয়কেই এক বলিয়া বোধ জন্মিয়াছিল? হায় তখন যদি কোন ক্রমেও জানিতে পারিতাম!"

৮ অসহ্য অনুতাপের বেদনায় পুষ্পমিত্রের বুক আবার একবার ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইল। আবার কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন। পুষ্পমিত্র নিজের শোক দুঃখ হতাশা আত্মগ্লানির প্রাবল্যে এতদূর অভিভূত

হইয়া না পড়িলে অত্যন্ত অনায়াসেই দেখিতে পাইতেন কত শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার মুমূর্ষু শ্রোতার মুখের উপর বর্ণের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। সেই অপরাহ্ণ বেলার আলো ম্লান হইয়া হইয়া যেমন চিরতিমিরাবৃত শাক্য সমাজের শোচনীয় পরিণামের ভীষণ চিত্রপট পৃথিবীর বুকের মধ্যে লজ্জা ও শোকের কৃষ্ণ অঞ্চলে ঢাকিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল, তেমনি করিয়া মৃত্যুর কৃষ্ণ হস্ত সেই সুন্দর তরুণ মুখের উপরেও কালির পর কালি ঢালিয়া দিতেছিল।

সেদিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়াই পুষ্পমিত্র নিজের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। অতীত দিনের শত সুখের শত স্মৃতির আবেগে ঈষৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া আগ্রহ ভরে বলিতে লাগিলেন,—"সাহায্য চাহিলাম অম্বরীষের নিকট! যোগ্যের সহিতই যোগ্যের যোজনা হয়! আমার প্রয়োজন ছিল রাজাধিরাজের সম্মতি, তাহারও—হ্যাঁ তাহারও মনে উদ্দেশ্য ছিল বই কি। তখন বুঝি নাই, এখন বুঝিয়াছি,—শুক্লাকে পাইবার পথ সহজ হইবে, শুক্লা অমিতার সহিত শ্রাবস্তি আগমন করিবে —এমনি কোন কিছু আশা সে নিশ্চয়ই করিয়াছিল।"

"অমিতা?—শ্রাবস্তি গমন করিবে?—ওঃ!—কোথায় আমার তরবারি?"

"কুমার! কুমার! অনর্থক উত্তেজিত হইয়া—উঠিবার চেষ্টা করিবেন না। আপনি আমার কথা বুঝিতে ভুল করিতেছেন। তবে থাক আর শুনিয়া কাজ নাই—ঐ দেখুন আবার শোণিত পাত আরম্ভ হইল!"

"বল আমায়, বল বল বল,—আমার অমিতা কি শ্রাবস্তিতে?—পাপিষ্ঠ নরাধম পুষ্পমিত্রের অঙ্কশায়িনী সে?"

"না, না, অমিতা ত শ্রাবস্তিতে যায় নাই। পাপিষ্ঠ নরাধম পুষ্পমিত্রকে পশুত্ব হইতে মানবত্বে উন্নীত করিয়া তাহার এই পাপ-পঙ্কিল অপবিত্র জীবন মন প্রাণ যে নিজের স্বার্থ সজ্ঘাত পরিশূন্য

অম্লান অকলুষিত পুণ্য রাশি দ্বারা ধৌত করিয়া দিয়াছে সে অমিতা নয়,—অমিতা নয়, সে শুক্লা,—সে শুক্লা।—সে ব্যতীত কে আর এমন করিতে পারিত ? এ জগতের আর কোন্ নারী এমন শক্তিমতী, এমন ভক্তিমতী,—এমন পুণ্যবতী আর কে আছে ?—এ জগতের বাহিরে কোন ত্রিদিব-নিবাসিনীর চিত্ত সুখে দুঃখে দারিদ্রে ঐশ্বর্য্যে সম্মানে অপমানে জীবনে মরণে এমন শান্ত, এমন উপরত, এমন অবিচল ? কর্ত্তব্যের মানদণ্ডে মাপিয়া আপনার সমুদয় অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষে বিসর্জ্জন করিতে ত্রিজগতে কজন সমর্থ ? ক্ষুদ্র নারীদেহ ধারণ করিয়াও কার প্রাণে বিশ্বজয়ী বীরের অপেক্ষাও অধিক বল, সমধিক সাহস ? এ অপরিসীম আত্মত্যাগ আর কাহার দেখিয়াছেন। সংসারের মধ্যে সন্ন্যাসিনী, মানবের মধ্যে দেবী—এবং সেই দেবীরও ভিতরে সর্ব্বশক্তিময়ী শর্ব্বাণী-স্বরূপা ;—সে আর কে রাজকুমার ? এক সঙ্গে অন্তরে বাহিরে এত রূপ এত গুণ এমন করুণা মমতার আধার আর কয়জনা আছে ? সে আমার শুক্লা, সে আমার শুক্লা,—সে—আমার শুক্লা !”

যুবরাজ পুষ্পমিত্রের বহুলায়াসরুদ্ধ ভগ্ন হৃদয়ের বাঁধ বন্ধন ভাসাইয়া সুগভীর শোকের বন্যা হা হা করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

“বীর ! শান্ত হউন”—বসন্তশ্রীর সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠ পুষ্পমিত্রের বেদনা-বিক্ষত হৃদয় মধ্যে বক্ষশোণিতে দুঃখের আবেগ তোড় পাড় করিতে লগিল। আত্মদমন শক্তি তাহাতে একান্তই হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আসিলেও সহসা নিজের বিস্মৃতপ্রায় প্রধান কর্ত্তব্য স্মরণে আসিয়া কষ্টে আত্ম-সম্বরণ চেষ্টা করিলেন।

একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চকিত হইয়া সেইক্ষণে মুখ ফিরাইতেই যে দৃশ্য চোখে পড়িল তাহাতে তাঁহার পদতল হইতে কেশগুচ্ছ অবধি কাঁপিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

প্রায়ান্ধকার গোধূলির শেষ আলোকে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী তরুণ ম্লান

মুখের উপর এমন একটা অকথ্য যন্ত্রণার সুস্পষ্ট ছবি ফুটিয়া উঠিতে দেখিলেন যাহাতে তাঁহাকে ভয় ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিল। আরও দেখিলেন কুমারের ক্ষতবন্ধনি শোণিতার্দ্রতায় রক্তজবার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

"আবার এ কি হইল? এমন কেন হইল?"—চমকাইয়া উঠিয়া এই কথা বলিতে বলিতে পুষ্পমিত্র ব্যস্ত বিস্ময়ে উত্থিত হইতে গেলে বসন্তশ্রী এবার নিজের হাত দিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। একটি ফোঁটা ম্লান হাসি এক বিন্দু অশ্রুজলের মতই তাঁহার সেই সগর্ব্ব সুন্দর মুখখানিকে সকরুণ করিয়া নিমেষের জন্য ফুটিয়া উঠিল। কণ্ঠে নেত্রে শ্বাস প্রশ্বাসে আশা-হীনের অন্তর্বিদ্ধ মর্ম্ম বেদনা প্রকটিত করিয়া অথচ শান্তস্বরে তিনি কহিলেন,—"আর কেন, আমার সময় উপস্থিত।"

"কুমার! কুমার! আমি যে শুক্লার নিকট আপনাদের সম্মিলন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম! সে প্রতিজ্ঞা কি তবে—"

"ব্যর্থ হইবে না। আবার আমাদের দেখা হবে। আবার আমরা উভয়ে মিলিত হইব। কিন্তু,—কিন্তু—উঃ কত বিলম্বে!"

"তবে বিশ্বাস করিয়াছেন রাজকন্যা অমিতা নিরপরাধিনী? আপনা গতপ্রাণা,—শরীর মনে বিশুদ্ধা?"

আবার সেইরূপ অশ্রুধৌত নির্ম্মল হাস্যে বসন্তশ্রীর অস্তসূর্য্যের ন্যায় নিষ্প্রভ ম্লান মুখ প্রভাযুক্ত হইয়া উঠিল।—"রাজেন্দ্রকুমার! মৃত্যুকালে অন্ধেরও চক্ষু উন্মীলিত হয়। আমারও নিভৃত হৃদয়ের বহ্নিজ্বালা নির্ব্বাপিত করিয়া হৃত শান্তি আজ আবার এই মৃত্যুই আমায় ফিরাইয়া দিয়াছে। আজ আমার অনাদৃতা অভাগিনী অমিতাকে অগ্নি-পরিশুদ্ধা দেবী জানকীর ন্যায় আমি পবিত্রা দেখিতে পাইতেছি।—কিন্তু ক্ষমা—ক্ষমা চাহিয়া যাওয়া হইবে না কি? যুবরাজ মহৎ আপনি, মরণাপন্নের শেষ অনুরোধ—"

"সাধ্যায়ত্ত হইলে নিশ্চয়ই করিব।"

"তবে একবার দেখান।"

পুষ্পমিত্র এই অসম্ভব অনুরোধের অসঙ্গততা প্রদর্শনে অক্ষম হইয়া নত মুখে মৌন রহিলেন। তাঁহার মানসিক সংশয় লক্ষ্য করিয়া বসন্তশ্রী স্তিমিত নেত্রের শঙ্কিত দৃষ্টি মেলিয়া নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন। তাঁহারও বক্ষ সন্দেহে সঙ্কোচে এবং প্রবল বাসনাবেগে আলোড়িত হইতে থাকিল।

"একবার শেষ দেখা। যুবরাজ! দেখাইবেন না কি?—এই অপরাধের বোঝা বহিয়াই চলিয়া যাইব?"

চিরবিদায়োন্মুখের এই কাতর মিনতি পুষ্পমিত্রের সহৃদয় অন্তঃকরণে ক্ষুরধার বাণের মত বিঁধিল। তিনি অপরাধের লজ্জায় ঘোর রক্তবর্ণ মুখে বলিয়া উঠিলেন,—"যদি তিনি জীবিতা থাকেন নিশ্চয়ই দেখা হবে, আমি চলিলাম।—কিন্তু এ অবস্থায় আপনাকে একা ফেলিয়া—আমি কেমন করিয়াই বা চলিয়া যাইব—"

"না না যাও। যতক্ষণ তুমি ফিরিয়া না আসিবে, অমিতাকে—আমার অমিতাকে না আনিবে মৃত্যুর সহিত আমি যুদ্ধ করিব। একবার তাহাকে না দেখিয়া মরিতে পারিব না।"

"কিন্তু যদি—"

"না না, যাও। নিতান্তই যদি মরণ আসে, যদি বারণ না মানে,—তবে বলিও, যদি দেখা হয়—বলিও, অনুতাপ-জর্জ্জরিত বসন্তশ্রী আসন্ন সময়ে তাহারই নাম লইয়া মরিয়াছে।"

পুষ্পমিত্র মুমূর্ষুর এই প্রচণ্ড আগ্রহের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিলেন না। নিতান্ত অন্যায় বুঝিয়াও তাঁহাকে একা রাখিয়াই বিদায় হইলেন। তাঁহার মনে হইল কি জানি, যদিই দৈবক্রমে সাক্ষাৎ হইয়া যায়, আর অবসরই বা কোথায়?

বসন্তশ্রী বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে শোণিত নিঃস্রাবে শরীরের অবশিষ্ট রক্তটুকু ফুরাইয়া নিঃশেষ গেল। সমস্ত

দেহ মন কি এক কুহেলিকাচ্ছন্ন অস্পন্দনীয় বিষম দুর্ব্বলতার অতলে তলাইয়া গিয়া যেন অসাড় হিম হইয়া আসিতে লাগিল। তারপর সে কি ভীষণ পিপাসা! তৃষ্ণা,—তৃষ্ণা,—জল,—জল! হায় মধ্যাহ্ন মরুপ্রান্তরে দিক্ ভ্রান্ত পর্য্যটনশীল পথিকের নিদারুণ কণ্ঠশোষের ন্যায় এই অফুরন্ত মৃত্যু-পিপাসায় এক বিন্দু শীতল জল কেহ ওষ্ঠপ্রান্তে তুলিয়া ধরিল না। ধন মান পদমর্য্যাদা আত্মীয়-বান্ধবের স্নেহ প্রেম সমস্ত জাগতিক সুখসম্পদের পূর্ণাধিকারী তরুণবয়স্ক সুকুমারকান্তি রাজপুত্র আজ এই অস্ত সূর্য্যের ছায়ান্ধকারে নির্জ্জন রোহিণী-তীরে ধরা-শয়নে নিতান্ত অনাথের মতই তৃষা-কাতর বক্ষে পৃথিবীর শেষ সাধটুকু পর্য্যন্ত অপরিতৃপ্ত রাখিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। শত আশা উদ্দীপনাময় মানব-জীবনের-এ—কি পরিণাম!

পশ্চিমাকাশ পূর্ব্বাকাশেরই ন্যায় প্রশান্ত নীলিমায় জুড়াইয়া আসিল। চতুর্দ্দিকের প্রকাশকারক দিন-সঞ্চিত পুণ্যের ন্যায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আসিলে শাক্য সৌভাগ্য-রবির সহিত শাক্যবংশকেতন সৌরপতির অস্ত-গমনে বিজন নদীতীরে সম্মোহ-মলিন পাপের ন্যায় মলিন-বসনা সন্ধ্যা সতীর শোকাচ্ছন্ন মূর্ত্তি দীন বিধবার বেশে দেখা দিল।

আর বুঝি হয় না! মৃত্যু বুঝি আর বারণ মানে না! চক্ষের সম্মুখে সমস্ত জগৎ লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। ক্ষীণ শ্বাস খরবেগে বহিল।

"অমিতা! অমিতা! তবে একেবারে সেই খানেই দেখা দিও। আর ত বিলম্ব নাই।"

—অতি কষ্টে এই কথা গুলি উচ্চারণ করিয়াই কুমার বসন্তশ্রীর জড়িত জিহ্বা চিরদিনের জন্য নীরব হইয়া গেল।—

তখন সারাদিনের গুরু পরিশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত তপন অবসাদ অবসন্ন শরীরে নিদ্রিত হইয়া গেলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

There is no place so fit
For me to die as here.

—*Beaumont ond Fletcher.*

কুমার বসন্তশ্রীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, সেই জনহীন নদীতীরে সহসা দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। মূর্ত্তিযুগল ক্ষুদ্রকায়, উভয়েরই ক্ষীণ কৃশতনু। বেশভূষায় তাহাদের ধর্ম্ম সঙ্ঘের উপাসক উপাসিকা এইরূপ পরিচয় প্রদান করিলেও আকৃতি প্রকৃতিতে তাহাদের নিতান্তই সুকুমারমতি বালক বালিকা ব্যতীত অপর কিছুই মনে করিতে দেয় না। কে জানে এই বয়সে কি মনের বিরাগে ইহারা এই সংসারাতীত জীবন বহনের দুঃসাহস এই কোমল প্রাণে জাগাইয়াছে!

সান্ধ্য আকাশে শুক্লপক্ষের পরিণত চন্দ্রমা জ্যোৎস্নারূপ অমৃত-শলাকা দ্বারা জগতের অন্ধকার-অজ্ঞাননেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করিলেন।

জ্যোৎস্নাদীপ্ত তরঙ্গলীলায় নৃত্য করিতে করিতে রোহিণী নদী কত সৌন্দর্য্য কত না আনন্দ বিলাইয়া নিজ যাত্রা পথে বহিয়া চলিল। অপর অপর পার্শ্বে মুক্ত প্রান্তর, সেখানেও বায়ু তরঙ্গ হৈমদ্যুতি জ্যোৎস্না তরঙ্গের সহিত খেলা করিতেছিল।

উভয়ে অতি ধীরে সংশয়-শঙ্কিত চরণে অগ্রসর হইতেছিল। তথাপি উভয়ের গতি হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছিল ইহাদের চিন্তাধারা একমুখী নহে। উভয়ের চিত্ত বিভিন্ন ভাবনার তালে বিপরীত ছন্দে উঠা নামা করিতেছে।

দুজনে নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রালোক এতক্ষণে ইহাদের

মুখের উপর তাঁহার অনন্ত কিরণটুকু উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিলেন। সংসারের সমস্ত প্রলোভন দুঃখ সুখ অবজ্ঞার হাসিতে পদদলিত করিয়া মূর্ত্তিমতী সংযম পুণ্যোজ্জ্বলা দেবীরূপিণী কাব্যবর্ণিতা তপঃক্লেশশুদ্ধা কিশোরী পার্ব্বতীর ন্যায় অনুপমা এই তরুণী তাঁহার সমভিব্যহারী ত্রস্ত মৃগশিশুর মত শোকভয়শঙ্কিত বালকটিকে প্রায় নিজের কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া মৃদু মৃদু স্বরে তাহার বিক্ষোভাহত বিষাদ-ম্লান চিত্তে সান্ত্বনার শীতল জল-ধারা-নিষেক-চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু হায়! সান্ত্বনার বাণী যতই মধুর হোক তাহার মাধুর্য্য অনুভব করার মত চিত্তেরও ত প্রয়োজন। যাহার প্রাণে উৎকণ্ঠার তীব্র ঝটিকা বহিতেছে এ মধু-নিষেকে তাহার কি করিবে?

বাহ্য নীরবতা ও অন্তর মধ্যে উদ্দাম চপল ঝঞ্ঝাবেগে মন্থিত উন্মত্ত সাগরবৎ উৎক্ষেপ-ব্যাকুল হৃদয়ে পথ চলিতে চলিতে বালক সহসা সকরুণ ছল ছল নেত্রে পরিচালিকার জ্যোৎস্নাদীপ্ত দেব নির্ম্মাল্যের ন্যায় প্রশান্ত মুখের পানে চাহিল।

"কপিলাবস্তু আর কত দূরে দেবি?"

"আর বেশী দূর নয়।"

"বেশী দূর নয়?—কপিলাবস্তু কি এত কাছে?"

"আমরা তো কপিলাবস্তুর পথে আসি নাই।"

এই কথা কয়টি যেন নিদারুণ হতাশার তীক্ষ্ণধার বর্ষাফলকের মতই সেই নিষ্করুণ বেদনার সদ্য শেলাহত হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া শোণিত-ক্ষরণকারী একটা অকথ্য যন্ত্রণায় বিদ্ধ হৃদয়টাকে যেন কাতর আর্ত্তনাদে ফাটাইয়া ফেলিতে চাহিল। মুখ দিয়া ও অনিবার্য্য ক্রন্দন রোলে নির্গত হইয়া গেল—"তবে কোথায় আসিলাম?—এ কোথায় আসিলাম?"—বলিতে বলিতে অকস্মাৎ আত্মহারা বেদনায় বিহ্বল-করুণ দৃষ্টি তুলিয়া সঙ্গিনীর মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিল।

সে দৃষ্টি সংসারাতীতার সংসার দ্বন্দ্বাতীত বক্ষেও বিকল বেদনায় লৌহকীলক প্রোথিত করিতে ছাড়িল না। আত্মসম্বরণের জন্য কিছুক্ষণ বিলম্ব করিয়া তারপর তরুণী ভিক্ষুণী ভুমিলগ্ন চক্ষে কহিলেন,—"শুন ভগিনি! কপিলাবস্তু যাইতে চাহ, কিন্তু সেখানেও যদি এই নরমেধ যজ্ঞের দ্বিতীয় অভিনয় ঘটিয়া থাকে?"

মরণোন্মাদ আকুলতায় পরিপূর্ণ আতঙ্ক শিহরণে শিহরিয়া উঠিয়া কিশোর তাপস ভয়ার্ত্ত স্বরে কহিয়া উঠিল,—"এ কি বলিতেছেন দেবি?"

"এ ভীষণ সত্য যদি যথার্থই ঘটিয়া থাকে, তবে সেখানে যাওয়া কি সঙ্গত?"

সন্দেহের বাড়বানল সেই ক্ষুদ্র শরীর মধ্যে প্রচণ্ড উল্লাসে যেন মাতিয়া উঠিল। শোণিত-ধারার উন্মাদ নর্ত্তনবেগে কণ্ঠ প্রায় রোধ হইয়া আসিল। কিন্তু পরক্ষণেই অকস্মাৎ কোথা হইতে আগত একটা পরম আশ্বস্ত সবলতায় তাহার শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়া হৃদয় প্রাণ যেন মুহূর্ত্তে আত্ম-সমাহিত ও স্থৈর্য্য-সম্পন্ন হইয়া উঠিল।

"মাতা যখন কুলমর্য্যাদা-রক্ষার্থ আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, শুধু সেই স্থানের আশ্রয় লাভ আশায় তাঁহার চিরস্নেহের কোল ছাড়িয়া পুরুষের ছদ্মবেশে সঙ্কট-সঙ্কুল পথে গৃহের বাহির হইয়াছি। যদি তাঁরা বিপন্ন হইয়া থাকেন তথাপি সেই আমার স্থান। আমার সেই শ্বশুরকুলের আশ্রয়ে গিয়া বাঁচিতে না পারি মরিতে ত পারিব। দেবী!—এ কি?—মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতেছি যে?—আহা কে রে এ হতভাগ্য?—জীবিত অথবা মৃত?"

ত্রস্ত ব্যাকুলতায় অবনত দেহে নতমুখে সেই সৈকত-শয়ান নিষ্পন্দ নিশ্চল উজ্জ্বল জ্যোৎস্না-বিধৌত মূর্ত্তি পানে চাহিয়াই উদগ্র আতঙ্কের সঙ্ঘাতে দ্রষ্টার সর্ব্ব শরীরের স্নায়ুপেশী স্পন্দহীন হইয়া গেল। সেই একটি মুহূর্ত্তের ক্ষণস্থায়ী চকিত দৃষ্টি-স্পর্শে কি যে রহস্যাচ্ছন্ন মহা

যবনিকা খসিয়া পড়িল, ইহার অভ্যন্তর হইতে কি যে লোমহর্ষণ মহাসত্য আজ এই সান্ধ্যগগনতলে উদার উন্মুক্ত বিশ্ব প্রকৃতির বক্ষের মাঝখানে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল তাহা সেই অপ্রত্যাশিত ভীষণ দৃশ্য দর্শনে অসীম শোকোচ্ছ্বাস উদ্বেলিত বিস্ময়াকুল হৃদয় ব্যতীত আর কে বুঝিবে? সেই ক্ষণে যেন একটা অসহনীয় তীব্র বৈদ্যুতিক আলোক-শিখা তাহার আলোড়িত মস্তিষ্কের মধ্যে দৃষ্টিশক্তিবিহীন নেত্র সমক্ষে মূর্চ্ছাবসন্ন হৃদয়াভ্যন্তরে ক্ষণে উদিত ক্ষণে অস্তমিত হইয়া যাইতে যাইতে সুতীব্র আলোকছটার উজ্জ্বল দীপ্তিতে ও পরক্ষণের ঘোরান্ধকারের সীমাবিহীন নিবিড়তায় তাহাকে দিশাহারা করিয়া ফেলিল। ঊর্দ্ধস্বরে উচ্চ আর্ত্তনাদে সে কহিয়া উঠিল,—"মাতা! এই জন্যই কি আমায় স্বহস্তে ছদ্মবেশ পরাইয়া স্বামিগৃহ গমনের আদেশ দিয়া গিয়াছিলে।"—বলিতে বলিতে শরীর মনের সমুদয় অনুভূতি হারাইয়া লুপ্তচেতনা ব্যাধবিদ্ধা কপোতীর ন্যায় প্রাণশূন্য প্রিয়তমের পাদমূলে লুটাইয়া পড়িল। সে যে সর্ব্বহারা হইয়া আজ আবার নবীন আশায় দুঃখ-দুর্গম বন্ধুর পথে নিঃসম্বলে বাহির হইয়াছিল।

দূরে ক্ষুদ্র উল্কালোক জ্বলিয়া উঠিল। মনুষ্যের পদশব্দ দূর হইতে ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ভিক্ষুবেশধারিণী সুদক্ষিণা অমিতার স্পন্দহীন দেহ ব্যস্তে নিজ অঙ্কে তুলিয়া লইলেন।

উল্কালোক আরও নিকটবর্ত্তী হইল। দুইজন সৈনিকসহ জলপাত্র ব্যজনী ও কিছু আহার্য্য লইয়া পুষ্পমিত্র প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বসন্তশ্রীর মৃতদেহের নিকটবর্ত্তী হইয়া পূর্ণ বিশ্বাসভরে যুবরাজ কহিলেন,—"কুমার! অদ্য রাজকুমারীর সংবাদ আপনাকে দিতে পারিলাম না। আমার নিযুক্ত চরগণ রজনীশেষে নিশ্চয়ই তাঁহাকে অথবা তাঁহার সংবাদ আনয়ন করিবে।—ভগবতি! প্রণাম করি। দৈবপ্রেরিত হইয়াই এই দুঃসময়ে আপনার শুভাগমন ঘটিয়াছে।"

উল্কালোক রক্তনেত্র বিস্তৃত করিয়া মূর্চ্ছাবসন্না অমিতার ঝটিকা-ছিন্ন ধূলিলুণ্ঠিত পুষ্পের ন্যায় পরিম্লান মুখচ্ছবি প্রকটিত করিয়া তুলিয়াছিল। সহসা সেই রক্তচ্ছটা মধ্যে অচিন্তনীয় রূপে উদ্ভাসিত সেই বিবর্ণ মুখে নেত্রপাত করিয়াই পুষ্পমিত্র বিস্ময়-বিহ্বলতায় নিজেরও অজ্ঞাতে শিহরিয়া ঈষৎ পশ্চাতে অপসৃত হইয়া গেলেন। তারপর যেন বড় আশ্বাসে বড় প্রত্যাশায় সেই মিশ্রিতালোকে সম্মুখস্থিত সেই মৃত্যু-বিবর্ণ শুভ্র মুখে চকিত দৃষ্টি প্রেরণ করিতেই তাঁহার কণ্ঠভেদ করিয়া বিস্ময়ধ্বনি নির্গত হইয়া পড়িল,—"শুক্লা! শুক্লা! তুমি ফিরে এলে? সত্যই কি তুমি মৃত্যুর রাজ্য হ'তে আমার জন্য ফিরিয়া আসিলে?" যুবরাজ পাগলের ন্যায় সেই ধরাশায়িত প্রিয় প্রতিচ্ছবি হৃদয়ে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন।

বাধা দিয়া সুদক্ষিণা কহিলেন,—"কোশল যুবরাজ! আত্ম সম্বরণ করুন। মৃতজনের পুনরাগমন এ মররাজ্যে সম্ভবপর নহে। ইনি অমিতা।"

পুষ্পমিত্রের আশা-মরীচিকা তাঁহার দুঃখদহন তাপতপ্ত আশাহত অন্তর মধ্যেই বিলীন হইয়া গেল।

এ দিকে ইতঃমধ্যে অমিতার হৃতচৈতন্য ফিরিয়া আসিলে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া সে কহিয়া উঠিল,—"আমি কোথায়?"

কেহ উত্তর দিল না। সেই অতুল শোভাশালিনী রাজকন্যাকে আজ এইরূপ দীনাবস্থা কাঙ্গালিনী বেশে নিশাবসিত শশিকলার ন্যায় প্রভাহীন মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া পুষ্পমিত্রের অন্তঃস্থল্ ভেদপূর্ব্বক দীর্ঘশ্বাসের পর দীর্ঘশ্বাস উঠিল। চন্দ্রমা পুনঃ নিশাগমে স্বীয় হৈম কিরণ পুনঃ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু ইঁহার সুখনিশার চির অবসান ঘটিয়াছে। তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে চাহিল।

"উঃ কি ভীষণ স্বপ্ন দেখি!"—বলিতে বলিতে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি সম্মুখস্থ

মূর্ত্তির প্রতি পুনরাকৃষ্ট হইল। দেখিয়া বিশ্বাস হইল না, বারম্বার চাহিয়া দেখিল।—ইহাকে কি স্বপ্ন বলা যায়?—এ যে তাহারই সেই অপহৃত রত্ন! এই শোণিত-রঞ্জিত প্রাণহীন দেহ কুমার বসন্তশ্রীর।

অমিতা বদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বজ্রাহত তরুর মত তাহার ভিতরটা নিঃশব্দে জ্বলিতে থাকিলেও বাহিরে কিছু প্রকাশ হইল না। প্রচণ্ড শোকের অনলে বোধ করি তাহার সমস্ত ভয় ভাবনা শোক মোহ সমস্তই একটি ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত মধ্যে শোষণ করিয়া লইয়া তাহাকে পাষাণে পরিণত করিয়া দিয়াছিল। একদিন যে মন্দ মলয়ানিল স্পর্শেও হেলিয়া পড়িত আজ প্রলয়ঝঞ্ঝা মাথায় লইয়া সে অটল হইয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ তেমনি করিয়া চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে উঠিয়া নিজের অসম্বদ্ধ কেশভার সংযত করিয়া লইল। তারপর অতি ধীরে বসন্তশ্রীর দেহ সঙ্কোচকুণ্ঠিত হস্তে স্পর্শ করিল। সে দেহ তুষার-শীতল! অমিতার হস্ত শীতল এবং কঠিন হইয়া আসিল সেই মুহূর্ত্তে সমস্ত জগৎ যেন মৃত্যু-নীরবতায় ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর সে অনায়াস সহজে মুখ তুলিয়া প্রশান্ত অন্তরের প্রফুল্লতার সহিত কহিয়া উঠিল,—"দেবী! কি বলিয়া আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব? আপনার জন্য—শুধু আপনারই জন্য আমার অভীষ্ট লাভ ঘটিল।—আমার ইষ্টদেবের দর্শন পাইলাম।"—

সুদক্ষিণার নেত্রদ্বয় অকস্মাৎ বেদনাশ্রুরাশিতে অন্ধপ্রায় হইয়া আসিল। সে গাঢ়স্বরে কহিয়া উঠিল,—"আমি দেবী নহি, দিদি!—লিচ্ছবি কন্যা, তোমারই ভগিনী। কিন্তু একে কি অভীষ্টলাভ বলে বোন? এ যে সব ব্যর্থ হইল?"

বসন্তজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে হিমত্রস্ত বিশীর্ণা প্রকৃতি যেমন কিশলয়-সম্পদে অতর্কিত সহসাই ভূষিতা হইয়া উঠেন, তেমনই এই ক্ষণ মধ্যে কি জানি কি আনন্দোচ্ছ্বাসে এই তরুণীর সমস্ত দেহ মন এক অভিনব আনন্দের দীপ্তিতে উজ্জ্বল এবং সেই চিরস্থিরা আজ মুখর চাঞ্চল্যে চপলা

হইয়া উঠিয়াছিল। নম্রমধুর হাসি হাসিয়া সে প্রত্যুত্তরে কহিল,—"কিছুই তো ব্যর্থ হয় নাই বোন! সে তো আবার পাইয়াই তখনি হারাইতে হইত, তার চেয়ে এই তো একেবারে পাইলাম! কিন্তু দেখ দিদি! এই আনন্দময়ী—উৎসবময়ী—মধুযামিনী আমার যেন ব্যর্থ না হইয়া যায়। এই রজনী মধ্যে আমাদের উদ্বাহ সজ্জা সমাধা করিতে হইবে, পারিবে না কি ?"

"তুমি কি অনুগমনের কথা বলিতেছ ? ভগিনী! জীবন স্বতঃই নশ্বর, শোকে দেহত্যাগ অনুচিত। একদিন তো সময় আসিবেই। যতদিন সে অবসর না ঘটিতেছে ততদিন জগতের অসীম দুঃখরাশির কথঞ্চিৎ প্রতিকার চেষ্টায় পরার্থে আত্ম নিয়োজিত করিয়া জীবনকে ধন্য কর।"

"দিদি! সকলের চিত্তবল একরূপ নয়। সবার জন্য একই ব্রত নিয়মিত হইতেও পারে না। তদ্ভিন্ন আমার এ দেহ মন প্রাণ বহুপূর্ব্বেই উৎসর্গিত। ইহার যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকারই বা আমার কোথায় ? এ যাঁহার ধন তাঁহার নিকটই ইহা আমি—কে ও ?—ওঃ এখানেও তুমি! কিন্তু আর আমি তোমায় বিন্দুমাত্র ভয় করি না।"

পুষ্পমিত্র অর্দ্ধাভিভূত ভাবে সকলই দেখিতে এবং শুনিতেও ছিলেন, বাক্য স্ফুরণের শক্তি বা সাহস তাঁহার ছিল না। এই ক্ষণে অমিতার এই সুগভীর ঘৃণা ব্যক্ত কণ্ঠ তাঁহার বেদনা বিক্ষত চিত্তে যেন লবণ নিষেক করিল। চমকিয়া তিনি বহু হস্ত দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর কম্পিত উভয় করে আপনার মুখ আচ্ছাদন করিলেন। সেই লজ্জিত মুখ লুকাইয়া ফেলিয়া নিজেকে এই নিদারুণ অবমানিতা লজ্জা জ্বালা হইতে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার বোধ করি সে সময় পৃথিবীকে দ্বিধা বিভক্ত হইবার জন্য মিনতি করিতে ইচ্ছা করিতেছিল!

স্বল্পক্ষণ মধ্যেই চিতা সজ্জিত হইল। সুদক্ষিণার আদেশে সৈনিকদ্বয় সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত করিয়া দিলে সুদক্ষিণারই সাহায্যে শোক-বিরহিতা

স্থিরসঙ্কল্পা অমিতা কলস পরিপূর্ণ পবিত্র রোহিণীনীরে বসন্তশ্রীর অঙ্গের শোণিত-চিহ্ন অতি সন্তর্পণে ধৌত করিয়া দিল। নিজে স্নান সমাধা করিয়া আসন্ন বর্ষণভারাতুর শ্রাবণমেঘের ন্যায় আজানুলম্বিত কেশরাশি মুক্ত করিয়া দিয়া সৈনিক আনীত নব রক্তবাস পরিধান করিল। রাজধানী শ্মশান, অধিবাসী বৃন্দ পলায়িত মৃত আহত এবং লুণ্ঠিত। পুষ্পমাল্য গ্রন্থনের লোক নাই। সহৃদয় সৈনিকদ্বয় অগত্যাই পুষ্পস্তবক আনিয়া চিতা শয্যা সজ্জিত করিয়া দিল। সেই অপূর্ব্ব সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠময় ফুল শয্যার উপর অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি শায়িত হইলে পুষ্পবাসিত মন্দ মলয়ানিল সদৃশ হাস্যচ্ছটার অভিনব দ্যুতিতে আরক্ত ক্ষুদ্র অধরোষ্ঠ উদ্ভাসিত করিয়া আম্র পল্লব ধারণ পূর্ব্বক বধূবেশিনী অমিতা চিতাপার্শ্বে আগমন করিল। অসীম ধৈর্য্যের প্রতিকৃতি এই শাক্যনন্দিনী জীবনের মহা দুঃখভারকে দূরে অপসৃত করিয়া দিয়া ভবিষ্যতের অবিচ্ছিন্ন সুখপ্রাপ্তির আশায় এমনই উল্লাসিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে তাঁহার আর তিলমাত্র বিলম্ব সহিতেছিল না।

সুদক্ষিণা অকৃত্রিম স্নেহে এই আনন্দ প্রতিমাকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিল। আবার তাহার ওষ্ঠ অতি মৃদু মৃদু স্বরে পূর্ব্বের অনুরোধ পুনঃ ব্যক্ত করিল। কিন্তু হায়! পর্ব্বত ছাড়িয়া সিন্ধুর উদ্দেশে যে নদীধারা একবার অবতরণ করিয়াছে সে কি কাহারও শত অনুরোধে আর ফিরিয়া যায়?

চিতা প্রদক্ষিণ করিতে গিয়া কি ভাবিয়া অমিতা আবার একবার ফিরিয়া আসিল, চারিদিকে চাহিয়া যেন কাহাকে অনুসন্ধান করিল। অদূরে একজন এখনও সেই তেমনই করাচ্ছাদিত মুখে স্তব্ধ হেঁট মুণ্ডে দাঁড়াইয়া আছে। অতি ক্ষণস্থায়ী নিমেষ কালের জন্য একবার অমিতার দুই শান্ত শীতল নেত্রে অগ্নিজ্বালার দুইটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল, কিন্তু তাহা অর্দ্ধনিমেষের জন্য মাত্র! পরক্ষণেই আবার তেমনি প্রশান্ত উদার দৃষ্টিতে চাহিয়া সে ধীরপদে এই অনুতাপ কশা লাঞ্ছিত অসহনীয়

দুঃখদাহে বিদগ্ধচিত্ত অপরাধীর অত্যন্ত নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সহসা সেই লজ্জাক্লিন্ন ব্যথা-নিপীড়িতের অবসাদ-শিথিল হৃদয়-তন্ত্রীতে বিস্ময় রোমাঞ্চ তুলিয়া স্থির বীণাধ্বনির ন্যায় সান্ত্বনাপূর্ণ কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল,—

"ক্ষমা করিবেন ভদ্র! অহেতুক আপনার পরে আমি রূঢ় আচরণ করিয়াছি।"

"দেবি! দেবি! আমার পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত নাই?"—পুষ্পমিত্র আর সম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না।

অমিতা ক্ষণকালের জন্য নীরব হইয়া রহিল। বারেক নেত্রদ্বয় অবনত করিয়া লইল। তার পর তাহার মৃত্যুবলে বলীয়ান চিত্ত মানসিক এই দৈন্যটুকুকেও জয় করিয়া ফেলিলে আবার পূর্ব্বের মত শান্ত কণ্ঠেই কহিতে লাগিল,—"আপনি আমার অশ্রদ্ধেয় নহেন। আমার ভগ্নিপতি। আপনাকেও আজ যাত্রাকালে নমস্কার।—না না, কৃতাঞ্জলি হইয়া অপরাধী করিবেন না। আমার মনে আর তো কোন ক্ষোভ নাই! আপনার অপরাধই বা কি? সমস্তই নিজ নিজ উপার্জ্জিত কর্ম্মফল।—প্রিয়তম! এতদিনে আমরা তবে সম্মিলিত হইলাম? এবার আর সংশয় সন্দেহে আমায় ঠেলিয়া ফেলিও না।—অথবা এক্ষণে সেরূপ ঘটিলে আমি আপনিই তোমার সংশয় ভঞ্জন করিতে পারিব, আর তো আমি এক্ষণে বালিকা নই।"

বিস্ময়ে বিষাদে বিস্ফারিত চক্ষে সমস্ত বিশ্ব চরাচর চাহিয়া দেখিল, সেই ভীষণ চিতাগ্নি-শিখা গগন স্পর্শ করিয়া আরক্তরাগে গর্জ্জিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং অনতিকাল মধ্যেই সেই হৈম-প্রতিম প্রণয়ী-যুগল সর্ব্বগ্রাসী অগ্নির দাহ মধ্যে ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া গেল।

পুষ্পমিত্রের হৃদয় অরণি রূপবহ্নি লাভাশায় যে অনল স্ফুলিঙ্গ জ্বালাইয়াছিল আজ এই এতদিনে এই বিজন কান্তারে উষালোকে উদ্ভাসিত

ধূসর গগনতলে রোহিণীর পবিত্র উদকে সেই অগ্নিজ্বালা নির্ব্বাপিত করিল।

স্বীয় অন্তরস্থ গুরুভার প্রশমনার্থ এইবার তিনি প্রাণ খুলিয়া হা হা শব্দে কাঁদিয়া উঠিয়া সেই শ্মশানসৈকতে লুটাইয়া পড়িলেন।

সুদক্ষিণা ডাকিল,—"যুবরাজ!"

"কে আমায় যুবরাজ বলে,—না, আমি আর যুবরাজ নহি, পুষ্পমিত্র নহি; কোশলবাসী নহি—, আর আমি মানব নামেরও উপযুক্ত নহি। আমার আর কেহ নাম ধরিও না, আমার সান্নিধ্যে কেহ আসিও না, আমার ছায়া কেহ স্পর্শ করিও না। পবিত্র পুরাতন শাক্যবংশের কালান্তক এই শ্বাপদ সদৃশ আমার এক্ষণে মানব সংস্পর্শপরিশূন্য শ্বাপদসঙ্কুল বিজন অরণ্যই উপযুক্ত বাসস্থান, নিরীহ জীবশোণিতপায়ী হিংস্র জন্তুগণই যোগ্য সহচর, নিঃশব্দ অন্ধকার পর্ব্বত গুহাই উপযুক্ত শেষ শয্যা। আজি হইতে কোশলের, সমস্ত জগতের চক্ষে পুষ্পমিত্র মৃত! এ জগতে আর কেহ কখন পুষ্পমিত্রের অমঙ্গলকর নাম শুনিবে না।"

নির্ব্বাপিত চিতাকাষ্ঠের শেষ ধূমরেখাটুকু ছায়ালোকমিশ্র ধূসর আকাশে মিশাইয়া গেলে, পুষ্পমিত্র সেই দিক হইতে দৃষ্টি ছিনাইয়া লইয়া উঠিয়া ধীরপদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

O, what noise!
Mercy of Heaven; what hideous noise was that?
Horribly loud, unlike the former shout—
Noise call you it, or universal grown,
Chor. As if the whole inhabitation perished?
Blood, death, and deathful deeds, are in that noise,
Ruin, Destruction at the utmost point.

—*Milton.*

"শাক্যকুল নির্ম্মূল, কপিলাবস্তু দেবদহ শ্মশানে পরিণত।—এ সম্বন্ধে যে একটি মাত্র সংশয় ছিল, তাহা বাস্তব হয় নাই; ভগবান, নামধেয় ভিক্ষুক শাক্যসিংহ আত্মকুল রক্ষায় সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইয়া নীরব রহিয়াছেন। তা ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই! ভিখারীর এ ভিন্ন আর কতই বা সামর্থ্য?—ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র যেমন রাক্ষস ধ্বংশ করিয়া রাক্ষসারি অমর নামের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কলিযুগে আমি এই পরম ভাগবত পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ বিরূঢ়কদেবও নিশ্চয়ই যে তদ্রূপ শাক্যারি নাম ও ভবিষ্য যুগের অতীত পুরাণে অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হইব তাহাতে কোন সংশয়ই নাই। কেবল আমার হতভাগ্য প্রজাবৃন্দের মধ্যে একজনও মহাকবি জন্মগ্রহণ না করায় আমার এই বিশ্ব বিশ্রুত অতুল কীর্ত্তিকলাপের সমস্তই বৃথা হইতে বসিয়াছে! ইহার উপায় কি?—মগধ, কৌশাম্বী, অবন্তী, জলন্ধর, পঞ্চনদ সর্ব্বত্র উচ্চ পুরস্কার ঘোষণা করিলেও কি কোন তপসাধ্যায় নিরত বাল্মীকির

সন্ধান মিলিবে না? রামচন্দ্রের অপেক্ষা আমার শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্য কিছুই তো অল্প নয়। কেনই বা—কে ও?—এ কি? সেনাপতি, অম্বরীষ! তুমি কেমন করিয়া এখানে আসিলে?—"

গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিৎ উত্তর করিলেন,—"অম্বরীষ নহে, দেবদহের নির্ব্বাসিত রাজপুত্র শাক্যবংশীয় ইন্দ্রজিৎ আমি।"

"প্রতিহার! প্রতিহার!"

বাহিরে ভীষণ রোলে ক্রুদ্ধ ঝটিকা প্রমত্ত গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠিল; কেহই প্রত্যুত্তর করিল না।

"কেহ উত্তর দিবে না রাজাধিরাজ! প্রতিহারদ্বয় শমন ভবনে।"—এই কথা বলিয়া কুমার ইন্দ্রজিৎ রাজাধিরাজের সম্মুখস্থ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

মহারাজাধিরাজ ভয়ে বিস্ময়ে অর্দ্ধাভিভূতবৎ তাঁহারই সেই দুই দিন পূর্ব্বের প্রিয় সখার মুখের দিকে হতবুদ্ধি ভাবে চাহিয়া রহিলেন। এই কি সেই অসামান্য রূপবান্ যৌবনের অদম্য তেজবলে দর্পিত মূর্ত্তি কোশলের মহা সেনা-নায়ক!

তাঁহার দৃষ্টির সে বিস্ময়লেখা পাঠ করিয়া ইন্দ্রজিৎ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

সে হাস্য শ্রবণে পরম ভট্টারক বিরূঢ়কদেবের আপাদমস্তক কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি সাতঙ্ক কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"তোমার উদ্দেশ্য কি অম্বরীষ? না না ইন্দ্র, ইন্দ্রজিৎ! তুমি কি একা পাইয়া আমায় হত্যা করিবে?—ওঃ না, না, না—আমায় মারিও না। দেখ, রাজাধিরাজ আমি, এক দিন তোমার প্রভু ছিলাম—আমায় তুমি হত্যা করিলে—"

"পাপী হইব? মহারাজাধিরাজ! পাপ-পুণ্যের কথা ও শ্রীমুখ নিঃসৃত এবং এ কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়া একান্তই হাস্যকর নয় কি? এ পৃথিবীতে এমন কোন পাপ নাই যাহা আপনার বা আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত

হইতে এখনও বাকি আছে। তথাপি সত্য কথা বলিব, পাপানুষ্ঠান শক্তিতে আপনিও আমার সমকক্ষ নহেন। আপনি যতই পাপী হউন, পিতৃদ্রোহ, ভ্রাতৃহত্যা পর্য্যন্তই করিয়াছেন, আমার ন্যায় সমগ্র কুলের ধ্বংস সাধন করিতে পারেন নাই। আপনার দ্বারা আপনার কুলনারীর মর্য্যাদা দস্যুর লুণ্ঠন বস্তু হইয়াছে কি? তবে আর ও সকল কথায় কায কি প্রভু? যে নিজের জননীকে হাতে ধরিয়া দানবের ভোগ্যা করিতে পারে, প্রভুহত্যা তার পক্ষে এতই কি গুরুতর?"

"অম্বরীষ! অম্বরীষ! আমি তোমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিব। তুমি পূর্ব্ববৎ কোশলের মহা সেনাপতি—এমন কি মহামন্ত্রী পর্য্যন্ত হইতে পারিবে।"

"আমার সেনাপতি খেলা সাঙ্গ হইয়াছে রাজাধিরাজ! মহামন্ত্রিত্বের প্রয়োজনও সমাপ্ত।"

"তবে কি তবে কি কিছুতেই তুমি আমায় রক্ষা করিবে না? কিন্তু ভাবিয়া দেখ শাক্যধ্বংসে তুমিই তো আমায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলে? আমি এ ছলনার কথা কিছুই জানিতাম না। তবে কেন আমায় মারিতে চাহ? অম্বরীষ! আমায় বাঁচিতে দাও, আমি আমার অর্দ্ধ কোশল তোমায় দান করিব।"

"রাজাধিরাজ! আমি আপনাকে হত্যা করিতে আসি নাই।"

"আহা! অম্বরীষ! এখনও এত ভাল তুমি!—অর্দ্ধ রাজ্য লইয়াই বা তোমার লাভ কি? ইচ্ছা হয় কপিলাবস্তু দেবদহ, ইচ্ছা হয় বৈশালী অথবা তোমার যেরূপ যাহাতে অভিরুচি সেই স্থান সেই পদ তুমি লাভ করিতে পারিবে।"

"রাজাধিরাজ! এ পৃথিবীর রাজ্য শাসন আপনার সমাধা হইয়াছে, আমারও এখানের কর্ম্ম শেষ। চলুন যদি অপর কোন লোক বাস্তবিকই থাকে, তবে দু জনে আবার সেখানের রাজ্যশাসন করিতে যাই।"

"সেনাপতি! এখনি বলিলে তুমি আমায় হত্যা করিবে না, আবার এ সকল প্রাণঘাতী কথা—ওকি ও? শত বজ্রাঘাতের ন্যায় কিসের ও ভীষণ ধ্বনি?"

"এ জগৎ হইতে ঐ আমাদের বিদায় অভিনন্দন, মহারাজাধিরাজ!"

"তোমার এ প্রহেলিকাপূর্ণ বাক্যের অর্থ কি? আমার এ সময় বিদ্রূপ সহ্য হইতেছে না?"

"শুনেন নাই কি? এই সুন্দর রামগড় দুর্গ শূন্যগর্ভ? ইহার এক স্থানে এমন এক গুপ্ত কৌশল নিহিত আছে যে সেই স্থলের একটি যন্ত্রাকর্ষণে ইহার ভিত্তিস্থিত অবলম্বন মূল মহাবেগে আকর্ষিত ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া যায়, এবং হ্রদ সলিলে ভিত্তিমূল পরিপূর্ণ হয়। তারপর মহারাজ সেই সলিলরাশি এক্ষণে নিরালম্ব প্রাসাদ অট্টালিকা সমূহ অতি সহজেই অতি সত্বরেই আপনার ক্ষুধিত বিরাট শূন্যময় জঠর মধ্যে টানিয়া লইবে সে আর এমন বিচিত্র কি? ইহা আপনার বিশ্বাস হইতেছে না? কেন আমার তো হইতেছে!"

"অম্বরীষ! যেমন সুন্দর তুমি তেমনিই ভয়ঙ্কর! তোমার পরিহাসও কি ভীষণ!"

"সত্য, কোশলেশ্বর! তবে মানবের নব নব যন্ত্রণায় মরণের আপনিই এক মাত্র আবিষ্কর্ত্তা নন! আপনার চক্ষেও কেহ ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করিতে পারে? একথা কি স্বপ্নেও কখন ধারণা হইয়াছিল প্রভু? ঐ শুনুন আবার আবার সেই ভীষণ ধ্বনি! কয় দিনের সুপ্ত বন্যার স্রোতে রামগড়ের শূন্যগর্ভ ভিত্তিমূল শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়াছে। তদুপরি প্রাকৃতিক এই মহা দুর্য্যোগের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ সকল সমূলোৎপাটিত শালবৃক্ষবৎ ধরাশায়ী হইতেছে। আর কি, রামগড়ের শেষ চিহ্ন হ্রদের অতল তলে তলাইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।"

"ইন্দ্র মিত্রাবরুণ, ভগবান সূর্য্যদেব! এ বিপদ সমুদ্র হইতে রক্ষা করুন।"

"আরও একটু উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করুন রাজেন্দ্র! কি জানি যদিই তাঁহারা নিদ্রিত হইয়াই থাকেন। অথবা অনভ্যস্ত ডাকে বুঝিবার কোন বিভ্রম হইয়া যায়।"

সহসা সেই ভীষণ শব্দের সহিত তুমুল কলরোলে আর্ত্তনাদধ্বনি উত্থিত হইয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া তুলিল। রাজাধিরাজ আলুথালু বেশে আসন ছাড়িয়া দ্বারোদ্দেশে ছুটিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ পূর্ব্বক কহিয়া উঠিলেন,—"নরাধম! এই জন্যই তোকে এত দিন পোষণ করিয়াছিলাম? যদি রক্ষা পাই তোকে—"

প্রাসাদ গৃহাদির পতন শব্দ নিকট হইতে নিকটতর এবং ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছিল। ভূমিকম্পের প্রবল কম্পনবৎ সহসা পদতলে শিথিলাবলম্বন কক্ষভূমি সঘনে কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রধ্বনিবৎ একটা ভীষণ ধ্বনির সহিত একদিকের কক্ষ-প্রাচীর খসিয়া পড়িল। রাজসিংহাসনে গ্রথিত বিশুদ্ধ সূর্য্যকান্তমণি হইতে স্খলিত প্রস্তরখণ্ডের আঘাত ঘর্ষণে সহসা বহ্ন্যুদ্দাম হইয়া সমস্ত গৃহ অগ্নিময় করিয়া দিল।

মহারাজাধিরাজ বিপদের উপর অতর্কিত এ বিপদে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুযোগপ্রাপ্ত অগ্নিলম্বিত উত্তরীয়াগ্র অবলম্বনে সমগ্র রাজদেহকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিয়া কহিলেন—"অম্বরীষ! অম্বরীষ! অর্দ্ধ সাম্রাজ্য তোমারই, আমায় বাঁচাও—"

এই পাষাণ বিদারী কাতর ক্রন্দনে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়াই কুণ্ঠাশূন্য প্রশান্তস্বরে সেই ভীষণ অভিনয়ের উদ্যোক্তা ও অভিনেতা উত্তর প্রদান করিল—

"আর এক্ষণে বাঁচিয়া কি করিবেন মহারাজাধিরাজ? এস্থান হইতে উদ্ধার লাভের কোন উপায়ই ত রাখেন নাই। সমুদয় তরণীই যে শাক্য-ধ্বংসার্থ সৈন্য সাজাইয়া প্রেরণ করিয়াছেন। ওঃ, ওঃ—আমার অনাদৃত দেবদহ! আমার অবমানিত আত্মীয়জন!—আমার হতভাগ্য শাক্যকুল! না জানি কতবড় লাঞ্ছনার ঝড়ই আমি তোমাদের উপর নিক্ষেপ করিয়াছি!—হয়ত এতক্ষণে সব শেষ!—জগতের ইতিহাস হইতে শাক্য-নাম মুছিয়া গেল!—"

"আমিই বা তবে একা যাইব কেন? আমি যদি পাপী হই; তুমিও পুণ্যাত্মা নও? এসো বন্ধু! আমার সঙ্গে এসো।—"

এই কথা বলিয়া কোশলেশ্বর পরম মহেশ্বর পরম ভট্টারক বিরূঢ়ক দেব তাঁহার পুরাতন প্রিয় বন্ধু এবং আধুনিক ঘোর শত্রুকে নিজের অগ্নি-ময় অর্দ্ধদগ্ধ দেহে প্রাণপণ বলে আলিঙ্গন করিলেন।

মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া ইন্দ্রজিৎ কহিল "যাক্ বাঁচা গেল! একজন সঙ্গী পাইলাম!"

* * * *

সেই দুর্য্যোগময়ী কালরাত্রিরও অবসান হইল। ভুবনের চক্ষুঃস্বরূপ এবং সমস্ত প্রাণীর সুখদুঃখের একমাত্র সাক্ষী দিননাথ উদিত হইলে ধীবর ও কার্য্যব্যপদেশে অনুপস্থিত দুর্গবাসী নৌকাপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিস্মিত ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া দেখিল সেই সুসমৃদ্ধ প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং স্থানে স্থানে দ্বীপাকারে গভীর জলমধ্য হইতে জাগিয়া আছে তদ্ভিন্ন তাহার অপর কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই।

মহাপাপের ভীষণ পরিণাম লক্ষ্যে এবং বাস্তবিকই যে জগতের সুখ সম্পদ ক্ষণভঙ্গুর, জীবন জল-তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল, রাজ্য স্বপ্নদৃষ্ট বিবাহোৎ-সবের ন্যায় মোহমূলক। ইহার সুস্পষ্ট অনুভবে বহু নর-নারী অপরিহার্য্য জরা মরণ পরিহার মানসে বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের আশ্রয়গ্রহণ করিল।

পরিশিষ্ট।

Our acts our angels are, or good or ill,
Our fatal shadows that walk by us still.

—*John Fletcher.*

পবিত্র-নীরা হিরণ্যবতী নদীকূলে কুশী নগরীর প্রান্তসীমায় যোজন-ব্যাপী সুবিখ্যাত শালবন। সেই ছায়া-সুশীতল কানন-পাদপ শিরে প্রবীণ-রবি পুণ্য পূত কিরণ-ধারা বর্ষণ করিয়া বৃক্ষ ব্যবচ্ছেদ পথে তাঁহারই সহিত সমপ্রভা সম্পন্ন হিমাদ্রি ধবলকান্তি পরিণতবয়স্ক এক পুরুষের দিব্যমুখে অসীম প্রীতিভরে চাহিয়া চাহিয়া যেন বিদায় গ্রহণে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন।

ইন্দুপ্রভা খর্ব্বকারী সুবর্ণ-গৌরী এক অনিন্দ্যসুন্দরী ভিক্ষুণী আসিয়া ইঁহার পদপ্রান্তে নতজানু হইল।

"শাক্যকুলসম্ভব! যে পবিত্র কুলে আপনার উদ্ভব কি পাপে সেই প্রাচীন ও মহাসম্মানিত শাক্যকুল নির্ম্মূল হইয়া গেল?"

সৌরকুলতিলক এই মহাসংশয়ের নিরাকরণ করিয়া সেইক্ষণেই উত্তর প্রদান করিলেন।

"অনৈক্য।"

"সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তবাসীই ত একতাবন্ধনহীন।"

"সেই হেতু প্রবলের নিকট পুনঃপুনঃ ধর্ষিত হওয়াই সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের ভাগ্যফল।"

কিছুকাল সচিন্তিত নীরব থাকিয়া পরে রাজকন্যা সুদক্ষিণা আনত-

বদনে মৃদু সংশয়ে পুনঃ প্রশ্ন করিল, "তাত! আপনার ইচ্ছামাত্রেই ত উহারা রক্ষিত হইতে পারিত?"

"আত্মজনের সহিত বিবাদকালে শাক্যগণ অপর পক্ষীয়গণের পানীয় নদীজলে বিষ মিশ্রণাদি—যাহার ফলে সমগ্র গ্রাম নগরাদি এককালে উৎসাদিত হইতে পারে এই প্রকার অতি ভীষণ পাপানুষ্ঠান সকল করিয়াছে। উহাদিগের সেই সমস্ত পূর্ব্বানুষ্ঠিত মহাপাতক সমূহ ফলনোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে কে বাধা দিবে?"

'কিন্তু দেব! আপনার ইচ্ছা যে সর্ব্বক্ষম!"

"শুন, পুত্রি! ভবিতব্যতার খণ্ডন নাই। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ শুভাশুভ কর্ম্মই সেই ভবিতব্যতার মূল। আপনার কর্ম্মদ্বারা আপনি সুরক্ষিত না হইলে কেহ কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না। শুভানুষ্ঠানের শুভফল সুদৃঢ় বর্ম্মরূপে জীবদেহ এবং জাতি দেহকে ঘেরিয়া থাকে। সংসার সংগ্রাম ক্ষেত্রে এই ধর্ম্মরূপ বর্ম্মবিহীন হইয়া কেহ কখনই অন্যের দ্বারা রক্ষিত হয় নাই। সে জীব বা সে জাতি যত পুরাতন যত উচ্চকুল-সম্ভব যেমনই শক্তিমান হউক না কেন, তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য।"

তখন কিছুক্ষণ নীরব নত বদনে জগতের এই অলঙ্ঘ্য গভীর রহস্যময় নিয়মাবলীর বিষয় চিন্তা করিয়া পুনশ্চ কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষুণী সুদক্ষিণা জিজ্ঞাসা করিল—"ভগবান! আদেশ করুন, আমার এক্ষণে কর্ম্ম কি?"

এককালীন শতকোটি বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় মহিম-দ্যুতি প্রকাশক এবং হরশিরস্থিত চন্দ্রকরলেখার ন্যায় অত্যন্ত সুশীতল মন্দ হাস্যের সহিত ত্রিদিব বন্দিত যুগাবতার ভগবান তথাগত প্রত্যুত্তর করিলেন,—

"নৈষ্কর্ম্ম্য।"

রায় শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর প্রণীত

সর্ব্বজন প্রশংসিত উচ্চাঙ্গের নূতনধরণের পুস্তক, মহাত্মা এবং মহাপুরুষগণের অতি সুন্দর চিত্র সম্বলিত,—

সদালাপ ১ম ভাগ	...	...	৸০
সদালাপ ২য় ভাগ	...	...	৸০
সদালাপ ৩য় ভাগ	...	...	৸০
নেপালি ছবি [সচিত্র, নেপালের সম্বন্ধে বহুবিধ নূতন তথ্যপূর্ণ উপন্যাসবৎ ও সরল সুখপাঠ্য ইতিহাস]		...	॥০
অনাথ বন্ধু (উপন্যাস)	...	...	১।০

আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যে যে স্বদেশহিতৈষণার আদর দেখা যাইতেছে "অনাথবন্ধু"কেই তাহার পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। এরূপ উচ্চাদর্শের সুলিখিত উপন্যাস বঙ্গ-সাহিত্যে অধিক নাই।

ভূদেব গ্রন্থাবলী

বঙ্গীয় নবযুগের শিক্ষাগুরু ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সমগ্র পুস্তকগুলি একত্রে সুন্দর কাপড়ের মজবুত বাঁধাই। সংক্ষিপ্ত ভূদেব-জীবনী ও বিশ্বনাথ ফণ্ড ট্রষ্ট দলিলের নকল সম্বলিত।

মূল্য ইত্যাদি সর্ব্বসমেত—১০৸০।

ভূদেব-চরিত

প্রথম খণ্ড মূল্য—১৸৹

প্রাতঃস্মরণীয় চরিত, বঙ্গমাতার প্রিয়পুত্র ৺মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ঘটনাময় পবিত্র জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। এই চরিত্র পঞ্জিকা তাঁহার প্রিয় স্বদেশবাসী সকলেরই পাঠ করা উচিত।

শুভ বিবাহের একমাত্র উপযুক্ত উপহার

পারিবারিক প্রবন্ধ (৮ম সংস্করণ)	১	
[মুর্শিদাবাদী সিল্কে স্বর্ণাঙ্কিত বাঁধাই]	...	১৷৹
নবযুগের পথ-প্রদর্শক—সামাজিক প্রবন্ধ (৪র্থ সংস্করণ)		১৷৹

চুঁচুড়া এডুকেশন গেজেট অফিস, অসিধাম বেনারসসিটি ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত

মানসী ও মর্ম্মবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত সর্ব্বপ্রশংসিত সুবৃহৎ উপন্যাস

স্পর্শমণি (যন্ত্রস্থ)

নির্ম্মাল্য	...	...	৷৵৹
কেতকী	...	...	১
সৌধরহস্য উপন্যাস	...	...	১

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

পোষ্যপুত্র উপন্যাস (তৃতীয় সংস্করণ)		...	১৸৹
বাগ্‌দত্তা ঐ (দ্বিতীয় সংস্করণ)		...	১৸৹
জ্যোতিঃহারা ঐ	...	...	১॥৴৹
মন্ত্রশক্তি ঐ	...	...	১॥৹
মহানিশা ঐ	...	...	২৲
উল্কা ঐ	...	...	১৲
চিত্রদীপ	...	...	১৲
রাঙ্গাশাঁখা	...	...	৸৶৹
রামগড় ঐ	...	...	২৲

"জ্যোতিঃহারা"—উপন্যাসখানি পাঠ করিতে করিতে অনেক স্থলেই লেখিকার অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। গল্পের আখ্যানভাগ অতি সুকল্পিত। লেখিকা যে সমাজের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা সুন্দর হইয়াছে। এখন এই বহিখানি পড়িয়া যদি দেশের লোক লেখিকার লেখনী ধরণের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই মনস্বিনী লেখিকার এতবড় একখানা বই লেখা সার্থক হইবে।—"ভারতবর্ষ।"

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্‌; ২০১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান্‌ পাবলিসিং হাউস্‌, রায় এম্‌, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্‌স্‌, ৯০।২এ, হ্যারিসন্‌ রোড ঠিকানায় পাওয়া যায়।